মাসুদ রানা

ধর্মগুরু

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী



বইঘর নিবেদন

মাসুদ রানা

ধর্মগুরু

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী: কাজী মায়মুর হোসেন

সত্যিই কি আছে কিংবদন্তীর সেই পাঠাগার: হল অভ রেকর্ড্স্? বোধহয় আছে! কারণ খুনির ধাওয়া খেয়ে মাসুদ রানার সাহায্য চাইল বাঙালি আর্কিওলজিস্ট ডক্টর লাবনী আলম। জড়িয়ে গেল রানা অদ্ভুত এক রহস্যময় অভিযানে! হল অভ রেকর্ডসের পাতাল-দালানে ঢুকতেই হাড়ে হাড়ে টের পেল, কী চাইছে ওসাইরিয়ান টেম্পল! বাঁচতে হবে ধর্মগুরুর নিষ্ঠুর একদল খুনির হাত থেকে! ফ্রান্স, সুইটযারল্যাণ্ড, মোনাকো ঘুরে বহু ঘটনা-দুর্ঘটনা পেছনে ফেলে আবারও ফিরল রানা মিশরের রুক্ষ মরুভূমিতে। ঢুকল দেবতা-রাজা ওসাইরিসের গোপন পিরামিডের অভ্যন্তরে! তাতে ঘনিয়ে এল প্রলয়! কিন্তু শেষে সুইস আকাশে বহু ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়েই বুঝল, কাঁচের উঁচু পিরামিড থেকে বেকায়দাভাবে নিচে পড়লেই সব খেলা খতম হবে ওদের!

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৭

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-453
DHORMO GURU
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain

একশ' সত্তর টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆

কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-99 ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসদ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হাণ্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউন্টি হাণ্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ ◆ বিষনাগিনী ◆ নীল রক্ত ◆ দুরন্ত কৈশোর ◆ মৃত্যুঘণ্টা ◆ ইসাটাবুর অভিশাপ ◆ মাস্টারমাইণ্ড ◆ মায়া মন্দির ◆ কালো কুয়াশা ◆ ধর্মগুরু।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— লেখক

www.boighar.com

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

হাজার হাজার বছরের নিয়ত প্রাকৃতিক অত্যাচারে মলিন হয়েছে প্রকাণ্ড স্ফিংস। এই মুহূর্তে নির্বিকার, নিষ্পলক, মৃত চোখে দেখছে, তার মস্ত দুই থাবার সামনে পায়চারি করছে সুন্দরী তরুণী বেলা আবাসি।

বিখ্যাত পাথুরে প্রাচীন মনুমেন্টের দিকে ঘুরেও চাইছে না মেয়েটা। এখানে এসেছে দু'সপ্তাহ, এরই ভেতর স্ফিংস বা পিরামিড হয়ে উঠেছে প্রাচীন সপ্তাশ্চর্য থেকে পাথরের সাধারণ দালান। অথচ ভেবেছিল, দারুণ লাগবে মিশরে কাজের সুযোগ পেলে। প্রথম সপ্তাহটা গেছে ডিজিটাল ছবি ও ভিডিয়ো ক্লিপ সংগ্রহে। কিন্তু তারপর থেকেই থাই পকেটে ঘুরছে ক্যামেরা। গত কয়েক দিন একটা ছবিও তোলেনি।

মিশরে এসে মাত্র ক'দিনে সব ম্যাড়মেড়ে হবে, ভাবতেও পারেনি বেলা। অথচ, ছোটবেলায় এ দেশের প্রাচীন রাজা-রানি, অশুভ জাদুকর, ভয়ঙ্কর ডাইনী ও রূপকথার কত গল্প শুনেছে দাদা-দাদীর মুখে! ভাবত, তাঁদের বলা প্রতিটি গল্প জাদুময়। তাঁরা এই দেশ ত্যাগ করে আমেরিকায় গেছেন বলে ভীষণ আফসোস ছিল মনে। মায়ামির কি বিসক্যায়নি এলাকার ধনী পরিবার থেকে এসেছে বেলা, শিশুকাল থেকেই ভেবেছে, প্রথম সুযোগেই ঘুরে দেখবে মায়াবী এ অদ্ভুত দেশ।

কিন্তু বাস্তবতার রূঢ় কশাঘাতে হোঁচট খেয়ে ভেঙেছে ওর

সব স্বপ্ন।

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে স্ফিংসের ডান থাবার পাশের পোর্টেবল কেবিন দেখল বেলা।

এখনও ফিরল না আর্কিওলজিকাল টিমের নেতা ম্যান মেট্য্!

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল বেলা: রাত আটটা পনেরো মিনিট।

একটু পর নিউ ইয়র্কে ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ এজেন্সি চিফের সঙ্গে ভিডিয়োকনফারেন্স করবে এক্সপিডিশন লিডার। এ কারণেই হাতে খুব কম সময় পাবে বেলা। তা ছাড়া, সাড়ে আটটায় প্রতি রাতের মত শুরু হবে সাউণ্ড অ্যাণ্ড লাইট শো। রঙিন লেসার আলো ফেলবে পিরামিড ও স্ফিংসের ওপর। সেইসঙ্গে বিকট শব্দে চলবে অতীতের বর্ণনা। এসব অত্যাচার শুরুর আগেই জুনিয়রদের ঘাড়ে সব চাপিয়ে সরে পড়বে টিম লিডার ম্যান মেট্য্ ও সিনিয়র আর্কিওলজিস্টরা। স্থানীয় কর্মীদের নিয়ে এক্সকেভেশনের কাজ গুছিয়ে রাখতে হবে বেলাদের।

ম্যান মেট্য্ যে দলের জুনিয়র সদস্য বলে ওকে মেনে নেবে, তা-ও মনে করে না বেলা।

ও যেন বিনা পয়সার শ্রমিক!

এ-ও ঠিক, আরও দু'বছর লাগবে গ্র্যাজুয়েশন শেষ হতে, এদিকে রেযাল্টও খুব ভাল হচ্ছে না। কিন্তু কেউ বলুক বা না বলুক, অন্তরে ও সত্যিকারের আর্কিওলজিস্ট। যদিও এটা মানছে না কেউ। ভাল কোনও দায়িত্ব না দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে সিনিয়রদের কফি তৈরি আর নুড়িপাথর সরিয়ে নেয়ার কাজে।

কী অপমানজনক!

আবারও পায়চারি আরম্ভ করল বেলা আবাসি। স্ফিংসের মুখে পড়া কমলা স্পট লাইটের আভা পড়েছে ওর জলপাই

ত্বকে। ওর বংশের নাম “আবাসি” হলেও দেখতে হয়েছে ও কিউবান মা’র মতই। না শ্বেতাঙ্গ, না বাদামি। থমকে গিয়ে পনিটেইল সিধে করল বেলা। আর তখনই শুনল স্ফিংসের থাবার ওদিক থেকে আবছা কথাবার্তা। দেরি না করে বিশাল সিংহ-থাবা ঘুরে ওদিকে চলে গেল বেলা।

ওই যে, খনন এলাকায় পৌঁছে গেছে আর্কিওলজিকাল দলনেতা ম্যান মেট্য্।

প্রথম দর্শনে বেলার মনে হয়েছিল, নিউ ইংল্যাণ্ডবাসী দারুণ আকর্ষণীয় সুপুরুষ ডক্টর ম্যান মেট্য্। বয়স পঁয়ত্রিশ, কপালে বাদামি কোঁকড়া চুল। চোখে-মুখে জ্ঞানের দ্যুতি। কিন্তু মুখ খুলতেই বুঝেছিল, অত্যন্ত অভদ্র, উদ্ধত, অহংকারী, বেয়াড়া এক লোক সে।

এসব বিশেষণ প্রয়োগ করতে পারবে বেলা মেট্য্-এর অন্য দুই সঙ্গীর বিষয়েও। প্রথমজন, টিভি প্রডিউসার লোগান ক্যাসপাস। ফ্রিযের মত চারকোনা এক লোক সে। সাপের মত নিষ্পলক চোখে ভীষণ লোলুপ দৃষ্টি। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই জিভ থেকে পড়তে শুরু করে লালা। বেলার প্রতি বিশেষ নজর তার। সুযোগ পেলেই হাজির হয় গায়ের কাছে। অসত্য বলবে না বেলা, বেশিরভাগ পুরুষ ওর প্রতি আগ্রহী হলে ও খুশিই হয়, কিন্তু তাই বলে চৌকো কোনও জোঁককে পছন্দ করতে হবে, এমন তো নয়!

ম্যান মেট্য্-এর দ্বিতীয় সঙ্গী মিশরীয়। নাম ডক্টর লুকমান বাবাফেমি। দেশের আর্কিওলজিকাল কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণকারী সরকারী এজেন্সি সুপ্রিম কাউন্সিল অভ অ্যান্টিকুইটি সংস্থার সিনিয়র অফিসার সে। পেটমোটা, প্রায়-টাক পড়া এক লোক। ভীষণ খারাপ চোখের দৃষ্টি। চাটতে থাকে মেয়েদের দেহের নির্দিষ্ট কিছু জায়গা। এই খননের দায়িত্ব আসলে তার ওপরেই, কিন্তু যা খুশি করতে দিচ্ছে ম্যান মেট্য্কে। বদলে টিভি ক্যামেরার সামনে বেশিক্ষণ তাকে থাকতে দিলেই হবে।

বেলার ধারণা: হাজার-হাজার বছরের পৌরাণিক হল অভ রেকর্ড্‌স্‌ উন্মোচিত হলে ঠিক সময়ে লেন্সের সামনে হাজির হবে সে, বলতে শুরু করবে, এই আবিষ্কারের সময় নিজে কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে মিশর দেশটাকে উদ্ধার করে দিয়েছে।

ওই ব্রডকাস্ট নিয়েই এখন আলাপ করছে ওরা তিনজন।

'কোনও ভুল হবে না, এটা আপনি এক শ' ভাগ নিশ্চিত? ঠিক সময়ে খুলতে পারবেন তো ওই দরজা?' জানতে চাইল লোগান ক্যাসপাস। কণ্ঠে গভীর সন্দেহ।

'আবারও বলছি, জানি কী করছি,' নাকি সুরে বলল বিরক্ত ম্যান মেট্‌য্‌। 'ঠিক সময়ে খুলব ভল্টের পথ। আপনি ভাল করেই জানেন, এটা আমার প্রথম খনন কাজ নয়।'

'কিন্তু এটা লাইভ অনুষ্ঠান, বিশ্বের অন্তত পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষ দেখবে। দু'ঘণ্টা ধরে পুরনো ইঁট খসিয়ে আনতে গিয়ে নেটওঅর্কের স্পেশাল প্রাইম টাইম নষ্ট করলে, খেপে যাবে কর্তৃপক্ষ। অকল্পনীয় কিছু দেখতে চায় তারা। একই কথা খাটে অন্যদের ক্ষেত্রেও। মিশরীয় এসব আবর্জনা দেখতে ভালবাসে সবাই।'

নিজ দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের পক্ষ নিয়ে তর্ক করবে, না আমেরিকান টিভি প্রডিউসারের পায়ে লুটিয়ে পড়বে, ভাবছে লুকমান বাবাফেমি। নরম সুরে বলল, 'ডক্টর মেট্‌য্‌, আপনি শিয়োর, সঠিক সময়ে স্কেজুয়াল মেনে কাজ শেষ হবে?'

'আজ থেকে আট দিন পর, দেখবেন আটলান্টিস আবিষ্কারের চেয়েও অবিশ্বাস্য ঘটনা— মনে সন্দেহ রাখবেন না,' দাঁতে দাঁত চাপল ম্যান মেট্‌য্‌। ঘুরে গেল পোর্টেবল কেবিনের দিকে। ওটার ছাতে বড় এক স্যাটেলাইট ডিশ। 'স্কেজুয়ালের কথাই যখন উঠল, এবার আমাকে যোগাযোগ করতে হবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।'

লোকটার মেজাজ বোধহয় ভাল নেই, ভাবল বেলা। কিন্তু ধমক খাওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে উপায়ও নেই ওর। 'ডক্টর

মেট্য্, এক মিনিট কথা বলতে পারি? খুব জরুরি!'

'ওই কেবিনে ঢোকা পর্যন্ত কথা বলতে পারবে,' বিরক্ত চোখে বেলাকে দেখল ম্যান মেট্য্। 'সময় কম!'

'বিষয়টি ব্যক্তিগত, স্যর,' আর্কিওলজিস্টের পাশে যেতে যেতে জানাল বেলা, 'আপনি আর্কিওলজিকাল কোনও কাজ দিলে খুশি হতাম। এত দিনে নিশ্চয়ই প্রমাণ করেছি, কাজে আমি একদম খারাপ নই।'

থমকে গিয়ে বেলাকে দেখল মেট্য্। '*কাজ?*' ঠোঁট বেঁকে গেল তার। '*কাজ* কথাটা বলেই বুঝিয়ে দিয়েছ, কী পাব তোমার কাছ থেকে! বেলা, আর্কিওলজি সাধারণ কাজ নয়, ওটা ঘোর। যে-কোনও আর্কিওলজিস্টের সার্বক্ষণিক নেশা। কাজ চাইলে যোগ দাও ম্যাকডোনাল্ড বা সেভেন-ইলেভেনের মত কোনও প্রতিষ্ঠানে। ওরা কর্মী খুঁজছে।'

'না, ইয়ে... আমি আসলে ঠিক...' শুরু করেছিল বেলা, কিন্তু দাবড়ি খেয়ে থামতে হলো ওকে।

'এজন্যেই তোমাকে নেয়া হয়নি মূল খননে,' বলল মেট্য্, 'কারণ: তুমি এখনও হতে পারোনি আর্কিওলজিস্ট। কী এমন করেছ যে জায়গা পাবে এই দলে? অন্যান্য জুনিয়র এরই মাঝে কাজ করেছে কয়েকটা খনন সাইটে। ভাল রেযাল্ট করে গ্র্যাজুয়েশন করেছে। ...আর তুমি?' রাগ নিয়ে বলল মেট্য্, 'তোমার মা দাতব্য সংস্থার জন্যে টাকা তোলেন, তাই ইউএনএর কর্মকর্তা জন হার্ট জুটিয়ে দিয়েছে তোমাকে আমার গুরুত্বপূর্ণ এই খনন কাজে। তা করেছে, কারণ তার উপকার করেছিল তোমার মা। তোমার খুশি থাকা উচিত, সুযোগ পেয়েছ আমার দলে যোগ দেয়ার। ...যাও, এবার গিয়ে সাইট পরিষ্কার করো। এমনিতেই প্রফেসর ট্রিপের সঙ্গে ভিডিয়োকনফারেন্সে দেরি করেছি।' সোজা গিয়ে কেবিনে ঢুকল সে। পেছনে দড়াম করে বন্ধ করল দরজা।

হতবাক হয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইল বেলা। কয়েক

সেকেণ্ড পর ঘুরে দেখল, ওকেই দেখছে লুকমান বাবাফেমি ও লোগান ক্যাসপাস। অস্বস্তি বোধ করে সিল্কের বো টাই নাড়ল বাবাফেমি, তারপর চলে গেল প্রধান খনন এলাকার ছাউনির ভেতর। একা রয়ে গেল লোগান ক্যাসপাস। মধুর মত মিষ্টি কণ্ঠে বলল, 'অন্য কোনও ক্যারিয়ার খুঁজছ? ক'টা মডেলিং এজেন্সির মালিকের সঙ্গে চেনাশোনা আছে আমার।'

'মর্, হারামজাদা!' বিড়বিড় করল বেলা। ভুরু কুঁচকে লোভী শয়তানটাকে দেখে নিয়ে সরে এল স্ফিংসের এদিকে। দূরে চোখে পড়ল, খনন এলাকার র‍্যাম্প বেয়ে নেমে চলেছে কণ্ট্র্যাক্টরদের দেয়া ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটির এক লোক। মন খারাপ, একা একা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে ঢুকল বেলা। সামনেই ভাঙা মূর্তি, এখানে-ওখানে ফাটল ধরা দেয়াল। পরিবেশটা ছায়াময়।

চৌকো এক সমতল পাথরখণ্ডে বসল বেলা। নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছে বিক্ষিপ্ত মনটাকে। ওর কাছে স্বপ্নের জাদুর দেশ ছিল মিশর। অথচ, এখন দেখছে সব অন্যরকম। তার চেয়েও বড় কথা, ওকে পছন্দ করে না দলনেতা। সুযোগ পেয়েই করেছে চরম অপমান। সত্যিই খুব জঘন্য লোক!

পাল্টে গেল লাইটিং, আরও গভীর ছায়ায় হারাল স্ফিংসের মন্দির। এবার যে-কোনও সময়ে শুরু হবে সাউণ্ড অ্যাণ্ড লাইট শো। গত দু'সপ্তাহ ধরে ধারাভাষ্য শুনছে বেলা। মুখস্থ হয়ে গেছে প্রতিটা শব্দ। মন ভাল থাকলে এখন ও থাকত দলের মালামাল গুছিয়ে রাখার কাজে ব্যস্ত। কিন্তু আজ রাতে আর ভাল লাগছে না কিছুই।

'মরুক সব,' বিড়বিড় করল বেলা। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল পাথরখণ্ডের ওপর। ঠেকা পড়লে নিজের যন্ত্রপাতি ঠিক জায়গায় রাখুক ম্যান মেট্য্।

উত্তর-পশ্চিমে আরও প্রাচীন এক ধ্বংসাবশেষ ও স্ফিংসের

মাঝের ওয়াকওয়ে ধরে হেঁটে চলেছে সাইট সিকিউরিটি চিফ মাধু কামিল। ওঅকওয়ের শেষপ্রান্তে গেট পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র গার্ড। দু'হাজার আট সালে সাধারণ মানুষের জন্যে গিজা মালভূমি উন্মোচিত করার আগে ছিঁচকে চোর যাতে দামি কিছু সরাতে না পারে, সেজন্যে পুরো বারো মাইল এলাকা ঘিরে নেয়া হয়েছে স্টিল ও তারকাঁটার বেড়া দিয়ে। আগে উটের পিঠে চেপে আসত দর্শনার্থী, তাতে ক্ষতি হতো নিদর্শনের।

আরও একটা কারণে অত্যন্ত সতর্ক মিশরীয় কর্তৃপক্ষ। উনিশ শ' সাতানব্বুই সালে লুক্সর-এ নৃশংসভাবে খুন হয়েছিল একদল টুরিস্ট। তেমন আবারও ঘটুক, তা চায় না মিশরীয় কর্তৃপক্ষ। কাজেই শত শত সিকিউরিটি ক্যামেরা বসানো হয়েছে মালভূমিতে। চারপাশে ঘুরছে টুরিস্ট পুলিশ, প্রত্যেকের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র এবং মেটাল ডিটেক্টর।

মালভূমির বাইরে কাঁটাতারের বেড়া তো আছেই, ভেতরেও নির্দিষ্ট সব জায়গায় বেড়া। টেরোরিস্ট হামলার ভয়ে নয়, এসব রাখা হয়েছে মিশরের প্রাচীন সম্পদ সাধারণ টুরিস্টের হাত থেকে রক্ষার জন্যে। প্রতিদিন মাত্র কয়েকজন টুরিস্টকে ঢুকতে দেয়া হয় পিরামিডের অভ্যন্তরে। এদিকে প্রায় কেউই ঢুকতে পারে না স্ফিংস এলাকায়। চলছে নানা আর্কিওলজিকাল এক্সকেভেশন। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দেয়া হচ্ছে জায়গাটা। পুবে বালিপাথরের কূপে মিলেছে প্রাচীন মূর্তি, এদিকে মরুভূমির পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে মন্দির ঘিরেছে পাথুরে টিলা। উত্তরদিকে উঁচু, আধুনিক কংক্রিটের দেয়াল। ওপাশে সমতলে সড়ক। গেট দিয়ে ঢুকতে পারবে শুধু পাসধারী কেউ।

কিন্তু এর ব্যতিক্রম করা হবে আজ রাতে।

গেটের কাছে পৌঁছে গেল মাধু কামিল। তখনই শুরু হলো সন এট লুমিয়ের ডিসপ্লে। স্ফিংসের মন্দিরের ওদিকে

সারি সারি চেয়ারে বসেছে কয়েক শ' দর্শক। চালু হয়েছে আলো ও ধারাভাষ্যের অনুষ্ঠান।

এসব শেষ হলে টুরিস্ট ও আইএইচএ টিম বিদায় নিলে, এবং গভীর রাতে আজকের এই মিটিং শেষ হলে নিশ্চিন্ত থাকত মাধু কামিল। কিন্তু তা হওয়ার নয়। অধৈর্য হয়ে উঠেছে নাদির মাকালানি। চট্ করে রেগে ওঠে সে। কখন কী করে বসবে, তার ঠিক নেই।

সবার গাড়ি থাকে পার্কিংলটে, কিন্তু অগ্রসরমান উজ্জ্বল সাদা হেডলাইট কামিলকে জানিয়ে দিল: ওই কালো মার্সিডিয এসইউভিতে করেই আসছে বিশেষ লোকটি।

গেটের সামনে গাড়ি থামতেই ওটা থেকে নামল মইয়ের মত ঢ্যাঙা এক অচেনা শ্বেতাঙ্গ। মাথায় দীর্ঘ চুল। গায়ে সেঁটে আছে সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি জ্যাকেট। থুতনিতে খোঁচা-খোঁচা ছাগলা দাড়ি। চেহারা রুক্ষ। গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে গিয়ে পেছনের দরজা খুলল সে।

সিট ছেড়ে নামল এক লোক, সে মাধু কামিলের মতই মিশরীয়।

গেট পেরিয়ে তার সামনে থামল কামিল। 'মিস্টার মাকালানি, আবারও আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব ভাল লাগছে।'

মিষ্টি কথার মুড নেই নাদির মাকালানির। কড়া সুরে বলল, 'খনন কাজ স্কেজুয়াল থেকে পিছিয়ে পড়েছে।'

'ডক্টর মেট্য্ বলেছে...'

'ওর খননের কথা বলছি না।'

মাকালানি সরাসরি ঘুরে তাকাতেই অস্বস্তির মধ্যে পড়ল কামিল। লোকটার ডান গালে পুরনো পোড়া ক্ষতচিহ্ন। কান থেকে নেমেছে ঠোঁটে। থরথর করে কাঁপছে ওটা। চকচক করছে আলো পড়ে। নিচে নেমে গেছে চোখের পাতা। ফলে দেখা যাচ্ছে লালচে টিশ্যু। আগেরবার দেখা হলে সিকিউরিটি

চিফ বুঝেছে, নিজের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে মানসিক চাপ তৈরি করে নাদির মাকালানি। বাম থেকে সে সুদর্শন। কিন্তু একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকালে চমকে ওঠে সবাই।

'সামান্য পিছিয়ে পড়েছি,' চট্ করে জবাব দিল মাধু কামিল, 'ধসে গিয়েছিল ছাতের অংশ। এরই ভেতর ওদিকটা ঠিক করে ফেলেছি।'

কারও তোয়াক্কা না করে গেট পেরিয়ে নির্দেশের সুরে বলল মাকালানি, 'চলুন, দেখব।'

'নিশ্চয়ই, স্যর। আসুন আমার সঙ্গে।' সন্দেহের চোখে অন্য লোকটাকে দেখল কামিল। শ্বেতাঙ্গ চলেছে ওদের সঙ্গে।

'এ আমার বডিগার্ড,' বলল মাকালানি, 'এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মিস্টার ভগলার।'

'ভগলার?' অনিশ্চিত সুরে প্রতিধ্বনি তুলল কামিল।

'কিলিয়ান ভগলার,' আমেরিকান টানে বলল বডিগার্ড। বলার সুরে অশুভ কী যেন। 'আমার নামটা নিয়ে আপনার কোনও আপত্তি আছে?'

'না, না-না,' চট্ করে বলল মাধু কামিল। 'প্লিয, চলুন এ পথে।' হাঁটতে শুরু করে ওয়াকওয়ে দেখাল সে।

পিরামিড ও স্ফিংস বিষয়ে বর্ণনাকারীর বোমার মত সব বক্তব্য শুনে, নিজে তা নকল করে উল্টোপাল্টা বলে অনেকটাই ভাল হয়ে গেল বেলার মন। আর তখনই দেখল সিকিউরিটি চিফকে। ও নিজে যে ছায়ার ভেতর রয়েছে, সেখান থেকে লোকটার ঊর্ধ্বাঙ্গ দেখছে মন্দিরের উত্তর দেয়ালের ওদিকে।

মাধু কামিলের সঙ্গে আরও দুই লোক। তাদের একজনের পরনে সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি জ্যাকেট। কুৎসিত চেহারা তার। অন্যজনকে চিনে ফেলল বেলা। নাম বোধহয় নাদির মাকালানি। খননকাজ শুরু হলে দেখতে এসেছিল। ধর্ম বিষয়ক এক সংগঠনের কর্মকর্তা। ওই সংগঠন আইএইচএর

সঙ্গে মিলে অর্থের জোগান দিচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিকদের এই খননে।

নিশ্চয়ই ম্যান মেট্য্-এর সঙ্গে দেখা করবে, ভাবল বেলা।

লোক তিনজন চলে গেল অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দিরের কোণে, ওখানেই থামল মাধু কামিল। চট্ করে ঘুরে দেখল স্ফিংসের এদিকটা। আচরণ চোরের মত। সাপের চামড়ার জ্যাকেট পরা নিষ্ঠুর চেহারার লোকটাও শীতল চোখে দেখছে চারপাশ। খেয়াল করেনি ছায়ায় রয়ে গেছে কেউ। দ্বিতীয়বার এদিকটা দেখল লোকটা। বুক শিরশির করে উঠল বেলার। এখানে থাকার পুরো অধিকার আছে ওর। কোনও অন্যায়ও করছে না। তবুও মনে কেমন অস্বস্তি। ক'সেকেণ্ড পর ওর অন্তর জানাল, খারাপ কিছু করিসনি, তাই বিপদ হবে না তোর।

তৃতীয়বারের মত এদিকটা দেখে নিয়ে রওনা হলো সর্প-চর্ম। পিছু নিল অন্য দু'জন।

বিস্মিত হয়েছে বেলা।

স্ফিংসের র‍্যাম্প বেয়ে না নেমে উল্টো গিয়ে উঠছে তারা সিংহের মূর্তির ওপরের কম্পাউণ্ডে। দূরে চলে গেল তারা।

অবাক কাণ্ড তো, ভাবল বেলা।

সুপ্রাচীন বড় মন্দিরের চেয়ে অন্তত একহাজার বছর কম ওপরের ছোট মন্দিরের বয়স্। যিশুর জন্মের মাত্র চোদ্দ শ' বছর আগে তৈরি। তাই পুরনো মন্দিরের চেয়ে ভাল অবস্থায় রয়ে গেছে।

কিন্তু তাতে কী?

ছোট মন্দিরের তো ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক কম।

ওটা দেখাবার কী আছে?

কেন এদেরকে নিজে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে মাধু কামিল?

তা-ও আবার রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে!

উঠে দাঁড়িয়ে দূরে লোক তিনজনের মাথা দেখল বেলা।

তারা একটু পর পাশ কাটিয়ে গেল মন্দিরের প্রবেশদ্বার।

এবার সত্যিই কৌতূহলী হয়ে উঠল বেলা।

ওপরের মালভূমিতে দেখার মত কিছুই তো নেই!

কোথায় চলেছে এরা?

পুরনো মন্দির থেকে বেরিয়ে এল বেলা। ওপরে দেখল, ধ্বংসাবশেষের ওদিকে লোকগুলো।

সন্দেহ তৈরি হলো ওর মনে।

না, জানতে হবে এরা কী করছে!

নিজেকে সামলে নিত, কিন্তু তখনই স্ফিংসের কাছ থেকে এল চিৎকার। এইমাত্র একটা বাক্স হাত থেকে ফেলে দিয়েছে বলে মিশরীয় শ্রমিককে গালি দিয়ে উঠেছে ম্যান মেট্য্।

ব্যাটা নিজেকে ফেরাউন মনে করে, ভাবল বেলা। যা খুশি করুক, আপাতত তার ধারেকাছে যাবে না ও। তার চেয়ে ঘুরে দেখা যাক ওপরে কী করছে মাধু কামিল। র‍্যাম্প বেয়ে ওপরের মন্দিরের দিকে চলল বেলা।

ধ্বংসাবশেষে পড়ছে সবুজ লেসার আলো। প্রজেক্টর দিয়ে আলো ফেলে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে পিরামিডের গায়ের হায়ারোগ্লিফিক। এদিকে মিশরের ঐতিহাসিক অমর দেবতা-রাজা ওসাইরিসের দীর্ঘ প্রশংসা করতে গিয়ে মুখে সাদা ফেনা তুলে ফেলছে বর্ণনাকারী।

ওপরে উঠে এসে মন্দিরের দেয়ালের ওদিকে উঁকি দিল বেলা। বিড়বিড় করল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই শুনেছি! আর কত! কানটা তো পচিয়ে দিলি, বাবা!'

মালভূমির উত্তরদিকে কমলা প্লাস্টিকের নেটিং দিয়ে ঘেরা সংস্কারাধীন উঁচু দেয়াল। ওখানে ছোট ক'টা কেবিন, পাশেই এক তাঁবু। একটু দূরেই ইঁট, নুড়িপাথর ও ধুলোবালির স্তূপ। প্রতিদিন সূর্যের আলোয় ওই পথে স্ফিংসের কম্পাউণ্ডে ঢোকে বেলা। কিন্তু আজ খেয়াল করল, সত্যিই আগে কখনও নজর দেয়নি এদিকটায়। এখানে যেন কোনও কাজই করে না

কেউ!

ওখানে আপাতত আছে এক লোক। গেটের কাছে যেমন গার্ড আছে, তেমনি কম্পাউণ্ড পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র প্রহরী। স্ফিংসের এলাকার আশপাশে ভিড়তে পারবে না টুরিস্ট। কিন্তু বেলা বুঝল, অন্য গার্ডদের মত নয় বিশেষ ওই গার্ড। মাধু কামিল ও অন্য দু'জনের জন্যে নির্মাণ এলাকা পাহারা দেয়ার দায়িত্ব তার।

পাল্টে গেল ঝলমলে রঙিন বাতি, কালো আকাশকে উদ্যত তলোয়ারের মত চিরে দিল অসংখ্য লেসার ও স্পট-লাইট। আলোর ডিসপ্লে দেখছে প্রহরী। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর অতিথিরা পৌঁছুতেই ঘুরে তাকাল সে। সংক্ষিপ্ত কথা হলো দু'পক্ষের, তারপর নেটিঙের মাঝ দিয়ে অতিথিদেরকে পথ দেখাল প্রহরী।

সবার আগে তাঁবুর কাছে পৌঁছুল মাধু কামিল, সরিয়ে দিল একদিকের ফ্ল্যাপ। ভেতরে জ্বলছে আলো। কুঁজো হয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকল সিকিউরিটি চিফের দুই অতিথি। একবার বাইরের দিক দেখে নিয়ে তাদের পিছু নিল কামিল।

ঝট্ করে পিছিয়ে মন্দিরের দেয়ালে মিশে গেল বেলা। ভাবছে, ওকে দেখে ফেলেনি তো লোকটা? এখন বুঝতে পারছে, নিয়েছে মস্ত ঝুঁকি!

ক'সেকেণ্ড পর দেয়ালের পাশ থেকে আবারও উঁকি দিল বেলা। নেটিঙের বাইরে পায়চারি করছে মহাবিরক্ত গার্ড। তাঁবুর ফ্ল্যাপের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল লোকজনের নড়াচড়া। তবে একটু পর থেমে গেল সব। নিভে গেছে বাতি।

চেয়ে রইল বেলা।

কিন্তু একদম নড়ছে না কিছু।

ভেতরে কী করছে লোকগুলো?

তাঁবুর পেছনের দিকে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে নাকি?

তাঁবু যথেষ্ট ছোট, কেউ একটু নড়লে বোঝা যেত।

ওখানে বোধহয় কেউ নেই।

তা হলে কোথায় গেল তারা?

বিষয়টা কী?

তাঁবুর শেষদিক মিশে আছে উঁচু দেয়ালের গায়ে।

অন্য একটা দিক খেয়াল করল বেলা। নীলচে মৃদু ধোঁয়া বেরোচ্ছে তাঁবুর দরজা দিয়ে। না, ধোঁয়া নয়, ওটা বাম্পের মত। বেরোচ্ছে কোনও ইঞ্জিনের হোস পাইপ থেকে। কিন্তু আশপাশে কোথাও নেই কোনও জেনারেটর।

তা হলে ওই ফিউম আসছে কোত্থেকে?

যথেষ্ট আগ্রহী ও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে বেলা। দেয়ালের কোনা ঘুরে ধুলোবালির স্তূপের আড়াল নিয়ে পিঠ কুঁজো করে এগোল ও। তবে কিছু দূর যেতেই বুঝল, এত সতর্কতা বৃথা। নির্মাণ এলাকায় যেতে হলে পেরোতে হবে মাঝখানের চওড়া ফাঁকা এক জায়গা। গার্ড লোকটা অন্ধ না হলে ধরা পড়বে ও।

তবে... ক'সেকেণ্ডের জন্যে অন্যদিকে সে তাকালে...

বেলার মনে পড়ে গেছে, একটু পর সাউণ্ড অ্যাণ্ড লাইট শো-তে কী ঘটবে। বর্ণনাকারী বলতে শুরু করবে গ্রেট পিরামিডের নির্মাতা খুফুর কাহিনী। তখন কিছুক্ষণের জন্যে প্রায় সব কিছুর ওপর থেকে সরে গিয়ে বাতি পড়বে খুফুর কীর্তির ওপর।

চোখ বন্ধ করে অপেক্ষায় রইল বেলা...

তারপর দপ্ করে নিভে গেল সমস্ত আলো।

চোখ খুলেই ত্রস্ত হরিণীর মত তাঁবুর দিকে ছুটল বেলা। হাতে পাবে মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড। তারপর সূর্যের মত উজ্জ্বল আলো গিয়ে পড়বে গ্রেট পিরামিডের ওপর...

লাউড স্পিকারে বিকট জোরে বাজতে লাগল নাটকীয় বাজনা, পরক্ষণে উত্তর-পশ্চিমে গ্রেট পিরামিড যেন বিস্ফোরিত হলো অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্যে। নেটিঙের ফাঁকের

পাশে ইঁটের সারির পেছনে ব্রেক কষে থেমে গেছে বেলা। চট্ করে দেখল চারপাশ। ওই যে, আলোর বন্যায় ভেসে যাওয়া প্রকাণ্ড পিরামিডের দিকে চেয়ে আছে গার্ড।

ভাল!

নীরবে কয়েকবার দম নিল বেলা। মিশরে আসার পর এই প্রথম উত্তেজনা বোধ করছে। দারুণ লাগছে ওর। হেসে ফেলল মৃদু। একবার দেখে নিল তাঁবু। বেশ একটু দূরেই ওটা। এখন পরিষ্কার শুনছে জেনারেটরের চাপা গর্জন। তবে ওই আওয়াজ আসছে দূর থেকে। কেমন প্রতিধ্বনির মত। আবার গার্ডের দিকে তাকাল। অন্যদিকে চোখ তার। সাবধানে ফ্ল্যাপ সরিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকল বেলা।

কিন্তু তাঁবুর ভেতরে কেউ নেই!

'হলোটা কী?' অবাক হয়ে বিড়বিড় করল বেলা।

তাঁবুর পেছনে সস্তা পার্টিক্ল্বোর্ডে তৈরি এক কিউবিক্ল্, চওড়ায় বড়জোর তিন ফুট। ওটার ভেতর আঁটবে না মাধু কামিল বা তার দুই অতিথি।

কিন্তু এসব নিয়ে ভাবার সময় কোথায়, তাঁবুর আরেক দিকে দারুণ আকর্ষণীয় জিনিস দেখতে পেয়েছে বেলা।

ট্রেসল টেবিলের ওপর কনস্ট্রাকশনের নীল নক্সা। ওপরের দিক স্ফিংসের কম্পাউণ্ড। তবে বেলার আকর্ষণ অন্যখানে। ওটা টেবিলে নেই। ঝুলছে তাঁবুর দেয়ালে। রঙিন ফোটোগ্রাফ ওগুলো। পাশেই প্রাচীন প্যাপিরাসের স্ক্রলের ক'টা ব্লোআপ। এসব স্ক্রল পাবে ভেবেই মিশরের খনন কাজে যোগ দিয়েছিল ও।

অল্প ক'জন আর্কিওলজিস্ট ধারণা করতেন, লাইব্রেরি অভ আলেকযান্দ্রিয়ায় ছিল এসব দলিল। তবে বিশেষজ্ঞদের বেশিরভাগই ভাবতেন, ওই প্যাপিরাস বাস্তবে নেই, সবই পৌরাণিক গালগল্প। এরপর এক আর্কিওলজিস্ট ব্যক্তিগত ফাণ্ড ব্যয় করে আর্কিওলজিকাল খনন কাজ করলে গিজায়

মিলল প্যাপিরাস পাতার বেশকিছু। তাতে লেখা, কেমন ছিল হল অভ রেকর্ড্স্। কী ধরনের প্যাসেজ পেরিয়ে স্ফিংসের দুই থাবার মাঝ দিয়ে ঢুকতে হবে, তা-ও লেখা ছিল। ওসব পাতা যখন বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা হলো, জানা গেল ওগুলোর বয়স কমপক্ষে চার হাজার বছর। এর ফলেই হঠাৎ করে হল অভ রেকর্ড্স্ হয়ে উঠল আর্কিওলজির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। এর ক'দিন পর ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ এজেন্সিকে খননের অনুমতি দিল মিশরীয় সরকার। এখন সবাই জানতে চাইছে, কী লেখা হয়েছে স্ক্রলগুলোয়।

আইএইচএর হাতে আছে তিনটে স্ক্রল, ভাল করেই জানে বেলা।

কিন্তু ছিল আসলে চারটে স্ক্রল।

ঝুলন্ত স্ক্রলের সামনে গেল বেলা। নিঃশব্দে পড়তে লাগল হায়ারোগ্লিফিক্স। মিশরীয় ইতিহাস, মিথোলজি এবং এ দেশের প্রাচীন ভাষা ওকে শিখিয়েছেন ওর দাদা। এ কারণেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহজেই বেলা বেছে নিয়েছে আর্কিওলজির মত কঠিন বিষয়। হল অভ রেকর্ড্স্ বিষয়ে আইএইচএ যেসব তথ্য পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি কিছু দেখছে স্ক্রলে। বর্ণনা করা হয়েছে হল অভ রেকর্ড্স্ জায়গাটা কোথায়। ওখানে রয়ে গেছে মানচিত্রের একটি কক্ষ। এ ছাড়া, একটি যোডিয়াক। ওটা জানিয়ে দেবে কোথায় পাওয়া যাবে...

'পিরামিড অভ ওসাইরিস?' অবিশ্বাস নিয়ে বিড়বিড় করল বেলা।

কিন্তু ওটা না ছিল দাদার পৌরাণিক গল্পগুলোর একটা?

নাকি তার চেয়েও বেশি কিছু ছিল ওটা?

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে পত্তন হয় প্রথম রাজবংশের। পরের ফেরাউনদের মত দর্শনীয় সমাধি তৈরি করেনি তারা। ওই আমলের চেয়েও পুরনো ওসাইরিসের

পৌরাণিক কাহিনী।

কিন্তু এই স্ক্রলের ব্লোআপ বলছেঃ সত্যিই কোথাও রয়ে গেছে দেবতা-রাজা ওসাইরিসের পিরামিড!

কোথাও বলা হয়নি এই বিষয়টি পুরাণের গল্প।

প্রাচীন অক্ষর অনুযায়ী, হল অভ রেকর্ডসের মতই বাস্তব ওই পিরামিড।

'সর্বনাশ!' ফিসফিস করল বেলা।

বুঝতে পারছে, এর অর্থ কী।

সত্যিই ওসাইরিসের পিরামিড থাকলে, ওটার ভেতরে আছে দেবতা-রাজার মমি। কল্পনাপ্রসূত দেবতা নয় সে, রক্ত-মাংসের রাজা। হারিয়ে গেছে বহুকাল আগে কোথাও। সত্যিই ওই সমাধি পেলে, তা হবে আজ তক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সেরাগুলোর একটা।

টেবিলে বিছিয়ে রাখা ব্লুপ্রিন্টে চোখ বোলাল বেলা। পরিষ্কার দেখল, হল অভ রেকর্ডসের পুব ও পশ্চিম এণ্ট্র্যান্স। পুবের পথটা খনন করছে আইএইচএ। কিন্তু উত্তরদিক থেকে এসেছে দীর্ঘ আরেকটা সুড়ঙ্গ।

ওটা গেছে বর্তমানের আধুনিক রাস্তার তলা দিয়ে।

বেলা বুঝল, এ তাঁবুর নিচেই আছে সেই প্রাচীন সুড়ঙ্গ।

কাঠ জাতীয় কিছু দিয়ে তৈরি কিউবিকলের দিকে ঘুরল বেলা। কবজা লাগানো প্যানেল। ওখানে হ্যাণ্ডেল হিসেবে আছে গোল গর্ত। ওখানে হাত ভরে নিঃশব্দে প্যানেল ওপরে তুলল বেলা।

এবার বুঝল, কোথায় গেছে ওই তিন লোক।

প্যানেল সরতেই দেখতে পেয়েছে কূপের মত গভীর এক গর্ত। শাফটের মেঝে বিশ ফুট তলায়। একপাশে মই। ওদিক থেকে আসছে আবছা হলদেটে আলো। মেঝেতে জেনারেটরের একযস্ট ফিউমের হোস পাইপ।

দূরে মেশিনটার চাপা গর্জন পরিষ্কার শুনল বেলা।

নিচে আলাপ করছে কয়েকজন লোক।

এগিয়ে আসছে এদিকেই।

নিভে গেল বেলার উৎসাহ-উত্তেজনা। সে-জায়গা দখল করল ভীষণ ভয়।

গোপনে খনন করছে কেউ। আইএইচএকে কাঁচকলা দেখিয়ে আগেই পৌঁছে যেতে চাইছে হল অভ রেকর্ডসে। মূল উদ্দেশ্য বোধহয় সবার আগে ওসাইরিসের পিরামিডে পৌঁছুনো।

তার মানে, ধরা পড়লে হবে মস্ত বিপদ।

এখন কী করা উচিত?

কাউকে জানাতে হবে, কী অন্যায় চলছে এখানে!

কাকে বলবে, ম্যান মেট্‌য়্‌, না লুকমান বাবাফেমিকে?

সন্দেহ নেই মাধু কামিল এ ডাকাতির সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু ওই লোকের ওপর দিয়ে ওর কথা বিশ্বাস করবে ম্যান মেট্‌য়্‌ বা লুকমান বাবাফেমি?

কাজেই ওর এখন দরকার নিরেট প্রমাণ...

ঊরুর পকেটে ভারী কী যেন। হ্যাঁ, ক্যামেরা!

অত্যাধুনিক যন্ত্রটা বের করে সুইচ অন করল বেলা। এর আগে কখনও মনেই হয়নি, বেরিয়ে আসার জন্যে অতিরিক্ত সময় নিচ্ছে লেন্স। চট্ করে জ্বলেও উঠছে না স্ক্রিন!

দু'সেকেণ্ড পর খড়মড় আওয়াজ এল শাফট থেকে। মই বেয়ে উঠে আসছে কেউ।

গলা শুকিয়ে গেছে বেলার। বুকে টের পেল শীতল ভয়ের ছোঁয়া। দেরি না করে চট্ করে প্যাপিরাসের চার পাতার ছবি তুলল ও, পরক্ষণে ছবি তুলতে চাইল ব্লুপ্রিণ্টের।

ক্লিক আওয়াজ তুলল ওর ক্যামেরা।

'শালার কী হচ্ছে!' নিচ থেকে ঘেউ করে উঠল কেউ। উচ্চারণ আমেরিকান! সর্প-চর্ম জ্যাকেট! ওই লোকের চোখে পড়েছে ফ্ল্যাশের আলো!

আবারও চিৎকার করে উঠল কেউ। এবার বাইরের গার্ড। ছুটন্ত পায়ের ধুপ-ধাপ আওয়াজ পেল বেলা। ছুটে আসছে লোকটা তাঁবুর দিকে। খট্-খট্ আওয়াজ তুলল মইয়ের ধাপ। ঝড়ের বেগে উঠছে নিচের লোকগুলোও!

ঘুরেই দৌড় দিল বেলা। একইসময়ে ফ্ল্যাপ সরিয়ে হাজির হলো গার্ড। তার বগলের তলা দিয়ে ছিটকে বেরোল বেলা, তার আগে গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়েছে গার্ডের পাঁজরে। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল লোকটা।

সোজা মন্দির লক্ষ্য করে ছুটল বেলা। গার্ড উঠে দাঁড়াবার আগেই পেরিয়ে গেল নেটিং। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'বাঁচাও!'

ভাবছে, আইএইচএ খনন এলাকায় কেউ থাকতে পারে।

কিন্তু লাইট শো-র বর্ণনাকারীর জোরালো কণ্ঠের নিচে চাপা পড়ল ওর চিৎকার।

পেছনে গর্জে উঠে নির্দেশ দিল নাদির মাকালানি।

জানের ভয় এনে দিল গতি, তাড়া খাওয়া হরিণীর চেয়েও জোরে ছুটল বেলা। ঘুরে পেরোল চারপাশের ধ্বংসাবশেষ। তীরের মত নেমে গেল নিচের স্ফিংসের মন্দিরের গোলক-ধাঁধায়। এখানে-ওখানে এসে পড়ছে লাল ও সবুজ লেসারের আলো।

একটু দূরে ওয়াকওয়েতে কে যেন!

'ডক্টর বাবাফেমি!' গলা ছাড়ল বেলা। 'ডক্টর বাবাফেমি, বাঁচান!'

থমকে গিয়ে অবাক চোখে ওকে দেখল আর্কিওলজিস্ট।

তখনই তার সামনে লাফিয়ে হাজির হলো বেলা।

'কী হয়েছে, মিস... আরে, তুমি না বেলা আবাসি?'

'পেছনে! ওরা...' হাঁপিয়ে গেছে বেলা। 'ওরা ডাকাতি করছে হল অভ রেকর্ড্স্!'

'কী বললে? তুমি কি পাগল হলে?'

ঘুরে তাকাল বেলা। ওপরের মন্দিরের কোনা ঘুরে দৌড়ে আসছে গার্ড। ডক্টর বাবাফেমিকে দেখে মাঝপথে ব্রেক কষে থামল সে।

'মুখে ক্ষত ভরা ওই... নাদির মাকালানি... ওই লোক ডাকাতির পেছনে! তার কাছে চার নম্বর স্ক্রল! ছবি তুলেছি ওটার!' বাটন টিপে স্ক্রিনে ইমেজ ফোটাতে চাইল বেলা। 'এই যে দেখুন!'

বাবাফেমির চেহারা ভরা দ্বিধা কেটে সেখানে দেখা দিল আতঙ্ক। খপ্ করে বেলার কনুই ধরল সে। 'বুঝলাম! আমার সঙ্গে এসো!'

বাহুর মাংসে আঙুল গেঁথে যেতেই সরতে চাইল বেলা। 'আরে, কী ব্যাপার? আপনি ব্যথা দিচ্ছেন কেন?' আরও শক্ত হাতে ধরা হলো ওর বাহু।

কিছুই পাত্তা দিচ্ছে না বাবাফেমি। ওদিকে দৌড়ে এসে ওপরের মন্দিরের কোণে থেমেছে সর্প-চর্ম। থেমে গিয়ে কর্কশ স্বরে জানাল, 'ওকে নিয়ে আসুন ওপরে!'

কঠিন হাতে বাহু ধরেছে ডক্টর বাবাফেমি। বেলাকে টেনে নিয়ে চলল মন্দিরের দিকে।

এরই ভেতর সব বুঝে গেছে বেলা, খামচি মেরে তুলে নিতে চাইল লোকটার নাক-চোখ।

কিন্তু অন্য হাতে ওকে সরিয়ে রাখল বাবাফেমি।

সাহায্য করতে দৌড়ে আসতে লাগল গার্ড।

স্টিলের ভারী ক্যামেরা তুলেই বাবাফেমির মুখে মারল বেলা। একে বেদম ব্যথা, তার ওপর চোখের সামনে ফ্ল্যাশ— দিশেহারা বোধ করছে লোকটা।

চারকোনা ক্যামেরার একদিকের কিনারা নামল তার খাড়া নাকের হাড়ের ওপর। পরের বাড়ি পড়ল কপালে।

'ইবলিশ!' নিজের নাক-কপাল চেপে ধরে ওয়াকওয়েতে বসে পড়ল বাবাফেমি। যন্ত্রণায় ভুলেছে ছাড়া পেয়ে গেছে

বেলা।

দৌড়ে এসে স্ফিংসের দিকের ফাঁকটা আড়াল করল গার্ড। ওদিকে যেতে দেবে না বেলাকে। দূরের কম্পাউণ্ড থেকে ছুটে আসছে আরও দু'জন গার্ড। ঘুরেই ওয়াকওয়ে ধরে উড়ে চলল বেলা। বুঝে গেছে, দু'দিক থেকে আসছে গার্ডরা।

দিক পরিবর্তন করে একলাফে স্ফিংসের মন্দিরের উত্তর দেয়ালে উঠে পড়ল ও। ছুটে চলেছে ঝড়ের বেগে। পায়ের নিচে ফাটল ধরা প্রাচীন, এবড়োখেবড়ো পাথর।

'ধর্ শালীকে!' চিৎকার করল আমেরিকান বডিগার্ড।

দেয়ালে উঠে বেলার পিছু নিল প্রথম গার্ড। দিক পাল্টে নালার মত এক জায়গা লক্ষ্য করে ছুটল সামনের দুই গার্ড। ওই নালা আলাদা করেছে মন্দির ও ওপরের কম্পাউণ্ডকে। ওখানে যাওয়ার আগেই বেলাকে আটক করতে চাইছে তারা।

যে দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুটছে, ওটার উচ্চতা বারো ফুটেরও বেশি, লাফিয়ে নামলে আহত হবে বেলা। হাত-পা ভাঙার ঝুঁকি না নিয়ে পা রাখল পাঁচ ফুট নিচের এক পিলারের ধ্বংসাবশেষে। ওখান থেকে লাফ দিল নিচের আঁধার লক্ষ্য করে। দু'পায়ে ভর করে ধুপ্ করে নামল মেঝেতে। ওর মনে হলো, পাগল হয়ে গেছে উরু, হাঁটু ও গোড়ালির ব্যথায়। হুমড়ি খেয়ে পড়েই গেল। বুক পকেট থেকে ছিটকে গেল মোবাইল ফোন ও কয়েকটা কয়েন।

বেলাকে পাকড়াও করতে উঁচু দেয়াল থেকে লাফ দিয়েছে গার্ড। কিন্তু বদলে গেল লেসারের লাল আলো, পরক্ষণে হঠাৎ করেই হাওয়া হলো ওটা। নিচে এখন কোনও আলো নেই। ভাঙা পিলারের দিকে বাড়িয়ে দেয়া পা ফস্কে গেল গার্ডের। অন্য পায়ের হাঁটুর বাটি লাগল বেড়ে থাকা পাথরের কিনারায়। লোকটা পাক খেয়ে সোজা পড়ল পাথুরে মেঝেতে। আহত পা চেপে ধরে করুণ আর্তনাদ ছাড়ল সে।

নিজেও ভাল নেই বেলা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে উঠে

দাঁড়াল। আগেই হাতে তুলে নিয়েছে ক্যামেরা। পড়ে গিয়েও নষ্ট হয়নি ওটা। রেখে দিল গভীর পকেটে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল চারপাশ। মন্দিরের ফটক থেকে বেশি দূরে নেই ও। গোড়ালির ব্যথা সহ্য করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল ঘন ছায়া লক্ষ্য করে। একটু দূরেই পুবের দেয়াল।

প্রথম বাঁকে পৌঁছে ঘুরে পেছনে তাকাল। উত্তরদিকের দেয়ালে চড়েছে এক গার্ড। কিন্তু তার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে আহত সঙ্গী। দেখতে পায়নি বেলাকে।

দ্বিতীয় বাঁক নিয়ে থমকে গেল ওখানেই। সামনে লোহার শিকের উঁচু ফটক।

'মরেছি!' বিড়বিড় করল বেলা। আগে থেকেই জানত, টুরিস্টদের অত্যাচার ঠেকাতে দরজা আছে মন্দিরে, কিন্তু ওটা যে এত উঁচু, ভাবতেও পারেনি। একটু দূরেই দেখল, সিটে বসে আছে একদল শ্রোতা। পেছনের পুরনো ধ্বংসাবশেষের দিকে নয়, সবার চোখ উজ্জ্বল আলোয় রাঙা স্ফিংসের ওপর। এখন সাউণ্ডট্র্যাকের বোমার মত আওয়াজে গলা ফাটালেও বেলার চিৎকার শুনবে না কেউ।

অন্যান্য আওয়াজ শুনল বেলা।

মন্দিরের ভেতর ওকে খুঁজছে শয়তান লোকগুলো!

ফাঁদের শেষমাথায় আটকা পড়েছে ও!

কাছে চলে আসছে গলার আওয়াজ!

গেট ও অন্য দেয়ালের চেয়ে নিচু ভেতর দিকের দেয়াল।

ঝলমলে আলোয় ফাটল ও গর্ত খুঁজে কয়েক সেকেণ্ডে হাঁচড়েপাঁচড়ে ওই দেয়ালে উঠে এল বেলা। চিয়ার লিডার হওয়ার জন্যে জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যায়াম করার সুফল পেয়েছে।

দেয়াল থেকে দেখল, মাত্র দশ ফুট দূরে সর্প-চর্ম জ্যাকেট পরা লোকটা। অন্যরা ছড়িয়ে পড়েছে মন্দিরের ভেতর। তাদের একজন প্যাসেজ ধরে দৌড়ে এসে থামল ফটকের

সামনে।

নিজের করুণ হাল ভেবে মন খারাপ হলো বেলার। উপুড় হয়ে চুপ করে শুয়ে থাকল দেয়ালের ওপর। ভুলে গেছে শ্বাস ফেলতেও। প্যাসেজের কোনা ঘুরে দৌড়ে এসে থামল ক'জন গার্ড। শিকের ভেতর দিয়ে তাকাল ওদিকে। মন্দির থেকে পালিয়ে যাচ্ছে কেউ, এমন কাউকে দেখল না তারা। হাঁ করে ডিসপ্লে দেখছে দর্শকরা।

'মেয়েটাকে এদিকে দেখেছ?' জানতে চাইল আমেরিকান বডিগার্ড। হাতে ছোট এক উজ্জ্বল আলোর লেড ফ্ল্যাশলাইট। আলো ফেলল ভাঙাচোরা সব পিলারের ওপর।

না-সূচক উত্তর দিল অন্যরা।

ব্যস্ত পায়ে এল নাদির মাকালানি ও বাবাফেমি।

'ওই মেয়ে বেরোতে পারবে না,' জানাল আর্কিওলজিস্ট। একহাতে চেপে রেখেছে রক্তঝরা নাক। 'এদিকের প্রতিটি প্রবেশপথ বন্ধ।'

'কে ওই মেয়ে?' রাগী গলায় জানতে চাইল মাকালানি।

'আইএইচএ টিমের,' বলল বাবাফেমি, 'বেলা আবাসি। ছাত্রী।'

'ছাত্রী হোক বা কচুর ছাতা, ওই মেয়ে সর্বনাশ করতে পারে আমাদের প্ল্যানের,' বলল মাকালানি, 'বেরোতে দেয়া যাবে না তাকে।'

'খুঁজে বের করতে হবে,' বলল তার বডিগার্ড, 'জলদি!'

'পেলে কী করবেন, মিস্টার ভগলার?' জানতে চাইল বাবাফেমি।

'আপনার কী মনে হয়?'

ধাতব কড়াৎ শব্দ শুনে হিম হয়ে গেল বেলার বুকের রক্ত। তোলা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রের হ্যামার!

'আপনারা ওই মেয়েটাকে...' বাস্তবতা বুঝে চুপ হয়ে গেল বাবাফেমি।

'আগামী বিশ বছর মিশরের জেলের রুটি খাওয়ার শখ আমার নেই, কাজেই মরতে হবে ওই মাগীকে!'

'ডক্টর বাবাফেমি, ওই মেয়ে পালিয়ে গেলে ম্যান মেট্য্কে ম্যানেজ করবেন আপনি আর মাধু কামিল,' বলল নাদির মাকালানি। 'এদিকে মেয়েটার হোটেলে লোক পাঠাবে কিলিয়ান। বাদ পড়বে না এয়ারপোর্ট। ওকে সাহায্য করবে, এমন সবার ওপর চোখ রাখব। ওই মেয়ে কি আমেরিকান?'

মাথা দোলাল লুকমান বাবাফেমি।

'ঠিক আছে, আমাদের কণ্ট্যাক্টদের জানানো হবে, তারা যেন খুঁজে বের করে কোথায় তার বাড়ি। পরিবারের ওপর চোখ রাখবে। ট্যাপ করতে হবে ফোন। যেভাবে হোক চিরকালের জন্যে বন্ধ করতে হবে তার কণ্ঠ।'

'ভরসা করতে পারেন আমার ওপর,' বলল ভগলার।

কথাটা শুনে শিউরে উঠল বেলা। ভয়ের চোটে ঘুরতে শুরু করেছে মাথা। ওকে খুন করতে চায় এরা!

মন্দিরের দক্ষিণ থেকে চিৎকার করল এক গার্ড। অন্য সব প্যাসেজের শেষে লোহার শিকের দরজা সব বন্ধ। উঠানে আলো ফেলল কিলিয়ান ভগলার। 'ওদিকের ওই দেয়ালের কাছের পাথরগুলো খুঁজেছ? দেয়ালের ওপর ওঠেনি তো?' গার্ডদের দিকে চলল সে। পাথরের ওপর ক্লিপ-ক্লপ আওয়াজ তুলছে তার কাউবয় বুট।

'ওর সঙ্গে যাও,' বলল নাদির মাকালানি।

ক'সেকেণ্ড বেলা ভাবল, বাবাফেমিকে বডিগার্ডের সঙ্গে যেতে বলেছে লোকটা। তারপর বুঝল, বলা হয়েছে গার্ডদের একজনকে।

ওই লোকই ওর পিছু নিয়ে এসেছিল এই প্যাসেজে। তার মানে, এ মুহূর্তে পুব দেয়াল আর ওর মাঝে অন্য কেউ নেই!

ভয়কে দূর করল অ্যাড্রেনালিন। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেয়াল ধরে ঝেড়ে দৌড় দিল বেলা। প্রয়োজনে লাফ দিয়ে

উঠছে আরও ওপরের পাথরের ব্লকে।

'আরেহ্!'

ছুটন্ত বেলাকে দেখে ফেলেছে ভগলার।

ভয়ে হাঁপাচ্ছে বেলা। বুক কাঁপছে, যে-কোনও সময়ে গুলি বিঁধবে পিঠে। কিন্তু গর্জে উঠল না পিস্তল বা রিভলভার। শেষ হয়েছে সাউণ্ড অ্যাণ্ড লাইট শো। এখন গুলি হলে শুনবে অন্তত এক শ'জন মানুষ। আরেকটা উঁচু ব্লক পেরিয়ে বেলা পৌঁছে গেল পুবের দেয়ালের শেষমাথায়। অন্তত বিশ ফুট নিচে পাথরের মেঝে।

ঘুরে তাকাল বেলা। যেখানে শুয়ে ছিল, অনায়াসে সেই দেয়ালে উঠে এসেছে গিরগিটির মত লোকটা। ছুটে আসছে এখন। ওদিকে প্যাসেজে ফিরেছে গার্ড। দেয়ালের ওপর ঘুরে কুঁজো হয়ে বসল বেলা। এক সেকেণ্ড ভাবল, তারপর পিছলে যেতে দিল শরীরটাকে। হাজার হাজার বছরের পাথর খামচে ধরতে চাইছে আঙুলগুলো দিয়ে। সরসর করে পিছলে নামছে। পায়ের বুড়ো আঙুল খুঁজছে গর্তের মত জায়গা। তেমন কিছুই নেই!

খামচে ধরা এবড়োখেবড়ো পাথর ছেড়ে দিল বেলা। এবারের পতন এল আরও ব্যথা নিয়ে। পিঠ দিয়ে মেঝেতে পড়ল বেলা। কিন্তু বুকে এতই ভয়, গড়ান দিয়ে উঠেই ছুট দিল ধুলোময় প্রান্তরে। ভিড় করে বিদায় নিচ্ছে দর্শকরা। একটু দূরেই বাইরের বেড়ার কাছে এক্সিট।

বেলার পেছনে লোহার শিকের দেয়াল বেয়ে উঠেছে এক গার্ড। ওদিকে দেয়ালের সবচেয়ে উঁচু অংশে পৌঁছেছে ভগলার। বেলাকে খুঁজছে তার চোখ। কয়েক সেকেণ্ড পর পেয়ে গেল টার্গেট। কিন্তু তখনই কয়েকজনকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ভিড়ের ভেতর হারিয়ে গেল মেয়েটা। আপত্তি তুলল ক'জন।

কাউকে পাত্তা না দিয়ে কুঁজো হয়ে ভিড়ের মাঝ দিয়ে

এগোল বেলা। একবার বেড়ার ওই এক্সিট দিয়ে বেরোলে পৌঁছুবে কায়রোর শহরতলীতে।

লোহার শিকের গেট টপকে নামল গার্ড। একইসময়ে তার পাশে নেমে এল ভগলার। ওপরের মন্দিরের ওয়াকওয়ে ধরে ছুটে আসছে আরও গার্ড।

ছুটবার গতি আরও বাড়ল বেলার। বেপরোয়া হয়ে ধাক্কা দিয়ে বিরক্ত করছে আশপাশের লোকদের। গেটে দাঁড়িয়ে আছে সাদা ইউনিফর্ম পরা দু'জন টুরিস্ট পুলিশ। সতর্ক করা হয়নি তাদেরকে। সামনের ক'জনকে গুঁতো মেরে পুলিশদের খুব কাছে পৌঁছে গেল বেলা।

পেছনে দৌড়ে আসছে ভগলার ও সেই গার্ড। চিৎকার করে পুলিশদেরকে কী যেন বলছে সিকিউরিটির লোকটা।

ওদিকে মনোযোগ দিল পুলিশ দু'জন। এত চিৎকার কীসের জানতে তাদের মতই ঘুরে তাকাল কয়েকজন টুরিস্ট।

মাঝে ফাঁক তৈরি হয়েছে দেখে ওই পথে ছুটল বেলা। পুলিশরা গেট বন্ধ করার আগেই বেরিয়ে এল শহরতলীতে।

ক'সেকেণ্ড পর সিকিউরিটি গার্ডের বক্তব্য শুনে ধাওয়া করতে চাইল দুই পুলিশ। ততক্ষণে অন্ধকার এক গলির মাঝে পৌঁছে গেছে বেলা। ছায়ার ভেতর দিয়ে চলেছে ব্যস্ত পায়ে। সামনে পড়ল সরু চৌরাস্তা। ডানে বাঁক নিল বেলা। ঢুকে পড়ছে গোলকধাঁধার আরও গভীরে। পেছনে বুটের ধুপ-ধাপ আওয়াজ।

বামে তারপর ডানে বাঁক নিল বেলা। মনে মনে বলল, 'সামনে কানাগলি না থাকলেই বাঁচি!'

আরেকটু এগোতেই এক চৌরাস্তার আগে বামের দেয়ালে পেল সরু ফাটল। কেন যেন ওর মনে হলো, ওদিক দিয়ে ঢুকে পড়াই উচিত। পেট টেনে রেখে ফাটলের মাঝ দিয়ে চলে গেল ওদিকে। ও আছে একটা বাড়ির পেছনের জঙ্গুলে উঠানে। দোতলার জানালায় জ্বলছে মৃদু সবুজ বাতি। উঠান

থেকে বেরোবার একমাত্র উপায় বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকা।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বিস্ফারিত চোখে চুপ করে থাকল বেলা। খুব কাছে এসে ফাটল পেরিয়ে গেল বুটের আওয়াজ। থামল চৌরাস্তার মাঝে। ছুটে আসছে আরও পদশব্দ। ক্লিপ-ক্লপ। কিলিয়ান ভগলার।

শ্বাস আটকে ফেলল বেলা।

একবার ওই সরু ফাটল দেখে ফেললে...

আবারও ছুটতে লাগল কয়েক জোড়া বুট। ছড়িয়ে পড়ছে সামনের নানান গলিতে। একটু পর অন্ধকার রাতে আবছা হয়ে মিলিয়ে গেল সব পদশব্দ।

মাটিতে ধুপ্ করে বসল বেলা। হাঁপাতে শুরু করেছে এতক্ষণে।

পুরো বিশ মিনিট উঠানে লুকিয়ে বসে রইল ও, তারপর ওর মনে হলো আশপাশে কেউ নেই। এবার ফাটল পেরিয়ে আবারও বেরিয়ে এল জনশূন্য, নীরব গলিতে। কোথায় আছে বুঝে নিয়ে চলল গোলকধাঁধার আরও গভীরে।

পেরোল টানটান উত্তেজনাময় দশ মিনিট। পৌঁছে গেল ছোট এক চত্বরে। একটু দূরের এক ক্যাফে থেকে আসছে মৃদু বাজনা। কাছেই হলদে মারখাওয়া চেহারার এক পে-ফোন বুথ। ওটা দেখে বুকে স্বস্তির সুবাতাস টের পেল বেলা। সতর্ক চোখে দেখল চারপাশ। তারপর গিয়ে ঢুকে পড়ল ফোন বুথে। পকেটের অবশিষ্ট কয়েন বের করে কল দিল।

ওদিক থেকে বলে উঠল পুরুষ কণ্ঠ: 'বেলা? তুমি?' গনগনে রাগ ম্যান মেট্যের স্বরে।

'জী,' নিচু গলায় বলল বেলা, 'ওরা ঠিক করেছে ডাকাতি করবে হল অভ রেকর্ড্স্! ওখানে একটা সুড়ঙ্গ আছে! মাটি খুঁড়ে...'

বেলার কথা শুনছে না লোকটা। 'বেলা, এক্ষুণি ফিরে

এসো! দেরি না করে নিজেকে তুলে দাও পুলিশের হাতে!'

'আমি... পুলিশ... এসব কী বলছেন? আমি তো কিছুই করিনি!'

'হামলা করেছ বলে তোমার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করছেন না মিস্টার বাবাফেমি। কিন্তু দেরি না করে পুলিশের হাতে ধরা দাও। তাদের হাতে তুলে দেবে চুরি করা আর্টিফ্যাক্ট!'

'কীসের আর্টিফ্যাক্ট?' আপত্তির সুরে বলল দ্বিধান্বিত বেলা, 'আমি তো কিছুই নিইনি!'

'বেলা, ডক্টর বাবাফেমি আর মাধু কামিল— দু'জনই দেখেছে স্ফিংসের একটা টুকরো কেটে নিয়েছ তুমি! বুঝতে পারছ এর পরিণাম কী হতে পারে? এর চেয়ে অনেক কম অপরাধে দশ বছরের জেল হয় লোকের! পালিয়ে গেছ বলে আরও গুরুতর হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। পুলিশের হাতে ধরা না দিলে আরও বড় বিপদে পড়বে! আমি দেখব কর্তৃপক্ষ যেন কম শাস্তি দেয় তোমাকে...'

'আগে আমার কথা শুনুন!' রেগে গিয়ে বলল বেলা। 'হল অভ রেকর্ড্স্-এ ডাকাতির সঙ্গে জড়িত বাবাফেমি আর কামিল! নিজে ঘুরে আসুন না, ওখানে...'

'বেলা!' কড়া ধমক দিল আর্কিওলজিস্ট। 'এক্ষুণি ফিরে এসো! আত্মসমর্পণ করো! তা যদি না করো, কোনও সাহায্য করতে পারব না। তখন...'

ঠাস্ করে রিসিভার রেখে দিল বেলা। শীতল এক ভয়ের স্রোত বইছে ওর মেরুদণ্ড বেয়ে।

এবার কী করবে ও?

ওর হোটেলে চোখ রাখবে নাদির মাকালানি।

দরকারি কোনও জিনিসপত্র এখন পাবে না ও।

গায়ের কাপড়, প্রিয় ক্যামেরা, অল্প কিছু ইজিপশিয়ান পাউণ্ড, এক শ' ইউএস ডলার ছাড়া আর কিছুই নেই ওর।

হোটেলে পাসপোর্ট ও ক্রেডিট কার্ড রাখা উচিত হবে না ভেবেছিল, তাই এখনও সঙ্গে রয়ে গেছে ওগুলো।

এবার কী করবে ভাবতে লাগল বেলা।

একবার যদি কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা দেয়, মুক্তি পাবে না আর। ডক্টর লুকমান বাবাফেমি আর তার দলের লোক সাক্ষ্য দেবে ওর বিরুদ্ধে। এদিকে নাদির মাকালানির লোক ধরতে পারলে...

যত ভাবছে, বুক ধড়ফড় বাড়ছে বেলার।

ওই লোকগুলো খুন করতে চায় ওকে!

একবার কোনওভাবে মিশর থেকে বেরিয়ে গেলেও, তারা খুন করার জন্যে অপেক্ষা করবে আমেরিকায়। ওর বাবা-মা'র ওপরও চোখ রাখবে। কাজেই অনুচিত হবে এসবে তাদেরকে জড়ানো।

এদিকে ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করেছে নাদির মাকালানি।

একবার হল অভ রেকর্ডসে ঢুকলে সরিয়ে ফেলবে অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট। আইএইচএর আর্কিওলজিস্টরা পরে কখনও জানবে না, হারিয়ে গেছে কী জিনিস। তা ছাড়া, কোটি কোটি মানুষ নিজ চোখে টিভির পর্দায় দেখবে, হাজার হাজার বছর পর প্রথম মানুষ হিসেবে হল অভ রেকর্ডসে পা রেখেছে ডক্টর ম্যান মেট্‌য্‌।

এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাউকে সতর্ক করা উচিত।

কিন্তু সে ম্যান মেট্‌য্‌ নয়। কিছুই শুনবে না ওই লোক।

অন্য কাউকে চাই। এমন কেউ, যে কি না বিশ্বাস করবে ওর কথা। এমন একজন, যে দায়িত্বশীল। বোঝাতে পারবে অন্যদেরকে।

ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে দূরে সরে এল বেলা। আনমনে নাড়ছে পনিটেইল। ওটার কারণেই মনে এল অন্য চিন্তা।

পাসপোর্ট ছাড়াও ওর প্যান্টের পকেটে আছে ভাঁজ করা একটা কাগজ। হাত ভরে ম্যাগাযিনের পাতাটা বের করল

বেলা। ভাঁজ খুলতেই দেখল সুন্দরী এক যুবতীর হাসিমুখ। বেলার মতই পনিটেইল করা চুল।

ছবিটার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল তরুণী।

ডক্টর লাবনী আলম।

আটলান্টিস ছাড়াও বহু আর্কিওলজিকাল সাইট আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মত হবার জন্যেই আর্কিওলজি পড়তে শুরু করেছিল বেলা।

অদ্ভুত দৃঢ়চিত্তের মানুষ ডক্টর আলম। বারবার অবিশ্বাস করা হয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত দারুণ সব আর্কিওলজিকাল আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, তিনিই ছিলেন সঠিক।

আরেকবার ছবিটা দেখল বেলা আবাসি।

বহু দূরে ঢিল ছুঁড়তে হচ্ছে ওকে।

এখন আর আইএইচএর সঙ্গে নেই ডক্টর লাবনী আলম। অযোগ্য একদল আর্কিওলজিস্ট ষড়যন্ত্র করে ওই সংগঠন থেকে বিদায় করেছে তাঁকে। সুন্দরী মহিলা আর্কিওলজিস্টের মুখোমুখি হয়ে আলাপের ইচ্ছে ছিল বেলার, কিন্তু সে সুযোগ আর পায়নি।

তবে মিশরে কী ঘটছে, তা নিশ্চয়ই ক্ষমতাশালী কাউকে বোঝাতে পারবেন ডক্টর লাবনী আলম।

অবশ্য সেজন্যে আগে যোগাযোগ করতে হবে ডক্টর আলমের সঙ্গে। উনি এখন আছেন নিউ ইয়র্কে, আর ও নিজে আছে স্ফিংস থেকে মাত্র সিকি মাইল দূরে।

এক পা এক পা করে এগোতে হবে, মন শান্ত করতে চাইল বেলা। চলল কায়রো শহরের কেন্দ্র লক্ষ্য করে।

দুই

ইউনাইটেড নেশন্স-এর বিশাল, উঁচু দালানের দিকে চেয়ে আছে ডক্টর লাবনী আলম। মনে নানান অনুভূতি। মাত্র সাত মাস আগেও এখানে ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ এজেন্সির চিফ হিসেবে কর্মরত ছিল। কিন্তু হিংসুটে ক'জন শ্বেতাঙ্গ আর্কিওলজিস্ট নানান মিথ্যা অভিযোগ আনল। ফলে প্রায় তদন্ত ছাড়াই বিদায় করে দেয়া হলো ওকে ওই পদ থেকে। লাবনীর ওপর চরম অন্যায় হচ্ছে: প্রবল আপত্তি তুলেছিল বাংলাদেশ সরকার। তবে কাজ হয়নি তাতে।

আজ আবারও আইএইচএ বা ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ এজেন্সির অফিসে পা রাখবে লাবনী আসলে বন্ধু মাসুদ রানার অনুরোধেই, নইলে কিছুতেই আসত না এখানে।

তিনদিন আগে নিউ ইয়র্কে এসেছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সুযোগ্য রত্ন, দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা। খুব ব্যস্ত ছিল রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির কাজে। পুরো দু'দিন ধরে এজেন্টদের জটিল সব কেসের জরুরি সূত্র খুঁজে দেয়া এবং দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের পর বিসিআই থেকে পেয়েছে মাত্র কয়েক দিনের ছুটি।

গতকাল সন্ধ্যায় লাবনীর অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হয়ে একেবারে চমকে দিয়েছে ওকে। প্রিয় বান্ধবীকে নিয়ে ডিনার সেরেছে সাগরতীরে প্রাচীন এক ছোট্ট রেস্তোরাঁয়।

কয়েক মাস আগে ভারতে শিবের গুহা থেকে বেরিয়ে

বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল ওরা। কিন্তু দু'জনই ছিল সচেতন, তাই শুরুতেই সামলে নিয়েছে নিজেদেরকে। চায়নি নষ্ট হোক ওদের মিষ্টি-মধুর বন্ধুত্ব। ঠিক করেছে, পারতপক্ষে নষ্ট করবে না এই হঠাৎ গড়ে ওঠা সুন্দর সম্পর্ক। দেখাই যাক না ভবিষ্যৎ কোথায় নিয়ে যায় ওদের দু'জনকে!

ডিনারে কথাটা তুলেছিল লাবনীই।

আজ সকাল এগারোটায় অ্যাপার্টমেন্টে বসে আছে, এমনসময় ফোন করলেন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর অ্যালবার্ন ফিলবি। লাবনী রিসিভার তুলতেই তিনি বললেন, 'হ্যালো, মাই ডিয়ার লাবনী, কেমন আছ?'

ব্যস্ততার কারণে গত দু'মাস যোগাযোগ হয়নি দু'জনের।

'হাই, প্রফেসর ফিলবি! আমি ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন, স্যর?' বলল লাবনী।

'আমি? একদম মরেছি!' মৃদু হাসলেন প্রফেসর। 'তোমাকে ফোন করেছি একটা জরুরি কাজে, একটু সময় দিতে পারবে?'

'আজকাল তো কোনও কাজই নেই আমার,' বলল লাবনী। 'আপনার কোনও কাজে নিশ্চয়ই সময় দিতে পারব?'

এরপর সরাসরি মূল কথায় এলেন প্রফেসর ফিলবি। জানালেন, কেন যেতে চেয়েছেন ইণ্টারন্যাশনাল হেরিটেজ এজেন্সির বর্তমান অস্থায়ী চিফ, প্রফেসর ক্যাথারিন ট্রিপের সঙ্গে কথা বলতে। এরপর বললেন, 'আমার মত আরও অনেকেই চাইছেন বন্ধ হোক স্ফিংসের ওই প্রোগ্রাম। ব্যক্তিগতভাবে অভিযোগ আনতে চেয়েছিলাম প্রফেসর ট্রিপের কাছে। কিন্তু...' চুপ হয়ে গেলেন ফিলবি।

'কিন্তু?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল লাবনী। রেগে গেছে প্রফেসর ট্রিপের নাম শুনে। ওই মহিলাই আমেরিকার সরকারের উঁচু পর্যায়ের ক'জনকে লেলিয়ে দিয়েছিল ওর পেছনে। ওই একই মহিলা স্বামীর রাজনৈতিক ক্ষমতা খাটিয়ে

চেপে বসেছে ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ এজেন্সির চিফের পদে।

'শেষমেশ মিটিঙে রাজি হয়েছে ট্রিপ, আগামীকাল মিটিং।'

'তাই? খুব ভাল হলো!'

'মিষ্টি কিন্তু মিথ্যা এমন অনেক কথা বলতে হয়েছে, বুঝতেই পারছ। কিন্তু দুঃখের কথা, চাইলেও আগামীকাল তার সঙ্গে দেখা করতে পারব না।'

'কেন, প্রফেসর ফিলবি?'

'কারণ দোতলার সিঁড়ি থেকে পড়ে হাঁটুর নিচের হাড় ভেঙে ফেলেছি। ডান পা এখন মিশরের মামির মতই ব্যাণ্ডেজ করা।'

'হায়, আল্লা! শুনে খুব খারাপ লাগছে।' নরম সুরে জানতে চাইল লাবনী, 'এখন কেমন বোধ করছেন, স্যর?'

'যখন যুবক ছিলাম, পোল ভল্ট আর হাই জাম্পে ইউনিভার্সিটির চ্যাম্পিয়ন ছিলাম। কিন্তু বয়স হয়েছে তো, বুঝতেই পারছ, লেগে আছে নানান রোগ। এখন তিন ফুট ওপর থেকে লাফিয়ে নামলে হাত-পা ভেঙে খুন হয়ে যাব।'

'তা হলে প্রফেসর ট্রিপের সঙ্গে আলাপ করবেন কী করে?' আগের কথায় ফিরল লাবনী।

'সেজন্যেই তো তোমাকে ফোন করেছি। তুমি যদি আমার জায়গায় যেতে...'

'স্যর, এটা সম্ভব নয়,' অদ্ভুত প্রস্তাব পেয়ে চমকে গেছে লাবনী। 'ওঁর কারণেই অপমানিত হয়েছি। চাকরি গেছে আমার।'

'তা ঠিক। ইয়ে... সত্যিই বিচ্ছিরি হবে মহিলা আবারও তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে। এদিকে এটাও ঠিক, আর্কিওলজিকে হাস্যকর করে তুলছে সে। টিভি খুললেই বিজ্ঞাপন আর ম্যান মেট্য্-এর বকরবকর। আমাদের মত

আর্কিওলজিস্টদের আর কোনও সম্মান থাকছে না।'

'ম্যান মেট্য্ আর বিজ্ঞাপন আমিও দেখেছি,' বলল লাবনী, 'ক'দিন পর উন্মোচিত হবে হল অভ রেকর্ড্স্।'

'এসব নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন, কোনও সায়েন্স নয়,' বললেন প্রফেসর ফিলবি। 'আর এরপর যদি সত্যি দেখা যায়, কিছুই পাওয়া গেল না, তখন আর্কিওলজি পেশাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে সবাই। আমার মত ক'জন চেয়েছেন, এ বিষয়টি তুলে ধরবেন প্রফেসর ট্রিপের সামনে। কিন্তু অন্যরা এখন ভিন দেশে নানান খননে ব্যস্ত। তাই বাধ্য হয়ে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।'

'কিন্তু, স্যর, প্রফেসর ট্রিপের মুখোমুখি হতে চাই না, চাই জীবনেও যেন আর দেখা না হয় তাঁর সঙ্গে,' বলল লাবনী।

'বুঝতে পেরেছি,' বললেন প্রফেসর। কয়েক সেকেণ্ড পর জানালেন, 'ভাবছিলাম, তুমি রাজি হবে না। তবুও চেষ্টা করে দেখলাম আর কী! উপযুক্ত কারও না কারও তো জানাতে হবে মহিলাকে, কী সর্বনাশ ডেকে আনছে সে!'

মন থেকে তিক্ততা সরিয়ে বলল লাবনী, 'আমার উচিত হবে না কিছু বলা। ক্ষমতায় গিয়ে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করছে প্রফেসর ট্রিপের দলের সবাই।'

'নিজেকে ছোট ভেবো না, লাবনী,' বললেন ফিলবি, 'ভুলে যেয়ো না, আবিষ্কার করেছ আটলাণ্টিস এবং শিবের গুহা। অন্য কেউ কিন্তু পারেনি। অন্তর থেকে জানি, আবারও ভাল সময় আসবে তোমার।'

চুপ করে রইল লাবনী।

'যাক গে,' হাল ছেড়ে দিলেন ফিলবি, 'উপায় থাকল না মহিলাকে কিছু বোঝাবার। প্রার্থনা করছি, মস্তবড় কোনও বিপর্যয় যেন না হয় আর্কিওলজিকাল সমাজের।'

'আমিও তাই আশা করি, স্যর,' বলল লাবনী।

'ভাল থেকো, লাবনী, সুস্থ হয়ে দেখা করব তোমার

সঙ্গে।'

'ভাল থাকুন, স্যর,' অন্তর থেকে বলল লাবনী। 'সুযোগ মত একবার গিয়ে দেখে আসব আপনাকে।'

একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোন রেখে দিলেন প্রফেসর।

ডিনারে বসে এসব বলার পর নিজ সিদ্ধান্ত রানাকে জানাল লাবনী: চরম দুর্ব্যবহারের মহারানি ট্রিপ এখন ওই সংস্থার চিফ, তাই আর কখনও পা রাখবে না আইএইচএতে।

সব মন দিয়ে শুনেছে রানা। তারপর নরম সুরে বলেছে, 'তোমার বোধহয় একবার ঘুরে আসাই ভাল ছিল। অন্তত জানবে প্রফেসর ফিলবির অভিযোগের বিরুদ্ধে কী বক্তব্য আছে ক্যাথারিন ট্রিপের।'

রানাকে কথা দিয়েছে বলেই দুর্মুখ ক্যাথারিন ট্রিপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে লাবনী। ইউএন ভবনের দিকে চেয়ে আরেকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কাঁপছে ওর বুক। জানা নেই, আবারও বিনা দোষে অপমানিত হবে কি না! মনে পড়ল, নিজেও রানা আছে ঝামেলায়, তবে ভয়ঙ্কর অপমানের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে না বাঙালি গুপ্তচরকে।

আটলান্টিস থেকে পাওয়া সৌভাগ্যের লকেটটা গলার কাছে একবার স্পর্শ করল লাবনী, তারপর ঢুকে পড়ল ভবনের ভেতর।

ওর মনে হলো আগের চেয়ে ধীরে চলছে এলিভেটর। জায়গাও হয়ে উঠেছে সংকীর্ণ। বাতাস নেই ভেতরে। বুঝতে পারছে, বদমেজাজি মহিলার সঙ্গে দেখা করতে হবে ভেবে গলা শুকিয়ে গেছে ওর।

এলিভেটরের দরজা হাঁ হতেই একটু দূরে গুনগুন শব্দে খুলল সিকিউরিটি ডোর। লাবনী দেখল, আগের মত নেই রিসেপশন, সেখানে কদর্য কিছু আসবাবপত্র। তবে আগের মতই ডেস্কের পেছনে পরিচিত সেই হাসিখুশি মেয়েটি।

‘ডক্টর আলম!’ লাফিয়ে চেয়ার ছাড়ল লিপি গোমেয। ‘কেমন আছেন?’

‘ভাল। তুমি কেমন আছ, লিপি?’ মেয়েটা এগিয়ে আসতেই ওকে জড়িয়ে ধরল লাবনী।

‘ভাল নেই,’ কয়েক সেকেণ্ড পর এক পা পিছিয়ে গেল লিপি। চট্ করে দেখল চিফের অফিসের দরজা। নিচু স্বরে বলল, ‘সহ্য করছি অসহ্য দুর্ব্যবহার। বাঙালিদের পছন্দ করেন না মিসেস ট্রিপ। রাখতে চাইছেন নিজের পছন্দের লোক।’

‘যা খুশি করার অভ্যেসটা ক্যাথারিন ট্রিপের বহু পুরনো,’ বলল লাবনী, ‘তবে দাঁতে দাঁত টিপে টিকে থাকো। আজকাল আর আমেরিকায় সহজে ভাল চাকরি পাওয়া যায় না।’

‘নিজে হুড়মুড় করে টাকা রোজগার করছেন ট্রিপ,’ প্রায় ফিসফিস করল লিপি।

মৃদু মাথা দোলাল লাবনী। ‘অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও একটা, যেজন্যে এখানে এসেছি। প্রফেসর ফিলবি অনুরোধ করেছেন, যেন তাঁর হয়ে মিটিং করি মিসেস ট্রিপের সঙ্গে। এদিকে তোমার মাসুদ ভাই প্রায় ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন, নইলে ভিড়তাম ওই সাপের ধারে-কাছে?’

ডেস্কের পেছনে গিয়ে কমপিউটার স্ক্রিন দেখল লিপি। ‘প্রফেসর ট্রিপ এখন আছেন ডক্টর মেট্য্-এর সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সে। সাধারণত পনেরো মিনিটের বেশি লাগে না। তারপর স্কেজুয়াল অনুযায়ী দেখা করবেন প্রফেসর ফিলবির সঙ্গে। উনি ভিডিয়োকনফারেন্স রুম থেকে বেরোলেই জানাব, প্রফেসর ফিলবির হয়ে দেখা করতে এসেছেন আপনি।’

‘আর আমাকে দেখলেই পেয়ে বসবে,’ বলল লাবনী। অভদ্র মহিলার কথা ভাবতে গিয়ে আবারও রেগে উঠছে। বুঝতে পারছে, এখানে এসে কোনও লাভই হয়নি। যা খুশি

বলবে মহিলা। কোনওমতেই তাকে ঠেকাতে পারবে না ও। তবে ঠিক করল, শুনিয়ে ছাড়বে নিজের বক্তব্য। তাতে অন্তত ঠাণ্ডা হবে মাথা।

'মিসেস ট্রিপ ঠিকই দেখা করবেন,' মনিটরের পাশের ট্রে দেখল লিপি। 'ও, একটা কথা ভুলেই গিয়েছিলাম! আপনার জন্যে একটা মেসেজ এসেছে।'

'আমার জন্যে?' বিস্মিত হলো লাবনী।

'জী। এক ইণ্টার্ন... এই যে,' কয়েকটা কাগজ সরিয়ে ছোট এক চিরকুট নিয়ে লাবনীর হাতে দিল লিপি। 'মেয়েটার নাম বেলা আবাসি। গতকাল ফোন করেছিল। ফোন নম্বর চাইল। নিয়ম নেই, তাই দিইনি। তবে বলেছি, মেসেজটা পাঠিয়ে দেব। অফিস ছুটির পর ফোন করেছি, কিন্তু কমপিউটারাইয্‌ড্ মহিলা কণ্ঠ বলল, দু'মাস আগে ডিসকানেক্ট করা হয়েছে ওই লাইন। মোবাইল ফোনও বন্ধ পেয়েছি।'

'হ্যাঁ, অন্য অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেছি,' বলল লাবনী। 'আর ট্রিপের চেলা আর্কিওলজিস্টরা বিব্রত করছিল, তাই পাল্টে ফেলেছি মোবাইল ফোনের সিম কার্ড।'

প্রাক্তন বসের দুর্গতির কথা শুনে আফসোস করে মাথা নাড়ল লিপি।

কাগজে চোখ না বুলিয়ে জানতে চাইল লাবনী, 'কী জন্যে যোগাযোগ করতে চায়?'

'বলেনি। অবাক কাণ্ড, ওই মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে এই অফিসের কেউ কেউ। ডক্টর মেট্য্‌-এর খননের সঙ্গে জড়িত ছিল বেলা আবাসি। কেউ না বললেও আমার মনে হয়েছে, ইজিপশিয়ান পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে ওই মেয়ে। হাসিখুশি, সুন্দরী তরুণী। মনেই হয়নি, ও অন্যায় করার মত মানুষ। তবে এ-ও ঠিক, আপনি চলে যাওয়ার পর লোক নেয়ার পলিসি বদলে গেছে। আজকাল আর খোঁজ নেয়া হয় না মানুষটা ভাল কি না।'

কাগজে লেখা ফোন নম্বরটা পড়ল লাবনী, তারপর রেখে দিল পার্সে। কী যেন বলবে, এমনসময় খুলে গেল করিডোরের দরজা। ঘুরে তাকাল লাবনী। রিসেপশনে এসে ঢুকলেন আর্কিওলজিস্ট প্রফেসর ক্যাথারিন ট্রিপ। লাবনীকে দেখেই থমকে গেলেন। দু'সেকেণ্ড পর এগিয়ে এলেন ঠোঁটে টিটকারির হাসি নিয়ে। 'আরে, ডক্টর লাবনী যে!'

শুকনো গলায় বলল লাবনী, 'কেমন আছেন, মিসেস ট্রিপ?'

'কখনও ভাবিনি আবারও আসবে। কী চাই তোমার?'

'জরুরি আলাপ করতে এসেছি।'

চশমার পুরু কাঁচের পেছনে সরু হলো ট্রিপের চোখ। 'আমি ব্যস্ত, লাবনী। মিটিং আছে প্রফেসর ফিলবির সঙ্গে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে তাঁকে?'

'অবশ্যই! সত্যি বলতে, তিনিই পাঠিয়েছেন আমাকে, যেন তাঁর হয়ে এই মিটিঙে কথা বলি। আপাতত তিনি অসুস্থ।'

'ও।' সহানুভূতির ছাপ নেই প্রফেসর ট্রিপের চোখে-মুখে। 'আশা করি খুব সিরিয়াস কিছু নয়।'

'না, তা নয়। তবে কয়েক দিনের জন্যে হাঁটতে পারবেন না। সেজন্যেই চেয়েছেন, যেন ওঁর হয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলি।'

মহিলার অন্তর পড়তে পারল লাবনী।

এককথায় ওকে উড়িয়ে দিত ক্যাথারিন, কিন্তু প্রফেসর ফিলবি নামকরা আর্কিওলজিস্ট। অ্যাকাডেমিক সমাজে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত। তাঁর প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে দিলে সেটা হবে প্রফেসরকে অপমান করা। তাতে প্রকাশ পাবে, ক্যাথারিন ভয় পাচ্ছে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে।

'ঠিক আছে, এসো,' বিরক্তি নিয়ে বলল ট্রিপ, 'কয়েক মিনিট খরচ করতে আপত্তি নেই। তবে তা করছি প্রফেসর

ফিলবির সম্মানে।' নিজের অফিসের দিকে চলল মহিলা।

একবার লিপিকে দেখে নিয়ে ট্রিপের পেছনে প্রশস্ত ঘরে ঢুকল লাবনী। আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

সাত মাস আগেও এটা ছিল ওর অফিস। কাঁচ দিয়ে ঢাকা চওড়া জানালার ওদিকে ম্যানহাটান।

প্রকাণ্ড ডেস্কের পেছনে বিশাল চেয়ারে বসল প্রফেসর ট্রিপ। অপেক্ষাকৃত কম আরামদায়ক সিট হাতের ইশারায় দেখাল। 'হ্যাঁ, কী? কী বলতে চেয়েছেন প্রফেসর ফিলবি?'

'ওই বিষয়ে,' ডেস্কে পড়ে থাকা চকচকে ব্রোশার দেখাল লাবনী। *প্রচ্ছদে সোনালি লেখা: দ্য লাইভ টেলিভিশন ইভেন্ট অভ দ্য ডিকেড!* নিচে গিজার প্রকাণ্ড স্ফিংস। ব্রোশারটা তুলে নিল লাবনী। 'যতবার টিভি খুলছি, দেখছি ওই বিজ্ঞাপন। ভাবতেও পারিনি, প্রাইম টাইম টেলিভিশন বা বিদঘুটে কোনও কাল্টের সঙ্গে কাজ করবে আইএইচএ।'

'কারও সঙ্গেই কাজ করছে না আইএইচএ, লাবনী,' রাগী কণ্ঠে বলল ক্যাথারিন। 'ওসাইরিয়ান টেম্পল কাল্টকে সঙ্গে রাখা হয়েছে, যাতে যথেষ্ট ফাণ্ড পাওয়া যায়। এদিকে টিভির বিজ্ঞাপন থেকে আসছে প্রচুর টাকা। পরে অন্যসব প্রজেক্টে তা ব্যয় করা হবে। তাতে দুনিয়া জুড়ে নাম হবে আইএইচএর। সবদিক থেকেই লাভবান হব আমরা। ভাল ব্যবসা বলতে পারো। ক্ষতির কোনও সম্ভাবনাই নেই।'

'তাই?' মাথা নাড়ল লাবনী। 'জানা ছিল না আইএইচএ এখন ব্যবসায়িক সংস্থা।' ব্রোশার খুলল ও। প্রথমেই দেখল পিরামিডের সামনে নায়কের মত হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে ডক্টর ম্যান মেট্য্। 'মেট্যের ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন?'

'সেরা প্রার্থী ছিল সে।'

'কিন্তু সে তো নিজের ঢাক পেটাবার ওস্তাদ, সত্যিকারের আত্মশ্লাঘী। তার বদলে জন গ্যারিসন বা কার্ল গ্রেবার নয় কেন? অভিজ্ঞতার দিক থেকেও তারা ছিল মেট্যের চেয়ে

অনেক দক্ষ।'

'তোমার যখন জানতেই হবে, তো শোনো, তালিকায় ওরাও ছিল,' শীতল কণ্ঠে জানাল ক্যাথারিন। 'কিন্তু আমার ব্যক্তিগত পছন্দ ম্যান মেট্য্। সবার মধ্যে তার উপস্থাপন ছিল সেরা।'

তার মানে, আপনার লালচে, ফোলা পাছায় ভালভাবে পুচপুচ করে চুমু দিয়েছে মেট্য্, ভাবল লাবনী। মুখে বলল, 'ও, তবে পুরাতত্ত্বের রীতিনীতি বিসর্জন দিয়েছে ম্যান মেট্য্ই।'

'তুমি কী বলতে চাও, লাবনী?'

'যা খুশি করছে সে। সঠিকভাবে খনন না করে ছুঁড়ে ফেলেছে এতদিনের বিজ্ঞানকে। ছুটছে টিভি প্রযোজকদের পেছনে।'

'অন্তত তোমার মুখে এসব মানায় না,' ধমকের সুরে বলল ক্যাথারিন ট্রিপ, 'কী বোঝো আর্কিওলজিকাল সায়েন্স? নিজে কবে নিয়ম মেনে কাজ করেছ? আরে, এ কারণেই তো বিদায় করেছে তোমাকে এই সংস্থা থেকে! নাকি ভুলে গেছ, তুমি এখন আর আইএইচএতে নেই?'

'আমার বিষয়ে কথা হচ্ছিল না,' রাগে গা জ্বলছে লাবনীর। আঙুল তাক করল ব্রোশারের দিকে। 'কথা হচ্ছিল, পয়সার লোভে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আইএইচএ। যে সংস্থার দায়িত্ব প্রাচীন নিদর্শন রক্ষা করা, সেটাই এখন ওগুলোকে ভাঙিয়ে খেতে শুরু করেছে!'

'ও, এবার বুঝলাম তোমার উদ্দেশ্য,' সরু দু'ঠোঁট বাঁকা করে হাসল ক্যাথারিন। 'ফালতু যুক্তি দাঁড় করিয়ে চাপড়ে নেবে নিজের পিঠ? প্রমাণ করতে চাইবে তুমি ঠিক, অন্যরা প্রথম থেকেই ভুল করেছে?' উঠে দাঁড়িয়ে লাবনীর দিকে ঝুঁকে এল সে। 'মগজ থেকে বদচিন্তা দূর করো, লাবনী! যতই ভাবো তোমাকে ছাড়া চলবে না আইএইচএ, বাস্তবতা কিন্তু

তা নয়। আসল কথা, তোমার আমলের চেয়ে ঢের ভালভাবে চলছে এখন এ সংস্থা। শুনে রাখো, তুমি বিদায় হওয়ার পর থেকে মারা যায়নি একজন আর্কিওলজিস্টও!'

বড় করে দম নিল লাবনী। 'আপনার মনটা বড় ছোট, ট্রিপ,' মনে মনে বলল ও।

এমন কী ক্যাথারিন ট্রিপের চেহারাতেও প্রকাশ পেল, অত্যন্ত বাজে কথা বলে ফেলেছে সে। পেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর শান্ত স্বরে বলল বদরাগী মহিলা, 'যা বলতে এসেছিলে, বলা হয়েছে তোমার। এবার ভাল হয় তুমি বিদায় নিলে। খুশি হব এরপর আর কখনও যদি না আসো।'

প্রচণ্ড রাগ সামলাতে গিয়ে হাত মুঠো করে ফেলেছে লাবনী, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'মনে রাখবেন, ইজিপ্টে আপনি যা করছেন, সেটা আর্কিওলজিকাল পেশার জন্যে অপমানজনক। এটা আপনি নিজেও ভাল করেই জানেন।'

'আমরা দু'জনই জানি, কে *আসলে* পচিয়ে ছেড়েছে এই পেশাটাকে,' বলল ক্যাথারিন ট্রিপ।

ওই অফিস থেকে বেরিয়ে এল লাবনী। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ওর চোখ পড়ল রিসেপশনে লিপির ওপর। লাবনীর রাগী চোখ দেখেই যা বোঝার বুঝেছে মেয়েটা। মাথা নিচু করে নিল।

ইউএন ভবন থেকে বেরিয়ে একটু দূরে উত্তরদিকের পার্কে বসল লাবনী। ঠাণ্ডা করতে হবে মাথা। চুপ করে বসে থাকল চোখ বুজে।

দশ মিনিট পর চোখ মেলে পার্স থেকে নিল বেলা আবাসির দেয়া ফোন নম্বর। ভাবছে, কথা বলবে কি না। লিপি জানিয়েছে, ইজিপশিয়ান পুলিশী ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে মেয়েটা। কোনও গোলমালে পড়তে চায় না লাবনী। তবে কিছুক্ষণ পর ভাবল, দেখিই না কেন খুঁজছে মেয়েটা আমাকে!

আজ সকালে নিউ ইয়র্কে রানা এজেন্সির তিনতলায় ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে ইন্টারকমের আওয়াজে ঘুম ভাঙতেই ভয় পেল দুর্দান্ত সাহসী, দুর্ধর্ষ মাসুদ রানা। নিচের রিসেপশন থেকে জানানো হয়েছে, ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন রোমান্টিক সিনেমার বর্তমান সময়ের সুপারক্রেয নায়করাজ গিবন মুর।

ওই যুবককে সিনেমা-জীবনের শুরুর দিকে সাহায্য করেছিল রানা। তাতে ওর ভক্ত হয়ে যায় সে। পরে নিউ ইয়র্কে ইউএন ভবনের ভল্ট থেকে স্টাডা কোডেক্স সরাবার পর, তার কাছ থেকে একবার সাহায্য নিয়েছে রানা। নইলে সফল হতো না প্ল্যান, কখনওই ভারতে গিয়ে লাবনীকে উদ্ধার করতে পারত না বিলিওনেয়ার মঙ্গেলকারদের হাত থেকে। কাজেই এককথায়, নায়কের অনুরোধ ফেলতে পারবে না ও। মুরকে ওর অফিসে বসাতে বলেছে রানা।

দশ মিনিট পর নেমে এসেছে নিচের অফিসে। আর অমনি ওকে চেপে ধরেছে নায়ক। একটাই কাতর অনুরোধ: 'মিস্টার রানা, প্লিয-প্লিয, আমাকে বাঁচান!'

'কী হয়েছে আপনার?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে রানা।

মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে মুর। 'আপনি তো জানেন, গোটা বিশেক রোমান্টিক সিনেমায় কাজ করেছি। নামও হয়েছে তাতে। কিন্তু এবার দারুণ সুযোগ এসেছে নিজের খোল-নলচে পাল্টে ফেলার। যে ডিরেক্টর আমাকে অ্যাকশান সিনেমায় নিয়েছেন, তিনি আবার অস্কারপ্রাপ্ত। প্রথমেই বলে দিয়েছেন, দেখার মত হতে হবে আমার চলন-বলন। কিন্তু আপনি তো জানেন, বাস্তবের ধারে-কাছেও থাকি না আমরা সিনেমার নায়করা। এদিকে এবারের সিনেমায় অভিনয় করব দুঁদে এক গোয়েন্দার ভূমিকায়। তাই ছুটে এসেছি আপনার কাছে।' করুণ চোখে রানাকে দেখল মুর।

'আমাকে কী করতে হবে?' জানতে চাইল রানা।

'আপনি চাইলে বাঁচাতে পারেন আমাকে।' জুলজুল করে তাকিয়ে আছে মুর রানার মুখের দিকে।

'বিপদটা কী, সেটাই বুঝছি না,' বলল বাঙালি গুপ্তচর।

ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুর। 'বুঝবেন কী করে, আমি কি বলেছি নাকি?'

'তা হলে বলে ফেলুন।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

'মাত্র একটা দিন সময় দেবেন।'

'তাতে কী লাভ হবে?'

'আপনি শুধু থাকবেন আমার পাশে।'

পাগলাটে নায়ককে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তাতেই কেটে যাবে বিপদ?'

'নিশ্চয়ই! নানান অনুষ্ঠানে যাব, সবার সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব। একটু দূর থেকে খেয়াল করব আপনার হাঁটাচলা, কথা, হাসি বা চাহনি। সোজা কথায়, সব গেঁথে নেব মনে। পরে পুরো ফলো করব আপনাকে। এটাই আমার বাঁচার একমাত্র উপায়। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ডুবিয়ে দেবেন না?'

'ও, তার মানে আমাকে অনুকরণ করবেন?'

'হ্যাঁ, এই তো বুঝতে পেরেছেন! আপনার মত দুর্ধর্ষ মানুষ আর দেখিনি আমি। পুলিশ বা আর্মির কাউকে অনুকরণ করতে পারতাম, কিন্তু কাহিনীর নায়ক আবার প্রাইভেট ডিটেকটিভ। পিছু নিয়েছে দুর্দান্ত সুন্দরী এক খুনি মেয়ের। সবই মিলে যাচ্ছে আপনার জীবনের সঙ্গে। আমার ধারণা, আপনাকে নকল করলেই ব্যবসা-সফল হবে এই সিনেমা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রানা। জরুরি কোনও কাজ নেই ওর হাতে।

সামান্য হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে আছে মুর। 'প্লিয, মিস্টার রানা, বাঁচান! আপনি রাজি হলে, চলুন, বেরিয়ে

পড়ি!'

'ঠিক আছে, চলুন,' চেয়ার ছাড়ল রানা। 'যাওয়ার পথে কোনও রেস্তোরাঁ থেকে নাস্তা করে নেব।'

'আরে, ভাই, দুনিয়ার সেরা নাস্তা খাওয়াব আমি আপনাকে।' চেয়ার ছেড়ে খুশিতে একপাক নেচে নিল নায়ক। 'এমন অনুকরণ করব, লোকে সিনেমা দেখে বলবে, অভিনয়ই করিনি। সবই বাস্তব!'

বাইরে এসে দেখল রানা, কমলা নতুন ল্যাম্বোরগিনি সুপারকার চেপে এসেছে নায়ক।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে খাবার সেরে চলল ওরা প্রথমে ওসাইরিয়ান টেম্পলের উদ্দেশে।

বাইরে থেকে বাড়িটা দেখলে বোঝা যায় না ওটা কোনও মন্দির। অবশ্য গেটের ওপরের নিয়ন সাইনবোর্ডে লেখা:

ওসাইরিয়ান চার্চ।

ভেতরে ত্রিকোণ এক ছোট পিরামিড।

মস্তবড় হলঘরে জড় হয়েছে অন্তত দু' শ'জন মানুষ। অনেকে হৈ-হৈ করে উঠল নায়ককে দেখে। সই দিতে হলো নোটবুকে।

নিউ ইয়র্কের গুরুত্বপূর্ণ ক'জন নাগরিকের সঙ্গে রানাকে পরিচয় করিয়ে দিল গিবন মুর। তাদের ভেতর আছেন মেয়র। আগে থেকেই রানাকে ভাল করে চেনেন, তাই অবাক হয়েছেন ওকে ওসাইরিয়ান ধর্মের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখে।

বাড়িতে ঢোকার সময় রানাকে বলেছে নায়ক, এই চার্চ খ্রিস্টানদের চার্চের চেয়ে ঢের ভাল। পৃথিবী জুড়ে নানান দেশে ছড়িয়ে পড়ছে নতুন এই ধর্ম।

অনুষ্ঠান শুরু হতে এখনও বেশ দেরি। অনেকে ঘিরে রেখেছে মুরকে। তবে তাদের প্রতি তেমন নজর নেই তার।

খেয়াল করছে রানার আচরণ।

একটু পর হঠাৎ করেই তাকে ও রানাকে ফেলে ছিটকে দরজার দিকে ছুটল সবাই। গেটের সামনে থেমেছে কালো এক ক্যাডিলাক। পেছনের দরজা খুলে দিল বডিগার্ড। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ডানহাত তুলল দীর্ঘদেহী এক লোক। অদ্ভুত রূপবান সে। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ।

'ওসাইরিস!' সবার আগে চেঁচিয়ে উঠল কেউ।

পরক্ষণে চিৎকার ছাড়ল প্রায় সবাই: 'ওসাইরিস! মহান ওসাইরিস! আমাদের দেবতা-রাজা!'

রানা দেখল, করুণভাবে হার মেনেছে মুর। বুঝে গেছে, মানুষের কাছে ওর মূল্য ধর্মগুরুর চেয়ে ঢের কম।

লোকটাকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে রানা।

অদ্ভুত শক্তিশালী কারিশমা তার। প্রবল আত্মবিশ্বাসী। যেন সিনেমার নায়ক!

ক'মুহূর্ত পর রানা টের পেল, বয়স তার পঞ্চাশ মত।

'ওসাইরিয়ান মন্দিরে স্বাগতম!' গমগমে কণ্ঠে বলল কাল্ট নেতা, 'আমি খুশি যে, আপনারা এসেছেন। আপনাদের হৃদয়ে আলো জ্বেলে দেবেন সূর্য-দেবতা রা।'

জবাবে ভিড় থেকে ক'জন বলে উঠল, 'অতীত ওসাইরিসের আত্মা আরও শক্তিশালী করুন আপনাকে, প্রভু!'

সবাই দু'ভাগ হয়ে যেতে মাঝ দিয়ে হেঁটে মঞ্চে গিয়ে উঠল বর্তমানের ওসাইরিস।

রানা লক্ষ্য করল, ওই লোকের বেশিরভাগ ভক্ত সুন্দরী মেয়েরা।

এবার ক্যাডিলাক থেকে বেরোল আরেক লোক। ভুরু কুঁচকে রেখেছিল, দর্শক দেখে মুখে টেনে আনল হাসি।

এ ওসাইরিসের আপন ভাই বা নিকট আত্মীয়, ভাবল রানা। তবে জেনেটিক লটারিতে এবং এই জীবনে জিতে গেছে এর বড় ভাই।

কঠোর চেহারা এর। অপেক্ষাকৃত সরু মুখের একপাশে মারাত্মক পোড়া এক ক্ষতচিহ্ন।

লোকটার সঙ্গে রয়েছে তেলতেলে চুলের এক লোক। পরনে সাপের চামড়ার জ্যাকেট। লাল ঘাড়। কঠোর চোখে দেখছে চারপাশ। আগে কখনও ছিল মিলিটারিতে।

সিনেমার নায়কের সঙ্গেই থাকল রানা।

ওসাইরিসের মঞ্চের কাছে চলে গেল ওরা দু'জন।

মঞ্চের ওপর থেকে ঝুঁকে আন্তরিকভাবে মুরের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল ধর্মগুরু। ভিড় থেকে ঝলসে উঠল অনেক ফ্ল্যাশ। তার আগেই প্রায় পাশাপাশি হয়ে চওড়া হাসি দিয়েছে ওসাইরিস আর মুর।

'হ্যাঁ, মিস্টার মুর! কেমন আছেন আপনি?'

'ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন, ওসাইরিস?'

'খুশি হব কাদির বলে ডাকলে। সিনেমায় দেখেছি বলে আপনাকে যেন চিনি বহুকাল থেকে। আমার সৌভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত দেখা হলো।'

এ কথায় আনন্দিত হয়ে হাসল মুর। 'সত্যিই? দারুণ তো! এদিকে আমিও আপনার ভক্ত! সিনেমাও দেখেছি। ওসাইরিস অ্যাণ্ড সেট ছিল দেখার মত একটা সিনেমা। আপনাকে দেখতে লেগেছে দুর্দান্ত!'

মৃদু হাত নেড়ে ভদ্রতা দেখাল ওসাইরিস। 'একবার চলে আসুন সুইটযারল্যাণ্ডে আমাদের ওসাইরিয়ান টেম্পলে। ঘুরিয়ে দেখাব সব। যখন খুশি আসতে পারেন। আমার দরজা সবসময় খোলা থাকবে আপনার জন্যে। তবে আজকাল আর সিনেমায় কাজ করি না। আমার জন্যে পুরনো হয়ে গেছে ওই পেশা। এসেছে দেবতার তরফ থেকে অমোঘ এক আহ্বান। আমি খুশি, আপনি আমার ধর্মের বিষয়ে আগ্রহী হয়েছেন।' এবার ঘুরে শ্রোতাদের উদ্দেশে বলল সে, 'আপনারা যাঁরা চেয়েছেন অসাধারণ এই অভিযাত্রায় অংশ

নিতে, তাঁদেরকে বলছি: এরই ভেতর পৃথিবীর নানান দেশে জড় হচ্ছেন দশ হাজার মানুষ। প্রতি দিনই বাড়ছে এই সত্য ধর্মের অনুসারী। সবাই বুঝতে পারছে, ওসাইরিসের ধর্ম মানলে কখনও মৃত্যু হবে না তাদের। চিরকাল বাঁচবে। হ্যাঁ, আমরা হব চিরকালের জন্যে অমর!' হাত ওপরে তুলল কাদির ওসাইরিস।

খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠল ভক্তরা।

অধৈর্য হয়ে কী যেন নির্দেশ দিল ওসাইরিসের ভাই। শক্তপোক্ত ক'জন প্রহরী হটিয়ে দিল কাছের মানুষগুলোকে। মঞ্চ থেকে নেমে একটা দরজার দিকে চলেছে ওসাইরিস।

পিছু নিতে গিয়েও রানাকে দেখল মুর। 'চলুন, গিয়ে দেখি কী ঘটে।'

'আমার আগ্রহ নেই,' বলল রানা, 'বাইরেই থাকি।'

'চলুন না, অমরও তো হতে পারেন! আমি হয়তো হাজার হাজার সিনেমায় নায়ক হব।'

'ইচ্ছে হলে ঘুরে আসুন,' বলল রানা।

'কী করে?' বলল মুর, 'আপনাকে অনুকরণ করবে কে?'

'তো অন্য কোথাও চলুন নকল করতে হলে। ধর্মের নামে ভণ্ডামি ভাল লাগছে না।'

'এদিকে খিদেও লেগেছে,' স্বীকার করল মুর। 'ওটা এমনই জিনিস, ওসাইরিসের বাপও বাপ-বাপ করবে!'

হলরুম থেকে বেরিয়ে পার্কিংলটে এসে ল্যাম্বোরগিনিতে চাপল ওরা।

তিন

'হ্যালো?' কল রিসিভ করেছে পুরুষ-কণ্ঠ।

'হাই,' বলল লাবনী। বাজে কোনও কথা শুনলেই চট্ করে টিপে দেবে এণ্ড কল বাটন। 'আমি কি বেলা আবাসির সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

দ্বিধা নিয়ে বলল পুরুষকণ্ঠ: 'আপনি কে?'

'নাম ডক্টর লাবনী আলম। আমার জন্যে একটা মেসেজ রেখে গিয়েছিল বেলা, যাতে কল করি।'

আবছা হলো ওদিকের সব শব্দ। হাত দিয়ে মাউথ পিস চেপে ধরেছে লোকটা। কার সঙ্গে যেন সংক্ষেপে আলাপ সারল সে, তারপর উত্তেজিত নারীকণ্ঠ শুনল লাবনী। কুঁচকে গেল ওর ভুরু।

ঠুক্ আওয়াজ এল।

কেড়ে নেয়া হয়েছে ফোনের রিসিভার। 'হ্যালো? হ্যালো! আপনিই কি ডক্টর লাবনী আলম?' দক্ষিণা টান কণ্ঠে, তাতে সামান্য হিসপ্যানিক সুর।

'হ্যাঁ, আমিই,' বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসল লাবনী। 'তুমিই বেলা আবাসি?'

'জী-জী, আমিই! অসংখ্য ধন্যবাদ, ডক্টর আলম, কষ্ট করে কল-ব্যাক করেছেন! খুব সম্মানিত বোধ করছি! সত্যিই! আমি আপনার অন্ধভক্ত!'

অন্ধভক্ত শুনে অবাক হয়েছে লাবনী। ভাবছে,

প্র্যাকটিকাল জোক করছে না তো মেয়েটা?

'ইয়ে... থ্যাঙ্কস্, আইএইচএতে মেসেজ রেখে গিয়েছিলে, কথা বলতে চাও আমার সঙ্গে।'

'জী-জী! আসলে হয়েছে কী, আপনি আমাকে পাগল ভাবতে পারেন, কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, আপনার সঙ্গে সামনা-সামনি আলাপ করা খুবই জরুরি। আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। আপনি তো এখনও নিউ ইয়র্কেই থাকেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আছি ইস্ট ভিলেজে, এক বন্ধুর বাড়িতে। আমি কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি?' লাবনী কিছু বলার আগেই আবার বলল মেয়েটা, 'মাত্র দশটা মিনিট দেবেন, তাতেই চিরকালের জন্যে কৃতজ্ঞ হব।'

'কী বিষয়ে কথা বলবে?' জানতে চাইল লাবনী।

'মিশরে ডক্টর মেট্যের খননের ব্যাপারে। জায়গাটা স্ফিংসের খুব কাছে।'

ডক্টর মেট্যের নাম শুনে লাবনীর মনে পড়ল, কী হয়েছে হেরিটেজ অফিসে। আগে কখনও এত অপমানিত হয়নি ও। সত্যিকারের চরম অভদ্র মহিলা ক্যাথারিন ট্রিপ! 'ওই খননের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই,' মেয়েটাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল লাবনী। 'কিছু জানাতে চাইলে, তোমার উচিত আইএইচএর কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা।'

'কিন্তু, ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। একবার দেখলেই বুঝবেন। প্লিয, ডক্টর আলম? মাত্র দশটা মিনিট। ঠিক আছে, পাঁচ মিনিটই না হলে দিন? খুব জরুরি!'

মেয়েটার কণ্ঠে নিখাদ সনির্বন্ধ মিনতি বুঝল লাবনী। 'ঠিক আছে,' ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'চলে এসো বিকেলের পর সেভেন্থ্ স্ট্রিটের ফিফটিটু পার্ক আপ-এ। সেকেণ্ড

অ্যাভিনিউতে পাবে একটা কফি শপ। সাতটার সময় পৌঁছুলে আলাপ হবে, তবে দেরি করলে আমাকে ওখানে পাবে না।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' স্বস্তির শ্বাস ফেলল বেলা আবাসি। 'সময় দিলেন বলে অনেক ধন্যবাদ, ডক্টর আলম।'

'বাই,' কল কেটে দিল লাবনী। ভাবছে, কীভাবে নরম কথায় বিদায় করবে মেয়েটাকে। ডক্টর মেট্যের খননের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই।

নীলাকাশ কালচে করে নামছে সন্ধ্যা। সারাদিন নায়কের সঙ্গে ঘুরে বিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা। অত্যন্ত নামকরা নাইট ক্লাব দ্য প্ল্যাটিনামের বাইরে দেখল জটলা। সুন্দরীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহে ভিড় করেছে নিঃসঙ্গ পুরুষরা।

'দারুণ, তাই না?' কমলা ল্যাম্বোরগিনি মার্সেইল্যাগো সামনে বাড়াল গিবন মুর। সাধারণত নিউ ইয়র্কে চলাচলের জন্যে লিমো সার্ভিস থেকে গাড়ি ও ড্রাইভার ভাড়া করে সে, কিন্তু বিশেষ সব অনুষ্ঠানে সবার দৃষ্টি কেড়ে নেবার জন্যে ব্যবহার করে নতুন মডেলের এই সুপারকার। 'কী লোভনীয় পা সুন্দরীদের!' এণ্ট্র্যান্সের শর্ট মিনিস্কার্ট পরা মেয়েটিকে ভালভাবে দেখতে জানালার কাঁচ নামাল সে। শতখানেক মানুষ চিনে ফেলল হলিউডের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটিকে। শুরু হলো মেয়েদের ভেতর প্রায় রায়ট। মুখে দারুণ মিষ্টি হাসি ঝুলিয়ে হাত নাড়ল মুর। সামান্য চাপ দিল অ্যাক্সেলারেটরে। তাতে চাপা গর্জন ছাড়ল ছয় শ' একত্রিশ হর্সপাওয়ারের ইঞ্জিন।

ক্লাবের এণ্ট্র্যান্সের একপাশে ভেলভেটের দড়ি, ওদিকে গাড়ি রাখবেন ভিআইপিরা। দড়ির পাশে গাড়ি থামতেই এগিয়ে এল ভ্যালে। রানা ও নায়ক নেমে পড়তেই চাবিটা নিল সে, বদলে ধরিয়ে দিল মুরের হাতে টোকেন। প্রতিটি পদক্ষেপে ক্যামেরার ফিল্মে বন্দি হলো নায়ক। চারপাশে

ঝলসে উঠছে ফ্ল্যাশ। কেউ দেখতে গেল না, ভিআইপি লিস্টে গিবন মুরের নাম আছে কি না। পাশের সুদর্শন যুবকের দিকে ফিরেও দেখল না কেউ। 'ইনি আমার সেরা বন্ধু, মিস্টার রানা!' গলা উঁচিয়ে বলল মুর।

কথাটা শুনতে পেয়েছে ক্লাবের পাহাড়ের মত বিশালদেহী দুই বাউন্সার। একজন আরেকজনকে বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে বডিগার্ড।'

মাথা দোলাল সঙ্গী। 'হতে পারে। তবে পিচ্চি। বাঁদরের সাইয। দুই ঘুষিতে ভর্তা হয়ে যাবে।'

সবই শুনেছে রানা, চুপচাপ হজম করল কথাটা।

গর্জন ছেড়ে পার্কিংলট লক্ষ্য করে ছুটল ল্যাম্বোরগিনি। রানা ও মুর ঢুকে পড়ল ক্লাবের অভ্যন্তরে।

তিনটে স্তরে ভাগ করা হয়েছে ক্লাব। নিচে কূপের মত মস্ত এক ড্যান্স ফ্লোর। একপাশে রঙিন আলোয় ঝলমলে বার। সমতলে ভিআইপি লাউঞ্জ। একপাশে কাঁচ ঢাকা ব্যালকনি। এসেছে নামকরা কোনও ব্যাণ্ড, বাজছে ফুর্তির মিউযিক। দোতলা যা খুশি করার জন্যে। কাউণ্টার থেকে চাবি সংগ্রহ করে যার-যাকে-খুশি নিয়ে প্রশস্ত সব ঘরে ঢুকে পড়ছে ক্লাবের সদস্যরা।

হৈ-হল্লার এই পরিবেশটা বিরক্তিকর মনে হলো রানার।

'চলুন পরিচয় করিয়ে দিই স্টেট গভর্নরের সঙ্গে, তারপর ফলো করব আপনাকে,' বলল মুর।

তার সঙ্গে ভিআইপি লাউঞ্জের দিকে পা বাড়াল রানা। মুরকে জানাল না, ওই স্টেট গভর্নর ভদ্রলোককে ভাল করেই চেনে ও।

গত সাত মাসে তেমন পাল্টে যায়নি ইস্ট ভিলেজ। হাত বদল হয়েছে কয়েকটি দোকান ও বাড়ি। নতুন করে মালিক সাজিয়ে নিয়েছে কফি শপ স্টার্টআপ। পেছনের দেয়ালে

ঝুলছে স্থানীয় এক চিত্রকরের তৈলচিত্র। কফি সার্ভ করছে নতুন দু'জন মেয়ে।

ছোট দোকান, এই মুহূর্তে মাত্র ক'জন কাস্টমার। ভেতরে পা রেখেই লাবনী বুঝল, ডানের টেবিলে আছে বেলা আবাসি।

লাবনীকে দেখেই উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। 'ডক্টর আলম! হাই!'

'তুমি নিশ্চয়ই বেলা?' মেয়েটার টেবিলের সামনে থামল লাবনী। দেখতে যেমন হবে ভেবেছে, তেমন নয় বেলা। স্ফিংসে খনন কাজ করলেও এখনও গ্র্যাজুয়েশনই করেনি। সুন্দরী তরুণীর বয়স বড়জোর উনিশ। মাথায় কালো পনিটেইল। পরনে শর্ট ডেনিম ও টাইট ডিযাইনার টপ। লাবনীর মনে হলো, অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের জন্যে নয়, এই মেয়েকে টিমে রেখেছিল ম্যান মেট্য্ কুমতলবে। পরক্ষণে ভাবল, এর সম্পর্কে কিছুই জানি না, কাজেই উচিত নয় কিছু ধরে নেয়া। হয়তো অনেক কাজের কাজী বেলা আবাসি।

'জী, আমিই বেলা!'

ওকে দেখে খুব খুশি হয়েছে মেয়েটা, ভাবল লাবনী। হয়তো সত্যিই ভক্ত!

'আমার কপাল ভাল লিপি গোমেয আপনাকে আমার ফোন নম্বর দিয়েছেন, নইলে কখনও খোঁজ পেতাম না! আগে ফোন করেছিলাম আপনার বাড়িতে, কিন্তু ডিসকানেক্ট করে দেয়া হয়েছে লাইন। তখন গেছি ওই বাড়িতে। কিন্তু সুপারইন্টেণ্ডেণ্ট বললেন, আপনি চলে গেছেন অন্য কোথাও।'

'কয়েক মাস আগে অন্য অ্যাপার্টমেণ্টে উঠেছি,' বলল লাবনী। ভাবছে, সত্যিই কি ফ্যান, না ফ্যানাটিক? দেখে তো পাগল মনে হচ্ছে না!

'কফি নেব?' জানতে চাইল বেলা।

'না, লাগবে না,' বলল লাবনী। বেলার টেবিলে বসে আছে এক তরুণ। গলায় কাঠের মালা। চুল পেরেকের মত খাড়া। যেন উঠে এসেছে জাপানি কার্টুন থেকে। তরুণের উদ্দেশে বলল লাবনী, 'হাই!'

জবাবে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছাড়ল তরুণ।

'গোপনে আলাপ করতে চাই, জনি,' বলল বেলা।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল তরুণ, 'সামনের দরজার কাছে গিয়ে বসছি। তোমরা আলাপ করো।'

কৌতূহলী চোখে বেলাকে দেখল লাবনী। 'গোপনীয় কিছু বলতে চাও?'

'জী।'

'সেটা কী?'

'বসুন, সবই জানাব,' উল্টো দিকের চেয়ার দেখাল বেলা। লাবনী বসে পড়বার পর নিজেও বসল। 'চারপাশে চোখ রাখবে জনি। নিউ ইয়র্ক শহরে আর কাউকে চিনি না। আমি এসেছি মায়ামি থেকে।' মিষ্টি হাসল মেয়েটা। 'কলেজে পড়তে গিয়ে জনির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। আমরা ঠিক করেছি, লেখাপড়া শেষ হলে হয়তো বিয়ে করব দু'জন।'

'গুড,' বলল লাবনী। 'এবার বলো, কী কারণে খুঁজছ আমাকে?'

পিঠ সোজা করে বসল বেলা। 'বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন, তাই নিজে চলে এসেছেন দেখা করতে— ঠিক? এদিকে আমিও ভাবিনি, আপনার মত নামকরা এক আর্কিওলজিস্টকে চোখের সামনে দেখতে পাব! গত দু'বছর ধরে চেয়েছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে! আপনি প্রথম থেকেই আমার হিরোইন!'

'তাই?' খাঁটি প্রশংসা পেয়ে বুক ভরে গেল লাবনীর। তবে কিছু দিন হলো পেশাদার কোনও সাফল্য নেই ওর। সত্যি বলতে, কোনও কাজই নেই। জীবনটা মনে হচ্ছে

অনর্থক।

'বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, তবে আর্কিওলজি সাবজেক্ট বেছে নিয়েছি শুধু আপনার কারণে! কী বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশন করব ভাবছি, তখনই এক ম্যাগাযিন পত্রিকার পাতায় পড়লাম একটা আর্টিকেল। মনে হলো, আরে, আর্কিওলজি তো দারুণ সাবজেক্ট!' ব্যাগ থেকে কোঁচকানো কয়েকটা পাতা বের করল বেলা। টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিল একটা প্রচ্ছদ।

লাবনী চিনে ফেলল ওটা। দেড় বছর আগে প্রকাশ করা হয়েছিল আটলাণ্টিস বিষয়ে ওই আর্টিকেল। প্রচ্ছদে ওর নিজের ছবি। সে-সময়ে পনিটেইল করত। ওই স্টাইল অনুকরণ করেছে বেলা আবাসি।

'ঠিকই ধরেছেন,' ঘোড়ার লেজের মত নিজের চুল দেখাল বেলা। 'পুরো অনুকরণ করি আপনাকে। আমার মনে হয়েছে, নকল করলে আপনার মত নাম করতে পারব! ...কিছু মনে করলেন না তো?'

'না।' গত সাত মাস এত অপমানের পর আজ মনটা ভাল লাগছে লাবনীর। আজও কেউ আছে, যে ওর ভক্ত!

এককাপ কফি বেলার সামনে রেখে আবারও সদর দরজার পাশের টেবিলে গিয়ে বসল জনি।

'আর্টিকেল পড়ে বুঝলাম, চেষ্টা করলে দারুণ সব জিনিস আবিষ্কার করা যায়।' লাবনীর ছবির ওপর টোকা দিল বেলা। 'আপনিই আবিষ্কার করেছেন আটলাণ্টিস! আগে ভাবতাম, আর্কিলজিস্টরা সবাই বুড়ো লোক। তাই অন্তর বলল, হায়, ঈশ্বর, ইনি একজন মহিলা আর্কিওলজিস্ট! কপাল ভাল হলে আমিও তো ওঁর মত বড় কেউ হতে পারি!'

'আগে আর্কিওলজির ব্যাপারে সিরিয়াস ছিলে না?'

কাঁধ ঝাঁকাল বেলা। 'না তো! দাদা-দাদীর কাছ থেকে ইজিপ্টোলজি জেনেছি। তাঁরা মিশরের মানুষ। দাদা পড়তে

শিখিয়েছেন হায়ারোগ্লিফ। কিন্তু আপনার কথা জানার আগে পর্যন্ত বুঝতেই পারিনি আমার উচিত আর্কিওলজি পড়া। কিন্তু প্রথম বছরটা খুব খারাপ রেযাল্ট করলাম। প্রতি রাতে আড্ডা মারতাম। চিয়ার লিডার হয়ে সময় নষ্ট করেছি। বুঝতেই পারছেন, হঠাৎ স্বাধীনতা পেলে যা হয় আর কী!'

'বুঝলাম,' বলল লাবনী। ওর মনে পড়ল, নাক ডুবিয়ে রাখত প্রতি দিন আঠারো ঘণ্টা বইয়ের ভেতর।

'তারপর বুঝলাম, বাবা-মাকে তো ডুবিয়ে দিতে পারি না! আমার পেছনে হাজার হাজার ডলার খরচা করছেন তাঁরা! যেহেতু যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি, ঠিক করলাম ভালভাবে লেখাপড়া করব। তা কয়েক মাস আগের কথা। নতুন উদ্যমে শুরু করলাম লেখাপড়া। আগের চেয়ে ভাল হলো গ্রেড। আর তখনই শুনলাম, স্ফিংসের এলাকায় খনন কাজ করবে আইএইচএ। ভাবলাম, এটা আমার জন্যে বিরাট সুযোগ। অবশ্য, যদি ওই টিমে থাকার সুযোগ পাই। যাই হোক, শেষপর্যন্ত স্থান হয়ে গেল টিমে...'

'অনেকের সঙ্গে কমপিটিশন করে সুযোগ পেয়েছ, তাই না?'

'তা নয়। আমার মা ফাণ্ড সংগ্রহ করেন আন্তর্জাতিক সব দাতব্য সংস্থার জন্যে। ইউএন-এ উঁচু পদে বন্ধু আছে তাঁর। তাঁরা সাহায্য করেছেন।' খুশির হাসি দিল বেলা আবাসি।

'ও।' একটু হতাশ হয়েছে লাবনী। নিজের পরিশ্রমের কারণে খনন কাজে সুযোগ পায়নি মেয়েটা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল লাবনী, 'ঠিক আছে, দেখা হলো, তাই খুব খুশি হয়েছি। আর আমার কারণে উৎসাহী হয়েছ জেনেও ভাল লাগল, বেলা। তবে এবার উঠে পড়তে হয়। জরুরি কাজ রেখে এসেছি।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল বেলা আবাসির মুখ। 'বলেন কী! একমিনিট! প্লিয, একটু অপেক্ষা করুন! একটা জিনিস দেখাব

আপনাকে।' কাগজপত্র হাতড়ে নিয়ে ব্যাগে পুরল মেয়েটা। হাতে উঠে এল দামি ডিজিটাল ক্যামেরা। 'আপনি তো জানেন, কয়েকটা স্ক্রল আবিষ্কার হওয়ার পরেই আমরা জানতে পারি, কোথায় আছে হল অভ রেকর্ড্স্। ঠিক?'

'গিজায় যেগুলো পাওয়া গিয়েছিল? হ্যাঁ। ওগুলোর ব্যাপারে এখনও নতুন সব খবর সংগ্রহ করি।'

লাবনীর কণ্ঠের প্রচ্ছন্ন টিটকারি টের পেল না বেলা। 'আপনি তো জানেন, ওসাইরিয়ান টেম্পল থেকে পাওয়া গেছে তিনটে স্ক্রল, কিন্তু আইএইচএকে সব স্ক্রল দেয়নি তারা।'

ক্যামেরার স্ক্রিনে ফুটে উঠল ইমেজ। মনোযোগ দিয়ে দেখল লাবনী। ওর মনে হলো, সত্যিই স্ক্রিনে প্রাচীন মিশরের প্যাপিরাসের ছবি। তবে এলএসডি স্ক্রিনে হায়ারোগ্লিফিক্স এতই ছোট, কিছুই পড়া গেল না। 'এগুলো স্ক্রলের পাতা?'

ডানে তিনটে পাতা দেখাল বেলা। 'এদিকের তিনটে। কিন্তু এটা...' বামেরটার ওপর আঙুল ঠুকল। 'এটার কথা আগে কখনও শোনেনি কেউ। অন্তত আইএইচএর কেউ জানে না। প্রথম তিন পাতায় লেখা, কী আছে হল অভ রেকর্ডসের ভেতর এবং কীভাবে যেতে হবে ওখানে। ...আর এটা বলছে ঠিক কোথায় আছে ওই কক্ষ।'

সন্দেহ ও দ্বিধা নিয়ে বেলাকে দেখল লাবনী। 'তাতে কী লেখা?'

'ওখানে আছে, কীভাবে খুঁজে বের করতে হবে ওসাইরিসের পিরামিড।'

'কী?' চমকে গেল লাবনী। কিংবদন্তীর আটলান্টিস ও শিবের গুহা নিয়ে বহু আর্কিওলজিস্টের টিটকারি সহ্য করেছে, তাই চট্ করে হেসে উড়িয়ে দিল না কথাটা। 'পিরামিড অভ ওসাইরিস? পড়েছি, ওটা স্রেফ পৌরাণিক কাহিনী। রূপকথার মত। প্রাচীন মিশরের লিখিত ভাষায় মাত্র কয়েকবার এসেছে

ওটার কথা। ওসব পৌরাণিক গল্পে ছিল দেবতাদের কাহিনী। বাস্তবে কিছুই নেই।'

'আমিও বিশ্বাস করতাম না,' বলল বেলা। 'কিন্তু ওসবে বিশ্বাস করেছে কেউ। সে চাইছে আইএইচএর আগেই হল অভ রেকর্ড্স্ খুঁড়ে সরিয়ে নেবে ওই মানচিত্র।'

এবার না হেসে পারল না লাবনী। 'ঠাট্টা করছ? একই সময়ে আইএইচএর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্ফিংসের নিচে খনন করছে অন্য কোনও দল? ভুলে গেলে, ওই জায়গা মিশরের সবচেয়ে ব্যস্ত টুরিস্ট আকর্ষণ? হাজার হাজার মানুষের চোখ এড়িয়ে কীভাবে খনন করা হচ্ছে ওখানে?'

'আমার কথা মিথ্যা নয়!' জোর দিয়ে বলল বেলা। 'স্ফিংসের কম্পাউণ্ডের উত্তরদিকে একটা কূপ খুঁড়েছে কেউ। নিজ চোখে দেখেছি!' ক্যামেরার স্ক্রিনে ইমেজ আনল ও। 'এই যে, তাদের প্ল্যানের ছবিও তুলেছি। নিজেই দেখুন!'

একবার ছবিটা দেখল লাবনী। 'সবার দৃষ্টি এড়িয়ে যা খুশি করতে পারবে না কেউ। মাটিতে শাবল ঠেকালেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হবে যে-কাউকে।'

'কিছুই হবে না, কারণ যারা দায়িত্বে আছে, তারাই ওই খননের সঙ্গে জড়িত! সিকিউরিটি চিফের নাম মাধু কামিল, ওদিকে খননের প্রধান লুকমান বাবাফেমি— তাদের নাক ডুবে আছে অপরাধে!' স্ক্রিনে আরেকটা ছবি আনল বেলা। ওটা ব্লো-আউট। খুব কাছ থেকে তোলা হয়েছে বিস্মিত এক লোকের মুখ। 'মাধু কামিল আর লুকমান বাবাফেমি কাজ করছে ওসাইরিয়ান টেম্পলের এক কর্মকর্তার নির্দেশে!'

কপাল চুলকে নিল লাবনী। 'কী কারণে এসব আমাকে বলছ, বেলা? সত্যিই যদি ওই সাইটে ডাকাতির সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে ডক্টর ম্যান মেট্‌য়্কে জানাচ্ছ না কেন? বা জানাতে পারো ইজিপশিয়ান পুলিশকে!'

'আসলে জানি না, কাকে বিশ্বাস করা যায়, আর কাকে

নয়,' বলল বেলা, 'এমনও হতে পারে, ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ডক্টর মেট্য্ নিজেও।'

'ম্যান মেট্য্ দাম্ভিক লোক, কিন্তু আমার মনে হয় না সে আইনের বাইরে যাবে,' শুকনো গলায় বলল লাবনী।

'কিছুই বিশ্বাস করেননি উনি। কেন যেন আমাকে অপছন্দ করেন। মিথ্যা গর্বে ভরা বেলুনের মত মনে হয়েছে আমার তাঁকে।'

মৃদু হাসল লাবনী। ভুল বলেনি মেয়েটা। 'তা হলে মিশরের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আর্টিফ্যাক্ট চুরির বিষয়ে তারা অত্যন্ত কঠোর।'

'চাইলেও মিশরের পুলিশের কাছে যেতে পারব না।'

'কেন?'

'ঝামেলা আছে। গেলেই গ্রেফতার করবে। তাদেরকে বিশ্বাস করানো হয়েছে, আমি নাকি স্ফিংসের টুকরো চুরি করেছি। তা ছাড়া, আঘাত করেছি ডক্টর বাবাফেমির মুখে।'

'কী বললে?' চমকে গেছে লাবনী।

'আমি কিছুই চুরি করিনি!' জোর দিয়ে বলল বেলা। 'তবে গায়ের জোরে ক্যামেরার বাড়ি দিয়েছি লোকটার নাকে-মুখে...'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল লাবনী। 'আমার মনে হয় যথেষ্ট শুনেছি।'

'প্লিয, দাঁড়ান একমিনিট!' নিজেও দাঁড়িয়ে গেল বেলা। ঘরের দরজার কাছে সতর্ক হয়ে উঠেছে জনি। সন্দেহ নিয়ে দেখছে লাবনীকে। 'আমার কথাটা একটু শুনুন! ওরা ধাওয়া করে তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে! আরেকটু হলে খুনই করে ফেলত! বাধ্য হয়ে পালাতে হয়েছে মিশর ছেড়ে!'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কেন? সরাসরি যোগাযোগ করতে পারতে আইএইচএর সঙ্গে।'

'কিছুই মানবে না তারা। তাদের ধারণা, আমি একটা

চোর! আপনাকে খুঁজে বের করতে চেয়েছি, কারণ আমার মনে হয়েছিল আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন।' অপমানে কালচে হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ।

কেন যেন সহানুভূতি বোধ করছে লাবনী।

আতঙ্কে আছে বেলা মেয়েটা, অথবা হাইপারঅ্যাকটিভ ইমাজিনেশন রোগের রোগী। যা-ই হোক, হিরোইনকে খুঁজে বের করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ও। মনে ছিল অনেক আশা।

'এখন আর আইএইচএর কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই আমার,' বলল লাবনী, 'তুমিই বলেছ, তোমার কথা বিশ্বাস করবে না কেউ, তাই না? আমার কথাও অবিশ্বাস করবে ওরা। কথাটা বুঝতে পেরেছ? তবে একটা কথা মনে রেখো, আইএইচএতে অনেকেই আছেন, যাঁরা ভাল লোক। তোমার ভাবার কারণ নেই, চারপাশে ঘুরছে ভয়ঙ্কর শত্রু। অনায়াসেই মনের কথা আইএইচএর কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারো।'

'হয়তো তাই,' অখুশি হয়ে মাথা দোলাল বেলা।

'এখনই কিছু করতে হবে, তেমনও নয়,' জনির দিকে তাকাল লাবনী। আবারও বসে পড়েছে ছেলেটা। 'বন্ধুর বাড়িতে ফিরে বিশ্রাম নাও। ঘুম দিয়ে উঠে আগামীকাল ফোন দেবে আইএইচএতে। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কথাটা মানতে না পারলেও অনিচ্ছুক চেহারায় মাথা দোলাল বেলা। ক'সেকেণ্ড পর পা বাড়াল ওর বয়ফ্রেণ্ডের দিকে। ওদিকেই দরজা।

আবারও বসল লাবনী। ছেলেমেয়ে দুটো বিদায় নিলে বাড়ির পথে রওনা হবে। মেয়েটা মানসিকভাবে অসুস্থ, যদিও খুব বেশি নয় রোগের প্রকোপ। ওর মনে পড়ল, অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরলে আবারও দেখবে সেই আপত্তিকর বিজ্ঞাপন। দীর্ঘশ্বাস ফেলল লাবনী।

দরজার কাছে চলে গেছে বেলা ও জনি, এমনসময় হঠাৎ করেই আর্তচিৎকার ছাড়ল মেয়েটা।

বিস্মিত হয়ে ওদিকে তাকাল লাবনী।

এইমাত্র দরজা পেরিয়ে ঢুকেছে তেলমাখা চুলের এক লোক। পরনে সাপের চামড়ার জ্যাকেট। ছাগলা দাড়ি রেখে অদ্ভুত করেছে চেহারাটা। বেলার দিকে চেয়ে টিটকারির হাসি হাসল সে।

ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল বেলা। 'এ-ই সে! ওই দলের লোক! ...কেউ আমাকে বাঁচাও!'

'আহা, আবারও দেখা, পিচ্চি মেয়ে,' সামনে বেড়ে ভয়ঙ্কর হাসি হাসল লোকটা।

দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল ফুলিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে গেল সাহসী জনি। কিন্তু পরক্ষণে ব্রাসের নাকল পরা হাতে পেটে প্রচণ্ড এক ঘুষি খেয়ে ধুপ্ করে মেঝেতে পড়ল বেচারা। ছটফট করছে তীব্র ব্যথায়।

হতবাক হয়ে গেছে কাস্টমাররা। জনিকে টপকে এগোল ভগলার। ঘুরেই এক দৌড়ে লাবনীকে পাশ কাটাল বেলা। ছুট দিয়েছে ঘরের পেছনের দিক লক্ষ্য করে।

ধীর পায়ে পিছু নিল খুনে বডিগার্ড। তাড়া নেই তার।

'এই যে!' লাবনীর চিৎকার শুনে ঘুরে তাকাল ভগলার। পরক্ষণে তার দিকে উড়ে গেল কাপ ভরা তরল। সরাসরি মুখে লাগল আগুনের মত গরম কফি। থুতনি ও চোয়াল বেয়ে নামছে বাদামি ফেনা।

মাসুদ রানার শেখানো বিদ্যে কাজে লাগাল লাবনী, জোর এক লাথিতে একটা চেয়ার পাঠাল লোকটাকে লক্ষ্য করে।

পিছাতে গিয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল ভগলার।

নিজেও টেবিল থেকে সরে গেছে লাবনী। তাড়া দিল: 'পালাও, বেলা!'

চার

কাউন্টারের পেছনে এক ওয়েট্রেসকে পাশ কাটাল বেলা, একবার ঘুরে তাকাল পেছনে। মেঝেতে পড়ে আছে জনি।

'থেমো না!' বেলার পেছনে ছুটতে ছুটতে নির্দেশ দিল লাবনী।

ওদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল বেলা।

পিছু নিতে চাইল লাবনী, কিন্তু ওকে ঠেকাতে এল ম্যানেজার। কিন্তু ধমক শুনে থমকে গেল। 'আরে, গাধা, আমি না, ওই লম্বু মইটাকে ঠেকাও! পুলিশে ফোন করো!'

সামনে থেকে চেয়ার সরিয়ে তেড়ে এল সর্প-চর্ম।

কিন্তু সে কাউন্টার পেরোবার আগেই পেছনের দরজার ওদিকে গিয়ে কবাট লাগিয়ে দিল লাবনী। একপাশে দেখল কফির বিন ভরা বড় কয়েকটা বাক্স। দরজার সামনের মেঝেতে নিয়ে রাখল একটা। আপাতত ওটা ঠেকাবে গুণ্ডাটাকে।

স্টোররুমের পেছনে ফায়ার ডোরের কাছে পৌঁছে গেছে বেলা। দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল গলিতে। আর তখনই ওকে জাপটে ধরল অজগরের মত পুরু দুটো হাত। হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়ল দু'জন।

ফাঁদ পেতে রেখেছে লম্বু মই!

দোকানের পেছনে অপেক্ষায় ছিল এই মোটা মোষ!

ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়াতে চাইছে বেলা।

ওদিকে ঘর থেকে বেরোবার আগে একপাশের তাক থেকে ভারী এক পাইরেক্স কফিপট নিয়েছে লাবনী। লাথি পড়তেই পেছনে সামান্য খুলে গেছে দরজা! বাক্স দুমড়ে গেলেও কফির বিন আটকে রেখেছে কবাট। ওই সরু ফাঁক দিয়ে এদিকের ঘরে ঢুকতে পারবে না সর্প-চর্ম।

ফায়ার এক্সিট পেরিয়ে গলিতে বেরোল লাবনী, একটু দূরেই দেখল চিত হয়ে পড়ে আছে বেলা। ওর বুকে চেপে বসেছে মোটা এক ন্যাড়ামাথা লোক।

টেকোর সাদা মাথায় ঠক্কাস্ শব্দে নামল লাবনীর হাতের ভারী কফিপট। বিস্ময়ের গর্জন ছাড়ল মোষ। পরেরবার চাঁদির ওপর কফিপট নাযিল হতেই ফেটে গেল ওটা। অদ্ভুত এক ঘোর নিয়ে লাবনীকে দেখল টেকো, তারপর 'আরে, কী হচ্ছে রে, বাবা!' বলেই কাত হয়ে পড়ল ডাস্টবিনের পাশে। ঘুরতে চলে গেছে পরীদের দেশে!

'ব্যাটা ঘুমিয়ে পড়েছে! জলদি ওঠো, বেলা!' তাড়া দিল লাবনী।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল বেলা। 'দারুণ দেখালেন তো, ডক্টর আলম!'

'যদি দেখতে আমার হাতের চায়ের কেতলির কাজ! এবার চলো, ভাগি!' টেকোকে টপকে ছুট দিল লাবনী।

পাশেই উড়ে চলেছে বেলা। 'বুঝলাম না! এরা আমাকে খুঁজে পেল কী করে? কাউকে বলিনি কোথায় আছি! এমন কী বাবা-মাও জানেন না!'

'লিপিকে বলেছ,' বলল লাবনী, 'ও হয়তো বলেছে আইএইচএর কাউকে। সে আবার বলেছে ম্যান মেট্য়কে। ফলে ছড়িয়ে গেছে কথা।' বড় রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা।

'কিন্তু জানল কী করে যে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসব?'

'সেটা আমি কী করে বলব, আমি কি ডিটেকটিভ?'

মোড়ের কাছে থেমেছে একটা ট্যাক্সি। ছুটতে ছুটতে ওটার দিকে হাত নাড়ল লাবনী। 'ট্যাক্সি! এই যে!'

'আমরা ক্যাবে উঠব?' বিস্ময় নিয়ে বলল বেলা।

'তুমি হেলিকপ্টার না ডাকলে এটাই পালাবার একমাত্র উপায়!' থেমে গেছে ক্যাব। কিন্তু ওদের জন্যে নয়, বুঝল লাবনী। দামি পোশাক পরা এক দম্পতি আছে রাস্তার ওপাশে। হাত বাড়িয়ে রেখেছে লোকটা। 'আরে, এটা আমাদের ক্যাব!' গলা উঁচু করে জানাল লাবনী।

ক্যাবের পেছনের দরজার হ্যাণ্ডেল ধরেছে লোকটা। 'এই ক্যাব থেমেছে আমাদের জন্যে!'

'এটা ইমার্জেন্সি, স্যর, ক্যাবটা আমাদের খুব প্রয়োজন!' অন্যদিকের দরজা খুলে ফেলেছে লাবনী। তাড়া দিল, 'বেলা! জলদি ওঠো!'

'আপনারা এসব কী শুরু করেছেন?' চিলের ডাকের মত কর্কশ গলা ছাড়ল লোকটার স্ত্রী। 'ড্রাইভার, তুমি এদেরকে নেবে না!'

'আমি কোনও ঝামেলা চাই না,' জানাল চিকন ড্রাইভার, কণ্ঠে ব্রাযিলিয়ান সুর। জানালা দিয়ে গলা বের করে লাবনীকে বলল, 'থেমেছি এঁদের জন্যে, ওকে? পরের ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করুন। একটু পরেই...'

তখনই বিস্ফোরিত হলো লাবনীর দিকের জানালার কাঁচ। গুঙিয়ে উঠল ড্রাইভার। বাম কাঁধে গেঁথেছে বুলেট। উইণ্ডশিল্ডে ছিটকে লেগেছে রক্তের অসংখ্য ফোঁটা। ঘুরে তাকাল লাবনী, গলির মুখে সর্প-চর্ম, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র!

নিশানা করছে...

'মাথা নিচু করো!' চিৎকার ছাড়ল লাবনী। একইসময়ে গাড়ির মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বেলা। চুরমার হয়ে গেল পেছনের কাঁচ।

অ্যাসফল্টে শুয়ে পড়ল লাবনী। সামান্য ওপরে গাড়ির

গায়ে লাগল আরেকটা বুলেট। খুবলে নিল লোহার পাত। আরেক জানালা চুরমার হতেই হিস্টিরিয়ায় ধরল দামি পোশাক পরা মহিলাকে। পালাতে শুরু করেছে আশপাশের পথযাত্রী।

হঠাৎ থেমে গেল গুলি।

সাপের চামড়ার হাতে ওটা রিভলভার বা সিক্সশুটার। রিলোড করতে হবে তাকে।

উঠে দাঁড়িয়েই ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলল লাবনী। কুঁজো হয়ে সিটে বসে আছে ড্রাইভার। কাঁধের জখম থেকে ঝরছে রক্ত। ডানহাতে চেপে রেখেছে ক্ষত। 'সরুন ওদিকের সিটে!' তার সিটবেল্ট খুলে ফেলল লাবনী।

'আপনারা ক্যাবটা নিন, আপত্তি নেই,' বিড়বিড় করলেন দামি পোশাক পরা ভদ্রলোক। স্ত্রীর কথা ভুলে দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইলেন মোড়ের ওদিকে।

কিন্তু হাইহিলের খটা-খট শব্দে তাঁকে পেছনে ফেললেন ঝগড়াটে বউ। গজগজ করছেন: 'মর, কাপুরুষ! বউকে ফেলে পালাতে চাস্! তুই মানুষ না পশু!'

দু'জনই হাওয়া হয়ে গেল মোড়ের ওপাশে।

ব্যাক সিটের ওপর দিয়ে তাকাল বেলা। আঙুল তাক করল গলির দিকে। 'ওই... ওই যে! এল!'

'কী এল?' ধাক্কা দিয়ে ব্রাযিলিয়ান ড্রাইভারকে পাশের সিটে সরাল লাবনী। বসে পড়েছে ড্রাইভিং সিটে। পেছন ফিরে দেখল, কেন এত ভয় বেলার। দ্বিতীয় আগ্নেয়াস্ত্র বের করেছে লম্বু মই। 'হায়, আল্লা!'

গিয়ার সিলেক্টর ঠিক জায়গায় ফেলে মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরল লাবনী।

ক্রিঁচ-ক্রিঁচ শব্দে ক'বার পিছলে গেল পুরনো, ন্যাড়া চাকা, হোঁচট খেয়ে রওনা হলো ট্যাক্সি। কম ক্ষতিকর হাইব্রিড গাড়ি এসে বাজার দখল করলেও, আজও নিউ

ইয়র্কে রয়ে গেছে প্রাচীন কিছু ফোর্ড ক্রাউন ভিক্টোরিয়া। লাবনীর ট্যাক্সিও তাই, বহু আগেই বাতিল মাল হিসেবে ফেলে দেয়া উচিত ছিল। খটাং-খট-হুঁই-হুঁই শব্দে সে-কথাই জানাচ্ছে ট্র্যান্সমিশন।

যতই অযত্ন হোক, অনায়াসেই পেছনে ফেলবে যে-কোনও ছুটন্ত লোককে।

কিন্তু হার মানতে হবে বুলেটের কাছে!

'মাথা নিচু!' সতর্ক করল লাবনী। পেছনের সিটের সামনে ঘুপচি জায়গায় লুকিয়ে পড়ল বেলা। খটাং-খটাং শব্দে গাড়ির বডিতে বিঁধল ক'টা গুলি। একটা বুলেট ঠাস্ শব্দে লাগল গাড়ির মাঝের পার্টিশনে। এবড়োখেবড়ো ফাটল তৈরি হয়েছে বুলেটপ্রুফ প্লেক্সিগ্লাসে।

'আমার ক্যাব শেষ হয়ে গেল!' শারীরিক ব্যথা ছাপিয়ে গাড়ির দুঃখে গুঙিয়ে উঠল ড্রাইভার। দাঁতে দাঁত পিষে উঠে বসল সে। ক্ষত থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চালু করল মিটার।

বিস্মিত হয়ে তাকে দেখল লাবনী। 'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?'

'বিনে পয়সায় চড়তে দেব না,' জানিয়ে দিল ড্রাইভার। 'এবার আমাকে নিয়ে চলুন হাসপাতালে!'

পেছনে জোর আওয়াজ, তবে গুলি এল না। এইমাত্র পেছনের গলির সামনে ব্রেক কষে থেমেছে লাল এক ডজ র‍্যাম পিকআপ ট্রাক। গলি থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এসে পিকআপ ট্রাকে উঠল ন্যাড়ামাথা মোষ। কড়া চোখে পলায়নরত ট্যাক্সি দেখছে লম্বু মই। হোলস্টারে রাখল খালি অস্ত্র। দৌড়ে এসে দরজা খুলে চেপে বসল গাড়ির পেছন সিটে। প্রায় গুলি ফাটার মতই বিকট আওয়াজ ছাড়ল ভি-এইট ইঞ্জিন। ছিটকে রওনা হলো র‍্যাম পিকআপ ট্রাক।

ওই যান্ত্রিক দানবটাকে নিজের অ্যাপার্টমেণ্টের নিচে দেখেছে লাবনী। এরা জানত বেলা যোগাযোগ করতে চাইছে

ওর সঙ্গে। তাই অপেক্ষা করেছে ধৈর্য ধরে। কিছুই না বুঝে লাবনী পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে সহজ শিকারের কাছে।

'হাসপাতালের কথা ভুলে যান!' বলল বেলা, 'এখন দরকার পুলিশ! কাছের পুলিশ স্টেশন কোন্টা?'

'জানি না,' বলল ড্রাইভার। অবিশ্বাস নিয়ে তাকে দেখল লাবনী ও বেলা। 'মাত্র দু'সপ্তাহ হলো এ শহরে এসে চাকরি নিয়েছি!'

'আপনি কি জানেন কাছের পুলিশ স্টেশন কোথায়?' লাবনীর কাছে জানতে চাইল বেলা।

'উম্, নাহ্!'

'আপনার বাড়ি না এদিকে?'

'নিউ ইয়র্ক বিপজ্জনক জায়গা, তাই বেশি ঘোরাঘুরি করি না। বাধ্য না হলে কোথাও...' লাল বাতি পেরোবার সময় দুটো গাড়ি পাশ কাটিয়ে গেল লাবনী। চলেছে উত্তরদিকে। 'মনে পড়ছে, পুলিশ স্টেশন আছে টোয়েন্টি-ফার্স্ট স্ট্রিটে।'

স্ট্রিট সাইন খুঁজছে বেলা। 'কিন্তু ওটা তো দশ ব্লক দূরে! সঙ্গে মোবাইল ফোন নেই আপনার?'

'তোমার নেই?'

'মোটা লোকটার ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে পার্স! আপনারটা দিন! নাইন-ওয়ান-ওয়ান-এ কল করব!'

'হ্যাঁ, কল করুন,' সায় দিল ড্রাইভার, 'গুড আইডিয়া! আগে খবর দিন অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসে!'

সামনের রাস্তা জুড়ে অসংখ্য গাড়ি। হর্ন বাজাতে শুরু করে উল্টোদিকের লেনে গাড়ি চালাল লাবনী। পাশ কাটিয়ে গেল ময়লাভর্তি এক গার্বেজ ট্রাক। আরেকটু হলে সামনা-সামনি সংঘর্ষ হত এক গাড়ির সঙ্গে। তবে শেষ মুহূর্তে সরে গেল ওটার ড্রাইভার। ব্যাক সিটে পিছলে গেছে বেলা। 'অ্যাম্বুলেন্স নয়, পুলিশ চাই! ওরেহ্!' ওর নরম নিতম্বের নিচে কুড়মুড় শব্দ তুলেছে পেরেকের মত সেফটি গ্লাস।

হাঁ হয়ে গেল লাবনীর মুখ। বনবন করে ঘোরাতে শুরু করেছে স্টিয়ারিং হুইল। ব্রেক কষে সামনে থেকে সরে গেল আরেকটা ট্যাক্সি। তবে আগে খসিয়ে নিয়ে গেছে লাবনীর গাড়ির বাম্পার। তুমুল বেগে ছুটছে ওদের ক্যাব। চারপাশে বেজে উঠছে নানান হর্ন। ভয়ে প্রায় খুন হয়ে যাওয়া ড্রাইভারকে সান্ত্বনা দিল লাবনী, 'সত্যিই সরি!'

ফোন নেবে বলে হাতড়াচ্ছে পার্স, অন্যহাতে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে গাড়ি। পেছনে রাবার পোড়ার কর্কশ আওয়াজ শুনে রিয়ার ভিউ মিররে দেখল কয়েকটা স্পটলাইট। ওদের মতই ইন্টারসেকশন পেরিয়ে এসেছে ডজ র‍্যাম পিকআপ ট্রাক। মোবাইল ফোন পেয়ে পার্টিশন মানি স্লটে ওটা রাখল লাবনী। 'নাও! কল করো!'

নাইন-ওয়ান-ওয়ানে ডায়াল করল বেলা। অপারেটরকে সংক্ষেপে বলতে লাগল কী হয়েছে। ওদিকে অনেক গাড়ির মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে লাবনী। যেভাবে হোক দূরে থাকতে হবে গুলি থেকে। 'পুলিশ থেকে বলেছে, সোজা টোয়েন্টি-ফার্স্ট স্ট্রিটের দিকে যেতে,' কল কেটে দিল বেলা। 'ওখানে তৈরি থাকবে তারা।'

'আগেই না ধরে ফেলে,' বলল লাবনী। এত চেষ্টা করেও কাজ হচ্ছে না, ক্রমেই এগিয়ে আসছে পিকআপ ট্রাক। স্লটের মাধ্যমে আবারও মোবাইল ফোন লাবনীর কাছে দিতে চাইল বেলা। কিন্তু হাত তুলে মানা করল লাবনী। 'না! কল লিস্টে যাও! কল করবে মাসুদ রানাকে!'

'সে আবার কে?'

'আমার বন্ধু।'

'সে কী করবে?'

'আরে, ডায়াল করো, বোকা মেয়ে! মাসুদ রানা জানে কীভাবে আমাদেরকে বের করতে হবে এই গাড্ডা থেকে!' বুলেট বেগে পেরোল ওরা পরের ইন্টারসেকশন। দুশ্চিন্তা

নিয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকাল লাবনী। 'হয়তো জানে!'

বিস্মিত হয়েছে সুপার হিরো গিবন মুর। আগে থেকেই মিস্টার রানাকে চেনেন স্টেট গভর্নর। রানাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বসিয়েছেন নিজের পাশে। একটু দূরের চেয়ারে বসতে হয়েছে নায়ককে। তাতে দুঃখ নেই তার। আফসোস অন্য জায়গায়। রানা সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে।

একদম চুপচাপ বসে আছে রানা।

গম্ভীর লোকটা যদি কথাই না বলে, কীভাবে তাকে অনুকরণ করে অভিনয় করবে সে?

অবশ্য একটু পর সব দুঃখ ভুলে গেল নায়ক। তাদের টেবিলে যোগ দিল দুর্দান্ত সুন্দরী চার যুবতী।

তারা মজে গেল মুরের কথায়। বলতে লাগল নায়ক, 'সবসময় নিজের স্টাণ্ট নিজেই করি।'

চোখ বড় বড় করে শুনছে মেয়েরা।

'ব্লাস্ট সিনেমায় ট্যাঙ্কারের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছি... তখনই বিস্ফোরিত হলো ওটা!'

মুর জানাল না, ওই বিস্ফোরণ তৈরি করা হয়েছে কমপিউটারের প্রোগ্রামের মাধ্যমে। ওর গায়ের সব সেফটি গিয়ার মুছে দেয়া হয়েছে ডিজিটাল পেইণ্ট দিয়ে।

মৃদু হাসিমুখে নায়কের কথা শুনছে রানা, তবে হঠাৎ করেই মনোযোগ সরিয়ে কোটের পকেট হাতড়াল। বাজতে শুরু করেছে ওর স্যাটেলাইট মোবাইল ফোন। দু'সেকেণ্ড পর ওটা কানে ঠেকাল রানা।

থেমে গেছে সবার আলাপ। চোখ রানার ওপর।

'হ্যাঁ, লাবনী, বলো?' রানা জানে, ঠাট্টা করার মানুষ নয় লাবনী। আপাতত আছে কোনও গাড়িতে। গম্ভীর হয়ে গেল রানার মুখ। 'খুন করতে চাইছে? তুমি এখন কোথায়?'

'ইস্ট ভিলেজ, টুয়েল্ভ্থ্ স্ট্রিটের কাছে।' গলা চড়ে গেছে লাবনীর।

আবছাভাবে রানার কথা শুনছে আশপাশের সবাই।

হিসাব কষছে রানা। লাবনীর কাছ থেকে অন্তত এক শ' ব্লক দূরে আছে ও। মাঝে কমপক্ষে পাঁচ মাইল ব্যবধান। 'দলে ক'জন তারা? আর্মড্?'

'হ্যাঁ, আর্মড্! কমপক্ষে তিনজন!'

এবার সবাই শুনল গাড়ির চাকা হড়কে যাওয়ার অস্পষ্ট আওয়াজ। চিৎকার করে উঠেছে এক নারীকণ্ঠ! বাজতে শুরু করেছে একাধিক গাড়ির হর্ন।

'তোমার সঙ্গে কে, লাবনী?' জানতে চাইল রানা।

'আইএইচএর এক মেয়ে আর ক্যাব ড্রাইভার—লোকটার গায়ে গুলি লেগেছে!'

রাগ ও ব্যথা ভরা পুরুষকণ্ঠের চিৎকার শুনল রানা।

'অ্যাম্বুলেন্স ডাকছেন না কেন, মানুষ খুন করবেন?'

রানাদের টেবিলে থমকে গেছে সবাই। হাতে ড্রিঙ্কের গ্লাস। ভুলে গেছে ঠোঁটে তুলতে বা নামিয়ে রাখতে।

বিস্ফারিত চোখে গভর্নর দেখছেন রানাকে। নিচু গলায় বললেন, 'পুলিশের সাহায্য নিতে পারবে না?'

'পুলিশের সাহায্য চেয়েছ?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ! পুলিশ স্টেশনের দিকেই যাচ্ছি! কিন্তু পেছনেই লোকগুলোর র‍্যাম পিকআপ ট্রাক!'

কী যেন ভেবে নায়ক মুরকে দেখল রানা। ফোনে বলল, 'এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো, লাবনী। একটু পর যোগাযোগ করব।'

কল কেটে দিল লাবনী।

'কী করবেন ভাবছেন, মিস্টার রানা?' জানতে চাইলেন গভর্নর। 'আমি কি কোনও সাহায্যে আসতে পারি?'

'আপাতত নয়।' উঠে দাঁড়িয়ে নায়কের দিকে ফিরল

রানা। ‘আপনার ভ্যালে পার্কিং টোকেনটা দিন।’

‘জী?’ অবাক হলো মুর।

‘পার্কিং টোকেন, দেরি করবেন না।’

কিছুই মগজে ঢুকছে না নায়কের। ‘ওটা দিয়ে কী করবেন?’

‘ডাকাতি নাকি? চাইলেই ল্যাম্বোরগিনি হাতে তুলে দেবে?’ বলে উঠল রানার পাশেরজন। কঠিন চেহারার ব্যবসায়ী। আট পেগ মদ গিলে হয়ে উঠেছে পুরো মাতাল।

নায়ক বের করে এনেছে টোকেন।

কিন্তু ওটা নেয়ার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে রানার হাত মুচড়ে ধরতে চাইল ব্যবসায়ী। ‘বাড়াবাড়ি? দেখিয়ে দেব...’

চতুর্থ শব্দটা আর বেরোল না তার মুখ থেকে, থুতনির নিচে প্রচণ্ড এক ঘুষি খেয়ে দূরের মেঝেতে ছিটকে পড়ল সে।

মুরের হাত থেকে টোকেনটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা। ‘আপনার গাড়িটা আপাতত দরকার, মুর।’

ভিআইপি লাউঞ্জে বিদ্যুদ্বেগের আক্রমণ দেখে পাথর হয়ে গেছে সবাই।

আগে সামলে নিল মুর। ‘এত খেপলেন কেন?’

দীর্ঘ পদক্ষেপে দরজার দিকে চলেছে রানা।

টনক নড়তেই চেয়ার ছেড়ে পেছনে ছুটল মুর। ‘আরে, মিস্টার রানা! কী করছেন? আমার গাড়ি কেন? দাঁড়ান-দাঁড়ান!’

ক্লাবের সদস্যরা বুঝেছে, ঝামেলায় পড়েছে হলিউডি নায়ক। ভিড় করে এল অনেকে, যেন মথ ঝাঁপ দেবে প্রদীপ-শিখায়। তাদের কারণে সামনের পথ বন্ধ হতেই আটকে গেল গিবন মুর।

ওদিকে ক্লাব থেকে বেরিয়েই হেড-ভ্যালের হাতে টোকেন ও পঞ্চাশ ডলারের নোট দিয়েছে রানা।

‘মিস্টার মুরের গাড়ি। জলদি!’

বুক পকেটে নোট রেখে ওয়াকি-টকিতে নির্দেশ দিল লোকটা।

অধৈর্য বোধ করছে রানা। তখনই আবারও বেজে উঠল ফোন। বাটন টিপে কানে ঠেকাল ও। 'হ্যাঁ, লাবনী?'

'ধাওয়া করে আসছে!'

'যত দ্রুত সম্ভব আসছি।'

'কতক্ষণ লাগবে, রানা?' গলা কেঁপে গেল লাবনীর।

পার্কিং গ্যারাজ থেকে এল ল্যাম্বোরগিনির ইঞ্জিনের কর্কশ, উঁচু গর্জন। 'বেশিক্ষণ না।'

গ্যারাজ থেকে বেরোল মার্সেইল্যাগো। রাস্তার আলোয় ঝিকঝিক করছে কমলা বডি। এসে থামল ভিআইপি এণ্ট্র্যান্সের সামনে। ওপরে উঠল ড্রাইভারের দরজা। ভ্যালেকে খুশি করতে আরেকটা পঞ্চাশ ডলারের নোট বাড়িয়ে দিল রানা।

এদিকে ফুটপাথে পৌঁচেছে নায়ক। গায়ের কাছ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে ভক্তদেরকে। 'আরে! দাঁড়ান! থামান! ওটা আমার গাড়ি!'

ড্রাইভারের নিচু সিট থেকে বেরিয়ে আসছে ভ্যালে। তবে যে বাউন্সার তাচ্ছিল্য করেছিল রানাকে, দুই লাফে এগিয়ে এল সে।

না এলেই ভাল করত। রানার ডান হাঁটু সরাসরি লাগল তার তলপেটে। একইসময়ে চোয়ালের ওপর পড়েছে কঠিন এক ঘুষি। দু'ভাঁজ হয়ে গেল সে। পরের ঘুষি তাকে ফেলল সঙ্গীর গায়ে। হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়ল দুই বাউন্সার। গোলমাল লেগেছে দেখে এ সুযোগে ছুট লাগাল একদল যুবক, হুড়মুড় করে ঢুকতে লাগল দামি ক্লাবের ভেতর। চারপাশে তৈরি হলো চরম বিশৃঙ্খলা।

হতভম্ব ভ্যালেকে টান দিয়ে ল্যাম্বোরগিনি থেকে বের করেই ধরাশায়ী বাউন্সারদের ওপর ঠেলে ফেলল রানা। নিজে

একলাফে চেপে বসল ড্রাইভিং সিটে। টেনে নিল ঊর্ধ্বমুখী দরজা। গিয়ার ফেলে রওনা হবে, এমন সময় গাড়ির সামনে প্রায় লাফিয়ে পড়ল মুর। থাবা মারছে হুডের ওপর। গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'মরে গেলেও আমার গাড়ি দেব না!'

ইঞ্জিন রেভ করে গাড়ি কয়েক ইঞ্চি বাড়াল রানা। ভয়ের ছাপ পড়ল নায়কের মুখে, কিন্তু পিছিয়ে গেল না সে।

কৌশল পাল্টে নিল রানা। পেছনের সরু জানালা দিয়ে দেখল কাউকে পিষে দেবে না। তারপর রিভার্স গিয়ার ফেলে পিছিয়ে গেল ঝড়ের বেগে।

আরেকটু হলে ভারসাম্য হারিয়ে মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ত মুর। রানা গাড়ি পিছিয়ে নিলেও সামনে বাড়ল সে। থেমে গেছে ল্যাম্বোরগিনি। খুলে গেল প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা।

'এসব কী করছেন, মিস্টার রানা?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল মুর।

'আগেই শুনেছেন, আমার বান্ধবীকে খুন করতে চাইছে কেউ,' বলল রানা, 'তাই চাই খুব দ্রুতগামী গাড়ি। হয় উঠে আসুন, নইলে সরে যান!'

প্যাসেঞ্জার সিটে অবতরণ করল মুর। চোখে খুশির ছাপ। 'সত্যিই? ধাওয়া করবেন শয়তানদেরকে?'

'খুবই সিরিয়াসলি!'

'তাই? তো বসে আছেন কেন? চলুন মেয়েটাকে উদ্ধার করি!'

রানা বুঝল, নিজেকে সত্যিকারের অ্যাকশন হিরো হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে স্বপ্নচারী নায়ক! খেয়ালও নেই অ্যাক্সিডেন্টে মরেও যেতে পারে!

'চলুন, রানা! দেরি কীসের!'

বডির সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরল রানা। ভি-১২ ইঞ্জিনের কানফাটা গর্জন ছেড়ে ছুট দিল ল্যাম্বোরগিনি।

থার্ড অ্যাভিনিউ ধরে অসংখ্য গাড়ির মাঝ দিয়ে তুমুল বেগে চলেছে লাবনীর ট্যাক্সি, তবুও অনেক কাছে পৌঁছে গেছে র‍্যাম পিকআপ ট্রাক। একবার পেছনে তাকাল লাবনী। ট্যাক্সির চেয়ে অনেক বড় দেখাল পিকআপটাকে। নিউ ইয়র্কের সড়কে বেমানান। পরিষ্কার বোঝা গেল, অত্যন্ত শক্তিশালী। যত্ন নেয়া হয় নিয়মিত।

বোধহয় গিয়ার বক্সের ভেতর খুলে আসছে কিছু পার্টস্, নানান বিদঘুটে আওয়াজ তুলছে ক্রাউন ভিক্টোরিয়া।

নিজেও নানান আপত্তিসূচক আওয়াজ তুলছে ড্রাইভার। 'ঈশ্বরের দোহাই! এবার থামুন! ক্যাব নিয়ে নিন, আমাকে শুধু নামতে দিন!'

'আপনার নাম কী?' জানতে চাইল লাবনী।

'রবার্তো গ্যালিলিয়ো!'

'গ্যালিলিয়ো, প্রায় পৌঁছে গেছি পুলিশ স্টেশনের কাছে, বুঝতে পেরেছেন? মাত্র এক ব্লক দূরে!' টোয়েন্টিয়েথ্ স্ট্রিটের ইন্টারসেকশনে জড় গাড়ি এড়াতে চাইল লাবনী। বেসুরো হর্ন বাজিয়ে রাস্তার রং সাইড ধরে চলেছে। গলা শুকিয়ে গেল ওর, বাম থেকে ছুটে আসছে একরাশ হেডলাইট! তবে ওগুলো হাজির হওয়ার আগেই পেরিয়ে গেল ট্যাক্সি। আবারও ডানদিকের লেনে ফিরল লাবনী।

পেছনে বাঁক নিল র‍্যাম পিকআপ ট্রাক। ওটার বাম্পারের গুঁতো খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ফুটপাথে গিয়ে থামল একটা গাড়ি। তাতে মোটেও কমেনি পিকআপের গতি। রেডিয়েটর গ্রিলের সামনের বুলবার সামলে নিয়েছে ধাক্কা।

মাথা ফিরিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করা গাড়িটা দেখল বেলা। 'সর্বনাশ!'

'শক্ত করে কিছু ধরো!'

সামনেই পরের ইন্টারসেকশন...

কিন্তু বামদিকে না ডানদিকে পুলিশ স্টেশন?

টোয়েন্টি-ফার্স্ট স্ট্রিট ওয়ান-ওয়ে। ম্যানহাটানের বুক চিরে গেছে পশ্চিমদিকে। ডানের রাস্তায় জ্যাম লেগেছে লাল বাতির কল্যাণে।

যাওয়া যাবে না ওদিকে।

বামে বাঁক নিল লাবনী। সাসপেনশনের ওপর ভর করে কাত হলো ট্যাক্সি। চাকা পিছলে সোজা ক্রসওয়াকের ওদিকে পার্ক করা এক পোর্শের দিকে চলেছে ওরা।

'হায়, আল্লা! হায়, আল্লা!' স্টিয়ারিং হুইল নিয়ে কুস্তি লড়ছে লাবনী। টের পেল, হড়কে গেছে পেছনের দিক। কড়া ব্রেক কষল ও। চরকির মত ঘুরতে শুরু করে অন্যান্য গাড়ির গায়ে গুঁতো দেবে ক্রাউন ভিক্টোরিয়া...

শেষ চেষ্টা হিসেবে উল্টো দিকে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরল লাবনী।

মুচড়ে গিয়ে করুণ আর্তনাদ ছাড়ল পেছনের দুই চাকা। ঘুরে যেতে গিয়েও সামলে নিল ট্যাক্সি। তবে যথেষ্ট দ্রুত নয়, পোর্শের গায়ে ঘষা দিল ক্রাউন ভিক্টোরিয়ার লেজ। ভয়ঙ্কর কর্কশ শব্দে উপড়ে গেল ট্যাক্সির পেছনের বাম্পার।

গাড়ি সোজা করে নিল লাবনী। ড্রাইভার গ্যালিলিয়োর উদ্দেশে বলল, 'সরি!'

নাক দিয়ে বিশ্রী আওয়াজ তুলল আহত লোকটা।

দূরে শুরু হয়েছে সাইরেনের আওয়াজ। দপ্-দপ্ করছে উজ্জ্বল আলো। পিছু নিয়েছে পুলিশের গাড়ি।

রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল লাবনী। 'এখন?'

ওরা এসেছে ভুল দিকে!

দূরে পড়ে যাচ্ছে পুলিশ স্টেশন!

পেছনে চেয়ে খুশি হয়ে উঠল বেলা। 'গুড!'

পুলিশের গাড়িকে পথ দিতে সরে যাচ্ছে সাধারণ সব গাড়ি। ইন্টারসেকশন পেরোল এনওয়াইপিডি প্যাট্রল কার। কিন্তু তখনই বাঁক ঘুরে চড়াও হলো র‍্যাম পিকআপ ট্রাক।

জোর গুঁতো মারতেই পোর্শের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভারী পুলিশ ক্রুযার, ভেজা কার্ডবোর্ডের মত ভাঁজ করে ফেলল সুপারকারটাকে। পুলিশের গাড়ির সামনের চাকা ছিঁড়ে নিয়েছে পিকআপ। ধ্বংসাবশেষ থেকে পিছিয়ে এসে নতুন করে ধাওয়া করল ক্যাবটাকে। পিকআপের বুলবার থেকে ঝুলছে ভাঙা আবর্জনা।

খুশি উবে গেল বেলার। 'সর্বনাশ! বাবারে-বাবা!'

'ফোনটা এখনও আছে তোমার কাছে?' জানতে চাইল লাবনী।

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'রানাকে আবারও ফোন দাও!'

লাবনীর কল লিস্ট থেকে রানার নাম বের করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল বেলা, 'উনি কী করবেন?'

'অবাক হতে হবে তোমার। শুধু কল করো!'

নম্বর পেয়ে ভুরু কুঁচকে কল দিল বেলা। দু'সেকেণ্ড পর বলল, 'লাইন ব্যস্ত!'

'হায়, আল্লা! এখন?' গাড়ির গতি আরও বাড়াল লাবনী।

ওয়ান হাণ্ড্রেড এইট্থ্ স্ট্রিট থেকে বেরিয়েই দক্ষিণে বাঁক নিল ল্যাম্বোরগিনি। চওড়া চাকা ও ফোর-হুইল ড্রাইভ রাস্তায় সেঁটে রেখেছে ওটাকে। তবে তুমুল বেগে ঘোরার সময় জি-ফোর্স দরজার ওপর ছিটকে ফেলতে চাইছে রানাকে। সামনেই সোজা পশ্চিমে গেছে সেন্ট্রাল পার্ক, বামে ওটার বুক অন্ধকার অরণ্যের মত।

মার্সেইল্যাগোর গতি আরও বাড়তেই তীরবেগে পেছনে পড়তে লাগল রাস্তার বাতি ও জানালার আলো। সোজা হয়ে বসে সিটে হেলান দিল রানা। মোবাইল ফোন ওর কানে ধরে রেখেছে গিবন মুর। 'তা হলে সাহায্য করতে পারবেন?'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব,' বলল রানার পরিচিতা মহিলা

পুলিশ অফিসার, ‘কিন্তু সব ইউনিটকে সতর্ক করতে সময় লাগবে। তার আগেই থামিয়ে ফেললে, টিকেট পাবেন।’

টিকেট নিয়ে ভাবছে না রানা। ‘চেষ্টা করব না থামতে।’

‘বা স্পিড বেশি হওয়ায় টিকেট দেবে। আপনি নিশ্চয়ই খুব স্পিডে যাচ্ছেন?’

‘তা বলা যায়,’ স্বীকার করল রানা।

স্পিডোমিটারের কাঁটা দেখাচ্ছে নব্বুই মাইল।

‘আপনি এখন কোথায়?’

‘হাণ্ড্রেড ফিফ্থ্... ফোর... থার্ড...

‘মিস্টার রানা! আপনি কি জানেন কত বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন?’

‘আপনি শুধু পুলিশ ইউনিটগুলোকে জানান, ভাল দলের মানুষ লাবনী আলম। ওর পেছনের লোকরা মন্দ দলের। বুঝতে পেরেছেন? বাই!’

ফোন রেখে চামড়ার আর্মরেস্ট শক্ত হাতে ধরল গিবন মুর। ‘তো, আগেও সুপারকার ড্রাইভ করেছেন, তাই না?’

‘তাই তো মনে হয়।’ রানার চোখ রাস্তার ওপর।

যারা তৈরি করেছে, নিখুঁত করতে চেয়েছে এই গাড়ি। দুর্দান্ত গ্রিপ ও হ্যাণ্ডলিং। কমপিউটার গেমের মত নানান বাধা এড়িয়ে ছুটে চলেছে ল্যাম্বোরগিনি। তবে মাত্র একবার সামান্য ভুল হলে চুরমার হবে। ওটার কারণে খুনও হতে পারে নিরীহ মানুষ।

‘এর আগে কোন্‌টা চালিয়েছিলেন?’

‘এটার সমানই ছিল গতি। ফেরারি ৪৩০।’

মাথা দোলাল নায়ক। ‘ভাল গাড়ি। আপনার?’

‘না, অন্যের।’

‘গতি কতটা তুলেছিলেন? দাঁড়ান-দাঁড়ান! বাস-বাস!’

‘দেখেছি।’ সামনের দুটো ব্লক ফাঁকা। সাঁৎ করে বাস অতিক্রম করে আরও গতি তুলল রানা। ল্যাম্বোরগিনি ছুটছে

ঘণ্টায় এক শ' মাইল বেগে।

ফোঁস করে দম ফেলল নায়ক। 'তো ওই ফেরারি... ওটার কোনও ক্ষতি হয়নি বোধহয়?'

'হয়েছিল,' মৃদু হাসল রানা। 'মুড়ির টিনের মত দুমড়ে গিয়েছিল।' পেট ভাসিয়ে দেয়া কাতলা মাছের মত হাঁ করে বাতাস নিল মুর। খপ্ করে বন্ধ করল মুখ। 'চিন্তা করবেন না, আপনার ল্যাম্বো যত্নের সঙ্গে চালাব।'

'কোনও আঁচড় পড়বে না তো? ঠিক বলছেন?'

'আঁচড়ের চেয়ে বেশি কিছু হলে, গাড়ি নিয়ে দুশ্চিন্তার পর্যায়ে থাকবেন না আপনি।' আর কিছু বলল না রানা। যা বোঝার বুঝেছে মুর। আবারও বাজল ফোন। 'প্লিয, কল রিসিভ করুন।'

স্লটের ভেতর মোবাইল ফোন রাখা। চেঁচাল লাবনী, 'রানা, আমরা প্রায় খুন হয়ে যাচ্ছি! তুমি কোথায়?'

'আসছি, পৌঁছব একটু পরেই,' জানাল রানা, 'এনওয়াই-পিডির এক বন্ধুকে জানিয়ে দিয়েছি এদিকে কী ঘটছে। আমি আসছি দক্ষিণ থেকে। তুমি যাও আপটাউন লক্ষ্য করে। দেখা হবে। ...তুমি এখন কোথায় আছ?'

'পার্কের ওপরের দিকে।'

অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ টোয়েন্টিওয়ান স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে এইমাত্র পড়েছে প্রশস্ত পার্ক অ্যাভিনিউতে।

'পেছনের লোকগুলো?'

'আমাদের ঘাড়ের কাছে!' চিৎকার করে উঠল বেলা।

মিথ্যা বলেনি। রিয়ার ভিউ মিররে পড়ছে পেছনের পিকআপের হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো। ছুটন্ত হিংস্র জন্তুর মত কর্কশ গর্জন ছাড়ছে র‍্যামের ইঞ্জিন। জানালা থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্তত দু'জন। টেকো মোষ আছে সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে। ড্রাইভারের পেছনে সর্প-চর্ম, ঢ্যাঙা মই!

দু'জনের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র!

সিটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বেলা। স্লট থেকে ঠাস্ করে নোংরা মেঝেতে পড়ল ফোন।

বুম্! শব্দ তুলল রিভলভার।

টানা ক্যাট-ক্যাট শব্দ তুলেছে টেক-নাইন মেশিন পিস্তল।

ক্যাবের গায়ে লাগল একরাশ গুলি। বুলেটপ্রুফ স্ক্রিনে নাক গুঁজল আরও দুটো বুলেট।

লাবনীর মাথার পেছনের প্লেক্সিগ্লাসে তৈরি হলো গর্ত। আরেকটা আঘাত লাগলে চুর-চুর হয়ে খসে পড়বে ওই কাঁচ।

স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে বামদিকে বাঁক নিল লাবনী। বিশ্রী আওয়াজে ডিভাইডারের মাঝের দু'গাছের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল ক্রাউন ভিক্টোরিয়া। ঝাঁকি খেয়ে ব্যথায় কাতরে উঠল ড্রাইভার গ্যালিলিয়ো।

দুই গাছের মাঝের জায়গা দিয়ে ঢোকার সাধ্য নেই অপেক্ষাকৃত বড় র‍্যাম পিকআপের। ট্যাক্সি সিধে করে নিয়ে সরাসরি অগ্রসরমান সব গাড়ির দিকে চলল লাবনী। মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে ফুটপাথে গিয়ে উঠল একটা গাড়ি। এবার ঘুরে গিয়ে পশ্চিমে চলল ক্যাব।

পিছু ধাওয়া করতে হলে তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে হবে ডজ র‍্যাম পিকআপ ট্রাককে। তাই করল ড্রাইভার। পিছলে গেল গাড়ির পেছনদিক। ভয়ে ঝট্ করে দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ ভেতরে নিল মইয়ের মত ভগলার। আরেকটু হলে রাস্তার ওপর আছড়ে পড়ত টেকো মোষ। কর্কশ আওয়াজ তুলে থেমে গেল পিকআপ। আবারও ঠিকভাবে সিটে বসল গানম্যানরা।

হঠাৎ এই বিরতির জন্য দুই গাড়ির মাঝে তৈরি হয়েছে বেশ ব্যবধান।

তবে তা যথেষ্ট নয়!

মনে মনে ম্যানহাটানের মানচিত্র দেখল লাবনী। বুঝতে চাইল, কীভাবে বাড়াবে দুই গাড়ির মাঝের দূরত্ব।

সবচেয়ে আগে কীভাবে পৌঁছুবে রানার কাছে?

সেক্ষেত্রে যেতে হবে ফিফ্‌থ্ এবং ব্রডওয়েতে, তারপর যেতে হবে উত্তরদিকে সিক্সথ্ অ্যাভিনিউ ধরে...

আবারও ধাওয়া করে ছুটে আসছে পিকআপ!

চাপা গোঁ-গোঁ গর্জন ছেড়ে দক্ষিণে ছুটে চলেছে ল্যাম্বোরগিনি। সেণ্ট্রাল পার্কের পশ্চিমের তিনমাইল পার করছে বিদ্যুদ্বেগে। দীর্ঘ অ্যাভিনিউর নিচের অংশে প্রায় পৌঁছে গেছে রানা ও মুর। সামনেই কলাম্বাস সার্কেল। সারি সারি গাড়ির মাঝ দিয়ে যেতে যেতে নতুন করে গতি তুলছে রানা।

'ইয়ে, মিস্টার রানা,' সতর্ক করতে চাইল মুর, 'ঘোরার সময় গতি কমাতে হবে— সামনের রাস্তা ওয়ান ওয়ে।' সেণ্ট্রাল পার্কের পশ্চিমে বাষট্টিতম সড়কে ঢুকছে দক্ষিণমুখী গাড়িঘোড়া। সামনের দু'ব্লক গেছে উত্তরদিকে।

'ওসব নিয়ে ভাবছি না,' বলল রানা। সময় নেই যে নতুন কোনও পথে এগোবে। ওর চোখ সামনের লেনের ওপর। সত্যিই কি পথ করে এগিয়ে যেতে পারবে?

এ ছাড়া উপায়ই বা কী ওর?

বাষট্টিতম সড়কের কাছে পৌঁছে সামনে আঙুল তাক করল নায়ক। 'মিস্টার রানা! খালি গাড়ি আর গাড়ি! ছুটে আসছে!'

ল্যাম্বোরগিনি নিয়ে বাঁক নিল রানা।

অবশ্য বাষট্টিতম সড়কে না ঢুকে ঢালু ক্রসওয়াক পেরিয়ে উঠে পড়ল চওড়া ফুটপাথে। পাশেই পার্কের দেয়াল। ডানে সাঁই-সাঁই পেছনে পড়ছে পার্ক করা সারি সারি গাড়ি।

'আপনি যাচ্ছেন ফুটপাথ দিয়ে সত্তর মাইল বেগে!' ভয়ে গলা ধরে গেল মুরের।

'তাই তো দেখছি!' হর্ন বাজিয়ে ছুটছে রানা। নানান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সামনের লোকজন। মাঝ দিয়ে বুলেটের

মত উড়ে চলেছে ল্যাম্বোরগিনি।

'পুলিশ যদি ধরে, বলব কিডন্যাপ করেছেন আমাকে!'

পাত্তা দিল না রানা, নিজ কাজে ব্যস্ত। সামনেই কয়েক লেনের কলাম্বাস চত্বর। ওদেরকে ঘুরতে হবে উল্টো পথে।

নির্ঘাত খুন হবে বুঝে করুণ আর্তনাদ ছাড়ল গিবন মুর। পার্ক করা দুই পেডিক্যাবের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে ঝড়ের বেগে প্রায় উড়তে উড়তে মোড়ে পৌঁছল রানা। জোরাল ধুপ শব্দে রাস্তায় নামল গাড়ি। সামনের চারটে হেডলাইটের দিকে ছুটছে বাঙালি গুপ্তচর। চেহারা বিকৃত করে দাঁতে দাঁত চেপে ছুটন্ত বদ্ধ-উন্মাদটাকে দেখছে দু'গাড়ির ড্রাইভার। দাঁড়িয়ে গেছে ব্রেক প্যাডেলের ওপর। গায়ের জোরে টিপে ধরেছে হর্ন বাটন। সাঁৎ করে বামে সরে প্রথমের গাড়িটাকে পেরোল সুপারকার। পরক্ষণে কাত হয়ে সরল ডানে। পাশ কাটাল দ্বিতীয় গাড়িটাকেও। দুই গাড়ির ব্যবধান এতই কম ছিল, মাঝের বাতাস সরে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে চাপা '*সুইপ!*' শব্দ।

সেণ্ট্রাল পার্কের দক্ষিণে ঘুরেই ছুটন্ত ট্রাকটা দেখল রানা। ওটা সামনের পথ দখলের আগেই অ্যাক্সেলারেটর চেপে জায়গাটা পেরিয়ে গেল ও। আপাতত পথ খোলা।

কলাম্বাস চত্বরের কাছ থেকে এল পুলিশের সাইরেন। ধাওয়া করছে ল্যাম্বোরগিনিকে।

'হায়, ঈশ্বর! পুলিশ!' ঘুরে তাকাল মুর।

'আপনার ব্লাস্ট সিনেমার মত, তাই না?' বলল রানা। চলেছে সেণ্ট্রাল পার্কের দক্ষিণে। এঁকেবেঁকে অন্যান্য গাড়ি এড়িয়ে ল্যাম্বোরগিনি পড়ল সেভেন্‌থ্ অ্যাভিনিউতে। সামনে টাইম্‌স্ স্কয়ারের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা রাস্তা পাবে।

আবারও গতি তুলছে রানা। ইঞ্জিনের গর্জনের ওপর দিয়ে শুনল আরেকটা কণ্ঠ।

লাবনী!

'কানে ফোন দিন!' বলল রানা।

ওর কানে স্যাটেলাইট ফোনটা ঠেকাল মহানায়ক।

'যে-কোনও সময়ে ধরে ফেলবে, রানা!'

'তুমি কোথায়?' সামনে গাড়ির জটলা দেখে লেন বদল করে এগোল রানা। 'আমি সেভেন্থ্-এ।'

'সেভেন্থ্?' হতাশায় গলা ভেঙে গেল লাবনীর। 'তা হলে আর জীবিত দেখতে পাবে না। ব্রডওয়ে ধরে এলে...'

'জানি কোথায় যেতে হবে,' ভরসা দিতে চাইল রানা।

'সামনে বিপদ, কথা বাদ দিন, মিস্টার রানা!' দূরে আঙুল তাক করল মুর। ঝড়ের বেগে আসছে টাইম্স্ স্কয়ার। বাড়ছে রাস্তায় গাড়ির ভিড়।

'তুমি কোথায়,' লাবনীর কাছে আবারও জানতে চাইল রানা।

'সিক্সথ্-এ। সামনে পড়বে থার্টিয়েথ।'

রানার মনে পড়ল, দক্ষিণে টাইম্স্ স্কয়ারে ব্রডওয়ে গিয়ে মিশেছে সিক্সথ্ অ্যাভিনিউতে হেরাল্ড স্কয়ারে। ঘুরেই থার্টিফোর্থ স্ট্রিট। 'সোজা যাও। আমি আসছি।'

'এসেই বা কী করবে? আগেই খুন হয়ে যাব!'

'না, এখন মরবে না,' বলল গম্ভীর রানা। 'তুমি শুধু এগিয়ে যাও!'

বিদ্যুদ্বেগে পেরোল ওরা টাইম্স্ স্কয়ারের দক্ষিণের রাস্তা।

পেছনে ছোট এক পুলিশ স্টেশন।

ক্রুযার নিয়ে সাইরেন বাজিয়ে পিছু নিল ক'জন পুলিশ অফিসার।

গতি হ্রাস না করেই ক্রস-ট্রাফিকে ঢুকল ল্যাম্বোরগিনি। একটা গাড়ির সামনের বাম্পার প্রায় ছুঁয়ে দিল সুপারকারের পেছনের বডি।

'হায়, ঈশ্বর! মিস্টার রানা! আপনি বলেছেন আঁচড়ও পড়বে না!' মুখ কালো করে ফেলেছে নায়ক।

'হয়তো মিথ্যা বলেছি,' বলল রানা। ভাল করেই জানে,

আরেকটু হলে মরত ওরা বিধ্বস্ত গাড়ির ভেতর।

পেছনে, পুলিশের কয়েকটা গাড়ি, ফোরটিসেকেণ্ড স্ট্রিট ধরে ব্রডওয়ের দিকে চলেছে রানা। তীরের গতি তুলে পৌঁছুল চওড়া রাস্তায়। লাবনীকে খুঁজছে ওর চোখ।

গেল কোথায়?

'রানা, তুমি কোথায়?' ভাবছে লাবনী।

হেরাল্ড স্কয়ারের নিচের অংশে পৌঁচেছে ওরা। ঝুঁকি নিয়ে ব্রডওয়ের দিকে তাকাল। পেরোল ইণ্টারসেকশন। চলেছে সিক্সথ্ অ্যাভিনিউ ধরে। দূরে দেখল পুলিশের গাড়ির আলো। কিন্তু রিয়ার ভিউ মিররে, পেছনে আরও বড় বিপদ নিয়ে আসছে ডজ র‍্যাম পিকআপ ট্রাক। পৌঁছে গেছে অনেক কাছে, তবে সংকীর্ণ রাস্তায় পারবে না ওভারটেক করতে।

'আমার প্রিয় সব দোকান!' চেঁচিয়ে উঠল বেলা।

বামে সারি সারি পাইকারি পোশাকের দোকান। 'ফোন ধরে রাখো,' বলল লাবনী, 'রানা, আমরা তো খুন হয়ে যাচ্ছি! তুমি কোথায়?'

'প্রায় পৌঁছে গেছি, তুমি কোথায়?'

থার্টিসিক্সথ্ স্ট্রিটের ইণ্টারসেকশনে পৌঁচেছে ট্যাক্সি।

বাম থেকে আসছে একসারি গাড়ি। তবে ওগুলোকে ম্লান করে ব্রডওয়ে থেকে নেমে এল কমলা এক স্পোর্টকার।

'রানা, তুমি কি কমলা গাড়িতে?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'এইমাত্র পেরিয়ে গেছ! আমি যাচ্ছি সিক্সথ্ ধরে উত্তর দিকে!'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল রানা।

চেঁচিয়ে উঠল বেলা, 'ঘাড়ের কাছে এসে গেছে!'

মাত্র ত্রিশ ফুট পেছনে হাঙরের মুখের মত পিকআপের সাদা গ্রিল। আবারও জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সর্প-

চর্মের দেহের ওপর অংশ। লোকটার হাতে রিভলভার। নিশানা করছে...

ভয় পেয়ে বেপরোয়াভাবে বামে বাঁক নিয়ে থার্টিসেভেন্থ্ স্ট্রিটে ঢুকল লাবনী। তার আগে ওর দিকের দরজা ভেদ করে উরুর একটু ওপর দিয়ে ওদিকের দেয়ালে লেগেছে একটা বুলেট।

ফোনে বুলেটের গর্জন পরিষ্কার শুনেছে রানা। বুঝতে পারছে, আবার ফিরতে হবে ওকে। কিন্তু ব্রডওয়ের পথ আটকে দিতে পেছন থেকে আসছে এনওয়াইপিডির ক্রুযার। ডিসপ্যাচাররা সতর্ক করেছে, অতিরিক্ত বেগে ছুটছে আরও দুটো গাড়ি।

পেছনে আসছে পুলিশের আরও গাড়ি।

'শক্ত করে কিছু ধরুন!' নায়ককে সতর্ক করল রানা। পরের সেকেণ্ডে বাটন টিপে ডিঅ্যাকটিভেট করল ট্র্যাকশন কন্ট্রোল। ক্লাচ চেপে একহাতে বনবন করে ঘোরাল স্টিয়ারিং হুইল। অন্যহাতে টান দিয়েছে হ্যাণ্ড ব্রেক।

ফোর-হুইল ড্রাইভ ব্যবহার করেও প্রায় উড়ছিল ল্যাম্বোরগিনি, ট্র্যাকশন কন্ট্রোল নেই বলে চরকির মত ঘুরল এক শ' আশি ডিগ্রি। গায়ের জোরে অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরেছে রানা। ইঞ্জিন থেকে বেরোল বিকট গর্জন। পুড়তে শুরু করে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল চাকার রাবার, পরক্ষণে আবারও ছিটকে রওনা হলো মার্সেইল্যাগো। রাস্তার বুকে পড়ে রইল রাবারের কালো পুরু দাগ।

রানাকে ফাঁদে ফেলতে চাইলেও পুলিশ অফিসাররা বুঝল, থামবে না সামনের ওই বদ্ধপাগল। দুই ক্রুযারের মাঝ দিয়ে বুলেটের বেগে ছিটকে বেরোল রানা। থেমে গেল পেছনের পুলিশের দুই গাড়ি, ঘুরে অনুসরণ করল ল্যাম্বোরগিনিকে। এবার আসছে একটার পেছনে আরেকটা।

আবারও রাস্তা আঁকড়ে ধরেছে ল্যাম্বোরগিনির চওড়া চার

চাকা। তুমুল বেগে ছুটছে গাড়ি। নানানদিকে সরছে সামনের গাড়িগুলো। চারপাশে হেডলাইটের আলো, সেইসঙ্গে নানান স্কেলে হর্নের শব্দ। অস্বাভাবিক দ্রুত এগিয়ে আসছে থার্টিসেভেন্থ্ স্ট্রিট। গতি সামান্য কমিয়ে লাবনীর পেছনে যেতে ডানে বাঁক নিল রানা।

কিন্তু ইন্টারসেকশনে...

সরাসরি সামনে চলে এল হলদে এক ক্যাব।

ঝড়ের মেঘের মত এলো চুল চিনে ফেলল রানা। ওই একইসময়ে ওকেও চিনল লাবনী। হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। সরাসরি ক্যাবের দিকেই টর্পেডোর মত আসছে কমলা ল্যাম্বোরগিনি!

চরকির মত স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাল রানা। বাড়িয়ে দিয়েছে গতি। যেন থেমে গেল সময়। পরক্ষণে ক্যাবের নাকের সামনে দিয়ে ছিটকে বেরোল সুপারকার।

রিয়ার ভিউ মিররে চেয়ে হতবাক হয়ে গেল লাবনী। রানার পেছনে তেড়ে আসা পুলিশের ক্রুযারের পেটে গেঁথে গেছে র‍্যাম পিকআপ ট্রাকের নাক। হাজারো কাঁচের টুকরো নানানদিকে ছিটকে দিয়ে লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে রাস্তার একপাশে গিয়ে থামল ক্রুযার।

ওই সংঘর্ষে পুরো রক্ষা পায়নি ডজ পিকআপ। বুলবার মুচড়ে গেঁথে গেছে রেডিয়েটরের গ্রিলে। বাঁকা হয়ে আকাশে উঠেছে হুড। পিকআপের পেছনে ধাওয়া না করে বিধ্বস্ত গাড়ির কাছে থামল আরেকটা পুলিশের ক্রুযার। সহকর্মীদের সহায়তায় নেমে পড়ল অফিসাররা।

'কাণ্ডটা দেখলেন?' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল বেলা।

'না দেখে উপায় কী!' বলল লাবনী, 'রানার জন্যে পানির মত সোজা মারাত্মক সব কাণ্ড!'

'আপনি ঠিক আছেন তো?' জানতে চাইল রানা। নায়কের

কাঁপা হাত থেকে নিল মোবাইল ফোন।

'হ্যাঁ, ভাল আছি! হায়, যিশু! আরেকটু হলে খুন হতাম!'

থার্টিনাইন্থ্ স্ট্রিটে বাঁক নিল রানা। 'এবার টাইম্স্ স্কয়ারের দিক থেকে গিয়ে পেছনে চলে যাব ওদের।'

'কিন্তু, মিস্টার রানা, ওদের একজনের কাছে মেশিন গান আছে!'

'ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না, পা রাখুন মেঝেতে।'

কোলে তুলে নিয়েছিল নায়ক, নামিয়ে রাখল পা।

ওদিকে খেয়াল নেই রানার। সামনে লোডিং ডকের দিকে পিছিয়ে আসছে এক ট্রাক। আটকে দিচ্ছে পুরো পথ। কড়া ব্রেক কষে হর্ন বাজাল ও, মহাবিরক্ত। 'এবার আপনাদের হলিউডি সিনেমার মত দুই লোক মস্ত এক কাঁচ নিয়ে পা টিপে টিপে রাস্তা পেরোতে শুরু করলেই...'

সরে গেছে ট্রাক। ওটাকে পাশ কেটে সেভেন্থ্ অ্যাভিনিউর ইন্টারসেকশনের দিকে চলল রানা। চওড়া জাংশন পেরিয়ে উত্তরদিকে চলেছে লাবনীর ক্যাব। এবার একবার পিকআপের সামনে যেতে পারলে...

তবে রানা বাঁক নেয়ার আগেই গর্জন ছাড়তে ছাড়তে ছুটে গেল নাক মোচড়ানো র‍্যাম পিকআপ। দু'সেকেণ্ড পর পিছু নিল ও। চোখের সামনে দেখছে চওড়া লাল টেইলগেট। দু'পাশ দিয়ে পেরোচ্ছে একের পর এক গাড়ির হেডলাইট। ব্রডওয়ের মতই ওয়ানওয়ে রাস্তা সেভেন্থ্। ওই পথে যাওয়া যাবে শুধু দক্ষিণে।

মার্সেইল্যাগোর খুব কাছে এক এসইউভি আসতেই গাল কুঁচকে ফেলল নায়ক। 'আমরা জীবনেও ওদেরকে পেরোতে পারব না!'

'ভুল।' মাথা নাড়ল রানা। 'মনে রাখবেন আমরা আছি ল্যাম্বোরগিনিতে।' নিচু গিয়ার ফেলল। মেঝের সঙ্গে চেপে ধরেছে অ্যাক্সেলারেটর।

বামে গাড়ির সারির মাঝে সরু এক জায়গা দেখেছে রানা। ওদিকেই ছিটকে চলল ল্যাম্বোরগিনি। দেখতে না দেখতে গতি উঠল রকেটের মত। র‍্যাম পিকআপটাকে পেছনে ফেলেই পরক্ষণে ব্রেক কষল রানা। চমকে গিয়ে গতি হ্রাস করল পিকআপের ড্রাইভার। একপাশ দিয়ে এগোতে চাইল সে, তারপর মগজে ঢুকল গুঁতো মেরে সরিয়ে দিতে পারবে ওই কমলা সুপারকারটাকে। গর্জন ছেড়ে এগোল পিকআপ।

ঝটকা দিয়ে এগোল ল্যাম্বোরগিনি।

যন্ত্রদানবের নাগালের সামান্য বাইরে রয়ে গেল রানা। আবারও টাইম্‌স্ স্কয়ারের দিকে চলেছে লাবনীর ক্যাব। হেডলাইটের সাগরে ওটা একমাত্র লাল টেইললাইট।

কিন্তু ক্যাবের দিকে সরাসরি আসছে দ্রুতগামী বড় এক বাস!

দুর্বল কণ্ঠে বলল ক্যাব ড্রাইভার, 'বাস। সামনে বাস।'

'দেখেছি,' বলল লাবনী।

ওই বাস ব্রিটিশ-স্টাইলের ডাবল-ডেকার, ছাত নেই দোতলার। টুরিস্ট নিয়ে ঘুরিয়ে দেখায় শহরের নানান সাইট।

সোজা আসছে ক্যাবের দিকে।

'একটা বাস আসছে!'

'দেখেছি!' হেডলাইট অফ-অন করল লাবনী। টিপে ধরেছে হর্ন। গতি কমাবার ইচ্ছে নেই।

'কী করছেন?' এবার রেগে গিয়ে জানতে চাইল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

ফাটল ধরা পার্টিশানের ওদিক থেকে দেখছে বেলা। 'আমরা তো অ্যাক্সিডেন্ট করে মরব!'

'থামবে বাস, থামতে হবে ড্রাইভারকে।' ব্রেক প্যাডেলে পা রাখল লাবনী। তবে প্রয়োজন না হলে থামবে না।

এটা শেষ ট্যুর, বাসে মাত্র ক'জন প্যাসেঞ্জার, তাদের নিরাপত্তার পুরো দায়-দায়িত্ব বাস ড্রাইভারের ওপর। লাবনী এবং ড্রাইভারের ভেতর চলছে জেদের প্রতিযোগিতা। তবে আগে হার মেনে নিল বাসের ড্রাইভার। কড়া ব্রেক করল সে, হড়কে গেল চাকাগুলো। সরসর করে চলেছে ক্যাবের দিকে বিশাল বাস!

'এহ্হে! মরেই গেলাম?' হাঁ হয়ে গেল লাবনী। প্রায় নব্বুই ডিগ্রি কাত হয়ে আসছে মস্ত যন্ত্রদানব! সামনে ধাতু ও কাঁচের তৈরি ছুটন্ত এক রোডব্লক যেন!

অবশ্য, ডানদিকের লেনের এক ড্রাইভার টের পেয়েছে বিপদ, বাসটা এসে পেছনে গুঁতো দেয়ার আগেই গতি তুলে ভেগে গেল সে।

ওই মাঝের জায়গাটা ক্যাব নিয়ে দখল করল লাবনী।

রাস্তার বাঁকে ধুম্ করে বাড়ি খেল ক্রাউন ভিক্টোরিয়া। টাইম্স্ স্কয়ারের স্টেশন হাউসের দেয়ালে এনওয়াইপিডির লোগো ছিটকে এগিয়ে এল লাবনীর নাকের কাছে। ভীষণ ভয় পেয়ে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাল ও। সাইনবোর্ড ঘষে ফুটপাথের ওপর উঠে পড়ল গাড়ি। জানের ভয়ে নানাদিকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণরক্ষা করল ক'জন পথচারী। কিন্তু ক্যাবের সরাসরি সামনে পড়ছে এক হটডগ কার্ট!

'আল্লা!' মানুষ খুন করছে ভেবে প্রায় কেঁদে ফেলল লাবনী।

হটডগ কার্ট ফেলে ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে ওটার মালিক। ক্যাব গিয়ে উড়িয়ে দিল কার্ট ইন্টারসেকশনের মাঝে। নানান দিকে ছিটকে পড়েছে ফুটন্ত পানি ও শতখানেক হটডগ।

সামনের পথ খুলেছে। ব্রডওয়েতে পিছলে যেতে যেতে পেছনে তাকাল লাবনী।

থেমে গিয়ে এদিক-ওদিক দুলছে প্রকাণ্ড দোতলা বাস।

আটকে দিয়েছে তিনটে লেন। বেরোবার পথ নেই দ্রুতগামী ল্যাম্বোরগিনির।

'এবার খুন হলাম!' গুঙিয়ে উঠল নায়ক।

না, সংঘর্ষ এড়াবার উপায় আছে!

অনুকরণ করতে হবে লাবনীকে!

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ফুটপাথে উঠে এল ল্যাম্বোরগিনি। বামে বাঁক নিয়েছে রানা। বিদ্যুদ্বেগে পেরোল বাসের কোনা, আরেকটু হলে নতুন করে উড়িয়ে দিত হটডগ কার্ট।

ঘুরে তাকাল রানা।

কড়া ব্রেক কষলেও স্কিড করতে করতে বাসের গায়ে এসে গুঁতো দিল তীব্রগতি র‍্যাম পিকআপ ট্রাক। বিকট শব্দে মিসাইলের মত ঢুকল বাসের নিচতলায়। ওই বিস্ফোরণে ছিটকে গেল ভাঙা চেসিসের ধাতু ও উড়ন্ত সিট। বেশিরভাগ যাত্রী বাসের দোতলায়। দু'চারজন ছিল নিচতলায়, পিকআপ ট্রাককে বাসের দিকে পিছলে আসতে দেখে, আগেই দু'দিকের দরজা দিয়ে নেমে ভোঁ-দৌড় দিয়েছে তারা। এদিকে বাস ভেদ করে হঠাৎ থমকে গিয়ে টাইম্‌স্ স্কয়ারে ধুম্ করে কাত হয়ে পড়েছে ডজ র‍্যাম পিকআপ।

এদিকে ব্রেক কষে কর্কশ শব্দে থেমেছে ল্যাম্বোরগিনি। কাঁচির মত দরজা খুলে নেমে পড়েছে রানা। বসে পড়ে চোখ রেখেছে সুপারকারের হুডের আড়াল থেকে। কাত হয়ে পড়ে আছে পিকআপ, ফাটা পাইপ থেকে তিরতির করে পড়ছে ফিউয়েল। ভাঙা উইণ্ডশিল্ডে বেকায়দাভাবে গেঁথে আছে রক্তাক্ত, মৃত ড্রাইভার। তার এক সঙ্গী, মোটা এক টেকো লোক উড়ে গিয়ে পড়েছে হটডগ কার্টের কাছে। এখনও হাতে ছোটখাটো টেক-নাইন সাবমেশিন গান।

খুলে গেল ল্যাম্বোরগিনির ওদিকের দরজা। বেরিয়ে এল নায়ক গিবন মুর। রানা কিছু বলার আগেই টেকো লোকটার দিকে পা বাড়াল সে।

'পিছিয়ে আসুন!' চিৎকার করল রানা।

কিছুই পাত্তা দিল না নায়ক। দুর্বলভাবে নড়ছে আহত লোকটা। তার হাতে লাথি মেরে টেক-নাইন ছিটকে ফেলল মুর। জিনিসটা গিয়ে খটাং করে লাগল বিধ্বস্ত ডজ গাড়ির গায়ে।

'জনগণের একজন হিসেবে গ্রেফতার করছি তোমাকে!' লোকটার পিঠে পা রেখে পোয দিল নায়ক। হাসছে রানার দিকে চেয়ে। 'পাবলিক অ্যারেস্ট সিনেমার মত, ঠিক না?'

বিরক্ত হয়ে মার্সেইল্যাগো ঘুরে এগোল রানা। পাশ কাটিয়ে গেল হটডগ কার্ট। ওখানে ওয়াটার ট্যাঙ্কের নিচে পেটমোটা সিলিণ্ডারের ওপরে জ্বলছে নীল আগুন। 'আপনি সুস্থ তো, মুর?'

'এত ভাল আগে থাকিনি, ম্যান! দেখার মত সব কাণ্ড!' বাসের ওপরতলা থেকে এল উজ্জ্বল ফ্ল্যাশ। এইমাত্র ছবি তুলেছে কেউ। 'তো এভাবেই আমরা রক্ষা করলাম...'

'ফ্রিয!' বাস ঘুরে এদিকে এসেছে এক পুলিশ অফিসার, হাতে উদ্যত পিস্তল। ধমকে উঠল সে, 'দু'হাত ওপরে তুলে রাস্তায় শুয়ে পড়ো!'

মাথার ওপর হাত তুলল রানা। তবে পুলিশ অফিসারকে পাত্তাও দিল না নায়ক। 'অত চিন্তা করবেন না, ম্যান। আমরা ভাল দলের লোক।' তারই সিনেমার বড় বিলবোর্ডের দিকে দেখাল। 'ওটা দেখেছেন? ওই ছবিটা আমার!'

মুরের হাত মুচড়ে ধরে ধমক দিল অফিসার, 'চোপ! শুয়ে পড়ো!'

খুলে গেল র‍্যাম পিকআপের পেছন দরজা। খেপা ষাঁড়ের মত বেরোল মইয়ের মত লম্বু কিলিয়ান ভগলার। দেখেছে, সামনে তিন লোক। রিভলভার তুলেই নিশানা করল সে।

পুলিশ অফিসারের হাত থেকে নায়ককে ছুটিয়ে নিয়ে একটু দূরে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

গুলি করেছে ভগলার।

পুলিশ অফিসারের পেটে বিঁধল গুলি। চালু ফোয়ারার মত পেট থেকে বেরোল রক্তের ধারা। হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়ল বেচারা। হাতের অস্ত্রটা খটাং শব্দে ঢুকল ইঞ্জিন চালু এক ক্যাবের নিচে। গাড়ি থেকে নেমে ঝেড়ে দৌড় দিল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

নায়ককে টান দিয়ে তুলল রানা। ঝাঁপ দিল ক্যাবের হুডের ওদিকে। পরের সেকেণ্ডে মাথার ওপর দিয়ে গেল ভগলারের রিভলভারের বুলেট। পরের গুলি লাগল ট্যাক্সির উইণ্ডশিল্ডে। বিস্ফোরিত হলো ওটা। গাড়ির সামনের চাকার আড়ালে নায়ককে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিল রানা। ওর চোখে পড়েছে, ক্যাবের পেছনে পড়ে আছে পুলিশের অস্ত্রটা।

ক্যাব লক্ষ্য করে আরও দুটো গুলি পাঠাল ভগলার। উড়িয়ে দিয়েছে দুই জানালার কাঁচ। ঝুঁকে রাস্তা থেকে তুলে নিল টেক-নাইন সাবমেশিন গান।

শরীর গড়িয়ে ক্যাবের পেছনে সরে এল রানা। খপ্ করে তুলে নিল পুলিশের অস্ত্রটা। গ্লক নাইনটিন অটোমেটিক। চাকার আড়াল নিয়ে পরীক্ষা করল ওটা।

কেঁচোর মত গতি তুলে শরীর মুচড়ে রানার দিকে আসছে নায়ক।

'পিছিয়ে যান!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। পরক্ষণে বাধ্য হয়ে ডাইভ দিল মুরকে সরাতে।

ফুল অটো বাটন টিপে গুলি পাঠাল ভগলার। রানার পেছনে ক্যাবের দরজা খুবলে নিয়ে বেরিয়ে গেল একরাশ গুলি। সামনে বেড়ে ধাক্কা দিয়ে নায়ককে চিত করে ফেলল রানা। আরেকরাশ গুলি লাগল ক্যাবের সামনে। ফুটো করছে পাতলা স্টিলের বডিওয়ার্ক। ইঞ্জিন ব্লকে লেগে ঠং-ঠং শব্দে চ্যাপ্টা হচ্ছে গুলি।

'গাড়ি মুহূর্তের জন্যে লুকাবার জায়গা, ভাল কাভার নয়,'

গুলি থেমে যেতেই চাপা স্বরে বলল রানা। 'অ্যাকশন মুভির স্কুলে শেখায়নি?' ওদিকটা দেখার জন্যে উঁকি দিল ও। ফুরিয়ে গেছে সাপের চামড়ার জ্যাকেট পরা লোকটার অস্ত্রের গুলি। ছুঁড়ে ফেলে দিল টেক-নাইন। আবারও হাতে উঠে এসেছে রিভলভার। লম্বুর একটু দূরেই টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মোটা, টেকো লোকটা। রক্তাক্ত মুখে ছড়ে যাওয়ার অসংখ্য দাগ।

'মিস্টার রানা!' ডাকল এক মহিলা।

ঘুরে রানা দেখল ইউনিফর্ম পরা পরিচিতা মহিলা পুলিশ অফিসারকে। আসছে ক্রল করে, পেছনে তার পার্টনার।

আবারও গুলি করল ভগলার। সবাইকে বাধ্য করছে মাথা নিচু রাখতে। তার সঙ্গীর হাতে এখন একটা পিস্তল। পিছিয়ে যেতে লাগল দু'জন।

'এখানে কী ঘটছে?' রানার কাছে জানতে চাইল মহিলা পুলিশ অফিসার জিনা হাওয়ার্ড।

'ওদের জিজ্ঞেস করুন,' সশস্ত্র দুই গানম্যানকে দেখাল রানা। 'ওরাই খুন করতে চায় আমার বান্ধবী লাবনীকে।'

ক্যাবের গায়ে বিঁধল আরেকটা গুলি। নানানদিকে ছিটকে গেল শ্র্যাপনেল। নিতম্বে একটা টুকরো বিঁধতে কেঁউ করে উঠল নায়ক।

'এনওয়াইপিডি!' গলা ছাড়ল জিনা হাওয়ার্ড, 'হাত থেকে অস্ত্র ফেলো!'

ক্যাবের গায়ে লাগল কয়েকটা গুলি। রিভলভারের ভারী গর্জনের সঙ্গে তাল মেলাল 'কড়াৎ!' শব্দে অটোমেটিক পিস্তল। কথা শুনে অস্ত্র ফেলার লোক নয় ভগলার বা টেকো। ট্যাক্সির বাম্পারের নিচ দিয়ে তাকাল রানা। আরও কয়েকজন পুলিশ পাল্টা গুলি করতেই পিছিয়ে যাচ্ছে লোকদু'জন। এরই মধ্যে আহত হয়েছে এক অফিসার, ঝুঁকির ভেতর আছে সিভিলিয়ানরা, কাজেই লোক দু'জনকে খুন করতে গুলি

করছে পুলিশরা।

কিন্তু ওই দু'জনের অন্তত একজনকে দরকার রানার।

জানতে হবে, কীজন্যে লাবনীকে খুন করতে চাইছে।

গাড়ির তলা দিয়ে টেকোর ডান গোড়ালি ফুটো করে দিল রানা। ধড়াস্ করে রাস্তায় পড়ল লোকটা। চিৎকার জুড়েছে খেঁক-শেয়ালের মত। ব্যথায় চোখ সরু করে ভগলারের দিকে তাকাল। 'উঠতে সাহায্য করো!'

তার চোখে তাকাল ভগলার, তারপর বিনাদ্বিধায় গুলি করল সঙ্গীর মাথায়। তরমুজের মত বিস্ফোরিত হলো খুলি। চারদিকে ছিটকে গেল তাজা রক্ত।

'যিশু!' বিড়বিড় করল জিনা হাওয়ার্ড।

কাত হওয়া র‍্যাম পিকআপের আড়ালে চলে গেছে লম্বু।

মহিলা অফিসার এবার বুঝল, কী করতে চাইছে রানা। 'না! একমিনিট, মিস্টার রানা!'

ততক্ষণে ট্যাক্সির আড়াল থেকে বেরিয়ে চিতার বেগে পিকআপের দিকে ছুট দিয়েছে রানা। হাতে তৈরি পিস্তল। ওর টার্গেট আছে ডজের পেছনে...

ক্যাবের মতই ডজ গাড়ি বুলেটপ্রুফ নয়। নিচের দিকে অস্ত্র তাক করেছে রানা। সুযোগ পেলে গুলি করবে লোকটার পায়ে। পিকআপ ট্রাকের পেছনে কয়েকটা গর্ত তৈরি করে কেবিনে পৌঁছে গেল রানার গুলি।

লাফিয়ে পিকআপ ট্রাকের সামনে ডাইভ দিয়ে পড়ল ভগলার। ঘুরেই গুলি করল। তবে রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করেনি সে।

লম্বু গানম্যানের বুলেট বিঁধল হটডগ কার্টের মোটা গ্যাস সিলিণ্ডারে— বোমার মত ফাটল ওটা।

প্রচণ্ড কনকাশন ছিটকে ফেলল রানাকে। কয়েক সেকেণ্ড পর জোরাল শকওয়েভ কেটে যেতে আবারও সচেতন হলো সবাই। কিন্তু ততক্ষণে ভগলার চলে গেছে ফোর্টিথার্ড স্ট্রিট

ধরে বহু দূরে। ঠেলাধাক্কা দিয়ে ভিড়ের মানুষগুলোর ওদিকে হারিয়ে গেল সে।

জ্বলন্ত এক হটডগ বান নাকের কাছে, সরে উঠে দাঁড়াল রানা। ব্যথায় টনটন করছে শরীর। দৌড়ে এসে ওর সামনে থামল জিনা হাওয়ার্ড। 'আপনি ঠিক আছেন?'

ওদের পাশ কাটিয়ে ছুট দিল ক'জন পুলিশ অফিসার। আহত অফিসারের শুশ্রূষা করতে রয়ে গেল ক'জন।

'আপাতত মরছি না,' ক্ষত-বিক্ষত মাথার মৃত লোকটাকে দেখল রানা।

আফসোস নিয়ে মাথা নাড়ল মহিলা অফিসার। চোখের সামনে এসব দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না তার। 'ঠাণ্ডা মাথায় খুন! তা-ও একদল পুলিশ অফিসারের সামনে! লোকটা ম্যানিয়াক!'

'বলা যায় না,' বলল রানা, 'হয়তো কাজে খুব দক্ষ। মনে হয় না আপাতত তাকে আর ধরতে পারবেন আপনারা।'

'দেখা যাক।' অপমান বোধ করছে মহিলা অফিসার।

সামনে এসে থামল গিবন মুর। মুখ ফ্যাকাসে। 'ইয়ে... মিস্টার রানা... আবারও বাঁচিয়ে দিলেন আমাকে...' রানার ডানহাতটা ধরে প্রবল বেগে ঝাঁকাতে লাগল সে। জিনা হাওয়ার্ডের চোখ কপালে উঠল তাকে চিনতে পেরে। 'জীবনেও শোধ দিতে পারব না এ ঋণ! আপনি না থাকলে এতক্ষণে শেষ হয়ে যেতাম! ...প্রাণ রক্ষা করেছেন বলে কী দিতে পারি আপনাকে, মিস্টার রানা?'

'কিছুই লাগবে না।'

'কিছু তো নিতেই হবে!' রানার হাত ছাড়ছে না নায়ক।

'যদি চেয়ে বসি আপনার ল্যাম্বোরগিনি?' মুরের চোখে তাকাল রানা। বুঝে গেল, দামি গাড়ির চেয়েও বহু বেশি কিছুতে রাজি নায়ক। আবারও মাথা নাড়ল রানা। 'না, চাই না কিছু। মজা পেয়েছি আপনার গাড়ি চালিয়ে। আর সঙ্গে

ছিলেন, সেজন্যে ধন্যবাদ।'

'কিন্তু...' কমলা ল্যাম্বোরগিনির দিকে তাকাল নায়ক। ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'সত্যিই অবিশ্বাস্য! বলেছিলেন আঁচড়ও পড়বে না, আর শেষে তা-ই করে দেখালেন!'

ধিকিধিকি আগুনের হলদে আলোয় ঝিকঝিক করছে কমলা সুপারকার।

'আমার কপাল ভাল,' হাসল রানা।

বিধ্বস্ত র‍্যাম পিকআপ ট্রাকের ফিউয়েলের সরু এক রেখা পৌঁছে গেছে জ্বলন্ত হটডগের পাউরুটির কাছে।

'আরে...' বলতে শুরু করেই জোর ধাক্কা দিয়ে নায়ক ও জিনাকে রাস্তায় ফেলল রানা। নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের পাশে। পাউরুটির আগুন তিরতির করে এসে চেটে দিল পিকআপের ফিউয়েল ট্যাঙ্ক!

বিস্ফোরিত হলো ডজ র‍্যাম পিকআপ, আকাশে উড়াল দিল ভারী গাড়ির চেসিস। দুর্দান্ত, নিখুঁত এক সমারসল্ট মেরে সোজা নামল ল্যাম্বোরগিনি মার্সেইল্যাগোর পিঠে।

উঠে বসল রানা। 'যাহ্!'

হতবাক হয়ে লাখ ডলারের চ্যাপ্টা ধাতব আবর্জনার দিকে চেয়ে রইল নায়ক। 'শেষে গেলই!'

বাসের ওপর থেকে ছবি তুলল কে যেন!

'নিশ্চয়ই ইন্স্যুরেন্স আছে?' জানতে চাইল রানা।

একটু পর মাথা দোলাল নায়ক। 'হ্যাঁ। ঠিক, ক্ষতি হয়নি। তবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে গাড়ি নেয়ার সময় এবার কমলা রঙের ল্যাম্বোরগিনি নেব না।'

'রানা!' দূর থেকে ছুটে এল লাবনী। 'ওহ্, কী যে ভাল লাগছে, তুমি সুস্থ!'

'তোমার জন্যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম,' বলল রানা।

খাঁটি বন্ধুর বাহুতে হাত রাখল লাবনী। ঘুরে দেখল পেছনের তুবড়ে যাওয়া ক্যাব। ওর কথা মেনে নিয়ে দৌড়ে

পালিয়ে গেছে বেলা। তবে ওই গাড়ির মধ্যে রয়ে গেছে একজন। মহিলা পুলিশ অফিসারের দিকে ফিরল লাবনী। 'ক্যাব ড্রাইভার গুলি খেয়েছে। একটা অ্যাম্বুলেন্স লাগবে।'

'একটার বেশি চাই,' বলল জিনা হাওয়ার্ড। মুখের কাছে তুলেছে রেডিয়ো। 'পরে স্টেশনে গিয়ে আপনাদের কাছ থেকে সব জেনে নেব।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা।

পাঁচ

পরদিন সকাল দশটা।

একটু আগে লাবনীর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেছে রানা। ড্রইংরুমে বসে আছে ওরা, সামনে ধূমায়িত কফির মগ।

'কপাল ভাল, তোমাকে ভাল করেই চেনে পুলিশ অফিসাররা, তার ওপর কাজে এসেছে সুপারক্রেজ গিবন মুরের উপস্থিতি,' বলল লাবনী, 'নইলে বিপদে পড়তাম।'

'মেয়র বা স্টেট গভর্নর চাইতেন না মুর বা আমি গ্রেফতার হই,' বলল রানা। 'কালকে তাদের সঙ্গে মুরের একগাদা ফোটো তুলেছে সাংবাদিকরা। ছবি এসেছে জাতীয় সব দৈনিক পত্রিকায়।'

'ঠিক,' বলল লাবনী। 'সত্যিকারের হিরো হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে গিবন মুরকে।'

গতকাল রাতে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার পথে সংক্ষেপে আলাপ করেছে ওরা। এবার জানতে চাইল রানা, 'একদম

প্রথম থেকে বলো তো, কীভাবে শুরু হয়েছিল এসব।'

টুং-টাং শব্দে বেজে উঠল ডোর বাযার।

বাটন টিপে স্পিকারে বলল লাবনী, 'ইয়েস?'

'ডক্টর আলম? আমি বেলা আবাসি।'

'চলে এসো দোতলায়,' বলল লাবনী। বাটন টিপে খুলে দিল বাইরের দিকের দরজার তালা।

কয়েক সেকেণ্ড পর কলিংবেল না বাজিয়ে কবাটে নক করল কেউ।

'কাম ইন, বেলা,' বলল লাবনী।

দরজা ঠেলে ঢুকল মেয়েটা। 'থ্যাঙ্কস্, ডক্টর আলম।' ওর পেছনে বন্ধ হলো কবাট। 'সুস্থ আছেন দেখে ভাল লাগছে।'

হাতের ইশারায় পাশের সোফায় তাকে বসতে বলল লাবনী। 'তুমি ভাল তো? কেমন আছে তোমার বন্ধু?'

'জনি? ভাল আছে। তবে মনের দিক থেকে কাহিল। ওর ধারণা ছিল, কেউ পেটাতে পারবে না ওকে।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ! গতরাতে উঠেছিলাম এক হোটেলে। ও, এই যে আপনার ফোন।' পার্স থেকে নিয়ে লাবনীর হাতে মোবাইল ফোনটা দিল বেলা। 'পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার পর কী হলো?'

'জেরা করেছে পুরো তিনঘণ্টা।' রানাকে দেখাল লাবনী। 'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ইনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিস্টার মাসুদ রানা। নামকরা মানুষ।'

মাথা দোলাল বেলা আবাসি। 'নামকরা? কী করেন আপনি, মিস্টার রানা?'

রানা কিছু বলার আগেই জানাল লাবনী, 'কী করে না, সেটাই বরং জিজ্ঞেস করো! মাসুদ রানা? রানা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির চিফ। আছে সাগরগামী মস্ত মস্ত সব জাহাজের বিশাল বহর। মেক্সিকো, উরুগুয়ে, পেরু এবং আরও বহু দেশে গেছে নানান অভিযানে। নামও করেছে

শখের আর্কিওলজিস্ট হিসেবে। দু'হাতে লাখ লাখ ডলার সাহায্য দেয় দুস্থদের সংস্থায়। কয়েকবার হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজে বের করেছে জঙ্গল-পাহাড়-মরুভূমি ও সাগর চুঁড়ে। তাই অনেকে ওকে বলেঃ সত্যিকারের দুঃসাহসী বাঙালি অভিযাত্রী!' বড় করে দম নিল লাবনী।

'ওরেব্বাপ্স!' ঢোক গিলল বেলা। 'আপনি কি সত্যিই মানুষ, নাকি...'

'অন্তত জানোয়ার নই,' মৃদু হাসল রানা। চট্ করে পাল্টে ফেলল প্রসঙ্গঃ 'এবার বলো, কী হয়েছিল? মিশরের আর্টিফ্যাক্টের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক? মিশরে একই লোক তাড়া করেছিল?' গতকাল রাতে লাবনীকে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেয়ার সময় বেলার বিষয়ে খানিকটা শুনেছে ও।

'হ্যাঁ, ওই একই লোক। বিশ্রী চুল। তার চেয়েও খারাপ সাপের চামড়ার জ্যাকেট।'

'ওই একই জ্যাকেট...' ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'ওই একই লোক ছিল গতকাল একটা কাল্টের অনুষ্ঠানে। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল মুর...'

'ওসাইরিয়ান টেম্পল কাল্ট?' সামনে ঝুঁকল বেলা।

'হ্যাঁ।'

'ওখানে ছিল মুখে ভয়ঙ্কর ক্ষতওয়ালা এক লোক?'

'ছিল।'

'মাই গড!' হাঁ হয়ে গেল বেলা। 'সে ছিল স্ফিংস কম্পাউণ্ডে! তার নির্দেশেই গোপনে খনন করছে ওরা!'

'তুমি জানো কারা ওরা, বা কী খুঁজছে?' জানতে চাইল রানা।

'তোমাকে না বলেছি আইএইচএর বিজ্ঞাপনের কথা?' রানাকে বলল লাবনী, 'ওই একই জিনিস খুঁজছে তারা।'

'আইএইচএর আগেই ওটা চাই তাদের,' বলল বেলা, 'হল অভ রেকর্ড্স্ ডাকাতি করবে।' পার্স থেকে ডিজিটাল

ক্যামেরা নিল মেয়েটা। হাতের ইশারায় দেখাল লাবনীর ল্যাপটপ। 'ওটার সঙ্গে কানেক্ট করতে পারি?'

ড্রয়ার ঘেঁটে কানেক্টিং কেবল নিয়ে কমপিউটার ও ক্যামেরার মধ্যে সংযোগ দিল লাবনী, তারপর অন করল দুই ডিভাইস। একমিনিট পর ল্যাপটপ স্ক্রিনে পরিষ্কার দেখা গেল ক্যামেরার ইমেজ।

'ও, তা হলে আইএইচএকে দেয়া হয়েছিল এই তিনটা স্ক্রল...' বিড়বিড় করল লাবনী।

'কিন্তু দেয়া হয়নি ওদিকের পাতাটা,' চতুর্থ প্রাচীন স্ক্রল দেখাল বেলা। বড় করে নিল ছবি। 'এখানে বলা হয়েছে, উত্তরদিকে আছে হল অভ রেকর্ডসের আরেকটি প্রবেশপথ। ওটা ব্যবহার করত ফেরাউনরা। ওখানে আছে বড় এক ধ্রুবতারা। রাজকীয় কাউকে বা দেবতা বোঝাতে ব্যবহার করা হতো প্রাচীন আমলে।' পরের ছবিতে গেল বেলা। এবারেরটা স্ফিংসের কম্পাউণ্ডের ব্লুপ্রিন্ট। পরিষ্কার দেখল ওরা অন্য দুই সুড়ঙ্গ। 'অন্যরা ব্যবহার করত পুব টানেল।'

'ওটাই খুলতে চাইছে ম্যান মেট্য্,' বলল লাবনী। 'এই স্ত্রলে এ ছাড়া আরও কিছু আছে?'

প্রথম ছবিতে ফিরে ওটা নিচে নামাল বেলা। 'একটা কক্ষ আছে মানচিত্রের। এই যে! এখানেই আছে সেই যোডিয়াক। আগেই বলেছি, ওটার ভেতর আছে দিক-নির্দেশ, কীভাবে পৌঁছুতে হবে ওসাইরিসের পিরামিডে।'

'ভুল ধারণা করছ না তো?' সন্দেহ নিয়ে বলল লাবনী।

কথাটা শুনে রেগে গেছে বেলা। এক সেকেণ্ড পর ওর মনে পড়ল কার সঙ্গে কথা বলছে। 'না, কোনও ভুল হচ্ছে না, ডক্টর আলম। আমিও অবাক হয়েছি। স্ক্রলে ওই পিরামিডের কথাই আছে। যোডিয়াকটা কোনও মানচিত্র।'

স্ক্রিনের দিকে চেয়ে আছে রানা ও লাবনী।

সত্যিই হল অভ রেকর্ডসের কথা লেখা আছে প্রথম তিন

স্ক্রলে। সেক্ষেত্রে চতুর্থ স্ক্রল নকল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

'ওই পিরামিড হওয়ার কথা বিশাল আকারের,' রানার দিকে তাকাল লাবনী। 'আবিষ্কৃত হলে একদম পাল্টে যাবে আমাদের চেনা প্রাচীন মিশরের ইতিহাস।'

'একদল গুণ্ডা ভাবছে ওই যোডিয়াকের মাধ্যমে পৌঁছুবে ওসাইরিসের পিরামিডে,' বলল বেলা, 'তবে মাঝখান থেকে ঝামেলা করেছি আমরা।'

'তাই চাইছে আমাদেরকে খুন করতে।' প্যাপিরাসে চোখ ফেরাল লাবনী। 'আর কী লেখা আছে?'

পড়তে লাগল বেলা, 'সমাধির মাঝে রয়ে গেছেন অমর দেবতা-রাজা। আর তাঁর কাছেই আছে অমর হওয়ার পবিত্র পাউরুটি।'

'অত অমরই যদি হবে, ওই সমাধির ভেতর কেন ওসাইরিস?' মৃদু হাসল রানা।

'ব্যাপারটা জটিল,' বলল গম্ভীর বেলা, 'প্রথমে খুন হন। আটকে ফেলা হয় কফিনের ভেতর। তখন নতুন করে ফিরে পেলেন জীবন। তাতে কী, পরেরবারও খুন হলেন। তবুও কী করে যেন রয়ে গেলেন অমর। কিন্তু এবার আর ফিরতে পারলেন না জীবিতদের জগতে।'

'বুঝতে পেরেছি,' মুচকি হাসল লাবনী, 'ভারতের যি টেলিভিশনের বাংলা নাটকের আকর্ষণীয় চরিত্রের মত, যখন-তখন নতুন করে ফিরে পায় প্রাণ! বড়লোক প্রযোজক বা ডিরেক্টরের কড়া ধমক খেয়ে তাদের প্রাণ ফিরিয়ে দেন কলকাতার চিত্রনাট্যকাররা! তাঁদেরও তো পেট চালাতে হবে!'

মৃদু কাশল রানা।

'সরি?' কী বলা হয়েছে বুঝতে না পেরে তাকাল বেলা।

'বলার মত কিছুই না,' বলল লাবনী, 'আগের কথায় ফেরা যাক: ওসাইরিসের গল্প বা পুরাণের কারণে তৈরি হয়েছিল প্রাচীন মিশরের ধর্ম। কিন্তু এই স্ক্রলে লেখা আছে,

ওই যোডিয়াক থেকে কীভাবে খুঁজে নেয়া যাবে ওসাইরিসের পিরামিড?'

প্যাপিরাসে চোখ বোলাচ্ছে বেলা। একটু পর বলল, 'না, ওসব জানতেন সেই আমলের পুরোহিতরা। অবশ্য, স্ক্রলে লেখা: ওই যোডিয়াকের মানচিত্র অনুসরণ করলে যে কেউ পাবেন ওসাইরিসের সমাধি।' রানা ও লাবনীর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'ওসাইরিস ছিলেন সবচেয়ে প্রতাপশালী মিশরীয় সম্রাট। সম্পদের শেষ ছিল না। তাঁকেই অনুকরণ করত ফেরাউনরা। বলা হতো, মিশরীয় সব রাজাই মারা গেলে হয়ে উঠবে দেবতা। কিন্তু তারা কেউ কোনও দিক থেকে টক্কর দিতে চাইত না ওসাইরিসের সঙ্গে। এর বড় কারণ, স্বয়ং ওসাইরিস স্থির করতেন, কে যাবে পরের জগতে, আর কে যাবে না।'

'সেক্ষেত্রে হয়তো অন্যসব ফেরাউনের সমস্ত সম্পদের চেয়েও বেশি ছিল ওসাইরিসের,' বলল লাবনী, 'যেসব সমাধি পাওয়া গেছে, সেখানে ছিল বিপুল আর্টিফ্যাক্ট। এখন সত্যি যদি কেউ ওসাইরিসের সমাধি খুঁজে পায়...'

'তো এটাই ওসাইরিয়ান টেম্পল কর্মকর্তাদের নরহত্যার মোটিভ।' ল্যাপটপ দেখাল রানা। 'ইণ্টারনেটে গিয়ে দেখো, কী লেখা আছে ওসাইরিয়ান টেম্পল সম্পর্কে।'

ব্রাউযার খুলে ওসাইরিয়ান টেম্পল লিখে এণ্টার টিপল লাবনী। ক্লাউড রেযাল্ট থেকে বেছে নিল সেরা সাইট। ক্লিক করতেই স্ক্রিনে এল কাদির ওসাইরিসের হাসিমুখের পোর্ট্রেট। দাঁড়িয়ে আছে কালো কাঁচের মস্ত এক পিরামিডের সামনে।

'গতকাল একেই দেখেছি,' বলল রানা। 'মিশরে ছিল নামকরা মুভি স্টার।'

কাদির ওসাইরিসের সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়ল লাবনী। একটু পর বলল, 'সিনেমা ছেড়ে ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত দম্ভ অন্য কোনও ধর্মের অনুসারী হতে দেয়নি

তাকে। নিজেই প্রতিষ্ঠা করে নতুন কাল্ট। পনেরো বছর আগে জন্ম নিল ওসাইরিয়ান টেম্পল। ওই সংগঠনের হেডকোয়ার্টার সুইটযারল্যাণ্ডে। অসংখ্য শাখা ছড়িয়ে গেছে পঞ্চাশটির বেশি দেশে। বাংলাদেশ বা অন্যান্য স্বল্প শিক্ষিত দেশের ভণ্ড পীরদের মতই রোজগার করছে দু'হাতে। ভক্তের নাকে-মুখে ফুঁ দিলেও পয়সার অভাব নেই। তার চিলুমচির কফ মেশানো থুতু ঢক-ঢক করে খেয়ে নিচ্ছে অনেকে। লোকটা নিজের রোগ ছড়িয়ে দিচ্ছে বহু মানুষের ভেতর। এ ছাড়া, চড়া দামে বিক্রি করছে তুকতাক করা নানান জিনিসপত্র।'

স্ক্রিনের এক জায়গায় চোখ পড়েছে বেলার। নাক কুঁচকে ফেলল। 'আরে! এটা তো নতুন খবর! জীবিত অবস্থায় অমর ছিল না ওসাইরিস। তবে মরে যাওয়ার পর সে চলে যায় পাতালে। তখন থেকেই সে হয়ে ওঠে অমর।'

পরবর্তী পৃষ্ঠা পড়ে মন্তব্য করল লাবনী, 'প্রাচীন দেবতা-রাজা ওসাইরিসের বিষয়ে লিখিত পুরাণ নিয়ে মাতামাতি করে না এ যুগের ওসাইরিস, করলে বিপদে পড়বে। দশমুখে প্রচার করছে, সব ঠিক লেখা হয়নি পুরাণে। তবে তার প্রতিটি বক্তব্য ধ্রুবতারার মতই সঠিক।'

'তাই লিখেছে দেখছি,' বলল বিস্মিত বেলা। 'বিক্রি করছে নানান খাবার, ব্যায়ামের বই, ভিটামিন... কী নেই! এসবই নাকি দীর্ঘায়ু করবে। ধর্মের কপচানি দিয়ে প্রতিটি প্রোডাক্টের জন্যে একদল বোকার কাছ থেকে নিচ্ছে অন্তত পাঁচগুণ টাকা। সুপারমার্কেট থেকে কিনলে লাগত অনেক কম। কিন্তু ওই যে, প্রোডাক্টের ওপর পিরামিডের সিল, ওটার একটা দাম আছে না!'

স্ক্রিনে আরেকটা পৃষ্ঠা খুলল লাবনী। ওপরে বড় করে লেখা: *ওসাইরিয়ান টেম্পলে যাঁরা ধর্মগুরু।*

প্রথমেই গর্বিত কাদির ওসাইরিসের রঙিন ছবি। এরপর

নিচে ছোট এক সাদা-কালো ছবি।

এই লোক প্রায় কাদির ওসাইরিসের মতই দেখতে।

'নাদির মাকালানি,' পড়ল লাবনী, 'দেখতে একইরকম। হয়তো দুই ভাই এরা। একজন কাদির, আরেকজন নাদির।'

'অসম্ভব নয়,' বলল রানা, 'এর গালে আছে ক্ষতচিহ্ন। তবে দু'জনের বংশের নাম আলাদা। ওসাইরিস নামটা হয়তো পরে আত্মস্থ করেছে কাদির।' রানা খেয়াল করল, নাদির মাকালানির ছবি স্ক্রিনে নিখুঁত। কোথাও কোনও ক্ষত নেই।

সোফায় হেলান দিয়ে বসল লাবনী। 'বেলা, ঠিক বলছ তো, এই লোকই ছিল স্ফিংসের কম্পাউণ্ডে?'

'জীবনেও ভুলব না। এ সে-ই।'

'আর গতকাল রাতে লম্বা যে লোকটা খুন করতে চাইল আমাদেরকে, সে ছিল নাদির মাকালানির স্যাঙাৎ?'

মাথা দোলাল বেলা।

'তার মানে, এরা চায় না মুখ খুলবে তুমি,' বলল লাবনী।

আবারও মাথা দোলাল মেয়েটা। 'কর্তৃপক্ষকে জানাতে চেয়েছি, কিন্তু মিশরের কেউ শুনতেও চায়নি। যখন ফোন করলাম ডক্টর মেট্যকে, সোজা বলে দিল, যেন আত্মসমর্পণ করি পুলিশের কাছে।'

'পুলিশ তো খুঁজছিল তোমাকে, কীভাবে বেরোলে মিশর থেকে?' জানতে চাইল রানা।

'শুনে ফেলি নাদির মাকালানির কথা,' বলল বেলা। 'চোখ রাখা হয়েছিল প্রতিটি এয়ারপোর্ট ও বন্দরে। আমার সঙ্গেই ছিল পাসপোর্ট ও সামান্য টাকা। কায়রোয় ফিরে বাসে চেপে যাই ছোট এক শহরে। উপকূলে কয়েকজন যুবককে অনুরোধ করলে তারা নৌকায় করে আমাকে পৌঁছে দেয় জর্ডানের তীরে। ওখান থেকে বাস ধরে যাই আম্মানে। তারপর ওখান থেকে বিমানে চেপে সোজা আমেরিকায়।'

মিশরের কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে আরেক দেশে ঢুকে

পড়ার কাজটা সহজ ছিল না, ভাবল রানা। সাহস আছে মেয়ের। 'তারপর খুঁজে বের করলে কার কাছে যেতে হবে। যোগাযোগ করলে লাবনীর সঙ্গে।'

'আমি জানতাম, ডক্টর আলম সাহায্য করতে পারবেন। পরে সত্যিই তা-ই হলো। উনি সাহায্য না করলে আমাকে খুন করত ওই লোকগুলো।' লাবনীর দিকে তাকাল বেলা। 'থ্যাঙ্কস্, ডক্টর!'

'বুকে সাহস ছিল, তা-ই বেঁচে গেছ,' বলল লাবনী, 'তবে ধরে নিতে পারো, কেটে গেছে বিপদ। গতকালকের ঘটনার পর পুলিশের ভয়ে নিউ ইয়র্কে থাকবে না ওই লোকগুলো। তোমার কাছে যেহেতু ছবি আছে, আইএইচএতে গিয়ে কথা বলতে পারব আমরা।' অনিশ্চয়তা নিয়ে রানার দিকে তাকাল লাবনী। 'অবশ্য, যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয় প্রফেসর ক্যাথারিন ট্রিপ।'

'শোনাই যাক না কী বলেন মহিলা,' বলল রানা, 'ফোন করো।'

ল্যাণ্ড ফোনের মাধ্যমে লিপি গোমেযকে ফোন করল লাবনী। জানাল, কথা বলতে চায় ক্যাথারিন ট্রিপের সঙ্গে। লাউড স্পিকার চালু করে রেখেছে। সব শুনবে রানা ও বেলা।

লিপি তিনবার অনুরোধ করার পর লাবনীর কল রিসিভ করল ক্যাথারিন ট্রিপ। শুরুতেই বলল, 'যা বলার বলে ফেলো। তোমার কপাল খুব ভাল যে গতরাতের ঘটনার পর এখনও রয়ে গেছ জেলের বাইরে। খবরের কাগজে পড়েছি, মারা পড়েছে দু'জন, আহত কয়েকজন, ক্ষতি হয়েছে হাজার হাজার ডলারের জিনিস। পুরো শহরের অর্ধেক মানুষকে জ্বালিয়ে মেরেছ। আরও কিছু করার বাকি আছে তোমার?'

তিক্ততা হজম করে বলল লাবনী, 'ডক্টর ট্রিপ, খুব জরুরি কাজে ফোন করেছি। তা স্ফিংসের কম্পাউণ্ডে খনন বিষয়ক।'

'কী বলবে বলো।'

'ডক্টর ম্যান মেট্য্ হল অভ রেকর্ড্স্ উন্মোচন করার আগেই ওটা ডাকাতি করতে চাইছে একদল তস্কর।'

ওদিকে নীরবতা। কয়েক সেকেণ্ড পর বোমার মত এল মহিলার অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠ: 'কী বললে?'

'ওসাইরিয়ান টেম্পল এসবে জড়িত। তাদের কাছে আছে চতুর্থ স্ক্রল। ওটা কখনোই পায়নি আইএইচএ। ওই স্ক্রলে আছে আরেকটা টানেলের কথা। এখন স্ফিংসের কম্পাউণ্ডে ওই টানেল খুঁড়ছে একদল ডাকাত।'

আবারও নীরব হলো লাইন, তারপর টিটকারির খেঁকখেঁক শব্দের হাসি রাগিয়ে দিল লাবনীকে।

'অনেক ধন্যবাদ, লাবনী। আমার কথাই ঠিক হলো। পুরো বদ্ধ-উন্মাদ হয়ে গেছ! প্রথম থেকেই আমাদেরকে টাকা দিচ্ছে ওসাইরিয়ান টেম্পল, তা হলে তাদের কী ঠেকা পড়েছে দ্বিতীয় টানেল খুঁড়ে মরার?'

'সেটা বরং তাদের কাছেই জিজ্ঞেস করুন,' রাগ সামলে বলল লাবনী। 'কিন্তু চতুর্থ স্ক্রলের ছবি আছে আমার হাতে। এটাও জানি কেমন হবে ওই টানেল।'

'তো কোথায় পেলে ওই ছবি? হা-হা-হা-ওহ্! ক'দিন আগে এক ওয়েব সাইটে লিখেছে: মিশরের হায়ারোগ্লিফে লেখা আছে ফ্লাইং সসারের কথা! হা-হা-হা-ওহ্!'

'ছবি পেয়েছি বেলা আবাসির কাছ থেকে।'

'বেলা আবাসি? ও, সেই ইণ্টার্ন?'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'যাকে সিনিয়রদের ওপর হামলা আর অ্যাণ্টিকুইটি চুরির দায়ে খুঁজছে মিশরীয় পুলিশ?'

রাগে লাল হয়ে গেছে বেলা।

'আমার ধারণা, ফাঁদে ফেলা হয়েছে ওকে,' বলল লাবনী, 'গতকাল এতকিছু হয়েছে, কারণ ওকে মেরে ফেলতে

চেয়েছিল লোকগুলো। যাতে মুখ খুলতে না পারে মেয়েটা।'

শীতল হয়ে গেল ক্যাথারিন ট্রিপের কণ্ঠ: 'লাবনী, তোমার প্যারানইয়া মেশানো ষড়যন্ত্রের থিয়োরি শোনার সময় আমার হাতে নেই। এরপর আর কখনও আমাকে ফোন দেবে না।'

'অন্তত ছবিগুলো দেখবেন না? আমি পাঠিয়ে দেব...'

'কোনও দরকার নেই,' ফোন কেটে দিল মহিলা।

'সত্যিকারের নীচ,' বিড়বিড় করল লাবনী। তবুও আইএইচএর চিফের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল ছবি। আবারও ফোন করল লিপির কাছে।

'বোধহয় কাজ হলো না?' বলল মেয়েটা, 'এইমাত্র আমাকে বলে দিয়েছেন, যেন আর কখনও আপনার ফোন তাঁর কাছে না দিই।'

'ভাল হতো উনি আমার বক্তব্য শুনলে। যাই হোক, তবুও অ্যাটাচ করে পাঠিয়ে দিয়েছি কিছু ছবি। মনে হচ্ছে না দেখেই ডিলিট করে দেবেন। তাই আবারও পাঠাচ্ছি তোমার কাছে। যদি পারো, প্রিন্ট করে দিয়ো ক্যাথারিন ট্রিপের ইন-ট্রেতে। ব্যাপারটা খুবই জরুরি। তাঁর অন্তত দেখা উচিত ওই ছবিগুলো।'

'দেখি কী করতে পারি,' বলল লিপি। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ভাল কথা, গতকাল টিভিতে দেখেছেন, কী ঘটেছে টাইম্‌স্ স্কয়ারে?'

'খানিকটা শুনেছি,' উদাস হয়ে গেল লাবনী। 'বাই, লিপি।' আবারও ই-মেইল করে ছবি পাঠাল মেয়েটার কাছে। কাজ শেষ করে তাকাল রানার চোখে। 'আজও আইএইচএর চিফ থাকলে কাউকে না কাউকে বলতাম ছবিগুলো ভাল করে দেখতে।'

'নিশ্চয়ই অন্য উপায় আছে?' বলল বেলা। 'ওসাইরিয়ান টেম্পলের লোক যোডিয়াক পেলে ঠিকই বের করে ফেলবে, কোথায় আছে ওসাইরিসের পিরামিড। কেউ জানবে না কী

ধরনের ক্ষতি হয়েছে। চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে দুর্দান্ত একটা সাইট! আপনি কি কিছুই করতে পারেন না, ডক্টর আলম?'

'মাত্র একটা উপায়ই দেখছি,' বলল লাবনী, 'হাতেনাতে ধরতে হবে লোকগুলোকে। সেজন্যে যেতে হবে মিশরে। কিন্তু হামলার ভয় আছে। নিরাপত্তা পাব না কোথাও।' রানার দিকে তাকাল লাবনী। 'অবশ্য, রানা যদি রাজি হয় যেতে...'

চুপ করে আছে রানা।

'টাকার চিন্তা করতে হবে না,' বলল বেলা, 'বাবা-মা'র কাছ থেকে প্রতি মাসে যথেষ্ট টাকা পাই। আমার বাবা প্লাস্টিক সার্জন। মা সাইকিয়াট্রিস্ট। যথেষ্ট বড়লোক তাঁরা। সব খরচা আমিই দেব।'

'একমিনিট, বেলা, তুমি কিছুই বলোনি তোমার বাবা-মাকে?' জানতে চাইল রানা।

'না, এখনও বলিনি,' চোর-চোর চেহারা করল বেলা। 'চাইনি তাঁরা জানুন যে দেশে ফিরে এসেছি।'

'কাজটা ঠিক করোনি,' বলল লাবনী।

'চাই না তাঁদের ওপরেও হামলা হোক! ক্ষতচিহ্নওয়ালা লোকটা বলেছিল, তার লোক চোখ রাখবে আমাদের বাড়িতে। ট্যাপ করবে ফোন। এভাবেই খুঁজে বের করবে আমাকে। তবে বাবা-মা যদি না-ই জানেন কী হয়েছে, চিন্তায় পড়বেন কেন? আমার কারণে বিপদ হবে না তাঁদের, আবার তাঁদের কারণে আমিও বিপদে পড়ব না।'

'কিন্তু তোমার বাবা-মা এরই ভেতর টের পেয়েছেন, গোলমাল আছে কোথাও,' বলল লাবনী, 'আইএইচএ থেকে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করেছে। এদিকে পুলিশকে জানাতে বাধ্য হয়েছি, গতরাতে কী হয়েছে। ধরে নাও পুলিশ থেকে যোগাযোগ করবে আইএইচএতে। ওখান থেকে জেনে নিয়ে কল করবে পুলিশ তোমার বাবা-মা'র কাছে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বেলা। 'ও! এটা তো ভাবিনি!'

ফোন দেখাল লাবনী। 'দেরি না করে কল করো। তাঁদের জানাও, তুমি ঠিক আছ।'

রিসিভার নিয়ে ডায়াল করল বেলা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'মম, হাই! ...মম? ...মম, শান্ত হও... আমি ঠিক আছি। খুব ভাল আছি! ...হ্যাঁ, কোনও সমস্যা নেই! ও, তো আইএইচএ থেকে কল করেছিল?' তিক্ত হয়ে গেল মেয়েটার চেহারা। 'না, ভুল বলেছে। অমন কিছুই হয়নি। মিথ্যা বলছে ওরা!' রেগে উঠছে বেলা। '...মম! ...না, কোনওভাবেই বাড়ি ফিরতে পারব না! ...এখনই নয়! তবে যত দ্রুত সম্ভব ফিরব। আগে জরুরি কাজ শেষ করতে হবে। ...হ্যাঁ, খুব জরুরি! পরে সবই খুলে বলব। ও, আরেকটা কথা, তোমাদের যদি মনে হয় কেউ লুকিয়ে বাড়ির ওপর চোখ রাখছে, দেরি না করে পুলিশে ফোন দেবে। বুঝতে পেরেছ?'

চিৎকার করে কথা বলতে শুরু করেছেন বেলার মা। কথাগুলো পরিষ্কার শুনল রানা ও লাবনী।

'ছিহ্, মম! সত্যি বলছি, ভাল আছি! পরে কথা বলব তোমাদের সঙ্গে, ঠিক আছে? ...মম। ...মম! বলেইছি তো পরে কল দেব! এখন ফোন রাখছি! বাই। ...হ্যাঁ, বাই!'

ফোনের রিসিভার রেখে হাঁফ ছাড়ল বেলা। 'উফ্! বাবা-মা! ভাবাই যায় না কত হাজার প্রশ্ন তাঁদের পেটে থাকে!' লজ্জা পেয়ে রানা ও লাবনীকে দেখল। 'সরি!'

'কীসের জন্যে সরি?' জানতে চাইল রানা।

'তা তো জানি না!'

'বাড়ি ফিরে যাও, সেটাই ভাল,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল বেলা। 'জীবন থাকতে নয়! আমিও যেতে চাই আপনাদের সঙ্গে মিশরে!'

জেদ ভরা মুখটা দেখে লাবনী বুঝল, ঠেকাতে পারবে না মেয়েটাকে। রানার দিকে তাকাল। আইএইচএর বর্তমান চিফ

ক্যাথারিন ট্রিপের অফিসে গিয়ে অপমানিত হয়েছে, তার কারণ ওকে পাঠিয়েছিল রানা।

এখন থমথম করছে বাঙালি গুপ্তচরের চেহারা।

'তুমি কি ছুটি পাবে, রানা?' জানতে চাইল লাবনী। 'যাবে আমাদের সঙ্গে মিশরে? খুব খুশি হতাম!'

'অফিসে কল দেব,' বলল রানা, 'যদি ছুটি পাই, অবশ্যই যাব। তবে বেলা ওর বাবা-মা'র পয়সা আমাদের পেছনে খরচ করবে, তা হতে দেব না।'

'আমিও একমত,' সায় দিল লাবনী, 'আমার জমানো টাকা দিয়েই...'

'আমার খরচ নিজেই দেব,' বলল রানা। ওর পকেট থেকে বেরোল স্যাটেলাইট মোবাইল ফোন। কী যেন ভেবে নিয়ে কল দিল বিসিআই চিফ, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কাছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর এল জলদগম্ভীর কণ্ঠ: 'হ্যালো, রানা, কিছু বলবে?'

ওই ভারী কণ্ঠ শুনে ঢোক গিলল রানা। 'জী, স্যর।'

খুক-খুক কাশলেন বিসিআই চিফ। চুপ করে আছেন।

জবাবদিহির সুরে বলল রানা, 'হঠাৎ মিশরে জরুরি এক কাজে...'

'হুম্।'

'আপাতত আমার ছুটি চলছে, স্যর।'

'হ্যাঁ, জানি। ছুটিটা একটু বাড়িয়ে নিতে চাও?'

'জী, স্যর।'

'বুঝতে পারছি আরও কিছু বলবে।'

'কবে থেকে পেটের কথা বুঝতে লাগলি রে, চুরুটখোর পীরবাবা?' ভাবল রানা। মুখে বলল, 'প্রয়োজনে আমাদের মিশর দূতাবাসের সেকেণ্ড অফিসারের সাহায্য নেব?'

'ওখানে এখন আছে মিতালি গাঙ্গুলি, ভাল করেই চেনে

তোমাকে। আপত্তির কিছু দেখছি না। ...ছুটি নিতে পারো, তবে প্রয়োজনে তোমাকে ডেকে নেব।'

'জী, স্যর।'

লাইন কেটে দিলেন রাহাত খান।

ফোঁস করে হাঁফ ছাড়ল রানা।

'উনিই তা হলে বিসিআই চিফ?' জানতে চাইল লাবনী।

চুপ করে মাথা দোলাল রানা।

ভুরু কপালে তুলে মিষ্টি হাসল লাবনী। 'তোমাকে কাল ঘাম ঝরাতে দেখেই বুঝলাম, সবসময় সেরের ওপরে সোয়া সের থাকে!'

'আমরা তা হলে মিশরে যাচ্ছি?' খুশি মনে বলল বেলা।

মাথা দোলাল রানা। 'ফ্লাইট বুক করব।'

পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল লাবনী ও বেলা।

ছয়

'সত্যিই দেখার মত,' বলল লাবনী।

আগেও বেশ কয়েকবার মিশরে এসেছে রানা, চুপচাপ দেখছে চারপাশ।

মহাকালের গ্রাসে বিলীন হয়েছে প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের ছয়টি মহান কীর্তি, তবে রয়ে আছে গিজার মস্তবড় সব পিরামিড। খুফুর পিরামিড এবং অপেক্ষাকৃত ছোট অন্য দুই পিরামিডও এতই প্রকাণ্ড, বুকে বিস্ময় জাগে। ওই বিশাল আকারের জন্যেই সাড়ে চার হাজার বছর ধরে টিকে আছে ওগুলো।

অবশ্য বহু আগেই খসে পড়েছে ম্যানকেউরের পিরামিডের ধবল লাইমস্টোন, এখন দাঁত বের করে হাসছে বালিপাথর ও গ্র্যানেট।

লাবনীর মত মুগ্ধ নয় বেলা। চুল গুঁজেছে বেসবল ক্যাপের ভেতর। মুখের বেশিরভাগ ঢাকা পড়েছে বড় এক সানগ্লাসে। জমাট বাঁধা বালিতে পা ঠুকল ও। 'সবই ঘুরে দেখেছি। বিরক্ত হয়ে গেছি দেখতে দেখতে। ...ডক্টর মেট্যের সঙ্গে কখন দেখা করবেন, ডক্টর আলম?'

'খোঁজ নিয়েছি, আপাতত এখানে নেই সে,' বলল লাবনী।

টুরিস্ট পুলিশ বা কম্পাউণ্ডের সিকিউরিটি গার্ডদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে রানা ও লাবনীর সঙ্গে যায়নি বেলা।

আইএইচএ টিমের সঙ্গে দেখা করেছিল লাবনী, কিন্তু কম্পাউণ্ড ঘুরে দেখার অনুমতি দেয়নি তারা।

'কায়রোয় টিভি শোতে অংশ নিচ্ছে। দুনিয়ার মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কী দুর্দান্ত কাজ করছে সে। আগামী কয়েক ঘণ্টার ভেতর ফিরবে না।'

কম্পাউণ্ডের উত্তরের রোড ধরে এগোল রানা, লাবনী ও বেলা। দেয়ালের ওপর থেকে নিচের কন্সট্রাকশন সাইট দেখাল মেয়েটা।

'ওই শাফ্ট্ কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

দূরের এক তাঁবু দেখাল বেলা। 'ওই যে, ওটার ভেতর।'

পযিশনটা মনে গেঁথে নিল রানা। বেলা যা বলেছিল, তার চেয়ে ভালভাবে পাহারা দেয়া হচ্ছে। টুরিস্ট পুলিশদেরকে বাদ দিলেও রয়েছে ইউনিফর্ম পরা দু'জন গার্ড। তারা প্রাইভেট সিকিউরিটি কণ্ট্রাক্টরের লোক, চোখ রাখছে চারপাশে।

স্ফিংসের দিকে তাকাল বেলা। 'আগের চেয়ে বেশি লোক রেখেছে।'

'যাতে খনন এলাকায় কেউ যেতে না পারে,' বলল রানা। 'এর ভাল দিকও আছে।'

'আছে?' অবাক হয়েছে বেলা।

'এদের কেউ কেউ নতুন। তারা তোমাকে চেনে না।' দেয়ালের ওপরের দিকে হাত রাখল রানা। যেন বুঝে নিতে চাইছে পাথরের স্ল্যাবের ওজন কেমন।

'কী করবে ভাবছ, রানা?' জানতে চাইল লাবনী।

'এখনও কিছুই ঠিক করিনি,' বলল রানা।

স্ফিংস থেকে মাত্র সিকি মাইল দূরে গ্রেট পিরামিডের বিশাল ভিত্তি। একেক দিক দৈর্ঘ্যে সাত শ' পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি। অর্থাৎ, পনেরো শ' ফুটেরও বেশি দূরে উত্তরদিকের এণ্ট্র্যান্স। এরই মধ্যে ওখানে জড় হয়েছে কয়েক ডজন টুরিস্ট। তাদের ওপর চোখ রাখছে একদল পুলিশ। দিনে মাত্র দু'বার অল্প ক'জনকে ঢুকতে দেয়া হয় পিরামিডের ভেতর। নিউ ইয়র্কে বিমানে চেপে এগারো ঘণ্টা জার্নির পর কায়রো এয়ারপোর্টে নেমেছে রানারা। বেরিয়ে এসে জেদ ধরল লাবনী। ফলে আর বিশ্রাম হয়নি ওদের। টিকেট অফিস খোলার আগেই হাজির হয়েছে এখানে।

আগে লাবনী ও বেলাকে পিরামিডের পাথুরে স্তরে উঠতে দিল রানা, তারপর অনুসরণ করল।

পিরামিডের ভেতরে ঢুকে লাবনী বলল, 'ছবিতে যা দেখেছি, সে তুলনায় মেঝে অনেক খাড়া।'

দু'পাশে মসৃণ পাথুরে দেয়াল, সরু প্যাসেজ ত্রিশ ডিগ্রি নেমে ঢুকেছে পিরামিডের অভ্যন্তরে। ছাত এতই নিচু, বুকে হাঁফ লাগবে যে-কারও।

'নেমে গেলে পৌঁছে যাবেন মূল সমাধির ভেতর, কিন্তু ওখানে কিছুই নেই,' বলল বেলা, 'পিরামিড তৈরির এক পর্যায়ে অন্য এক সমাধিকক্ষ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ফেরাউন খুফু।'

‘নিশ্চয়ই খুব খেপে গিয়েছিল আর্কিটেক্টরা। বিরক্ত হয়ে ভেবেছে: “হারামি এখন অন্য কথা বলছে! এর চেয়ে বদমাশ লোক আর দেখিনি!”’ বলল লাবনী।

ষাট ফুট যাওয়ার পর দু’ভাগ হলো প্যাসেজ। একটা গেছে নিচে। অন্যটা ওপরে। ওপরেরটার ছাত আরও নিচু।

বেলার পরামর্শে দ্বিতীয় প্যাসেজ বেছে নিল রানা ও লাবনী। বাইরে ফুরফুরে হাওয়া, কিন্তু সুড়ঙ্গের ভেতর গরমে আঁকড়ে আসছে বুক।

যেন শেষ হবে না খাড়াই পথ। লাবনী ও বেলার পেছনে প্রায় আধভাঁজ হয়ে হাঁটছে রানা। কাফ মাসলে বিশ্রী খিঁচ ধরতেই মহাবিরক্ত হয়ে বলল, ‘ফেরাউনগুলো বেঁটে আর কুঁজো ছিল নাকি?’

‘আর যা-ই হোক, জীবিত অবস্থায় ঢুকতে আসেনি,’ বলল লাবনী, ‘তা ছাড়া, রাজাবাদশা, অন্যের দুঃখ বুঝবে কী করে?’

কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটু প্রশস্ত হলো প্যাসেজ। ছাতও উঠে গেল তিরিশ ফুট ওপরে।

‘এটা গ্রেট গ্যালারি,’ বলল বেলা।

বিশাল সব লাইমস্টোন দিয়ে তৈরি চেম্বার।

ধরে আসা কোমর সোজা করে জানতে চাইল রানা, ‘নাম শুনেছি, কিন্তু কী কারণে তৈরি করেছিল?’

কাঁধ ঝাঁকাল লাবনী। ‘ধারণা করা হয়, মস্তবড় পাথরের খণ্ড তুলতে ব্যবহার করেছিল কাউন্টার ওয়েইট সিস্টেম... সেজন্যে... আসলে কেউ জানে না কেন তৈরি করেছিল। এটা পিরামিডের আরেকটা রহস্য।’ সামনের সমতল প্যাসেজ দেখাল লাবনী। ‘নিচে বোধহয় রানির চেম্বার?’

‘হ্যাঁ,’ সায় দিল বেলা। ‘তবে কখনও কোনও রানি ছিল না। বাইরে তার ছোট পিরামিড। ভেতরে ফালতু অসমাপ্ত চেম্বার।’

'দক্ষতার দিক থেকে এসব পিরামিডের ধারেকাছেও আসবে না এ যুগের কোনও স্ট্রাকচার,' বলল লাবনী। 'আর ওই আমলে এসব করেছে সামান্য সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে।'

'বইয়ে পড়েছি, হাজার হাজার ক্রীতদাস ছিল সাহায্যের জন্যে,' বলল রানা। 'খুন হয়েছে তাদের বেশিরভাগই।'

'না,' মাথা নাড়ল বেলা। 'যারা পিরামিড তৈরি করেছে, প্রত্যেকে ছিল দক্ষ কারিগর। কাজের জন্যে যথেষ্ট বেতনও পেয়েছে। খুফু বা চেওপ্সের পরের ফেরাউনরা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে ফেঁদেছে ক্রীতদাসের গল্প। ওরা জানত, চাইলেও তৈরি করতে পারবে না এরকম পিরামিড। তাই প্রচার করত: *আমরাও খুফুর মত বিশাল পিরামিড বানাতাম, যদি তার মত লাখে লাখে ক্রীতদাস পেতাম।* আসল কথা: অন্য ফেরাউনদের চেয়ে খারাপ ছিল না খুফু।'

'কেন এসব তৈরি করত, কেউ জানে না,' আবারও বলল লাবনী। 'মিশর রাজ্যে প্রথমে ছিল ধাপ সমেত পিরামিড। তারপর ইঞ্জিনিয়াররা দক্ষ হলে তৈরি করল মসৃণ দেয়ালের পিরামিড। প্রথমে ডাহ্শুরে লাল একটা তৈরি করেছিলেন স্নেফেরু, ওটাই সত্যিকারের প্রথম পিরামিড। তারপর তাঁর ছেলে গড়লেন আরও বড় পিরামিড। আমরা এখন আছি ওটারই ভেতরে।'

ওপরের স্তরে উঠে হাঁফিয়ে গেছে লাবনী। টের পেল, মোটেও ক্লান্ত নয় রানা ও বেলা। সামনে সমতল প্যাসেজ গেছে সমাধির আরও গভীরে। কয়েক ফুট দূরেই দীর্ঘ এক চেম্বার। ওদিকের দেয়ালের ওপরে সরু প্যাসেজ।

'ওই খাঁজটা কেন?' জানতে চাইল রানা।

'চোর ঠেকাবার জন্যে,' জানাল বেলা, 'এই পিরামিডে বুবি ট্র্যাপ ছিল না, তবে ছিল ছাতে মস্ত এক ভারী পাথর—ভল্টের দরজার মত। খুফুকে সমাধিস্থের পর ওপর থেকে

ফেলে দেয়া হয়েছিল ওটা। গেল আটকে পথ। আর ভেতরে ঢুকতে পারবে না লুঠেরার দল।'

সামনের কক্ষে ঢুকল ওরা। কিছুই নেই ভেতরে। পেছন থেকে এসে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে গেল কয়েকজন টুরিস্ট।

'তো কোথায় গেল ওই পাথর বা দরজা?' জানতে চাইল রানা।

'সব লুঠ করেছে সমাধি-লুঠেরারা,' বলল বেলা, 'পাথর খণ্ড সরিয়ে পথ করে নিয়ে পৌঁছে যায় রাজার সমাধিকক্ষে। ওই যে, ওই পথে যেতে হবে।'

লাবনী ও বেলার পিছু নিল রানা। কুঁজো হয়ে গেল ছোট এক টানেলে ঢুকে। একটু হেঁটে পৌঁছল ফেরাউন খুফুর সমাধিকক্ষে। আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে এখানে রাখা হয়েছিল প্রতাপশালী সম্রাটের মৃতদেহ।

সমাধিকক্ষে প্রায় কিছুই নেই। কক্ষের দৈর্ঘ্য প্রায় চল্লিশ ফুট, চওড়ায় বিশ ফুট। ঘরের মাঝে পড়ে আছে বিশাল এক গ্র্যানেটের সারকোফাগাস। ঢাকনি নেই। হাওয়া হয়েছে সম্রাটের লাশ। দেয়ালেও কোনও কারুকাজ নেই।

'তুতেনখামেনের সমাধির মত নয়, নইলে এখানে থাকত অনেক কিছুই,' বলল বেলা।

'একসময় ঠিকই ছিল খুফুর লাশ,' বলল লাবনী, 'তাকে উপযুক্ত ভাবলে পাতাল জগতে স্থান দেবেন ওসাইরিস। তখন কাজে আসবে বলে সম্রাটের সুখের জন্যে রাখা হয়েছিল প্রয়োজনীয় সব রসদ। বিশেষ করে খাবার ও পানীয়। এ ছাড়া ছিল বিপুল পরিমাণের সোনা-রূপা ও অন্য সম্পদ।'

সমাধিকক্ষে ঢুকেছে ক'জন টুরিস্ট। চারপাশ ঘুরে দেখছে।

সারকোফাগাসের পাশে গিয়ে কী যেন দেখছে লাবনী। একমিনিট পর বলল, 'মনে হয় না কখনও এটায় ছিল খুফুর মামি।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'একঘণ্টার বেশি হলো ঢুকেছি পিরামিডের ভেতর। সমাধিকক্ষ তো দেখা হলো, আর কিছু দেখবে?'

'চলুন, বেরিয়ে যাই,' বলল বেলা, 'এতক্ষণে হয়তো ফিরে এসেছেন ডক্টর মেট্য্।'

মাথা দোলাল লাবনী। 'ঠিক আছে, ফেরা যাক। যদিও মনে হয় না সে ফিরেছে।'

ঢালু প্যাসেজে এবার কষ্ট হলো না নেমে যেতে। পঁচিশ মিনিট পর ওরা ফিরল স্ফিংসের কম্পাউণ্ডে। খোঁজ নিল লাবনী, আসেনি ম্যান মেট্য্। তবে ওকে জানানো হলো, আশা করা যায় আধঘণ্টার ভেতর ফিরবেন তিনি।

স্ফিংসের কাছে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। অবশ্য আধঘণ্টা নয়, পঞ্চাশ মিনিট পর এল ম্যান মেট্য্। তাকে সরকারী সাদা গাড়ি থেকে নামতে দেখে হাসি-হাসি ভঙ্গি নিল বিরক্ত লাবনী। ওর কানের কাছে নিচু স্বরে বলল রানা, 'খেয়াল করেছ? পাশের লোকটা বেলার ফোটোয় ছিল। ক্যামেরা দিয়ে থোঁতা করেছে এরই মুখ।'

'ঠিক!' ম্যান মেট্যের সঙ্গী ডক্টর লুকমান বাবাফেমি। লাবনী খেয়াল করল, টেম্পল অভ স্ফিংসের চেয়ে অনেক কম ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণের ভ্যালি টেম্পল। ওখানে মাথায় হ্যাট ও চোখে সানগ্লাস পরে টুরিস্টদের ভিড়ে মিশে খনন সাইটের কাছে চলে গেছে বেলা। 'বেলার কথা ঠিক হলে ওই লোক চাইবে না কেউ যাক তাঁবুটার কাছে।'

'দেখা যাক তুমি ওদিকে যেতে চাইলে কী করে,' বলল রানা।

ম্যান মেট্যের দিকে চলল লাবনী। পিছু নিল রানা।

'হাই, মেট্য্! মেট্য্! হাই!'

প্রথমে বিস্মিত হলো আর্কিওলজিস্ট, অনিশ্চিত। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল কে ডাকছে। নাক কুঁচকে গেল তার।

‘লাবনী? আপনি এখানে কী করছেন?’

‘ছুটি কাটাতে এসেছি,’ হালকা সুরে বলল লাবনী। ‘আজ রাতেই তো আপনার দুর্দান্ত খনন টিভিতে দেখাবে, তাই না? ভাবলাম, একবার “হ্যালো” বলে যাই।’

‘হল অভ রেকর্ড্‌স্ উন্মোচিত হবে স্থানীয় সময় ভোর চারটেয়,’ সন্দেহের চোখে লাবনীকে দেখছে মেট্‌য্। তার মনে হচ্ছে না ছুটিতে এসেছে মহিলা আর্কিওলজিস্ট। ‘সবই ব্রডকাস্ট হবে।’

অস্বস্তির অনুভূতি নিয়ে লাবনীকে দেখছে লুকমান বাবাফেমি। ‘আপনার বান্ধবী, ডক্টর মেট্‌য্?’

‘কলিগ,’ জোর দিয়ে বলল মেট্‌য্। ‘বলতে পারেন প্রাক্তন কলিগ। লাবনী, ইনি এসসিএ-র রিপ্রেযেণ্টেটিভ, ডক্টর লুকমান বাবাফেমি। আর ডক্টর, ইনি লাবনী আলম। আগে ছিলেন আইএইচএতে। আর এঁকে চিনলাম না।’ রানাকে দেখল মেট্‌য্।

‘ইনি মাসুদ রানা, আমার বয়ফ্রেণ্ড,’ বলল লাবনী। বিব্রত বোধ করছে। খেয়াল করেছে, ওর ডক্টর পদবী উল্লেখ করেনি মেট্‌য্।

লাবনী এ বিষয়ে কিছু বলার আগেই বলে উঠল লুকমান বাবাফেমি, ‘ডক্টর আলম! অফ কোর্স! সত্যিই দুঃখিত, প্রথমে চিনতে পারিনি! সরি!’

‘চেনেননি, কারণ বোধহয় আমার হেয়ারস্টাইল,’ বলল লাবনী, ‘ওটা পাল্টে ফেলেছি।’

‘খুবই খুশি হলাম পরিচিত হয়ে।’ আন্তরিক হাসল লুকমান বাবাফেমি।

‘একই কথা খাটে আমার বেলায়,’ মিশরীয় লোকটার সঙ্গে করমর্দন করল লাবনী। আবারও বলল, ‘ইনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাসুদ রানা।’

‘আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?’ বিড়বিড় করল মেট্‌য্, ‘মাসুদ

রানা? আগেও শুনেছি নামটা। ...কোথায়?'

চুপ থাকল রানা। ওর সঙ্গে করমর্দন করল ম্যান মেট্য্ ও লুকমান বাবাফেমি। ওদিকে স্ফিংসের একটু দূরের ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে আছে লাবনী। নরম সুরে বলল, 'ভাবছি মূল খনন এলাকা ঘুরে দেখতে পাব কি না। এটা কি সম্ভব?'

'সরি,' বলল ম্যান মেট্য্। চেপে বসেছে ঠোঁটে ঠোঁট। 'ওদিকে যেতে পারবে শুধু অথোরাইয্ড্ পার্সোনেল।'

এর কাছে অনুরোধ করে লাভ হবে না, যা বলার বলে দিয়েছে, তাই এবার লুকমান বাবাফেমির উদ্দেশে মধুঝরা কণ্ঠে বলল লাবনী, 'খুবই দুঃখজনক। এসসিএ কি পারে না আমার জন্যে সামান্য ব্যতিক্রম করতে, ডক্টর বাবাফেমি?'

মৃদু মাথা নেড়ে বলল বাবাফেমি, 'আসলে উপায় নেই, ডক্টর আলম। একবার হল অভ রেকর্ড্স্ খোলার পর সব ক্যাটালগ করা হলে, পরে সুযোগ দিতে পারব আপনাকে। তখনও খুব কঠোর সিকিউরিটির ভেতর দিয়ে যেতে হবে।' একটু দূরের গেটের গার্ডদের দেখাল সে। 'মাত্র কয়েক দিন আগে এই সাইটে ঝামেলা হয়েছে।'

'সেরকমই শুনেছি,' বলল লাবনী।

'আপনি শুনেছেন?' ভুরু কুঁচকে ফেলল মেট্য্।

'হ্যাঁ, এক মেয়ে, নাম বেলা আবাসি— তাই না?'

আগেই আলাপ করেছে রানা ও লাবনী, বেলার কথা তুলবে। লোক দু'জনের প্রতিক্রিয়া খেয়াল করছে রানা।

মৌমাছির হুল বিঁধলে যেমন মুখ হয়, তেমনি করেছে ম্যান মেট্য্। লাবনীর কাছে সবই ফাঁস হয়েছে বলে লজ্জিত। গাল লালচে। তবে খুব অস্বাভাবিক লুকমান বাবাফেমির চেহারা। নিতম্বে ভোঁতা আস্ত গজাল ঢুকলে এমন করবে যে-কেউ।

'ওই মেয়ে স্ফিংসের একটা টুকরো চুরি করেছিল, তাই

না?’ নিরীহ সুরে জানতে চাইল লাবনী।

‘হ্যাঁ... তার চেয়েও বেশি কিছু করেছে, হামলে পড়েছে আমার ওপর,’ রেগে গিয়ে বলল বাবাফেমি। একবার ডলে নিল নাকের ডগা।

লাবনীকে দেখে নিয়ে একটু কড়া সুরে জানতে চাইল মেট্য্, ‘এসব কোথায় শুনেছেন? নিশ্চয়ই এসব তথ্য ফাঁস করেছে প্রফেসর ট্রিপের রিসেপশনিস্ট লিপি গোমেয?’

‘না, তার কাছ থেকে কিছুই শুনিনি,’ লিপিকে আড়াল করল লাবনী। ‘যা বলার বলেছে বেলা আবাসি।’

ব্যথা যা ছিল মনে, সেটা হজম করছিল বাবাফেমি, কিন্তু লাবনীর শেষকথায় রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হলো তার চেহারা। ‘আপনি কথা বলেছেন তার সঙ্গে? কোথায়?’

‘নিউ ইয়র্কে,’ অলস সুরে বলল লাবনী। ‘এখানে কী ঘটছে, সেটা নিয়ে অদ্ভুত এক গল্প শোনাল।’

বাবাফেমির চোখে তাকাল রানা।

‘যা শুনলাম, মনে হয়নি মিথ্যা বলেছে সে,’ বলল লাবনী। ‘আর তারপর যা ঘটেছে, সেসবও প্রমাণ হিসেবে কম নয়।’

‘কী ঘটেছে?’ জানতে চাইল ম্যান মেট্য্।

‘গোলাগুলি, গাড়ির ধাওয়া-ধাওয়ি, বিস্ফোরণ ইত্যাদি ইত্যাদি,’ বলল রানা।

‘যাই বলুক, মিথ্যা বলেছে ওই মেয়ে,’ খুব অস্বাভাবিক দ্রুত জানাল লুকমান বাবাফেমি।

নিচের রাস্তার দিকে তাকাল রানা। ‘মিথ্যা বলছে কি না তা সহজেই প্রমাণ করা যায়। মেট্য্, ওই যে ওদিকের তাঁবুটা দেখছেন, আমরা একবার ঘুরে আসতে চাই ওটার ভেতর থেকে। হয়তো ইন্টারেস্টিং কিছু দেখবেন ওখানে।’

‘যেমন?’

‘যেমন, ওখানে হয়তো আছে একটা শাফ্ট্, যেটা গেছে

হল অভ রেকর্ডসের দ্বিতীয় এক দরজার কাছে,' বলল রানা। 'হয়তো আপনার আগেই ওই কক্ষে ঢুকতে চাইছে কেউ।'

পুরো একমিনিট কড়া চোখে ওকে দেখল ম্যান মেট্‌য়্‌, তারপর বলল, 'একেবারে ফালতু কথা বলছেন আপনি।'

'কিন্তু এসব যদি সত্যি হয়?' জানতে চাইল রানা।

'মিথ্যা, সন্দেহ নেই,' সম্বোধন পাল্টে গেল মেট্‌য়ের, 'লাবনী কী করেছে, সবই শুনেছি আমি প্রফেসর ট্রিপের কাছে। টিভির অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপন দেখে মাথা খারাপ হওয়ার দশা তার। হিংসায় জ্বলেপুড়ে পাগল হয়ে উঠেছে। ভুলে গেছে নিজের সময়ে কম করেনি। টিভিতে দেখা যায়নি তাকে? টাইম পত্রিকার প্রচ্ছদে ছাপা হয়নি তার ছবি?' বাঁকা হাসল ম্যান মেট্‌য়্‌। 'এবার অন্য কারও ওপরে স্পটলাইট পড়তেই আর সহ্য হচ্ছে না— তাই না?'

'আমাকে নিয়ে নয়, কথা হচ্ছিল আর্কিওলজিকাল ট্রেযার রক্ষা বিষয়ে,' বলল লাবনী, 'আপনাকে এবং আইএইচএকে মস্তবড় অপমান থেকে রক্ষা করতে চাইছি আমরা।'

বাতাসে হাতের ঝাপটা দিল মেট্‌য়্‌। 'বাদ দাও! কোনও কারণে আইএইচএ ছোট হয়ে থাকলে, তা হয়েছে তোমার জন্যে, লাবনী আলম! নিজেকে রক্ষা করতে মিথ্যার পর মিথ্যা বলছে বেলা আবাসি। তোমার পথেই হাঁটছে সে।'

গম্ভীর হয়ে গেছে রানার মুখ। নিচু স্বরে বলল, 'আপনি কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। ভদ্রতা বজায় রাখুন।'

'নইলে কী করবেন?' বাঁকা হাসল ম্যান মেট্‌য়্‌।

যে-কোনও সময়ে রানা কিছু করে বসবে, সে ভয়ে তাড়াহুড়ো করে বলল লাবনী, 'আমরা কিন্তু বলছি না যে আপনাকে কিছু বিশ্বাস করতে হবে। দেখুন না শুধু ওই তাঁবুর ভেতর? আমরা যদি ভুল বলে থাকি, মুখের ওপর হাসবেন। এর বেশি কিছু চাইছি না আপনার কাছে।'

'স্রেফ উন্মাদের পাল্লায় পড়েছি,' বলল বাবাফেমি,

‘ওদিকে কোনও শাফ্‌ট্ নেই। ডাকাতিও করছে না কেউ।’

‘আপনি তাই বলছেন, কিন্তু এ কথা মিথ্যাও তো হতে পারে,’ বলল রানা।

রাগী চোখে ওকে দেখল মিশরীয় কর্তৃপক্ষ। ‘আপনি কোনও কারণ ছাড়াই আমাকে অপমান করছেন!’

‘একবার তাঁবু থেকে ঘুরে এলেই জানা যাবে, আসলে কী হচ্ছে,’ বলল রানা। ‘আপনার ভয় কীসের?

সিকিউরিটি গেটের দিকে হনহন করে চলল বাবাফেমি। না ঘুরে চাপা স্বরে বলল, ‘ডক্টর মেট্‌য্, যার খুশি অপমান করবে, সেজন্যে এখানে অপেক্ষা করব না! আপনার সঙ্গে দেখা হবে এক্সকেভেশন সাইটে! এরা বেয়াড়াপনা করলে ঘাড় ধরে মালভূমি থেকে বের করে দেব।’ গেটের সামনে যেতেই হাত তুলে তাকে থামতে ইশারা করল এক গার্ড। তার জানা নেই কে এই লোক। অবশ্য, পাশের গার্ড কী যেন বলতে পিছিয়ে গেল সে।

আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ম্যান মেট্‌য্। ‘সত্যি তোমার জন্যে খারাপ লাগছে, লাবনী। এত নিচে নেমে যাবে, ভাবতেও পারিনি। দুঃখ বোধ করব, না হাসব, জানি না!’

‘অর্থাৎ, তুমি ওই তাঁবুর ভেতরটা দেখবে না?’ জানতে চাইল লাবনী। “আপনি” থেকে নেমে এসেছে “তুমি”তে।’

ঘুরে রওনা হয়ে গেল ম্যান মেট্‌য্। ‘ডক্টর বাবাফেমি, একটু অপেক্ষা করুন, আমিও আসছি!’

এবার দুই গার্ড থামাল আর্কিওলজিস্টকে। আইডি দেখে তারপর পথ ছাড়ল।

‘এত নির্বোধ, উফ্,’ বলল লাবনী, ‘একবার ওখানে উঁকি দিলেই সব পরিষ্কার বুঝত!’

‘সতর্ক করেছ,’ বলল রানা, ‘একই কথা খাটে প্রফেসর ট্রিপের বিষয়ে। এরপর আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রমাণ করে দেয়া, ওরা ভুল করেছে।’

‘এত বড় কাজ যারা হাতে নিয়েছে, হল অভ রেকর্ডসের গেট মেট্য্ খোলার আগেই সরিয়ে ফেলবে সব প্রমাণ। কেউ জানবে না লুঠ হয়েছে অতিমূল্যবান কিছু।’ ভ্যালি টেম্পলের দিকে তাকাল লাবনী। ওদের দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে বেলা। ‘এবার আবার কী হলো?’

কাছে যাওয়ার পর জানতে চাইল বেলা, ‘তারপর? ম্যান মেট্য্ তাঁবুর ভেতরে তল্লাসী করবে?’

‘লুকমান বাবাফেমির ওপর পুরো বিশ্বাস আছে তার,’ বলল রানা।

‘ও।’

‘ম্যান মেট্য্ ঘৃণা করে আমাদেরকে,’ বলল লাবনী।

লাবনী ও রানা ব্যর্থ হবে, ভাবেনি বেলা। ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। ‘এখন? আর তো কিছুই করার নেই!’

‘আমাদের কথা শুনবে না মেট্য্, ডাকাতিতে জড়িত বাবাফেমি, ওদিকে ওই কম্পাউণ্ডে ঢুকতে পারব না আমরা,’ বলল লাবনী।

পকেট থেকে আইডি বের করল বেলা। ‘এটা আছে আমার কাছে। গেটের গার্ডরা নতুন, চিনবে না আমাকে। আমি হয়তো ঢুকতে পারব ওখানে।’

‘তারপর কী করবে?’ জানতে চাইল লাবনী। ‘নাদির মাকালানির লোক দেখলেই তো খুন করবে তোমাকে। যদি প্রাণে বেঁচে বেরিয়েও আসো, কোনও প্রমাণ হাতে তুলে দিলেই ম্যান মেট্য্ গ্রেফতার করাবে, রক্ষা পাবে না।’

‘কিছুই কি করার নেই?’ বলল বেলা। ‘আইএইচএ হল অভ রেকর্ডসের গেট খুলবে মাত্র আঠারো ঘণ্টা পর। অর্থাৎ, এরইমধ্যে সব সরিয়ে নেবে ডাকাতরা। যা করার করতে হবে আমাদেরই! যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে শয়তানের দলকে!’

‘চাই না লুঠ হোক হল অভ রেকর্ড্স্,’ বলল রানা। ‘তবে হাতে শক্ত প্রমাণ না পেলে অনুচিত হবে মিশরীয় কর্তৃপক্ষের

কাছে যাওয়া। আমাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। জেলেও পুরে দিতে পারে।'

'তো হাল ছেড়ে দেব?' অবিশ্বাস নিয়ে বলল বেলা। পকেট থেকে নিল একটা ম্যাগাযিনের পাতা। তাকাল লাবনীর দিকে। 'সবাই বলেছিল আটলান্টিস নেই। আপনি প্রমাণ করেছেন, তা আছে। আপনি আবিষ্কার করেছেন শিবের গুহা। সেই আপনি হার মেনে নেবেন?'

'ওই দু'বার পাশে ছিল ও,' বাঙালি গুপ্তচরকে দেখাল লাবনী। 'ও না থাকলে...'

'তো আপনিও হেরে যাবেন এদের কাছে?' রানার দিকে ফিরল বেলা। 'আপনার ব্যাপারে যা শুনেছি, সব কি মিথ্যা?'

'থাক্, আমাকে উস্কে দেয়ার জন্যে গরম-গরম বক্তৃতা দিতে হবে না তোমার,' মৃদু হাসল রানা, 'আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী কাজে নামব।'

'কীভাবে?' বলল লাবনী, 'ওই কম্পাউণ্ডে পনেরোজন আর্কিওলজিস্ট, একদল টিভি ক্রু, আর তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে দলে দলে গার্ড! আমরা কিছুই করতে পারব না!'

'এরা সবাই সাইটে উপস্থিত থাকবে, এমন নয়,' বলল রানা, 'ভোরে ব্যস্ত হবে আইএইচএর সদস্যরা। তাদের সঙ্গে যাবে টিভির ক্রুরা। কিন্তু তার আগে ঘুমিয়ে নেবে সবাই। তখন গার্ডও থাকবে কম।' উঁচু দেয়াল দেখল রানা। 'আজও বণ্ডের "দ্য স্পাই হু লাভ্ড্ মি" সিনেমার দৃশ্যের মত লাইট শো দেখায়?'

মাথা দোলাল বেলা আবাসি।

'সবার চোখ থাকবে স্ফিংসের দিকে,' বলল রানা।

অবাক চোখে ওকে দেখছে লাবনী। 'তুমি ভাবছ...'

'হয়তো উপায় আছে,' বলল রানা, 'তবে, বেলা, ধরা পড়ার ঝুঁকি নিতে হবে তোমার। রাজি আছ?'

মানা করে দেয়ার জন্যে তরুণীর দিকে ফিরল লাবনী,

কিন্তু আগেই বলে উঠল বেলা, 'অবশ্যই রাজি! কী করতে হবে?'

'প্রথম কাজ হবে ধরা না পড়ে ওই গেট পেরিয়ে যাওয়া,' একটু দূরের গেট দেখাল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর দূরে তাকাল কায়রো শহরের দিকে। 'তবে তার আগে চাই সামান্য শপিং।'

সাত

সাউণ্ড অ্যাণ্ড লাইট শো শুরু হওয়ার একটু পর আবারও কায়রো শহর ছেড়ে গিজায় ফিরল রানা, লাবনী ও বেলা।

স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ঝিকঝিক করছে স্ফিংস, ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের দেখল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর ওর চোখ পড়ল পেরিমিটারের বাইরে এক দালানের ওপর। লাবনী ও বেলাকে বলল, 'দেখেছ, স্ফিংস সরাসরি চেয়ে আছে ওই পিযা হাটের দিকে।'

'ওই পিযা হাট যখন ছিল না, তখনও স্ফিংস ছিল,' বলল বেলা, 'আঠারো শ' সাতান্ন সালে একলোক পেল প্রাচীন এক স্ক্রল। ওটা অনুযায়ী খাফ্রে যখন তৈরি করেননি তাঁর পিরামিড, তখনও নাকি ছিল স্ফিংস। চোখ সূর্যোদয়ের দিকে। বাধ্য হয়েই স্ফিংস থেকে সরে পুবে তাক করা হলো পিরামিডের মুখ।'

'এটা নিয়ে কারও কারও আপত্তি আছে,' বলল লাবনী। 'সবই পরিষ্কার জানা যাবে হল অভ রেকর্ড্স্ খোলা হলে।'

‘তৃতীয় রাজবংশের ফেরাউনরা কিন্তু হল অভ রেকর্ড্‌স্‌ সম্পর্কে কিছুই লেখেননি,’ বলল বেলা, ‘এত আগের কীর্তি, হয়তো জানতেন না এখানে আছে ওটা। খাফ্রের সময়ের চেয়েও পুরনো বলেই হয়তো এত বেখাপ্পা আকারের স্ফিংস। শরীরের সঙ্গে মানানসই নয়, যেন বসিয়ে নিয়েছে বিড়ালের মাথা।’

কম্পাউণ্ডের গেট থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

গেটের দিকে তাকাল বেলা। ওখানে দু'জন ইউনিফর্ম পরা গার্ড। ‘আগে কখনও এদেরকে দেখিনি।’

‘তুমি শিয়োর তো?’ জানতে চাইল রানা।

‘এরা দেখতে ভাল, শক্তপোক্ত শরীর। আগে দেখলে ভুলতাম না।’

‘ভেবে দেখো, ঝুঁকিটা নেবে কি না,’ বলল লাবনী।

‘আমি তৈরি,’ হাসল বেলা। আইডি বের করে গেটের দিকে পা বাড়িয়েও থামল। খুলে নিল শার্টের ওপরের দুটো বোতাম।

‘এটা করলে কেন?’ জানতে চাইল লাবনী।

‘আইডি থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়ার জন্যে।’ টাইট ব্রা আকাশমুখী করেছে বেলার দুই বিশাল স্তনকে। ঠোঁটে ফুটে উঠল লাজুক, মিষ্টি, লোভনীয় হাসি। কোমর দোলাতে দোলাতে গেটের সামনে গিয়ে থামল ও। ওপরে তুলে ধরেছে আইডি কার্ড।

রানা ও লাবনী একটু দূর থেকে খেয়াল করল, বেলার মুখের দিকে মনোযোগ নেই দুই গার্ডের। তাদের চার চোখ চাটছে উদ্যত দুই ফরসা স্তন। কয়েক সেকেণ্ড পর খেয়াল হতে গেট খুলে দিল ডানদিকের যুবক। তাকে দারুণ এক হাসি দিয়ে কম্পাউণ্ডের অভ্যন্তরে ঢুকল বেলা।

‘এবার রওনা হব আমরা,’ রাস্তা দেখাল রানা।

‘ভাবাই যায় না,’ ভুরু কুঁচকে বলল লাবনী, ‘বুক দেখিয়ে

মন জয় করে নিল!'

'হিংসে লাগছে তোমার?' নিরীহ সুরে বলল রানা।

'না।' আরও গম্ভীর হলো রূপসী লাবনী। 'তবে দেখেছি তুমিও ড্যাব-ড্যাব করে দেখছিলে। ব্রার ভেতর ওগুলো কিন্তু নকল।'

'নকল? সত্যি?' মুচকি হাসল রানা।

'হ্যাঁ! কাঠির মত সরু শরীরে মস্তবড় দুই তরমুজ ঝুলিয়ে নিলেই হলো? তবে এটাও ঠিক, ওর বাবা প্লাস্টিক সার্জন। অঙ্কটা তো বুঝতেই পারছ। তা ছাড়া, ও তোমার ছোটবোনের মত।'

'আমার অন্তর ভাঙার জন্যে ধন্যবাদ।' লাবনীর হাত ধরে রওনা হয়ে গেল রানা।

রাস্তার যে অংশ কন্সট্রাকশন সাইটের ওপরে, ওখানে পৌঁছে গেল ওরা। নিচে চেয়ে দেখল, ওই তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে দুই গার্ড। আরও দু'জনের দিকে মনোযোগ গেল ওদের। ওই দুই লোক বেরিয়ে এসেছে তাঁবু থেকে। দু'জনের মাঝে বড় একটা কেস। চলে গেল একটু দূরের গেট লক্ষ্য করে।

'এরই ভেতর হল অভ রেকর্ড্স্ ফাঁকা করতে শুরু করেছে এরা!' বলল লাবনী।

'তোমার ধারণা, ওই বাক্সে যোডিয়াক আছে?' জানতে চাইল রানা।

'হয়তো। বা ওটার অংশ। সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে সরাতে হলে কেটে ছোট করতে হবে। হায়, আল্লা, আমরা বোধহয় অনেক দেরি করে ফেলেছি!'

তিন মিনিট পর আবার ফিরল লোক দু'জন। এখন হাত খালি। আবার ঢুকল তাঁবুর ভেতর।

'কাজ শেষ হয়নি ওদের,' বলল রানা।

'গুড, হয়তো ঠেকাতে পারব। বেলাকে দেখেছ?'

ওপরের মন্দিরের এক দেয়ালের কাছে ওকে দেখল রানা। আড়াল থেকে দেখেছে বাক্স বয়ে নিয়ে গেছে দুই লোক। 'ওই যে, ওখানে বেলা,' লাবনীকে দেখাল রানা। হাত তুলে ইশারা দিল। গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে কন্স্ট্রাকশন সাইটের দিকে চলল বেলা। 'এবার প্রার্থনা করো, লাবনী, আগের দুই গার্ডের মত যেন লোভী হয় এদিকের দু'জন।'

চামড়ার জ্যাকেট সরিয়ে শার্টের তলা থেকে বিশ ফুটি নাইলন দড়ি বের করছে রানা। ওটা আছে ওর কোমরে জড়ানো। হাতে করে আনলে সন্দেহ করত ঘুমন্ত টুরিস্ট পুলিশও। দড়ির প্যাঁচ খুলে লাবনীকে বলল রানা, 'রেডি হও, এবার দেখবে আমার আণ্ডারওয়্যারে কী আছে।'

ভুরু কোঁচকাল লাবনী। 'একটা ক্রিকেট ব্যাট আর দুটো বল?'

'উঁহুঁ, অন্য কিছু।' আণ্ডারপ্যান্টের বিশেষ এক বাকলের তলা থেকে বেরোল লোহার হুক। মেটাল ডিটেক্টর খোঁজ পায়নি ওটার। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেল দড়ি ও হুক। ওদিকে ওপরের মন্দির থেকে নেমে মেরামতের সাইটের দিকে চলেছে বেলা। টেনে নিয়েছে গার্ডদের দৃষ্টি।

দেয়ালের কাছে বড় এক পাথরের স্ল্যাবে দড়ি পেঁচিয়ে নিল রানা। নার্ভাস চোখে হুক দেখছে লাবনী। 'এই দড়ি বা হুক সত্যি ওজন নেবে তো তোমার?'

'তোমারও, ভয় পেয়ো না,' বলল রানা।

বেলা কমলা নেটিঙের কাছে যাওয়ার আগেই ওর দিকে এগোল গার্ডরা। চট্ করে রানা দেখল, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তায় কেউ আসছে না। দু'সেকেণ্ড পর দড়ি ফেলে দেয়াল টপকে নামতে লাগল ও। গতি বাঁদরের। ওর মুখ দেয়ালের দিকে তাক করা। পাথরে ঘষা লেগে মৃদু কর্কশ আওয়াজ তুলছে হুক। কাঁধের ওপর দিয়ে নিচে তাকাল রানা। বেলার প্রায় কাছে পৌঁছে গেছে দুই গার্ড। ওর নিজের নামতে হবে আরও

দশ ফুট... আট... ছয়...

থমকে গেছে বেলা। বাধ্য করছে লোকদু'জনকে এগিয়ে আসতে।

শেষ ছয় ফুট বাকি থাকতেই লাফিয়ে নামল রানা। প্রায় কোনও আওয়াজই হলো না। ব্যাঙের মত বসেই পরক্ষণে আবার উঠে দাঁড়াল, একছুটে চলে গেল ইঁটের উঁচু এক পাঁজার আড়ালে। এদিকে ক্যামেরা তুলে ধরেছে বেলা। আরেক হাতের ইশারায় দেখাল স্ফিংস। লাইট শো-র বর্ণনাকারীর জোরালো কণ্ঠের নিচে চাপা পড়ল বেলার কথা। বোধহয় গার্ডদের অনুরোধ করছে, যেন তাদের কেউ ছবি তুলে দেয় পেছনের স্ফিংসের সঙ্গে ওর।

মনে হলো না রাজি হলো দুই গার্ড। বামদিকের লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল আইডি দেখার জন্যে। নিঃশব্দে ওদিকে ছুট লাগাল রানা। ওদিকে কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে আবারও ওর দুই টুইন-টাওয়ার দেখাল বেলা।

এবারের দুই গার্ড অনেক সতর্ক। ডানদিকের লোকটা অধৈর্য হয়ে তুড়ি বাজাল। কই আইডি?

রানা পেছন থেকে গার্ডদের দিকে ছুটে আসছে, দেখতে পেয়েছে বেলা। ব্যস্ত হয়ে পকেট খুঁজতে লাগল। দশ সেকেণ্ড পর বের করল আইডি। প্রায় ছোঁ দিয়ে ওর হাত থেকে ওটা নিল ডানদিকের গার্ড। ফ্ল্যাশলাইটের আলো তাক করল কার্ডের ওপর।

এদিকে প্লাস্টিকের নেটিং পেরিয়ে এল রানা। খেয়াল করল, হোলস্টারের খুব কাছে লোকদু'জনের ডান হাত। এখন পায়ের শব্দ পেলে, বা পেরিফেরাল ভিশনে ধরা পড়লে...

বেলার দিকে তাকাল গার্ড। আলো ফেলল ওর মুখে। ভুরু কুঁচকে গেল লোকটার।

চিনে ফেলতে শুরু করেছে সে...

‘হায়, ঈশ্বর!’ বেসুরো চিৎকার দিল বেলা। ঘুরেই তাকাল পশ্চিমে। ‘ওই দেখুন! পিরামিড!’

কী হয়েছে দেখতে চরকির মত ঘুরল দুই গার্ড। ওই একইসময়ে তাদের পেছনে পৌঁছুল রানা। গায়ের জোরে দু’হাতে দুই মাথা ধরে ঠুকে দিল। আওয়াজ হলোঃ ঠকাস্ লতা গাছের মত মাটিতে নেতিয়ে পড়ল দুই অচেতন গার্ড।

ভয় পেয়ে এক লাফে পিছিয়ে গেছে বেলা। ‘হায়, ঈশ্বর মেরেই ফেলেছেন?’

‘না, মরেনি,’ বলল রানা। ‘হাত লাগাও আমার সঙ্গে।’

‘মনে হলো সিনেমার মত ঘটল সব! কাজটা করলেন কীভাবে?’

‘সহজ কাজ, দুটো মাথা জোগাড় করো, তারপর আচ্ছামত ঠুকে দাও।’ অচেতন এক গার্ডের দুই বগলের ভেতর হাত ভরল রানা, তারপর টেনে নিয়ে চলল। লোকটা লাশ হয়ে গেছে কি না ভেবে একবার শিউরে উঠল বেলা তারপর সাহায্য করল রানাকে। ধুলোর উঁচু এক স্তূপের ওদিকে গার্ডকে সরিয়ে নিল ওরা।

প্রথম গার্ডকে লুকাবার পর তার সঙ্গীকে নেয়ার জন্য ফিরল রানা। মুখ তুলে দেখল দেয়াল। খুব দ্বিধা নিয়ে দড়ি বেয়ে নামছে লাবনী। দ্বিতীয় গার্ডকে সরাবার পর রানা দেখল, প্রায় মাটির কাছে নেমে এসেছে ওর বান্ধবী।

দড়ি ধরে রেখে ঘুরে লাবনী দেখল, খুব কাছেই হাজির হয়েছে রানা।

পিছনেই বেলা, অবাক হয়ে বলল, ‘সত্যিই দেখার মত মাসের পর মাস ব্যায়াম না করা শরীর নিয়েও...’

ওপর থেকে এল মৃদু মট্ আওয়াজ। অতিরিক্ত ওজন নেয়ায় ভেঙে গেছে ধাতব হুক। শেষ তিন ফুট ওপর থেকে ধুপ্ করে বালির ওপর পড়ল লাবনী। চমকে গেছে। ‘যাহ্!’

‘কেউ কারও ওজন নিয়ে কথা বলবে না,’ মুচকি হেসে

নিষেধ করে দিল রানা।

'হুঁ, নিজে নেমে দুর্বল করেছ হুক, নইলে...' উঠে দাঁড়িয়ে নিতম্ব থেকে বালি ঝাড়ল লাবনী।

দড়ি মুড়িয়ে নিয়ে রওনা হলো রানা। জিনিসটা লুকিয়ে ফেলবে কোথাও।

'নরকের এই দুটো কীসের তৈরি?' বেলার বুকে তর্জনী দিয়ে খোঁচা দিল লাবনী। 'আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলো!'

'কেন, কাজ তো ভাল করে,' আপত্তি আছে বলে শার্টের ওপরের দুই বোতাম আটকে নিল বেলা।

'রানা কিন্তু বাংলাদেশ আর্মিতে ছিল, নকল জিনিস ঠিকই চিনবে। ওগুলো বেশি চোখা।'

'উনি আর্মিতে ছিলেন?' অবাক হয়েছে বেলা। 'ও।'

'বহুবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

'ইয়ে... তা ওঁর কোনও ছোট ভাইটাই নেই?'

'নেই। তোমার কপাল মন্দ।' তাঁবুর কাছে গিয়ে কান পাতল লাবনী। ওর মনে হলো না ভেতরে কেউ আছে। সরিয়ে ফেলল একদিকের ফ্ল্যাপ। বেলার কথামতই, এক পাশে কাঠ জাতীয় কিছু দিয়ে তৈরি কিউবিকল।

'সত্যিই কপাল মন্দ,' বিড়বিড় করল বেলা। এখন আর একটু দূরের টেবিলে কিছুই নেই। 'ওটার ওপর ছিল সব প্ল্যান। সরিয়ে ফেলেছে।' ঘুরে তাঁবুর দরজা থেকে দূরে তাকাল বেলা। 'ওই যে দুই লোক বাক্স নিয়ে গেল, তাদের একজন ছিল সিকিউরিটি চিফ মাধু কামিল। ওদের কাজ হয়তো প্রায় শেষ। দেরি করে ফেলেছি আমরা।'

বেলার কথাই ঠিক। মালভূমির মেঝে খুঁড়ে নিচে গেছে একটা কূপ। তলা থেকে আসছে জেনারেটরের চাপা গর্জন। এ ছাড়াও, আছে আবছা কর্কশ আওয়াজ। ড্রিল মেশিন।

ফিরে এসেছে রানা। খুলে ফেলল কিউবিকলের দরজা।

পা রাখল মইয়ের ওপরের ধাপে। 'এবার, চলো, গিয়ে দেখি কী করে এরা।'

রানাকে একবার দেখে নিয়ে পনিটেইল বাঁধল লাবনী। গুরুর চুল বাঁধা দেখে হাসছে বেলা। স্পর্শ করল নিজের পনিটেইল। রানা নামতে শুরু করার পর মই বেয়ে নামতে লাগল ওরা।

সোজা বিশ ফুট নিচে ঢালু, পাথুরে মেঝেতে শেষ হয়েছে মই। দু'পাশে পাথরের দেয়াল। চারপাশ দেখে নিল রানা। এদিকে নেই কেউ। ওর পাশে পৌঁছে গেল লাবনী ও বেলা।

উত্তরদিকে বালির দেয়াল। হাজার হাজার বছর পর নতুন করে খোলা হয়েছে দক্ষিণের সুড়ঙ্গ, হারিয়ে গেছে দূরে। প্রতি পনেরো ফুট পর পর ছাতে ঝুলছে জ্বলন্ত বাল্‌ব্।

বৈদ্যুতিক বাতি বা সুড়ঙ্গ গেছে সোজা স্ফিংসের দিকে। বেলা যে নক্সা দেখিয়েছিল, ওটা নিখুঁত।

হল অভ রেকর্ডসের পুবের সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ঢুকতে চাইছে আইএইচএ টিম। কিন্তু আগেই একদল ডাকাত খুলেছে উত্তর দিকের সুড়ঙ্গ। ওটা রাজকীয়। ওসাইরিয়ান টেম্পলের লোক ছাড়া কেউ জানে না ওটার অস্তিত্ব। ম্যান মেট্‌য্ অন্য কোনও প্রবেশপথের কথা ভাবেইনি। মগজে ছিল ঠিক সময়ে খুলবে প্রাচীন সুড়ঙ্গ। টিভি ক্যামেরায় শত কোটি মানুষ দেখবে তাকে। লোকটা যে ধরনের ভুল করেছে, তাতে হয়তো মস্তবড় ক্ষতি হবে আর্কিওলজিকাল সমাজের।

রানা নাক কুঁচকে কী যেন শুঁকছে।

ভুরু নাচাল লাবনী।

'পাথর কাটছে,' বলল রানা।

এবার গন্ধটা পেল লাবনী ও বেলা।

'পাথর কাটলে এমন গন্ধ হয়?' জানতে চাইল লাবনী।

'বাধ্য হয়ে আগে ওই কাজ করতে হয়েছে,' বলল রানা।

'জীবনে কী করোনি?'

মৃদু হাসল রানা। 'রহস্যময় পুরুষ, বুঝতেই পারছ।'

'তাতে সন্দেহ কী!'

'ঈশ্বর! মনে হচ্ছে পাতালে নেমেছি।' চারপাশ দেখছে বেলা। দেয়ালের বালি চিমটি দিয়ে তুলে দু'আঙুলে ডলল। দেয়াল থেকে বালি সরে যাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে লালচে পাথর। 'পিঙ্ক গ্র্যানেট। সম্ভবত এসেছে আসওয়ান এলাকা থেকে। রাজকীয় সুড়ঙ্গ। অন্য কারও জন্যে এত খরচ করত না ফেরাউনরা।'

'ঠিক জিনিস চিনেছ?' অনিশ্চিত সুরে বলল লাবনী।

'অবশ্যই! মিশরীয় ব্যাপারে অনেক কিছুই জেনেছি দাদুর কাছ থেকে। তবে আইএইচএর অন্যদের চেয়ে কম জানি।' রানার দিকে তাকাল বেলা। 'আমরা এবার কী করব?'

'পিছু নাও,' বলল রানা, 'সতর্ক থাকবে। যে-কোনও সময়ে বিপদ আসতে পারে।'

সুড়ঙ্গের তিনভাগের দু'ভাগ পেরোবার পর ওরা বুঝল, সামনে আছে গ্যাস চালিত জেনারেটর। ওটার একযস্ট হোস পাইপ গিয়ে উঠেছে তাঁবুর ভেতর।

জেনারেটর পেরোবার সময় রানা দেখল, একসময়ে ধসে পড়েছিল সুড়ঙ্গ। পরে কাঠের বিম দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে ছাত। যে-কোনও সময়ে আবারও নেমে আসতে পারে।

'ধস নেমেছিল,' বলল রানা। সাবধানে জায়গাটা পেরিয়ে গেল ওরা।

'পেছনে আবারও ছাত ধসে যেতে পারে,' ভয় পেয়ে বলল লাবনী।

'মনে হয় না,' দ্বিমত পোষণ করল রানা। 'নতুন করে ছাত মেরামত করেই কাজ ধরেছে এরা। অন্তত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলছে খোঁড়াখুঁড়ি। ...কী করছ, বেলা?'

চোখের সামনে ক্যামেরা তুলে বাটন টিপল মেয়েটা। 'প্রমাণ সংগ্রহ করছি।'

'ফ্ল্যাশ ব্যবহার করবে না! আলো দেখবে কেউ!'

'জানি, বস! ভিডিয়ো রেকর্ড করছি।' খুদে যন্ত্রটার কণ্ট্রোল নাড়াচাড়া করছে বেলা। ফিল্ম নিল ছাতের। এগোতে শুরু করেছে রানা ও লাবনী। 'আরেহ্, এক্‌মিনিট!'

কয়েক মিনিট হাঁটার পর সুড়ঙ্গের শেষমাথায় পৌঁছে গেল ওরা। সামনে চেম্বারের প্রবেশপথে বালিমাখা, কারুকাজ করা কয়েকটা পুরু পিলার। অনেক জোরালো শোনাল পাথর কাটা ড্রিল মেশিনের গর্জন।

ঘরের ভেতরে উঁকি দিল রানা। এখন আর ওদিকে জ্বলছে না সাধারণ বাল্‌ব্। জায়গায় জায়গায় হেভি-ডিউটি ট্রাইপড থেকে সূর্যের মত অত্যুজ্জ্বল আলো দিচ্ছে রাশি রাশি বাতি। সব আলো গিয়ে পড়ছে পশ্চিমের বড় এক আয়তক্ষেত্রাকার ঘরে। তবে ওখানে কেউ নেই। পশ্চিম দেয়ালের দরজার ওদিক থেকে এল পাথর কাটার আওয়াজ। ওদিকেও উজ্জ্বল আলোর বন্যা। চেম্বারে ঢুকে হাতের ইশারা করল রানা।

ওর পিছু নিল লাবনী ও বেলা।

'সর্বনাশ, রানা, এসব কী দেখছি!' চাপা স্বরে বলল লাবনী।

বেলা হতবাক।

মস্তবড় ঘরের একমাথা থেকে আরেক মাথা দু'সারি পুরু, বৃত্তাকার পিলার। প্রতিটার গায়ে অসংখ্য হায়ারোগ্লিফ। দেয়ালেও একই জিনিস। নানান খোপে শুকনো মাটির বাক্স, ভেতরে সংগ্রহ করা হয়েছে প্যাপিরাস স্ক্রল।

এটাই হল অভ রেকর্ড্‌স্!

মাত্র ক'দিন আগেও সবাই বলত, পৌরাণিক কাহিনী ওটা। আজ হয়ে উঠেছে জীবন্ত বাস্তব।

অবাক চোখে রানাকে দেখল লাবনী। গা শিরশির করছে ওর। কী কপাল, হাজার হাজার বছর পর যারা প্রবেশ করল

হল অভ রেকর্ডসের কক্ষে, তাদের ভেতর একজন ও নিজে!

প্রাচীন সব নিদর্শনের মাঝে দেখা যাচ্ছে আধুনিক মানুষের তৈরি যন্ত্রপাতি। হুইলওয়ালা এক জ্যাকের ওপরে মস্তবড় এক পাথরের চাঁই। ওটা দিয়েই বন্ধ ছিল হল অভ রেকর্ড্স্। ডাকাতি শেষ হলে ওই পাথরের চাঁই আবারও ঠিক জায়গায় রাখবে ডাকাতের দল।

ধুলোভরা মেঝেতে বেশ ক'জনের নানান আকৃতির বুটের ছাপ। প্রবেশপথের পাশে ওয়ার্কবেঞ্চে একটা পোশাক দেখে লাবনীকে নিচু স্বরে বলল রানা, 'লাবনী, ওটা চিনতে পেরেছ?'

মাথা দোলাল লাবনী। 'হুঁ। সাপের চামড়ার জ্যাকেট।'

চেম্বারের পুবে গেল রানার চোখ। আরেকটা দেয়ালের পাশে আরও কিছু পিলার। ওদিকে দ্বিতীয় এণ্ট্র্যান্স। ওই পথে ঢুকবে আইএইচএর ম্যান মেট্য্ এবং তার সহকারীরা।

কক্ষের আরেক পাশে চলে গেছে বেলা।

ওখানে রয়েছে ধুপ-ধুপ শব্দ তোলা কমপ্রেসর এবং একটি ইলেকট্রিকাল জাংশান বক্স। খাটো প্যাসেজ পেরিয়ে পরের কক্ষে গেছে পাওয়ার কেব্ল্ ও হোস। বেলা প্যাসেজে পা রাখতেই হাতের ইশারায় ওকে ফিরতে বলল রানা। নিজে চলে গেল রাজকীয় প্রবেশপথের ঠিক উল্টোদিকে।

পিছু নিয়েছে লাবনী। ওরা দেখল এপাশের এণ্ট্র্যান্সের কাছে পায়ের জুতোর কোনও দাগ নেই। আলো নেই কাছের চেম্বারে। হল অভ রেকর্ডসের আর সব জায়গা বাদ দিয়ে বিশেষ একটি অংশে মনোযোগ দিয়েছে লুঠেরার দল।

'এদিকের ঘর ঘুরে গিয়ে মিশেছে ড্রিলের ঘরে, ওদিকে আবছা আলো দেখছি,' বলল রানা। হাতে বেরিয়ে এসেছে ছোট পেনলাইট। সরু আলোয় দেখল, ওরা যে কক্ষে দাঁড়িয়ে আছে, তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সামনের কক্ষ ছোট। দেয়ালের অসংখ্য খুপরিতে মাটির বাক্স। রাখা হয়েছে প্রাচীন আমলের

জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক স্কুল। মহাকালের আগ্রাসনে ক্ষতি হলেও ধসে পড়েনি কক্ষ। অবশ্য, ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে একটা পিলারের একাংশ। মেঝেতে পড়ে আছে বড় কয়েক টুকরো পাথর।

ঘুরে ট্রাইপড দেখল রানা। পাশেই ওপরে উঠেছে চওড়া ধাপের সিঁড়ি। রানার দিকে তাকাল লাবনী। 'আমরা চাইলে ঢুকতে পারব স্ফিংসের দেহে।'

'আসলে ওটার বুকে,' জানাল রানা।

ড্রিল মেশিনের কর্কশ শব্দের ওপর দিয়ে শুনল ওরা মানুষের কণ্ঠ।

'যাবে, রানা?' বলল লাবনী। 'খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

'দেখে ফেললে কিন্তু বিপদ হবে।'

'ওদিকে আলো বেশি, এদিকে কম, দেখবে না।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা।

বেলা আছে সিঁড়ির একদিকে কক্ষের কাছে। আলো বেশি ওখানে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠল রানা ও লাবনী। তবে পাঁচ ধাপ সিঁড়ি থাকতেই লাবনীর হাত ধরল রানা। থেমে গেল ওরা। ওপরের কক্ষ ভালভাবেই দেখছে। দু'জনেরই বুকে বইতে শুরু করেছে অ্যাড্রেনালিনের স্রোত। রানা টের পেল, দাঁড়িয়ে গেছে ওর ঘাড়ের খাটো রোম।

ওপরের কক্ষে ক'জন লোক। সাপের চামড়ার জ্যাকেট না থাকলেও তাদের মধ্যে একজনকে পরিষ্কার চিনল ওরা। এর নাম বলেছিল বেলা আবাসিঃ ভগলার। একটু দূরে দাঁড়িয়ে কাকে যেন নির্দেশ দিচ্ছে লুকমান বাবাফেমি। রানা ও লাবনী দেখল কীসের জন্যে এত ব্যস্ত এরা।

ওটা আছে ছাতে।

যোডিয়াক।

নক্ষত্রের মানচিত্র।

ব্যাসে ছয় ফুট।

পাথরে খোদাই নক্ষত্রগুলোর নাম প্রাচীন ইজিপশিয়ান দেবতাদের নামে উৎসর্গ করা।

লাবনী চেনে। দু'একটার নাম মনে পড়ল রানারও। প্যারিসে লুভ্‌র্ জাদুঘরে এমনই একটা যোডিয়াক দেখেছে ও। তবে এটা আজও রঙিন। নেই যোডিয়াকের সম্পূর্ণ অংশ। ছাতে রয়ে গেছে গোটা জিনিসটার শুধু দক্ষিণ প্রান্তের ত্রিকোণ একাংশ। বৃত্তাকার যোডিয়াকটা যেখান থেকে নামিয়েছে, তার আশপাশে রুক্ষ-এবড়োখেবড়ো পাথর। ছাত থেকে নক্ষত্রের মানচিত্র সরাতে গিয়েই এই ক্ষতি। গগল্‌স্, ফেস মাস্ক ও ইয়ার প্রোটেক্টর পরে বৃত্তাকার এক করাত হাতে শেষাংশ কাটছে এক লোক।

ছাতের কাছে কাজ করছে মুখোশ পরা আরেকজন। তার হাতে অনেক কম আধুনিক যন্ত্রপাতি— একটা হাতুড়ি ও বাটালি। দেখেই রানা বুঝল, কী করছে ওই লোক। করাতের তৈরি খোঁচা-খোঁচা পাথর ছেঁটে ফেলছে সে। প্রমাণ থাকবে না ওখানে কোনও যোডিয়াক ছিল। আশপাশের দেয়ালের মতই হবে লাইমস্টোনের ছাত, হল অভ রেকর্ডসের হাজারো সম্পদের ভেতর কেউ খেয়াল করবে না সামান্য রংচটা ছাত।

লাবনীর দিকে তাকাল রানা।

ঘৃণা নিয়ে লোকগুলোকে দেখছে লাবনী।

এবার দেখা গেল কার সঙ্গে কথা বলছে বাবাফেমি।

নাদির মাকালানি। কপাল থেকে শুরু করে ঠোঁট পর্যন্ত ভয়ঙ্কর ক্ষতচিহ্ন। একসময়ে সহ্য করেছে প্রচণ্ড ব্যথা।

রানা বুঝল, যত ব্যথাই পেয়ে থাকুক ওই লোক, পৃথিবীর সেরা আর্কিওলজিকাল সম্পদ চুরি করছে সে। সেজন্যে তাকে কখনও অন্তর থেকে ক্ষমা করা যায় না।

বৃত্তাকার করাত থেমে যেতে বন্ধ হলো কর্কশ আওয়াজ। করাতওয়ালা ইশারা করল তৃতীয় একজনকে। এরই নাম মাধু

কামিল। তাঁবু থেকে নিয়ে গেছে কেস বা বাক্স। ভেতরে ছিল যোডিয়াকের টুকরো। খাড়া শাফটের কারণে আস্ত জিনিসটা ওপরে তুলতে পারবে না, তাই কেটে নিয়েছে নক্ষত্রের মানচিত্র, পরে সময়মত জুড়ে নেবে নতুন করে।

এখনও হয়তো ওটা আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব, ভাবছে রানা। 'চলো, বেরিয়ে যাই,' লাবনীকে বলল ও।

পেছনে এসে থেমেছে বেলা আবাসি।

রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি লাবনী, প্রায় ফিসফিস করে বেলাকে বলল, 'তোমার ক্যামেরাটা দাও।' জিনিসটা হাতে পেয়ে জানতে চাইল, 'রেকর্ড করে কীভাবে?'

'লাবনী, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে,' জরুরি সুরে বলল রানা। 'হাতে বেশি সময় পাব না।'

'একটু পর যাচ্ছি?' অনুরোধের কণ্ঠে বলল লাবনী। 'আগে হাতে প্রমাণ পেয়ে নিই।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'খুব বেশি ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে।'

'বেলা, রেকর্ড করব কী ভাবে?'

'বাটন টিপে দেবেন, তারপর থামাতে চাইলে আবারও টিপ দেবেন বাটনটা,' বলল বেলা।

'ঠিক আছে।' বাতির স্ট্যাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে রেকর্ডিং শুরু করল লাবনী। ইমেজ দেখছে এলসিডি স্ক্রিনে।

আরও সতর্ক হয়ে উঠল রানা। ভাল লাগছে না ওর এই ঝুঁকি নেয়া।

নাদির মাকালানি ও বাবাফেমি আবারও ঘুরে দেখছে যোডিয়াক। ক্যামেরায় ধরা পড়বে শুধু তাদের পিঠ।

'বদমাশের বাচ্চারা, ঘুরে দাঁড়া,' ফিসফিস করল লাবনী। একবার এদের চেহারা ক্যামেরায় পেলেই বেরিয়ে যাবে এখান থেকে। বেশিক্ষণ লাগবে না টুরিস্ট পুলিশের কাছে যেতে। এরপর শয়তানের দল যাবে জেলে। বাকি জীবন বেরোতে হবে না ওখান থেকে।

কথা বলছে নাদির মাকালানি আর বাবাফেমি।

কান পেতে শুনতে চাইল রানা।

আরবি ভাষা। যোডিয়াক নিয়ে চলছে আলাপ, কিন্তু স্পষ্ট কিছুই শুনতে পেল না ও।

একটু পর সরিয়ে নেয়া হবে যোডিয়াকের শেষাংশ।

যোডিয়াকটার নিচে একটা ইকুইপমেন্ট নিল মাধু কামিল। নিউমেটিক জ্যাকের ওপরে প্যাড দেয়া সাপোর্ট ফ্রেম। চালু করল কন্ট্রোল, যন্ত্র থেকে এল কমপ্রেস করা বাতাস। বদ্ধ ঘরে শুরু হলো তীব্র হিসহিস আওয়াজ। ওপরে উঠছে জ্যাক। দু'কানে হাত রেখে পিছিয়ে ক্যামেরার ফ্রেম থেকে বেরিয়ে গেল লুকমান বাবাফেমি।

ছাতে চোখ রেখেছে নাদির মাকালানি।

উঠে জ্যাকের ফ্রেমের প্যাড চেপে ধরছে যোডিয়াকের অংশটা। একটু পর প্রাচীন শিল্পের ওপর ভালভাবে এঁটে বসল স্পঞ্জ। থেমে গেল জ্যাকের হিসহিস।

নতুন করে শুরু হলো বৃত্তাকার করাতের কান ফাটিয়ে দেয়া আওয়াজ। পাথর কাটছে মুখোশ পরা লোকটা। প্যাড দিয়ে চেপে রাখা হয়েছে, মেঝেতে পড়বে না যোডিয়াকের শেষাংশ। অনায়াসেই কাটা হচ্ছে ওটাকে।

চিৎকার করে নাদিরকে কী যেন বলল কিলিয়ান ভগলার। দু'জনই সরে গেল আড়ালে।

বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল লাবনী। ক্যামেরায় তুলছে যোডিয়াকের টুকরোর ছবি। পরে দেখাবে কোথা থেকে চুরি হয়েছে জিনিসটা। নির্বোধ না হলে সবই বুঝবে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ।

হঠাৎ লাবনীর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে লাগল রানা। আরেক হাতে ইশারা করেছে বেলাকে।

'আরে, কী হলো?' তাড়া খেয়ে জানতে চাইল লাবনী।

'বিশেষ একজন আসছে,' লাবনীকে দু'ধাপ করে নামতে

বাধ্য করছে রানা। মেয়েরা ভয় পাবে তাই বলেনি, ওই লোক ককেশিয়ান, হাতির মত শক্তিশালী, পেশিবহুল; তার চেয়েও খারাপ দিক: হাতে মারাত্মক এক চেইন সও। জঙ্গল সাফ করতে আসেনি। পাথর কাটতে ওই জিনিসের তুলনা নেই।

নিচের কক্ষের মেঝেতে নেমেই দৌড় দিল রানা, একহাতে লাবনীর হাত, অন্যহাতে বেলার কনুই।

লুকিয়ে পড়ল ওরা একটু দূরের অন্ধকার চেম্বারের কাছে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল শ্বেতাঙ্গ। গুটিয়ে নিচ্ছে পাওয়ার কেব্‌ল্। চলল কক্ষের প্রবেশদ্বারের দিকে।

'সব গুছিয়ে সরে পড়বে,' নিচু গলায় বলল রানা, 'আমাদেরও কেটে পড়া উচিত।'

বাটন টিপে রেকর্ডিং বন্ধ করেছে লাবনী।

রানার পিছু নিয়ে অন্ধকারে দুটো কক্ষ পেরোল মেয়েরা। অবশ্য, থামল ওরা প্রথম ঘরের প্রবেশপথের অনেক আগে।

'সর্বনাশ! কী করে লোকটা!' বিড়বিড় করল লাবনী।

মস্তবড় পাথরের চাঁই ধরে রাখা জ্যাক দেখছে শ্বেতাঙ্গ লোকটা।

'এক দৌড়ে হরিণের বেগে বেরিয়ে যাব,' অনুমতি নেয়ার সুরে রানাকে বলল বেলা।

'কিন্তু ওর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে,' মাথা নাড়ল রানা। 'সরু সুড়ঙ্গে ফুটো হবে পিঠ। বেরোতে হবে সবার অগোচরে।'

আজ রানার ওপর অপ্রসন্ন ভাগ্যদেবী।

হেলতে দুলতে এণ্ট্র্যান্স চেম্বারে ঢুকল কিলিয়ান ভগলার। দাড়ি থেকে ঝাড়ছে ধুলো। থেমে গেল বৃত্তাকার করাতের হুঙ্কার। শুরু হলো সাপের ফোঁস-ফোঁস। নামিয়ে নেয়া হচ্ছে জ্যাক।

কয়েক মিনিট পর আরেকটা কেস নামিয়ে আনল দুই লোক। তাদের পেছনেই আছে নাদির মাকালানি ও লুকমান

বাবাফেমি।

‘জরুরি আর কিছু নেই তো?’ জানতে চাইল ভগলার, ...এবার?’

‘সব আগের মত রেখে বেরোতে হবে হল অভ রেকর্ড্স্ থেকে,’ দামি রিস্টওয়াচ দেখল নাদির মাকালানি। হাতের ইশারায় দেখাল পুবের এণ্ট্র্যান্স। ‘মোটামুটি সোয়া পাঁচ ঘণ্টা পর ওই দরজা খুলবে আইএইচএ টিম। তার আগেই গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাব। ...কতক্ষণ লাগবে রয়েল এণ্ট্র্যান্স বুজে দিতে?’

জ্যাক থেকে চোখ তুলল ধূসর চুলের হাতি। ‘শুধু পাথরের ব্লক ঠিক জায়গায় রাখতে লাগবে পুরো একঘণ্টা।’

তার উচ্চারণ থেকে রানা বুঝল, সে ডাচ।

‘একটা পায়ের ছাপও যেন না থাকে,’ নার্ভাস সুরে বলল বাবাফেমি। ধুলো ভরা মেঝেতে দেখছে অসংখ্য পদচিহ্ন।

‘এটা সমস্যা নয়,’ কমপ্রেসরের পাশে রাখা কয়েকটা গ্যাস সিলিণ্ডার দেখাল নাদির মাকালানি, ‘কমপ্রেস্ড্ এয়ার পরিষ্কার করবে মেঝে। আইএইচএ যখন ভেতরে ঢুকবে, ততক্ষণে থিতিয়ে যাবে ধুলো।’ মাধু কামিলের পাশের লোকটার উদ্দেশে মাথা দোলাল সে। ‘আবু তালাত, কাজ শুরু করো।’

‘রেডি হও,’ চাপা স্বরে লাবনী ও বেলাকে বলল রানা। ‘এরা ওপরে জিনিসপত্র গোছাতে গেলেই বেরিয়ে যাব।’

কয়েক সেকেণ্ড পর কাজ ধরল আবু তালাত। কমপ্রেস বাতাস মেরে উধাও করছে পদচিহ্ন। লালচে মেঘের মত ধুলো উড়ছে বলে দেরি না করে সরে গেল অন্যরা।

‘ধুলোর মাঝ দিয়ে পালিয়ে যাব?’ জানতে চাইল লাবনী।

‘আপাতত সম্ভব নয়,’ বলল রানা, ‘দরজার পাশেই গণ্ডার।’ ভারী জ্যাক দেখছে ডাচ লোকটা। ‘তবে এ সরে গেলেই...’

হঠাৎ কাজ থামিয়ে দিল আবু। অবাক চোখে দেখছে এণ্ট্র্যান্সের কাছের মেঝে।

লোকটা কেন এত চিন্তিত, বুঝে গেল রানা।

ওদের জুতোর ছাপ দেখেছে সে!

'পেছাতে শুরু করো, পেছাও,' চাপা স্বরে বলল রানা।

নতুন চিহ্ন অনুসরণ করে এণ্ট্র্যান্সের সামনে থামল আবু। ওখান থেকে চোখ বোলাল ছায়ার ভেতর।

ভাঙা এক পিলারের পেছনে লুকিয়ে পড়ল রানা ও লাবনী। ভাঙা পাথরের ছোট এক স্তূপের আড়ালে সরে গেছে বেলা। এক সেকেণ্ড পর ওটার ওপর দিয়ে গেল আবু তালাতের ফ্ল্যাশলাইটের জোরালো আলো। মেঝেতে পড়ল বৃত্তাকার রশ্মি। চুপ করে কী যেন দেখছে লোকটা। তারপর নির্দিষ্ট দু'সারি ছাপ অনুসরণ করল সে।

বেলা যেখানে লুকিয়ে পড়েছে, সোজা ওই ভাঙা পাথরের স্তূপের ওপর স্থির হলো আলো।

ভয় পেয়ে সামান্য পিছিয়ে কুঁকড়ে গেছে বেলা। কিন্তু ওর সোলের নিচে পড়েছে মাটির ভাঙা বাক্সের ছোট এক টুকরো। থমথমে পরিবেশে পরিষ্কার শোনা গেল মুড়মুড়-কটাং শব্দ।

চমকে গেছে তালাত। মেঝেতে এয়ার সিলিণ্ডার নামিয়ে রেখে কোমর থেকে বের করল রুপালি রঙের চকচকে এক ধারালো ছোরা। ঠোঁটে ঝুলছে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হাসি।

পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে বেলা।

ওর দিকে এগিয়ে এল পায়ের আওয়াজ।

কী করবে ভাবছে বেলা, এমনসময় এক লাফে স্তূপের এদিকে হাজির হলো আবু তালাত। ঝট্ করে মাথার ওপর তুলল ছোরা, এবার নামিয়ে আনবে...

খটাং!

আবু তালাতের মাথায় নামল পাঁচ হাজার বছর আগের মাটির পুরু এক পোক্ত ঘটি!

এতই জোরে মেরেছে, ঝনঝন করে উঠেছে রানার কবজি। বিস্ফোরিত হয়েছে ঘটি।

চোখে হাজারো রঙিন নক্ষত্র দেখছে আবু। কাত হয়ে ধরাশায়ী হলো মেঝেতে। তখনই ঘাড়ে নামল রানার বেদম এক লাথি।

'ঠুং!' শব্দে মাথা ঠুকে গেল তালাতের। জিভ কেটে দরদর করে বেরোল রক্ত। আর নড়ছে না লোকটা।

সোজা হয়েই রানা শুনল, কড়া সুরে এণ্ট্র্যান্স চেম্বারে বলে উঠেছে নাদির মাকালানি: 'আবু তালাত! তালাত! তালাত?'

জবাব নেই।

দূরের দরজা দিয়ে দেখল রানা, ডাচ লোকটার দিকে ইশারা করল নাদির মাকালানি। 'ব্যাপারটা বুঝে এসো, লা ভার্নে।'

একটা পিকঅ্যাক্স তুলে বীরযোদ্ধার ভঙ্গিতে তদন্তে নামল ডাচ গণ্ডার।

'এসো!' লাবনী ও বেলাকে তাড়া দিল রানা। একটু দূরের দরজা লক্ষ্য করে ছুটল ওরা।

এদিকের ঘরে ঢুকেই আবু তালাতের জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইট চোখে পড়েছে লা ভার্নের। একটু দূরে অচেতন মিশরীয়। ঘুরেই আবছা আলোয় কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে পালাতে দেখেছে সে। 'আরে! অ্যাই, তোমরা কারা!'

'বাপু, আমরা কেউ না,' মনে মনে বলল রানা। লাবনী ও বেলাকে নিয়ে ঢুকে পড়েছে পরের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে। নিভিয়ে দেয়া হয়েছে সিঁড়ির পাশে লাইটের স্ট্যাণ্ডের সব বাতি। ঝড়ের বেগে ওটা পাশ কাটাল ওরা। তার ফাঁকে সিঁড়ির দিকটা দেখল রানা। এখন বোধহয় যোডিয়াকের চেম্বারে কেউ নেই। কিন্তু ওদিক দিয়ে বেরোতে পারবে না কেউ।

প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে ওরা। ঢুকল শেষ ঘরে। চারটে পিলারের মাঝে খুপরির ভেতর দেখা গেল রেকর্ড করার

মাটির সব ছোট বাক্স। পাশেই জ্বলন্ত বাতির স্ট্যাণ্ড। পুবের দেয়ালে দরজা দেখে ওদিকে ঢুকল ওরা। আবারও ফিরে এসেছে এন্ট্র্যান্স চেম্বারে।

তাতে মোটেও কাটল না বিপদ। হাতুড়ি হাতে ছুটে এল সিকিউরিটি চিফ মাধু কামিল। ভয় পেয়ে পেছাতে গিয়ে আরেকটু হলে রানার ভারসাম্য নষ্ট করে দিত লাবনী। ফুঁপিয়ে উঠল, 'সামনের পথ বন্ধ!'

'এদিকটাও!' ফুঁপিয়ে উঠল বেলা। পেছন থেকে তেড়ে আসছে ডাচ গণ্ডার।

'ওপরে ওঠো!' তাড়া দিল রানা। একেকবারে তিনটে করে ধাপ ভেঙে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে।

ওর পিছু নিল লাবনী ও বেলা।

একইসময়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছল ভার্নে ও কামিল। কয়েকটা করে ধাপ টপকাতে লাগল তারা। বুঝে গেছে, কোণঠাসা হয়েছে ওদের অসহায় তিন শিকার!

খুশিতে বাচ্চা ছাগলের মত লাফ দিতে দিতে ওপরে উঠছিল তারা, কিন্তু হঠাৎ করে ঘুরেই তিনগুণ বেগে নেমে যেতে লাগল।

পেছনে সিঁড়ির ওপরে হাজির হয়েছে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত!

রানার দু'হাতে প্রচণ্ড বেগে ঘুরন্ত, বৃত্তাকার করাত! খ্যার-খ্যার শব্দ তুলছে ওটা! 'কই, কী হলো, ধাওয়া করবি না?' জানতে চাইল রানা। পলায়নরত দুই শত্রুকে তাড়িয়ে নিয়ে নেমে এল ঘরের মেঝেতে। 'আয়, কে নেবে মামাবাড়ির মোয়া?'

শখ মিটে গেছে মাধু কামিলের, মাথার ওপরে হাতুড়ি ধরে রেখে তুমুল একদৌড়ে এন্ট্র্যান্স চেম্বারে ফিরল সে। কিন্তু রানাকে মোকাবিলা করতে ঘুরে দাঁড়াল লা ভার্নে। হাতে পিকঅ্যাক্স। রানার কবজির ওপরে ওটা নামাতে চাইল সে। ছুটিয়ে দেবে করাত। লাফিয়ে পিছিয়ে গেল রানা। এক

সেকেণ্ড পর সাঁই করে ওর মাথা লক্ষ্য করে এল লা ভার্নের চোখা পিকঅ্যাক্স।

একপাশে সরে প্রাণ বাঁচাল রানা। হাতের ঘুরন্ত স্টিলের ব্লেড বেকায়দা করেছে ভারী করাতটাকে। ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন। তার ওপর দু'পায়ের মাঝে এদিক ওদিক সরছে পাওয়ার কেব্ল্। ওটা টেনে এগোল রানা, চোখ ডাচ শত্রুর ওপর। কুস্তিগীরের মত ঘুরছে একে অপরের দিকে তাকিয়ে। বুঝে গেছে রানা, বাঁচতে হলে চট্ করে সরে যেতে হবে।

লাফিয়ে সামনে বাড়ল ভার্নে।

চোখা লোহার দণ্ড থেকে বাঁচতে কোমর মুচড়ে সরল রানা। একইসময়ে ওপরে তুলেছে করাত। মুহূর্তের জন্যে আওয়াজ হলো: স্ক্রিয়্যুট্!

করাতের দাঁত কেটে দিয়েছে পিকঅ্যাক্সের হ্যাণ্ডেল।

লোহার দণ্ড ছিটকে গিয়ে পড়ল ঘরের দূরে।

নিজের ওপর বিরক্ত রানা। করাত তাক করেছিল ভার্নের কবজি লক্ষ্য করে।

অবশ্য, যা চেয়েছে, তাই হলো— কাটা হ্যাণ্ডেল হাত থেকে ফেলে পিছিয়ে গেল ডাচ। ঘুরেই দৌড়ে গিয়ে ঢুকল এণ্ট্র্যান্স চেম্বারে।

কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল রানা। ঘুরন্ত করাতের ঘুস-ঘুস-খ্যার-খ্যার শব্দ ছাপিয়ে বলল, 'দৌড়ের জন্যে তৈরি হও! ...এহ্‌হে!'

'কী হলো?' জানতে চাইল লাবনী।

রানাকে কিছুই বলতে হলো না, নিজেই দেখল ওরা।

ওদিকের ঘরে ওয়ার্কবেঞ্চ থেকে সাপের চামড়ার জ্যাকেট তুলে নিয়েছে ভগলার। পরের সেকেণ্ডে তার হাতে দেখা গেল রিভলভার। তার চেয়েও খারাপ কিছু আছে। বিপদ ডেকে আনছে মাধু কামিল। ভার্নেকে পাশ কাটিয়ে ছুটে আসছে সে, হাতে চেইন সও!

আট

মাধু কামিল ঘরে ঢুকতেই পিছিয়ে গেছে রানা, ঝুলছে ওর অস্ত্রের কেব্‌ল্‌। বৃত্তাকার করাতের চেয়ে অনেক হালকা ও ছোট চেইন সও— ওটার ফলা দীর্ঘ!

লাবনী ও বেলা আলাদা হয়ে গেছে, টের পেল রানা। 'ঘরগুলোর মাঝ দিয়ে অন্যদিকে যাও!' সিঁড়ির কাছে ঘরের দরজার কাছে লাবনী, ওদিকে রিভলভারের ভয়ে দৌড়াতে শুরু করে ঘরের মাঝে পৌঁছে পাথুরে মূর্তি হয়েছে বেলা। পরে টের পেয়েছে বিপদ। এখন পেছনে লাবনী, মাঝে রানা, ওদিকে বেলা। রানার দিকে এগোচ্ছে মাধু কামিল।

সরাসরি রানার পেট লক্ষ্য করে চেইন সওর ফলা চালাল লোকটা। ভারী অস্ত্র ধীর করেছে রানার নড়াচড়া। বৃত্তাকার করাত নিচে নামিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাইল রানা।

কর্কশ 'কড়াং!' শব্দে লাগল দুই অস্ত্রের ইস্পাত। চেইন সওর ধারালো ফলায় বৃত্তাকার করাতের দাঁত বসতেই প্রচণ্ড এক ঝটকা খেল রানার হাত। গোল করাত কাত হয়ে নেমে এল ওর পায়ের কাছে। যে-কোনও সময়ে পঙ্গু হবে রানা।

এদিকে ওর পেট লক্ষ্য করে আবারও চেইন সও চালাল কামিল। আহত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত হুঙ্কার ছেড়ে ভারী করাত ওপরে তুলল রানা। প্রচণ্ড শব্দে আবারও ঘষা খেল দুই ইস্পাতের ফলা। এবার এত জোরে লেগেছে, তাল হারিয়ে হুমড়ি খেল রানা। পায়ে লাগল জ্যাকের এয়ার হোস,

কিন্তু পড়তে পড়তেও একেবারে শেষ সময়ে সামলে নিল ও।

বিজয়ীর হাসিমুখে সামনে বাড়ছে মাধু কামিল।

এই কক্ষে আবার এসে ঢুকেছে ভার্নে। দেখে ফেলল বেলাকে। ঘরের কোণে হাতদুটো ওপরে তুলে বিড়বিড় করছে বেচারি: 'ইয়ে... মাফ করে দিন!' কুঁকড়ে গেছে ভয়ে।

বেলার কাছে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েও থেমে গেল লাবনী। এ ঘরের দিকে ছুটে আসছে কিলিয়ান ভগলার, হাতে উদ্যত রিভলভার! পিছিয়ে গিয়ে সিঁড়ির নিচের ধাপে পা বেধে আছাড় খেল লাবনী। ওর মাথা থেকে একটু দূরে মাটির তৈরি এক স্ক্রলের বাক্সে বিঁধল ভগলারের বুলেট।

পিছিয়ে এক বাতির স্ট্যাণ্ডের কাছে চলে গেছে বেলা। খুব কাছেই পৌঁছে গেছে ডাচ গুণ্ডার। মাঝপথে বাধা দেয়ার জন্যে এগোল রানা। কিন্তু ও যদি হামলা করে ভার্নেকে, ওকে অনায়াসেই চেইন সও দিয়ে গেঁথে ফেলবে কামিল।

রানার চোখ গেল জ্যাকের হোসের ওপর। ভার্নের দিকে তাক না করে করাত ঘুরিয়ে চালাল হোসের বুকে। ফুস্ শব্দে কেটে গেল এয়ার লাইন। করাতের ফলা লাগতে বিকট খড়-খড় আওয়াজ হলো পাথরে। তবে ওই আওয়াজ কিছুই না কমপ্রেস করা বাতাসের প্রচণ্ড হিসহিসের কাছে। কাটা পড়তেই পাগলা সাপ হয়ে উঠল হোস লাইন। নানানদিকে ছুটল ওটা।

হোস লাইনের ডগা ছিটকে লাগল ভার্নের চোয়ালে। গভীরভাবে কেটে দিল গাল। লোকটা সরার আগেই চোখে ঢুকল বালিভরা তীব্রগতি বাতাস। করুণ এক আর্তনাদ ছেড়ে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল সে। আপাতত অন্ধ। ভুলে গেছে বেলার কথা। ঠাস্ করে মাথা লাগল একটা পিলারে। হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ল সে। গোঙাতে শুরু করেছে আহত পশুর মত।

শয়তানের কাটা লেজের মত নানাদিকে নাচছে সাপ-

সদৃশ হোস। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে মাধু কামিল। বুঝে গেল, চাইলেও হামলা করতে পারবে না। গলা ফাটাল সে, ‘বন্ধ করো কমপ্রেসর!’

‘ওদিকে যাও!’ হাতের ইশারায় লাবনীকে অন্ধকার ঘর দেখাল রানা।

জেদ প্রকাশ পেল লাবনীর কণ্ঠে, ‘তোমাকে ছাড়া যাব না!’

‘আরে, বোকা মেয়ে, আমি পরে আসছি!’ ধমক দিল রানা। ‘ওদিকের ঘরে, জলদি!’

ছুটন্ত হোস হঠাৎ করেই লুটিয়ে পড়ল মরা সাপের মত। কমপ্রেসর বন্ধ করে দিয়েছে কিলিয়ান ভগলার। আবারও ছুটে এল ঘরের দরজায়, হাতে রিভলভার।

ঘুরেই দৌড় দিল লাবনী। এক সেকেণ্ড আগে যেখানে ছিল, তার পেছনের দেয়ালে নাক গুঁজল ম্যাগনাম রাউণ্ড।

আবারও হামলা করল কামিল। করাত সরিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইল রানা। দুই যন্ত্রের ফলা লেগে ছিটকে উঠল লাল-হলদে ফুলকি। ভীষণ ভয় পেয়ে একটা পিলারের পেছনে লুকিয়ে পড়ল বেলা। একটু দূরেই রানা ও কামিল। তবে কাজের জিনিস সিকিউরিটি চিফের করাতের দীর্ঘ ফলা। সামনে বেড়ে রানাকে ঘরের কোণে আটকে ফেলল লোকটা।

পায়ে ঘষা লাগতেই নিচে তাকাল বেলা। দুলছে-নড়ছে দুই করাতের কেব্‌ল্। ওদিকে খেয়াল নেই রানা ও কামিলের। বেলার মনে পড়ল, যন্ত্রগুলোর কেব্‌ল্ এসেছে এণ্ট্র্যান্স চেম্বার থেকে। ওখানে আছে বিদ্যুতের জাংশন-বক্স।

এখন যদি বেলা একবার অফ করে দেয় চেইন সও...

দুই কেব্‌ল্ই কমলা রঙের। তবে চেইন সওরটা বোধহয় একটু গাঢ় রঙের। কালচে লাইন খামচে ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল বেলা।

লাবনীর পিছু নেয়ার জন্যে দৌড় দেবে কিলিয়ান ভগলার,

এমনসময় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল দুই করাতওয়ালার লড়াই। রানার দিকে রিভলভার তাক করল সে, কিন্তু একপাশে সরে লাইন অভ ফায়ারে চলে এল কামিল। সামনে বেড়ে হামলা করেছে রানার ওপর। বিরক্ত হয়ে ট্রিগারের ওপর থেকে আঙুল সরাল ভগলার। অপেক্ষা করছে অধৈর্য হয়ে। সুযোগ বুঝে গুলি করবে শত্রুর বুকে।

গোল করাত কাত করে কামিলের কনুই কেটে নিতে চাইল রানা। তবে অনায়াসেই হামলা ঠেকিয়ে দিল লোকটা। তার চেইন সও কামড় বসাল বৃত্তাকার করাতের কেসিঙের ওপর। প্ল্যাস্টিকের অসংখ্য ছোট ছোট টুকরো ছিটকে এসে লাগল রানার নাকে-মুখে। ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলল ও। ভারী করাত তুলে ধরতে গিয়ে হয়ে উঠেছে ক্লান্ত। চোখের কোণে দেখল কিলিয়ান ভগলারকে। রিভলভারের নল তাক করছে ওর পিঠ বরাবর! সামনের দিকে চেইন সও ঠেলে দিল কামিল। বাধ্য হয়ে পেছাতে হলো রানাকে। মাথায় তাপ লাগতেই টের পেল, ওর ঠিক পেছনেই স্ট্যাণ্ডভরা জ্বলন্ত সব হাই পাওয়ারের বাতি।

কোণঠাসা হয়ে গেছে, বুঝে গেল রানা।

ওদিকে বেলা দেখল, আর আসছে না বৈদ্যুতিক কর্ড। গায়ের জোরে লাইন ধরে টান দিল ও।

জাংশন বক্স থেকে খুলে গেল যন্ত্রের প্লাগ...

তাতে হঠাৎ করেই নীরব হলো রানার করাত!

না, চেইন সওর বৈদ্যুতিক তার গাঢ় রঙের নয়! ওটা ধুলোয় মাখা ছিল বলে ওরকম মনে হয়েছে! মারাত্মক ভুল করেছে বেলা। বৃত্তাকার করাতের ধুলোভরা পাওয়ার কেব্‌ল্ টান দিয়ে খুলে দিয়েছে ও!

'আরে!' আঁৎকে উঠে বেলাকে দেখল বিস্মিত রানা। মেয়েটা উজবুকের মত চেয়ে আছে হাতের কেবলের দিকে। ভয়ঙ্কর খুনি লাশের কাছে ধরা পড়লে যেমন চেহারা করে,

ওভাবে তাকাল রানার দিকে।

বিড়বিড় করল রানা, 'সেরেছে!'

এখনও বনবন করে ঘুরছে গোল করাত, কিন্তু ক্রমেই কমছে গতি। নিজের কপাল দেখে খুব খুশি মাধু কামিল, পেয়ে গেছে সুযোগ! রানার বুক লক্ষ্য করে সামনে বাড়াল চেইন সওর ক্ষুরধার, ভয়ঙ্কর ফলা। ভারী, গোল করাতের মেশিন ওপরে তুলে নিজেকে বাঁচাতে চাইল রানা। কিন্তু চেইন সওর দাঁত লাগল ওর করাতের ফলার এক্সেল অ্যাসেমব্লিতে। চুরমার হলো ওটা। মৃত্যুবাহী ফ্রিসবির মত ঘরের আরেক দিকে ছিটকে গেল স্টিলের বৃত্তাকার করাত। লাগল গিয়ে এক পিলারের গায়ে, তারপর সাঁই করে গেল সুড়ঙ্গের দিকে— ঠিক সময়ে ওটার গতিপথ থেকে সরে না গেলে কাটা পড়ত ভগলারের গলা। প্রাণের ভয়ে পেছনে ডাইভ দিয়েছে সে। তার ওপর দিয়ে গিয়ে আরেক পিলারে লাগল করাতের ব্লেড। ওখানে না থেমে ঢুকে পড়ল এণ্ট্র্যান্স চেম্বারে। কুঁজো হয়ে বসে পড়ল নাদির মাকালানি। 'ওরেহ্!' করুণ আর্তনাদ ছাড়ল লুকমান বাবাফেমি। তাদের দু'জনের মাঝ দিয়ে গেছে স্টিলের মারাত্মক ফলা।

এদিকে বেকার যন্ত্রটা কামিলের দিকে ছুঁড়ল রানা। আশা করছে, ভুল করে চেইন সও দিয়ে ভারী যন্ত্র ঠেকাবে লোকটা। কিন্তু হুঁশিয়ার বান্দা কামিল, এসবের ভেতর গেল না সে, ঘুরেই লাফিয়ে সরে গেল মিসাইলের গতিপথ থেকে। আবার মুখোমুখি হলো। এবার বাগে পেয়েছে অরক্ষিত রানাকে!

চেইন সও দুলিয়ে সামনে বাড়ল কামিল। বাতির স্ট্যাণ্ডে ঠেকে গেল রানার পিঠ।

চওড়া হাসি সিকিউরিটি চিফের ঠোঁটে, সোজা রানার বুক লক্ষ্য করে করাত চালিয়ে দিল সে...

কিন্তু চেইন সওর কেব্‌ল্ ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে

বেলা। হঠাৎ এই কাণ্ডে কামিলের করাতের ফলা সরল টার্গেট থেকে। করাতের ডগা ভেদ করল রানার কাঁধের কাছে চামড়ার জ্যাকেট। ত্বক চিরে বেরোল রক্ত। কিন্তু ওই সামান্য ক্ষত পাত্তা দিল না রানা। শত্রু ভারসাম্য হারাতেই তাকে ধরে কাঁধের ওপর দিয়ে থ্রো করল বাতির স্ট্যাণ্ডের ওপর।

চেইন সওর ডগা ফাটিয়ে দিল হাই পাওয়ারের কয়েকটা বাল্ব্। কেটে গেছে পাওয়ার লাইন। বিস্ফোরিত হলো বালবের পাতলা সব কাঁচ। ঝলসে উঠল ঝলমলে ফুলকি ও নীল শিখা। তীব্র বৈদ্যুতিক স্রোত বইল মাধু কামিলের দেহে। প্যারালাইয্ড্ হয়েছে লোকটা, টুঁ শব্দ করতে পারল না। কাটা কলাগাছের মত হুড়মুড় করে পড়ল ট্রাইপডের ওপর। তার নাক-চোখ থেকে ভক-ভক করে বেরোল মশার কয়েলের মত নীলচে ধোঁয়া। পুড়ে ভাজা হচ্ছে জীবন্ত লোকটা!

প্রাণের ভয়ে লাফিয়ে সরে গেছে রানা। বেলাকে এক টানে দাঁড় করিয়ে বলল, 'চমৎকার রঙিন ফুলকি! তবে দেখার সময় নেই, চলো!'

আঁধার ঘরের মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছে লাবনী। আবু তালাতের ফ্ল্যাশলাইটের আবছা আলোয় দেখল, এইমাত্র জ্ঞান ফিরেছে লোকটার। ধসে পড়া এক পিলার ঝড়ের বেগে টপকে যেতেই ঝট করে তাকাল সে। তখনই ওর পিঠ মাড়িয়ে চলে গেল লাবনী। ঠাস্ করে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল আবু তালাত।

সংক্ষিপ্ত প্যাসেজ পেছনে ফেলল লাবনী। দূরে দেখল, রয়েল এণ্ট্র্যান্সের কাছে নাদির মাকালানি। কিন্তু ওর একটু দূরেই এক পিলারে ঠেস দিয়ে হাঁপিয়ে চলেছে বাবাফেমি। ফ্যাকাসে সাদা ভূত। চমকে গেল লাবনীকে দেখে। 'ডক্টর আলম?'

'ডক্টর বাবাফেমি, আপনার বোধহয় কিছু কৈফিয়ত দেয়া

উচিত,’ জবাবে বলল লাবনী।

দু’পা সামনে বাড়ল বাবাফেমি। ‘আপনি যদি ভেবে থাকেন...’

গায়ের জোরে লোকটার নাকে ঘুষি বসিয়ে দিয়ে নাদির মাকালানির দিকে এগোল লাবনী। পেছনে শুনল, নাক চেপে ধরে কোঁ-কোঁ করছে ভ্রষ্ট আর্কিওলজিস্ট। একটা পিলারের পাশে ক্রোবার দেখে তুলে নিল লাবনী, ধরেছে তলোয়ারের মত করে। ওর মনে হলো, কিছুই পাত্তা না দিয়ে কদর্য, বাঁকা হাসছে লোকটা। ‘তোমার এত হাসি কীসের?’ বলল লাবনী। একটু দূরে পড়ে থাকা কেসটা দেখাল। ‘ওটা নিয়ে বেরোতে পারবে না।’

জবাব দিল না মাকালানি। আড়চোখে দেখছে ওকে। ঘাপলা আছে মনে হতেই সতর্ক হলো লাবনী। ঘুরে দেখল পশ্চিমের এক্সিট। ফিরে এসেছে কিলিয়ান ভগলার। তাক করছে রিভলভার...

লাবনী ছুট দিতেই বুলেটের আঘাতে পেছনের পিলার থেকে ছিটকে উঠল পাথরের টুকরো। কারুকাজ করা এক পিলারের আড়াল নিল ও।

কড়া সুরে বলল নাদির, ‘খুন করো একে!’

দ্বিতীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন চেম্বার থেকে গুলির আওয়াজ শুনেছে রানা। ‘লুকিয়ে পড়ো,’ বেলাকে বলেই মৃদু আলোর ঘর লক্ষ্য করে ছুটল ও। এদিকে আবারও উঠে বসছে আবু তালাত। তার পিঠে পা দিয়ে টপকে গেল রানা। নতুন করে ছেঁচে গেল লোকটার মুখ। সেদিকে খেয়াল নেই রানার, মেঝেতে পড়ে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখেছে ছোরা। তুলে নিল ওটা।

ওদিকে বাতির স্ট্যাণ্ডের নিচে কষে লাথি মেরেছে লাবনী। স্ট্যাণ্ডের ওপরের অংশ বেশি ভারী, হুড়মুড় করে মেঝেতে

পড়ল ওটা। ঝনঝন করে ভাঙল সব বাল্‌ব্‌। আঁধার নামল ঘরের পুবে। বন্ধ এণ্ট্র্যান্সের কাছে আরেকটা পিলার পেরোল লাবনী। জগিঙের ভঙ্গিতে পিছু নিয়েছে কিলিয়ান ভগলার।

এদিকে টলতে টলতে ঘরে ঢুকল লা ভার্নে। রক্তে মেখে আছে নাক-মুখ।

ঘরে কারা উপস্থিত, সেটা দেখে লাবনী পরিষ্কার বুঝল, এভাবে বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

দৌড়ে ঘরে ঢুকেই ভগলারের অস্ত্রের নল লক্ষ্য করে রানা বুঝে গেছে, কোন্‌দিকে আছে লাবনী।

'অ্যাই যে!' গলা ছাড়ল বিসিআই এজেন্ট।

ওকে দেখেছে ভগলার, ঘুরেই টিপে দিল ট্রিগার।

একটা পিলারের আড়াল নিয়েছে রানা, পাশ দিয়ে গেল বুলেট। দেয়াল থেকে খসে পড়ল পাথরের টুকরো।

'যোডিয়াক সরাও!' হাতের ইশারায় ভার্নেকে নির্দেশ দিল মাকালানি। তাড়া খাওয়া তেলাপোকার মত পিছলে তার পাশে পৌঁছুল বাবাফেমি।

শিকারের কাছে পৌঁছে গেছে কিলিয়ান ভগলার।

একটা পিলারে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, হাতে ছোরা। আমেরিকান খুনির কোল্ট পাইথন রিভলভার জাদু দেখাতে পারবে আর মাত্র দু'বার। রানার হিসাব অনুযায়ী, আর দুটো বুলেট আছে ওই অস্ত্রে। এমন কী স্পিডলোডার ব্যবহার করেও কয়েক সেকেণ্ড লাগবে রি-আর্ম করতে। ওই সময়ে পাল্টা আক্রমণ করতে পারবে রানা।

অবশ্য, তার আগে খরচ করাতে হবে ওই দুই বুলেট।

কাছের দরজায় পায়ের আওয়াজ পেল রানা। শেষমেশ মেঝে ছেড়ে উঠতে পেরেছে আবু তালাত। রক্তাক্ত চেহারায় ভীষণ রাগ। টলতে টলতে আসছে রানার দিকেই।

বিরক্ত রানা টের পেল, বাধ্য হয়েই পিছিয়ে যেতে হবে

ওকে। কিন্তু ওদিকে আছে ভগলার।

আবছা আলোয় আমেরিকান খুনির চোখে হত্যার ফুর্তি দেখল লাবনী। 'রানা!' চিৎকার করে উঠেই পরক্ষণে গায়ের জোরে ক্রোবার ছুঁড়ল গানম্যানের দিকে।

ভারী দণ্ড লাগল লোকটার কাঁধে। ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়তেই 'বুম্!' শব্দে বেরোল .৩৫৭ ম্যাগনাম বুলেট। নাকের কাছে এক পিলারে বুলেট লাগতেই বিরাট একলাফে পিছিয়ে গেল আবু তালাত। একইসময়ে আঁধারে ছুটে গিয়ে লাবনীর পাশে পৌঁছুল রানা।

'তালাত! ভার্নে! যোডিয়াক সরাও!' চিৎকার ছাড়ল নাদির মাকালানি। অধৈর্য হয়ে আরও রেগে উঠছে সে।

দ্বিধায় পড়েছে আবু তালাত, তবে কয়েক সেকেণ্ড পর গেল ঘরের আরেক পাশে। নিচু হয়ে তুলে নিল কেসের একদিক। অন্যদিক তুলে ধরল ভার্নে। একহাতে রক্তাক্ত নাক চেপে ধরে, ঘুরেই সুড়ঙ্গ ধরে দৌড় দিল লুকমান বাবাফেমি। কেস বয়ে তার পেছনে চলল তালাত ও ভার্নে।

চোখের সামনে যোডিয়াক নিয়ে যাচ্ছে দেখে রানাকে বলল লাবনী, 'শয়তানের দল সব নিয়ে যাচ্ছে! ছুরি দিয়ে কী করবে পিস্তলের বিরুদ্ধে!'

'ওটা পিস্তল নয়, রিভলভার,' ভুল ধরিয়ে দিল রানা, 'শেষ গুলি ফুরিয়ে গেলে ওকে লড়তে হবে খালি হাতে। কিন্তু আমার হাতে থাকবে ছোরা।'

খুব কাছে পৌঁছে গেছে ভগলার, কিন্তু তার উদ্দেশে চেঁচাল নাদির মাকালানি, 'কিল! চলো!'

'ওদের কী হবে?'

'যোডিয়াক হাতে পাওয়াই মূল কথা, এসো! সুড়ঙ্গ ধসিয়ে দেব। আটকা পড়বে ওরা!'

পরস্পরের দিকে তাকাল রানা ও লাবনী।

বিড়বিড় করল রানা, 'ব্যাটা বলে কী!'

'তাই তো বলল!' শুকনো গলায় বলল লাবনী।

সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল নাদির মাকালানি।

পিছু নিয়ে এণ্ট্র্যান্সের কাছে চলে গেল ভগলার। পাশেই পাথরের মস্তবড় চাঁই। রিভলভার উঁচু করে রেখেছে লোকটা, রানা বা লাবনী বেরোলেই গুলি করবে।

'ওই ঘটিগুলোর একটা দাও তো, লাবনী,' বলল রানা।

অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট ভাঙবে ভাবতে গিয়ে ফ্যাকাসে হলো লাবনী, তবে একটা বড় ফুলদানি ধরিয়ে দিল রানার হাতে।

ওজনটা বুঝে নিয়ে ওটা উঁচু করে ধরল রানা।

সুড়ঙ্গের দূর থেকে এল মাকালানির কণ্ঠ: 'কিল! চলে এসো!'

গলার আওয়াজ অনুসরণ করে ঘুরে তাকাল কিলিয়ান ভগলার। আর তখনই লাফিয়ে বেরিয়ে এসেই ভারী ফুলদানি ছুঁড়ল রানা। পরক্ষণে মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে দিল শরীর, চলে গেল পরের পিলারের আড়ালে। দু'সেকেণ্ড পর গুলি করল ভগলার। ক্লে পিজিয়নের মত মাঝপথে চুরমার হলো উড়ন্ত ফুলদানি। কয়েকটা টুকরো লাগল গায়ে, তবে পাত্তা দিল না রানা। মগজে ঘুরছে শুধুমাত্র একটা চিন্তা: শেষ হয়েছে ছয়টা গুলি!

লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভাবছে, ভুল হয়নি তো, রিভলভারের বদলে ভগলারের হাতে হয়তো সেভেন শুটার...

নাহ্। ঘুরেই সুড়ঙ্গ ধরে ছুটল লোকটা।

ক্ষিপ্র চিতার বেগে পিছু নিল রানা, পাশ কাটাচ্ছে জ্বলন্ত সব বাতি। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, করেছে মস্তবড় ভুল! এইমাত্র জ্যাকেট থেকে দ্বিতীয় রিভলভার বের করেছে ভগলার! থেমে ঘুরে দাঁড়াল সে!

একইসময়ে ঝাঁপ দিয়ে তাকে ট্যাক্ল্ করল রানা। ধুপ-ধুপ শব্দ তুলছে জেনারেটর, ওটার পাশে হুড়মুড় করে পড়ল

ওরা দু'জন। অস্ত্র তুলল ভগলার, কিন্তু থাবা মেরে তার হাত থেকে রিভলভার ফেলে দিল রানা। অস্ত্রটা আবারও হাতে পেতে হাঁচড়েপাঁচড়ে এগোতে চাইল তেলতেলে চুলের খুনি, তবে কিডনির ওপরে রানার প্রচণ্ড এক ঘুষি খেয়ে পড়ে গেল।

কিন্তু লড়াই শেষ হয়নি। মেঝেতে ঘুরেই কনুই চালাল সে রানার বুকে। প্রচণ্ড ব্যথায় দম আটকে গেল ওর। আট মাস আগে বিপজ্জনক এক অ্যাসাইনমেণ্টে পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙেছিল, সেখানে পড়েছে কনুইয়ের বেদম খোঁচা!

রানার দুর্বলতা বুঝে গেছে ভগলার। দ্বিতীয়বার মারল একই জায়গায়। পেছনের এক পিলারের ওপর পিঠ দিয়ে ধড়াস্ করে পড়ল রানা।

সুযোগ পেয়ে ধড়মড় করে উঠতে গেল ভগলার, কিন্তু তখনই তার শুকনো পাছায় খেল রানার জোরালো লাথি। টলে গিয়ে আবারও হুড়মুড় করে পড়ল লোকটা। মুখ তুলে দেখল, পায়ের কাছে হাজির হয়েছে নাদির মাকালানি।

মুখ তুলে চেয়েছে রানাও।

মেঝে থেকে আগেই রিভলভার তুলে নিয়েছে মাকালানি। সরাসরি তাক করল রানার বুকে। তবে ট্রিগার টিপে দেয়ার আগেই ঝাঁপ দিয়ে জেনারেটরের ওদিকে পড়ল রানা। কানের কাছে 'বুম্!' করে উঠল রিভলভার। প্রথম গুলি মেঝেতে লেগে পিছলে গেল সুড়ঙ্গের দূরে। দ্বিতীয় বুলেট লাগল জেনারেটরের বুকে। ভীষণ ঝাঁকি খেয়ে বিশ্রী আওয়াজ তুলল যন্ত্রটা। নষ্ট হয়েছে ভেতরের কলকব্জা। নিভে আবার টিপটিপ করে জ্বলে উঠল বাতি। তৃতীয় গুলি ফাটাল ফিউয়েল ট্যাঙ্ক। মেঝের ওপর দিয়ে গলগল করে বয়ে গেল গ্যাসোলিন।

ঠোঁটে ভয়ঙ্কর হাসি নিয়ে ভগলারকে বলল মাকালানি, 'পিছিয়ে যাও!'

কী করা হবে বুঝে খলখল করে হেসে উঠে মেঝে ছাড়ল আমেরিকান খুনি।

পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে তারা দু'জনই।

'সেরেছে!' বিড়বিড় করল রানা।

বুলেটের আঘাতে মরবে, না জ্বলেপুড়ে, তাই স্থির করতে হবে এখন!

পরক্ষণে গুলি করল নাদির মাকালানি। তপ্ত সীসা জ্বেলে দিল ফিউয়েলের বাষ্পকে— দপ্ করে ধরেছে নীল আগুন!

মেঝে থেকে উঠেই আহত সিংহের মত ছুটল রানা। এক সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হলো জেনারেটর। দপ্ করে নিভে গেল সব বাতি। পেছনের কমলা আগুনের উজ্জ্বল আলোয় সবই দেখছে রানা। গোল এক বল তেড়ে এল ওর দিকে। পুড়তে শুরু করেছে গায়ের ত্বক ও মাথার চুল। ডাইভ দিয়ে মেঝের দূরে গিয়ে পড়ল রানা। তেলতেলে স্রোতের মত আগুনের হলকা গেল ওর ওপর দিয়ে ছাতের দিকে।

মিলিয়ে গেল বিস্ফোরণের ভোঁতা প্রতিধ্বনি। অন্য বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা। সমস্যা হচ্ছে ছাতে ঠেক দেয়া কাঠের পিলার ও বিম— কড়কড় আওয়াজে পুড়ছে ওগুলো!

মৃদু কুড়মুড় শব্দ ছাড়ল ছাতের পাথর...

ধসে পড়তে শুরু করেছে সব!

ধড়মড় করে উঠে অন্ধকার লক্ষ্য করে দৌড় দিল রানা। পেছনে বিকট এক আওয়াজ তুলে ধসে পড়ল ছাতের বড় এক অংশ। মস্ত এক লাফে এণ্ট্র্যান্স চেম্বারে ঢুকল ও। ওকে ধাওয়া করেছে দম আটকে দেয়া ধুলো-বালির ঘন মেঘ।

একটু দূরে কোথাও খুকখুক করে কাশছে লাবনী। বিড়বিড় করে বলছে, 'ওফ্, রানা! মরে যেয়ো না! প্লিয!'

নাক-মুখ টি-শার্টে চেপে বলল রানা, 'ভাবলে কী করে যে খুন হবে দ্য গ্রেট মাসুদ রানা? এহ্হে! গলা তো সাহারা মরুভূমির মত শুকিয়ে গেল!'

রানা খুঁজতে শুরু করার আগেই ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লাবনী। নাক গুঁজেছে রানার বুকের কালো অরণ্যে।

ওকে একহাতে ধরে রাখল রানা।

থেমে গেছে ছাতের ধস। তবে ওপর থেকে ঝরঝর করে ঝরছে সুড়ঙ্গে বালি।

'কী হয়েছিল?' মুখ তুলে তাকাল লাবনী।

মাথা নাড়ল রানা। 'সহজ কথায়: জেনারেটর ফেটেছে। আগুন ধরে গেল। মেঝেতে নেমে এল ছাত।'

'তার মানে আটকা পড়েছি?' চমকে গেছে লাবনী।

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তুমি ঠিক আছ তো, রানা?' জানতে চাইল লাবনী।

'প্রায়। তবে ছাগলা দাড়িওয়ালা ভগলারের শুঁটকি পাছায় কষে আরেক লাথ্ মারতে পারলে মিটত জীবনের প্রায় সব শখ-আহ্লাদ!'

'ওটা তোমার জীবনের...'

'হুঁ। তখন তেমনই মনে হয়েছে।'

ভাসমান ধুলোর মাঝে বলের মত বৃত্তাকার আবছা আলো এল ওদের দিকে। আবু তালাতের ফ্ল্যাশলাইট বেলার হাতে। ককিয়ে উঠল মেয়েটা, 'হায়, ঈশ্বর! বাতাস ফুরিয়ে গেলে মরব তো আমরা!'

রানার বুক ছেড়ে সরে গেল লাবনী।

'প্রকাণ্ড জায়গা,' বলল রানা, 'যথেষ্ট অক্সিজেন আছে। ভয় নেই।'

'ভয় পাচ্ছি কই!' করুণ সুরে বলল বেলা, 'ভয়ের কী আছে? মনেই নেই, আছি হাজার হাজার টনি স্ফিংসের নিচে! কেউ জানল না শেষ হয়ে গেলাম!'

'তোমার ফ্ল্যাশলাইট দাও তো,' হাত বাড়িয়ে বেলার কাছ থেকে ওটা নিল রানা। আলো তাক করল সুড়ঙ্গের দিকে। বাতাসে ভাসছে ঘন ধুলোর মেঘ। পুরো বুজে গেছে সুড়ঙ্গ।

'পাথর খুঁড়ে বেরোতে না পারলে মরব!' বলল বেলা।

'ভুলে গেলে?' মৃদু হেসে কারুকাজ করা পিলারের মাঝে

পুব এণ্ট্র্যান্স দেখাল রানা। ‘আমরা অপেক্ষা করব সঠিক সময়ে বিখ্যাত হওয়ার জন্যে!’

সুড়ঙ্গের শেষমাথায় ভাঙা পাথর সরাবার আগে বিরতি নিল দাম্ভিক আর্কিওলজিস্ট ম্যান মেট্য্। টিভি ক্যামেরার দিকে চেয়ে গলা মোটা করে নাটকীয় সুরে বলল, ‘এবার আপনারা দেখবেন অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য...’

সংকীর্ণ প্যাসেজে আছে মাত্র ছয়জন। তাদের কপাল ভাল, নিজ চোখে দেখছে কীভাবে উন্মোচিত হচ্ছে পাঁচ হাজার বছর আগের হল অভ রেকর্ড্স্। ক্যামেরার সাইক্লোপিয়ান কাঁচের চোখ একই দৃশ্য দেখাবে বিশ্বের কোটি কোটি উৎসুক দর্শককে। ম্যান মেট্যের প্রতিটি কথা গিলবে তারা। একসময় এভাবেই চাঁদে পা দিয়ে পুলকিত হয়েছিলেন নিল আর্মস্ট্রং।

হাতঘড়ি দেখল মেট্য্। ভোর চারটে ছিচল্লিশ মিনিট। নিউ ইয়র্কে রাত নয়টা ছিচল্লিশ। স্কেজুয়ালে ভুল হয়নি তার।

ক্রোবার হাতে নিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকাল সে। ‘আপনারা দেখছেন, এবার সরিয়ে নেয়া হবে এণ্ট্র্যান্স থেকে শেষ পাথর।’ আরও ভারী করে তুলল কণ্ঠ, ‘স্ফিংসের তলের গোপন সুড়ঙ্গে হল অভ রেকর্ডসের প্রবেশপথে শেষ বাধা এই পাথর। পাঁচ হাজার বছর পর প্রথম মানুষ আমরা, যারা পা রাখব ওই রাজকীয় গ্রন্থাগার কক্ষে। কারও জানা নেই, কী সম্পদ রয়ে গেছে ওখানে। তবে এটা ঠিক, যা-ই থাকুক, তা আছে হাজারো বছর ধরে। এবার আমরা দেখব সেসবই!’

ক্যামেরাম্যানের পেছন থেকে অধৈর্য হয়ে ইশারা করল প্রোগ্রাম প্রডিউসার লোগান ক্যাসপাস। তার অত্যন্ত মূল্যবান সময় নষ্ট করছে ম্যান মেট্য্।

গম্ভীর মুখে ক্রোবার ঢুকিয়ে পাথরের স্ল্যাবের ফাঁকে চাড় দিল আর্কিওলজিস্ট, খসে পড়ল একপাশের পাতলা আস্তর।

আবারও ক্যামেরার দিকে তাকাল ম্যান মেট্‌য্‌। 'চলুন, দেখা যাক কী রয়েছে ওদিকে।'

ক্রোবারের আরেক চাড় দিতেই নিচু গুড়গুড় শব্দে একটু সরে গেল পাথরের স্ল্যাব। উত্তেজিত হয়ে উঠল ম্যান মেট্‌য্‌। আবার কাজে নামতেই আরও খানিকটা সরল স্ল্যাব।

শেষপর্যন্ত উন্মোচিত হচ্ছে হল অভ রেকর্ড্‌স্‌!

প্রথমে দেখবে কে?

দুনিয়ার সেরা আর্কিওলজিস্ট ম্যান মেট্‌য্‌!

আইএইচএর এই বিশেষ অ্যাসাইনমেণ্টে নেতৃত্ব দিতে কম লড়াই করেনি সে!

তার ওপর ঝামেলা করেছিল ওই লাবনী আলম!

মরুক বেটি!

স্ল্যাব আরেকটু সরতেই ওদিকে দেখা গেল নিকষ কালো আঁধার। গর্ত থেকে বেরোল সামান্য লালচে ধুলো।

বুক ধুক-পুক করছে ম্যান মেট্‌যের। আরও জোরে চাড় দিল। ছুটিয়ে ফেলল পাথরের স্ল্যাব। ওটা ঠেলে সরিয়ে ঘুরে তাকাল।

এগিয়ে এল ক্যামেরাম্যান।

উজ্জ্বল আলো গিয়ে পড়ল কক্ষের ভেতর...

দেখা গেল কালিঝুলি মাখা লাবনী আলমের হাসিমুখ! পাশেই মাসুদ রানা ও বেলা আবাসি!

'হ্যাঁ, কী, মেট্‌য্‌?' খুশি-খুশি স্বরে বলল লাবনী। মেট্‌য্‌ ভাবল, বুলেটের বেগে পায়ের পাতা ভেদ করে পাথুরে জমির গভীরে গিয়ে ঢুকল তার হৃৎপিণ্ডটা! 'এসো, ওয়েলকাম টু দ্য হল অভ রেকর্ড্‌স্‌! তোমার আসতে এত দেরি কীজন্যে?'

নয়

'এরা প্রত্যেকে ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ আর্টিফ্যাক্ট লুঠেরা, কর্তৃপক্ষের উচিত অন্তত বিশ বছর এদেরকে জেলে আটকে রাখা!' রাগ ঝাড়ছে লুকমান বাবাফেমি, তবে একইসময়ে কণ্ঠে রয়েছে চাপা ভীতি।

রানা, লাবনী ও বেলা জানে, লোকটার ভয় পাওয়ারই কথা। যদি প্রমাণ হয় যোডিয়াক চুরির সঙ্গে জড়িত, সোজা তাকে ভরা হবে বিশ বছরের জন্যে আঁধার কুঠরিতে।

কপাল মন্দ, রানাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। অন্তত এমন কিছু নেই, যেটা টিকবে আদালতে।

স্ফিংস থেকে বেরোলে কর্তৃপক্ষ আঁচ করেছে, হল অভ রেকর্ডসে কিছু করছিল ওরা। অপরাধের ধরন বুঝতে না পারলেও সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে। সরাসরি নিয়ে এসেছে মিনিস্ট্রি অভ কালচার-এ মন্ত্রী মহোদয়ের অফিসে। বাদ পড়েনি উজবুক মেট্য্ ও ভীত লুকমান বাবাফেমি। প্রথম থেকেই ক্রোধ ঝাড়ছে আমেরিকান আর্কিওলজিস্ট। কর্তৃপক্ষের প্রতারিত ন্যায়নিষ্ঠ অফিসারের ভঙ্গি বাবাফেমির।

এরা যাই বলুক, এটা প্রমাণিত, আইএইচএকে কাঁচকলা দেখিয়ে হল অভ রেকর্ডসের ভেতর আগে ঢুকেছে একদল লুঠেরা। বেলার ক্যামেরা থেকে সমস্ত ডেটা নেয়া হয়েছে কমপিউটারে। এখন দেখা হচ্ছে মন্ত্রী মহোদয়ের অফিসের বিশাল টিভি স্ক্রিনে। ফ্রিয করা হয়েছে একটা দৃশ্য। ছাতে

যোডিয়াকের অংশ। সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাকালানি ও বাবাফেমি। কিন্তু যেহেতু যোডিয়াকের ঘরে উজ্জ্বল আলো, এবং তাদের পিঠ ক্যামেরার দিকে, তাই প্রায় দেখাই যাচ্ছে না দু'জনকে।

'এটা প্রমাণিত যে আমরা লুঠ করিনি হল অভ রেকর্ড্স্,' বলল রানা। 'তাতে আপনাদের কোনও সন্দেহ আছে?'

মাথা নাড়লেন মন্ত্রী ইউসুফ কোন্তার।

'মাত্র গতকাল সকালে এসেছি এ দেশে,' বলল লাবনী, 'কিন্তু ওই সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়েছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে। তা করা হয়েছে স্ফিংসের কম্পাউণ্ডে। সুতরাং ধরে নেয়া যায় গিজার কারও হাত আছে এতে।' বাবাফেমির দিকে তাকাল লাবনী। 'আপনি এতে একমত?'

মন্ত্রী ইউসুফ কোন্তার বয়স্ক লোক, ঘোড়ার মুখের মত লম্বাটে মুখ। মন দিয়ে দেখছেন লাবনী ও বেলার তোলা ফোটোগ্রাফ। 'ওই মৃত মাধু কামিল ছিল সিকিউরিটির দায়িত্বে। ধরে নেয়া যায়, লুঠেরাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সে।'

'প্রাইভেট কণ্ট্র্যাক্টরদের দায়িত্ব দেয়া ছিল মস্তবড় ভুল,' বললেন সুপ্রিম কাউন্সিল অভ অ্যাণ্টিকুইটির সেক্রেটারি জেনারেল শরিফ হামদি। 'আর্মি ডাকা দরকার ছিল। থাকা উচিত ছিল অ্যাণ্টিকুইটির স্পেশাল প্রোটেকশন স্কোয়াড।'

'আমার ধারণা, ডক্টর আলম ও তার ডাকাতের দলের পিছু নিয়েছিল মাধু কামিল, আর তখনই গ্রেফতার করতে গিয়ে খুন হয় সে,' বলল বাবাফেমি।

এ কথা শুনে এমন কী ম্যান মেট্য্ও অবাক হয়ে তাকে দেখল।

লুঠেরাদের ফেলে যাওয়া ইকুইপমেন্টের ফোটো হাতড়ে দেখছেন মন্ত্রী। 'একজনের কাজ নয় এটা। এক যুবতী, মিস্টার রানা বা এক বাচ্চা মেয়ে এসব করতে পারত না।'

রানাকে একবার দেখে নিলেন। ভুলে যাননি মিশরের জাতীয় একাধিক জটিল সমস্যায় সাহায্য করেছে বাঙালি ওই যুবক। তখন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে পরিচয় হয়েছে দু'জনের।

'আমি বাচ্চা মেয়ে নই,' আপত্তি তুলল বেলা।

ওর বাহুতে হালকা চাপড় দিল লাবনী। 'ঠিক আছে।'

মন্ত্রীর দিকে ফিরে বলল রানা, 'ছিল অন্তত দশজন। ভিডিয়োতে আছে ছয়জন। আরও ছিল কনস্ট্রাকশন সাইটে দু'গার্ড ও কম্পাউণ্ডের গার্ডরা। গিজার সবাইকে তদন্তের আওতায় নিলে, উচিত হবে একেবারে ওপরের পর্যায় থেকে সন্দেহ করা।'

লুকমান বাবাফেমির দিকে তাকাল লাবনী।

'পাগলের মত কথা বলছে এরা!' ফুঁসে উঠল বাবাফেমি, 'আমাকে অপরাধী হিসেবে দেখিয়ে আড়াল করতে চায় নিজেদেরকে!'

'বলুন তো, আপনাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?' বলল লাবনী, 'কীভাবে পেলেন নাকে ব্যথা? কী হয়েছিল?' হাত তুলে আঙুলের ছড়ে যাওয়া কড়া দেখল ও। 'আরে, অবাক কাণ্ড, আমার হাতে দেখি নাক আকৃতির লাল দাগ!'

'মিস্টার মিনিস্টার, গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকায় অনধিকার প্রবেশের জন্যে লাবনী আলম বা তার সঙ্গের এই দু'জনের বিরুদ্ধে মামলা হওয়া উচিত,' লালচে চেহারায় বলল ম্যান মেট্য্। কড়া চোখে দেখল লাবনীকে। 'আমার চূড়ান্ত সাফল্য সহ্য হলো না? তাই ধ্বংস করে দিলে আমার সুনাম? ...প্রশংসা পেয়ে মধ্যমণি হতে হবে, তাই না?'

'আগে অন্তত মানুষ হও, মেট্য্,' ধমকের সুরে বলল লাবনী।

আরামদায়ক চেয়ারে হেলান দিলেন শরিফ হামদি। 'আমরা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধের বিষয়ে কথা বলছি, ডক্টর মেট্য্, কাজেই দয়া করে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় টেনে আনবেন

না।' যোডিয়াকের ছবি দেখালেন তিনি। 'ডাকাতি হয়েছে জাতীয় মূল্যবান সম্পদ। এবং তা হয়েছে আপনার নাকের ডগার তলা দিয়ে! সবাই জানতে চাইবে, কী কারণে আপনি জানলেন না ওখানে আছে আরেকটা সুড়ঙ্গ! আগেই তারা ওই সাইট থেকে মহামূল্যবান আর্টিফ্যাক্ট সরায় কীভাবে?'

'যে কেউ এটাও ভাবতে পারে, সবই জানতেন আপনি,' আবছা হুমকি আছে মন্ত্রী মহোদয়ের কথার ভেতর।

ভয় পেয়ে ফ্যাকাসে হলো ম্যান মেট্যের মুখ। 'কিন্তু... এসব কিছুই জানি না আমি! নইলে এভাবে শেষ করে দেয় কেউ নিজের ক্যারিয়ার? ঝুঁকি নেয় কেউ জেলে যাওয়ার?'

'টাকার জন্যে বহু কিছুই করে অনেকে,' বলল লাবনী। ওর মনে হয়েছে, লুঠেরাদের সঙ্গে জড়িত নয় মেট্য্, তবে তাকে কুঁকড়ে যেতে দেখে ভাল লাগল।

টাকার কথা শুনে অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন মন্ত্রী ইউসুফ কোন্তার। 'ডক্টর আলম, আপনার ধারণা এসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওসাইরিয়ান টেম্পল?'

'অবশ্যই!' বলল লাবনী, 'বামদিকের লোকটা নাদির মাকালানি।'

'সে যে-কেউ হতে পারে,' চাপা স্বরে বলল বাবাফেমি।

'ডানে তার ঘনিষ্ঠ দোস্ত, তাই না, ডক্টর বাবাফেমি?' মৃদু হাসল রানা।

'ডক্টর বাবাফেমির কথায় কিন্তু যুক্তি আছে,' বললেন সেক্রেটারি জেনারেল শরিফ হামদি।

'ওই লোক নাদির মাকালানি,' জোর দিয়ে বলল লাবনী, 'এই ডাকাতির পেছনে আছে ওসাইরিয়ান টেম্পল।'

'ওই ধর্মের লোক নই, বিশ্বাসও করি না তাদের ধর্মপথ, তবে মিশরে বড় দাতব্য সংস্থা তারা,' বললেন মন্ত্রী। 'কাদির ওসাইরিস শুধু যে মিশরের আর্কিওলজিকাল প্রোজেক্টে টাকা ঢেলেছেন, তা নয়, অঢেল অর্থের সাহায্য করেন স্বাস্থ্য ও কৃষি

কার্যক্রমে। খুব জনপ্রিয় মানুষ।' ভুরু কুঁচকে ফেললেন। 'এ দেশ ত্যাগ করে বর্তমানে বাস করেন প্রায় আয়করবিহীন স্বর্গ সুইটযারল্যাণ্ডে।'

নাটকীয়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল বাবাফেমি। 'লাবনী আলম বলতে চাইছে, এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত নাদির মাকালানি। এরপর কার কথা বলবে? প্রেসিডেন্ট?'

হামদি জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কেন শুধু যোডিয়াক নিল? হল অভ রেকর্ডসের আর সবকিছুর মূল্য তো ব্ল্যাক মার্কেটে কয়েক শ' মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।'

'আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবে বলে যোডিয়াক লুঠ করেনি,' বলল লাবনী। ল্যাপটপে সংযুক্ত পাশের টিভিতে বেলার তোলা একটা ছবি আনল। ওটা চতুর্থ প্যাপিরাস স্ক্রল। 'এটা ওসাইরিয়ান টেম্পল গোপন করেছে আইএইচএ থেকে। এখানে লেখা, ওই যোডিয়াক ওসাইরিসের পিরামিডের মূল চাবি। ওটাই চেয়েছে লুঠেরা-দল। পিরামিডের ভেতরের সব সম্পদ চাই তাদের।'

টিটকারির হাসি হাসল বাবাফেমি। 'ওসাইরিসের পিরামিড? মিনিস্টার, হামদি, আপনারা এখনও শুনছেন এই বদ্ধউন্মাদ মহিলার কথা? ওটা তো পুরাণের কল্পকাহিনী! বাস্তববুদ্ধি আছে এমন কেউ এসব শুনলে হাসবে!'

'আপনি যার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন, সে কিন্তু মনে করে সত্যিই আছে ওসাইরিসের পিরামিড!' পাল্টা জবাব দিল লাবনী।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পেটমোটা, প্রায়-টাক পড়া বাবাফেমি। ফুঁসে উঠে বলল, 'বিদ্বেষমূলক, মিথ্যা, ভিত্তিহীন অভিযোগ আনছে এই কপট মহিলা আর্কিওলজিস্ট! কোনও প্রমাণ নেই, তবুও যা খুশি বলছে! ডক্টর আলম, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে আদালতে!'

'বসে পড়ো, বাবাফেমি,' বললেন হামদি। আহত চেহারা

করে বসের নির্দেশ মেনে বসল বাবাফেমি। 'ডক্টর আলম, দয়া করে এরপর থেকে প্রমাণ হাতে নিয়ে অভিযোগ তুলবেন। জটিল লুঠের ব্যাপারে তদন্ত করছি আমরা। যারা এসবে জড়িত, ঠিকই শাস্তি পাবে, এতে মনে কোনও সন্দেহ রাখবেন না। তবে যথেষ্ট প্রমাণ না পেলে উচিত নয় কোনও সিদ্ধান্তে যাওয়া।'

'আপনারা যখন ফুলস্কেল তদন্তে নামবেন, ততক্ষণে ডাকাতের দল সরিয়ে ফেলবে ওসাইরিসের পিরামিডের সব মূল্যবান আর্টিফ্যাক্ট,' মুখ খুলল রানা।

ডেস্কে দু'হাত রাখলেন মন্ত্রী কোন্তার। 'আমরা কাজে নেমে পড়তে দেরি করব না। ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধরা হবে, বিচারের হাত থেকে রক্ষা পাবে না কেউ।' সবাইকে দেখে নিয়ে লাবনীর ওপর স্থির হলো তাঁর চোখ। পরক্ষণে কঠোর দৃষ্টিতে দেখলেন বাবাফেমিকে। রানা টের পেল, ঘুষখোর লোকটাকে সন্দেহ করছেন মন্ত্রী। 'ঠিক আছে, এবার যে যার মত যেতে পারেন। অনেক কাজ পড়ে আছে, ডক্টর হামদি।'

রানা, লাবনী ও বেলাকে আঙুল তুলে দেখাল বাবাফেমি। 'স্যর, গ্রেফতার করা হবে না এদেরকে?'

'এ ডাকাতিতে জড়িত বলে মনে হলে গ্রেফতার করতে হয় সবাইকেই,' ধমকের সুরে বললেন ইউসুফ কোন্তার, 'সেক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে গ্রেফতার করা উচিত আপনাকে! এঁরা মিথ্যা বলেননি, মিশরে এসেছেন গতকাল। কিন্তু হল অভ রেকর্ডসে যাওয়ার ওই সুড়ঙ্গ নতুন করে খুঁড়ে নেয়া হয়েছে কয়েক সপ্তাহ ধরে। এবার এই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান আপনারা সবাই।'

হাত তুলে দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী। একে একে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল প্রায় সবাই। তবে ডেস্কের কাছে রয়ে গেছে বেলা, কাকুতির সুরে বলল, 'এক্সকিউয মি,

মিনিস্টার?'

কড়া চোখে ওকে দেখলেন কোন্তার। বাচ্চা মেয়েটার চোখে অনুরোধ দেখে নরম হলো তাঁর চোখের দৃষ্টি। 'তোমার জন্যে কী করতে পারি, পিচ্চি মেয়ে?'

ল্যাপটপের দিকে দেখল বেলা। টিভির পাশেই হল অভ রেকর্ড্স্ থেকে সংগ্রহ করা সব প্রমাণ। তার ভেতর রয়েছে ওর ক্যামেরা। 'আমি কি ফেরত পাব আমার ক্যামেরাটা?'

'আপাতত প্রমাণ হিসেবে রাখা হয়েছে, সরি,' বললেন মন্ত্রী।

'ও।' থরথর করে কাঁপল বেলার নিচের ঠোঁট। 'আমার দাদা-দাদীর জন্যে ছবি আর ভিডিয়ো তুলেছি, সব ওখানে...' গভীর বিষাদ ওর মুখে। 'তাঁরা এ দেশ থেকেই গেছেন আমেরিকায়। আজও ভালবাসেন এ দেশকে প্রাণের চেয়েও বেশি। জানতে চেয়েছিলেন কেমন আছে...'

'সরি,' আবারও বললেন মন্ত্রী। 'তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্যামেরা ফেরত দিতে পারব না।' কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। 'তবে ওটার মেমোরি কার্ডের কপি দিতে পারি ডিভিডিতে। তাতে সবই দেখতে পাবেন তোমার দাদু ও দাদীমা।'

খুশির হাসি হাসল বেলা। 'তাতেই হবে! অনেক-অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার কোন্তার।'

'কাউকে দিয়ে কপি করিয়ে দিচ্ছি, এবার হলো তো?' স্নেহের সুরে বললেন মন্ত্রী। তাঁর নাতনি বয়সে বেলার সমানই।

'অনেক ধন্যবাদ, দুর্দান্ত ভাল মানুষ আপনি,' মিষ্টি হেসে বলল বেলা।

অদ্ভুত প্রশংসা পেয়ে নাখোশ হলেন না মন্ত্রী।

বেলা অফিস থেকে বেরোতেই লাবনী বলল, 'কী করছিলে ভেতরে?'

হাসল বেলা। 'এখনও সম্ভব যোডিয়াকের ভিডিয়ো ক্লিপ পাওয়া।'

'আদায় করছ কীভাবে?' জানতে চাইল লাবনী।

'ডেস্কে মিস্টার কোন্তারের নাতনির ছবি দেখেননি? বলেছি, দাদা-দাদীর জন্যে ছবি তুলেছি। মন গলে গেল এই দাদুর। ক্যামেরা ফেরত পেলাম না, তবে ওটার পেটের সবই পাব।'

'মেমোরি কার্ডের সবই কমপিউটারে কপি করে, তারপর তাদের দরকারী ডেটা ডিলিট করে ডিভিডিতে ভরে তোমার অন্যসব ছবি দিতে পারে দাদা-দাদীর জন্যে,' বলল বেরসিক লাবনী।

'সেক্ষেত্রে ভিডিয়ো বা সব ছবি পাব না,' বলল রানা। 'তবে ভদ্রলোক এত ভেবে কাজ করবেন বলে মনে হয় না। দেখা যাক।'

'ভিডিয়ো পেলেও লাভ হবে না,' বলল লাবনী, 'এতক্ষণে এ দেশ থেকে সরিয়ে ফেলেছে যোডিয়াক। তা ছাড়া, আমরা দেখতে পেয়েছি ওটার মাত্র এক টুকরো। ওসাইরিসের পিরামিড আবিষ্কার করতে হলে লাগবে পুরোটা। নাদির মাকালানির জন্যে সহজই হবে সব বুঝে নেয়া।'

'অত হতাশ হওয়ার মত কিছু দেখছি না,' বলল রানা, 'একটু আগে আবিষ্কার করেছ হল অভ রেকর্ড্স্, তারপর জেলখানায় না গিয়ে বেরিয়ে এসেছ মুক্ত বাতাসে। এবার দেখা যাক, খুঁজে পাও কি না ওসাইরিসের পিরামিড!'

'লোকগুলো যোডিয়াক কোথায় নেবে, তা নিয়ে আলাপ করছিল,' উত্তেজিত সুরে বলল বেলা।

'তবে করাতের আওয়াজে কিছুই বুঝতে পারিনি আমরা,' আগুনে পানি ঢালল লাবনী।

বারান্দা থেকে বহু দূরের নীলাকাশ দেখল রানা। 'আমি বোধহয় জানি, কার সাহায্য নিলে বেরোবে কোথায় গেছে

যোডিয়াক।'

'তোমাকে আবারও দেখে খুব ভাল লাগছে,' লাবনীকে জড়িয়ে ধরল সুন্দরী জাবাইরাহ্ আহদি। দেড় বছর আগের মতই এখনও ফুলে আছে পেট। নতুন করে সন্তান-সম্ভবা। নয় মাস আগে ইরানিয়ান সরকারের চাকরি নিয়ে মিশরে এসেছে। 'নতুন খবর কী? কী আবিষ্কার করলে এবার?'

'কিছুই না!'

ভয়ঙ্কর অর্থ-পিশাচ, চরম নিষ্ঠুর, কবর-লুঠেরা আরাশ খানসারির কাছ থেকে আটলান্টিসের দরকারি এক আর্টিফ্যাক্ট কিনতে ইরানে গিয়ে মস্ত বিপদে পড়েছিল রানা, লাবনী ও মউরোস। তখন জাবাইরাহ্ আহদির সাহায্য নিয়েছিল ওরা। সেই অভিযানেই প্রথমবারের মত লাবনী জেনেছিল, দুনিয়া জুড়ে প্রায় প্রতিটি দেশে আছে রানার বান্ধবী! তারা কোনও না কোনও বিপদে সাহায্য পেয়েছে বলেই কৃতজ্ঞ বাঙালি অকৃত্রিম বন্ধুর প্রতি। তাই সাহায্য করতে মুখিয়ে থাকে।

'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, পরের বিশটা ছেলেমেয়েরও বাবা, আমার স্বামী, খালিদ জামসি,' কালো ঝোপ সদৃশ চুলের দুর্দান্ত সুপুরুষ মিশরীয় এক যুবককে দেখাল জাবাইরাহ্।

মুচকি হাসল যুবক। 'সব মিলে বাইশটা? সংসারের জন্যে যে টাকা চাইবে, পাগল হয়ে পালিয়ে যাব!' রানা, লাবনী ও বেলার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল সে।

'কাজের কথায় আসা যাক,' বলল জাবাইরাহ্। 'রানা ফোনে বলেছে, স্ফিংসের নিচে পাঁচ হাজার বছরের এক দালানে আটকা পড়েছিল।' ভুরু কপালে তুলল সে। 'এসব অবশ্য রানার জন্যে কিছুই না। মহাবিপদ না হলে নষ্ট হয় ওর রাতের ঘুম!'

'আসলে বেলার কারণেই এখানে আসা,' বলল লাবনী।

‘ও জেনে গিয়েছিল, লুঠ হবে হল অভ রেকর্ড্‌স্।’ হাতের ডিভিডি-আর দেখাল। কথা রেখেছেন মন্ত্রী কোস্তার। কপি করিয়ে দিয়েছেন ক্যামেরার মেমোরি কার্ডের সব। ‘এটার ভেতর ডাকাতির ভিডিয়ো আছে।’

চোখদুটো জ্বলে উঠল জামসির। প্রত্নতত্ত্বে মাস্টার্স ডিগ্রি নিলেও কাজ করে সে দৈনিক পত্রিকায়। তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল জাবাইরাহ্। ‘আগেই বলেছি, ঘুণাক্ষরেও এসব লেখা চলবে না পত্রিকায়।’

‘জামসি কী ধরনের সাহায্যে আসবেন?’ জানতে চাইল লাবনী।

এ কথায় মেসেঞ্জার ব্যাগ থেকে অ্যাপল ল্যাপটপ বের করল যুবক। কি-বোর্ডের বাটনগুলোয় সেঁটে রাখা নানান রঙের লেবেল। ‘প্রফেশনাল ভিডিয়ো এডিটিং সফওয়্যারের শর্টকাট,’ মুচকি হাসল সে। ‘এখন নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, দুনিয়ার কোন্ কাজে আমি আসব না?’

হোটেল ঘরে রানার বিছানায় বসে পুরো আধঘণ্টা ডিভিডির সব ভিডিয়ো নিয়ে কাজ করল মিশরীয় যুবক, তারপর সোজা করল পিঠ। টের পেল, কাঁধের ওপর দিয়ে ল্যাপটপের দিকে চেয়ে আছে ওর বউ, লাবনী ও বেলা।

‘জানতাম, আমার কোলনের গন্ধে পাগল হয়ে ছুটে আসে মেয়েরা,’ চওড়া হাসি দিল জামসি। ‘তবে কাজ করতে হলে একটু বাতাসও পেতে হবে।’

‘সরি,’ পিছিয়ে গেল লাবনী। কী দেখবে ভাবতে গিয়ে কৌতূহলে মরছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও টেবিল ফ্যানের কাছ থেকে সরল বেলা।

এখনও সফল হয়নি জামসি। শুধু সামান্য বড় করতে পেরেছে ইমেজ। বেলার ক্যামেরার ভিডিয়ো মোড ডিযাইন করা ইন্টারনেট-ফ্রেণ্ডলি ছোট ক্লিপের জন্যে। জিনিসটার সাধ্য ছিল না হাই-ডেফিনেশন ফুটেজ তুলবে। উজ্জ্বল আলোয়

আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে, এদিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাদির মাকালানি ও বাবাফেমি।

রানা বুঝতে পারছে, যত শক্তিশালী সফ্‌টওয়্যার হোক, যতই চালু হোক ইউযার, ডিজিটাল ইনফর্মেশন না পেলে কিছুই করার নেই।

অবশ্য, আরেকটু পর অডিয়োর বিষয়ে কপাল খুলল জামসির। ইয়ারফোন পরে রেকর্ডিং অ্যাডজাস্ট শেষ করে ব্যবহার করছে ফিল্টার। 'করাতের আওয়াজ এখন সামান্য,' একটা উইণ্ডোয় কম্পমান ওয়েভফর্ম দেখাল। 'পুরো গায়েব করতে পারছি না। তবে এখন শুনতে পাব তাদের কথা।'

'তুমি শুনলেই হবে?' মুখ গোমড়া করল জামসির বউ। 'আমাদেরকে শুনতে দাও!'

স্ত্রীর ধমকের ভয়ে নিজের কানের একটা ইয়ারফোন তার হাতে দিল জামসি। ওটা বুড়ো আঙুল দিয়ে মুছে নিয়ে কানে পুরল জাবাইরাহ্।

'সবই দেখেছি,' নালিশের সুরে বলল জামসি।

'কী দেখেছ?'

'এইমাত্র আমার ইয়ারবাড মুছে নিয়েছ।'

'চাই না তোমার কানের মোম আমার কানে ঢুকুক।'

'আমার কানে ওই জিনিস নেই!'

'হ্যাঁ, তোমরা বিবাহিত, তাতে সন্দেহ নেই,' হাসল লাবনী।

'অডিয়োতে কী বলছে ওরা?' জানতে চাইল রানা।

কিছুক্ষণ শুনল জাবাইরাহ্, তারপর বলল, 'ডানদিকের লোকটা বাবাফেমি, খুব চিন্তিত, সঠিক সময়ে পরিষ্কার করা যাবে কি না হল অভ রেকর্ড্স্। কেউ সন্দেহ করলে সব দোষ পড়বে তার কাঁধে। নালিশ করছে আসলে।' আবার শুরু হলো অডিয়ো। চুপ করে শুনছে স্বামী-স্ত্রী।

'আর কী বলছে লোকগুলো?' জানতে চাইল বেলা।

'এখনও নালিশ চলছে!' চুপ হয়ে গেল জাবাইরাহ্। একটু পর বলল, 'হ্যাঁ, বলছে ওসাইরিসের পিরামিডের ব্যাপারে। অন্য লোকটা, নাদির মাকালানি, সে বলছে ওটা অবশ্যই তাদেরকে পৌঁছে দেবে ওখানে। তারা... ভালভাবে শুনলাম না।' ডিসপ্লের ওয়েভফর্ম লাফ দিয়েছে ড্রিল মেশিনের আওয়াজে। 'জামসি, পিছিয়ে যাও তো! ...বলছে... গ্রহ আর নক্ষত্রের কথা... কিন্তু ঠিক শুনতে পাচ্ছি না। কীসের সঙ্গে যেন তুলনা করে দেখতে চায় যোডিয়াকের।'

আবারও রেকর্ডিং চালু করল জামসি। আওয়াজ শুনতে শুনতে ভুরু কুঁচকে ফেলল বিরক্ত জাবাইরাহ্। 'অনেক আওয়াজ, তবে মনে হয় যোডিয়াকটা তুলনা করবে... ডেনডারা কনস্টেলেশনের সঙ্গে?'

'ডেনডারা নামে কোনও কনস্টেলেশন নেই, অন্তত আমি কখনও শুনিনি,' বলল লাবনী।

'ডেনডারা কোনও কনস্টেলেশন নয়,' বলল বেলা। 'ওটা একসময়ে ছিল মিশরের ওপরদিকের প্রাদেশিক রাজধানী। ওখানেই আছে হাথোরের মন্দির...' বুঝতে শুরু করেছে সব।

বুঝে গেছে লাবনীও। 'ওই লোক ডেনডারা এলাকার কথা বলেনি, বলেছে ডেনডারা যোডিয়াক!'

'ডেনডারা যোডিয়াক কী?' জানতে চাইল রানা।

এবার বলল বেলা, 'ওটা টেম্পল অভ হাথোরের ছাতে একটা নক্ষত্রের মানচিত্র।'

'আগে মন্দিরের সিলিঙে ছিল আসল যোডিয়াক,' বলল লাবনী, 'এখন আছে নকল। আসলটা লুঠ করেছিল সতেরো শ' নব্বুই সালে নেপোলিয়ন।'

রেকর্ডিং পয করল জামসি। 'এরা তা হলে ডেনডারা যাচ্ছে? হয়তো ওদের আগেই ওখানে পৌঁছতে পারবেন।'

মাথা নাড়ল লাবনী। 'তাতে কাজ হবে না। নকলটা প্রায় আসলের মত হলেও ওই দুটো এক জিনিস নয়। এরা চাইবে

স্ফিংসের যোডিয়াকের সঙ্গে সত্যিকারের যোডিয়াক মিলিয়ে দেখতে।'

'ওটা আছে কোথায়, লুভর মিউযিয়ামে?' আন্দাজ করল রানা।

হাসল লাবনী। 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ!'

দশ

রূপসী প্যারিস। লুভর মিউযিয়াম।

অলস পায়ে মাঝের প্রাঙ্গণে কুওর (কোর্ট) নেপোলিয়ন পেরোল রানা, লাবনী ও বেলা।

'ক'বছর পর আবার এলাম,' বলল লাবনী, 'কীভাবে যে চড়ুই পাখির মত ফুড়ুত করে বেরিয়ে যায় সময়!'

পাশ কাটাল ওরা পরের কোর্টইয়াডের মাঝে সত্তর ফুটি কাঁচ ও অ্যালিউমিনিয়ামের পিরামিড। পৌঁছে গেল কারুকাজ করা নোংরা ইজিপ্ট উইঙে। তবে আজ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গার্ড। গত কয়েক মাসে পৃথিবীর নানান মিউযিয়াম থেকে নামকরা বেশকিছু শিল্পকর্ম লুঠ হওয়ায় সতর্ক হয়েছে কর্তৃপক্ষ। চায় না একই ঘটনা ঘটুক লুভর মিউযিয়ামে।

'ডেনডারা যোডিয়াক দেখতে হলে যেতে হবে ১২এ রুমে,' টুরিস্ট গাইড ভাঁজ করে রাখল বেলা। 'বেশ খানিকটা দূরে। প্রথমে বাঁক নিতে হবে, ওই যে ওখানে, তারপর যেতে হবে বামে। এরপর সোজা সামনে গেলেই পৌঁছে যাব।'

'পুরো লুভর ঘুরব না,' বলল রানা, 'শুধু দরকারি

যোডিয়াক দেখেই বেরিয়ে যাব।'

'সমস্যা নেই,' বলল বেলা। 'মোনা লিসার ছবি দেখতে দেখতে পচে গেছে চোখ। তবে অন্যসব...'

'হয়তো এরই মধ্যে ওসাইরিসের পিরামিডের কাছে পৌঁছে গেছে নাদির মাকালানি বা তার দলের লোক,' বলল লাবনী, 'প্যারিসে এসে পরেও দেখতে পারবে লুভর। ওসাইরিসের পিরামিডের আর্টিফ্যাক্ট সরিয়ে ফেললে আর কখনও সেগুলোর খোঁজ পাব না। আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত সবার আগে ওখানে পৌঁছে যাওয়া।'

পথে সাধারণ মিশরীয় প্যাপিরাস স্ক্রল থেকে শুরু করে প্রমাণ সাইজ মূর্তি ও কারুকাজ করা মন্দিরের কলাম দেখছে ওরা। তবে চুম্বকের মত টানছে ডেনডারা যোডিয়াক।

১২এ কক্ষ থেকে একটু দূরে ছোট অ্যান্টিরুম। ভেতরে একপাশে কার্ন্যাকের টেম্পল অভ আমুনের বালিপাথরের সব প্রাচীন কীর্তি। ঘরের আরেক পাশে...

ওটা মেঝেতে নেই, ঝুলছে সরাসরি ছাতে।

মুখ তুলে ওরা দেখল, নয় ফুট ওপরে পুরু কাঁচের ওদিকে ডেনডারা যোডিয়াক।

ফ্যাকাসে বাদামি পাথরের স্ল্যাব বললেও দোষ হবে না। উজ্জ্বল আলো পড়েছে ওটার ওপর। দেখা যাচ্ছে প্রতিটি খাঁজ-ভাঁজ। হল অভ রেকর্ডসের যোডিয়াকের চেয়ে বড়। পাথরের আকাশে নক্ষত্রের মেলা।

'ওই যে লিয়ো আর স্করপিয়ো,' হারকিউলিসের খুন করা সিংহের আকৃতির নক্ষত্ররাশি এবং বৃশ্চিক নক্ষত্ররাজি দেখছে বেলা। 'কিন্তু আরও অনেক আছে, সেগুলো চিনলাম না।'

'কই, দেখছি না ঋক্ষমণ্ডল,' বলল লাবনী।

আঙুল তুলে যোডিয়াকের মাঝের একটু দূরের এক চিহ্ন দেখাল বেলা। 'ওই যে ওটার চিহ্ন!'

'ভেড়ার বাচ্চার ঠ্যাং?' ভুরু ওপরে তুলল লাবনী।

'প্রাচীন মিশরীয়রা ভেবেছে দেখতে ওটা অমনই,' জানাল বেলা।

'একইরকম আছে নক্ষত্রমণ্ডলী,' বলল লাবনী, 'লিবরা, টরাস, এরিয... তবে খোদাই একটু অন্যভাবে। পশ্চিমা যোডিয়াক তৈরি করা হয়েছে মিশরীয়দের যোডিয়াক দেখেই। পরে সামান্য বদলে নিয়েছে নাম।' ছাতে আঙুল তাক করল। 'যেমন ওরিয়ন বা কালপুরুষ। মিশরীয়রা ভাবত পুরাণের গুরুত্বপূর্ণ দেবতা সে।'

মৃদু হাসল রানা। 'ওসাইরিস?'

'দশে দশ দেয়া হলো তোমাকে,' হাসল লাবনী।

রঙিন প্রিণ্টআউট নেয়া হয়েছে যোডিয়াকের ভিডিয়ো থেকে, ওই কাগজটা খুলল বেলা। জামসি যতটা পেরেছে, বড় করেছে ছবি ও ছায়াছবি। দু'ধরনের ছবি দিয়েছে। একটা ভিডিয়ো ফ্রেম থেকে নেয়া সরাসরি ব্লোআপ, অন্যটায় ব্যবহার করেছে ফোটোশপ। শেষেরটা সরাসরি নিচে থেকে তোলা ছবির মত। ইমেজ নিম্ন শ্রেণীর ছিল বলে ভাল হয়নি ছবি। অবশ্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্ফিংসের যোডিয়াকের অংশ।

মাথার ওপরের যোডিয়াকের সঙ্গে প্রিণ্টআউট মেলাল বেলা। 'দুটো কাছাকাছি হলেও তফাৎ আছে, প্রিণ্টআউটের লাল বৃত্ত কিন্তু ডেনডারা যোডিয়াকে নেই।'

'লাল বোধহয় মঙ্গল গ্রহকে বোঝাতে,' বলল লাবনী। 'তবে আমার জানা নেই, গত কয়েক হাজার বছরে কতটা বদলে গেছে নক্ষত্ররাজি। কয়েক সপ্তাহ পর পর নানাদিকে সরছে পৃথিবী। একটা যোডিয়াক কখন তৈরি হয়েছে, সেটা জানতে হলে কমপিউটারে অঙ্ক কষে বের করতে হবে, কোথায় ছিল আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলের অবস্থান। মঙ্গল যদি থাকে অ্যাকুয়েরিয়াস-এ, শনি থাকবে ক্যাপরিকর্নে... ইত্যাদি ইত্যাদি।'

প্রিন্টআউট ও ছাতের যোডিয়াক মিলিয়ে দেখছে রানা। সামান্য কুঁচকে গেছে ভুরু। সেটা খেয়াল করেছে লাবনী, রানা কী ভাবছে জিজ্ঞেস করবে, এমনসময় তুড়ি বাজাল বেলা। 'ও-ও! এখানে তো অন্যরকম!' প্রিন্টআউটের একটা প্রতীকে আঙুল ঠুকল। ওখানে কালো পটভূমিতে হালকা ছাপের মিল্কি ওয়ে। 'আমার ভুল না হলে এটা আবারও সেই ওসাইরিস। অন্য নক্ষত্রটার মতই একই রঙ। সবুজ।'

'ওসাইরিস কি সবুজ ভূত?' হাসল লাবনী।

'মিশরীয়দের ধারণা ছিল, সবুজ মানে নতুন জীবন,' বলল বেলা, 'কিন্তু ওই লোক...' আবারও আঙুল রাখল প্রতীকে, 'এখানের বড় যোডিয়াকে নেই সে।'

প্রিন্টআউট ও ছাতের যোডিয়াক দেখল লাবনী, তারপর বলল, 'তার পাশে ওটা কে?' সবুজ ওসাইরিসের পাশেই হলদে-কমলা ছোট আরেক আকৃতি। 'আরেকটা গ্রহ?'

'মনে হয় না...' লো রেসোলিউশন হলেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বৃত্তাকার মঙ্গল গ্রহ। কিন্তু হলদে-কমলা আকৃতি প্রায় ত্রিকোণ।

পিরামিডের মত।

'না তো!' হঠাৎ চমকে উঠল বেলা। 'কিন্তু...' চুপ হয়ে গেল।

'লা-জওয়াব কেন?' একটু অপেক্ষার পর জানতে চাইল রানা।

'ওটা... ওটা পিরামিড অভ ওসাইরিস!'

'তাই হবে,' সায় দিল লাবনী। নিশ্চিত হতে মুখ তুলে দেখল ছাতের যোডিয়াক। বহু আগেই মুছে গেছে ডেনডারা প্রস্তর লিপির রঙ। তবে পরিষ্কার দেখা গেল খোদাই করা সব আকৃতি। ওসাইরিসের ফিগার বা ওপরের কোথাও নেই ত্রিকোণ পিরামিড। 'এখন স্ফিংস যোডিয়াকের নক্ষত্রমণ্ডলীর পযিশন বেরোলে, পেয়ে যাব পিরামিড অভ ওসাইরিসের

লোকেশন!'

কিন্তু আনমনে মাথা নাড়ছে রানা।

জানতে চাইল লাবনী, 'কী ভাবছ?'

'ওভাবে বের করা যাবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'নক্ষত্র ন্যাভিগেট করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু নক্ষত্রমণ্ডলীর মানচিত্র দেখে ঠিক জায়গায় পৌঁছুবে না। আগে তোমার চাই সেক্সট্যান্ট আর একটা বর্ষপঞ্জী। শুধু তাই নয়, জানতে হবে অতীতের সেই তারিখ, যখন তৈরি হয়েছে যোডিয়াক। নইলে বেরোবে না নক্ষত্রের পযিশন।'

উত্তেজনা হারিয়ে গেল লাবনীর। 'ও?'

'আরও আছে। স্ফিংসের বুক থেকে যে যোডিয়াক ওরা নিয়ে গিয়ে ভাবছে, ওটা মানচিত্র, ওটা তা না-ও হতে পারে।'

'তাই?' রানার কথা বুঝতে পারছে না লাবনী।

'সম্ভাবনা খুব বেশি, ওটা নক্ষত্রমণ্ডলীর মানচিত্রই নয়। অন্য ধরনের ম্যাপ।' সিলিঙের দিকে তাকাল রানা। 'ওই যোডিয়াকের মূল সমস্যা হচ্ছে, ওটা বহনযোগ্য নয়। কাজেই যখন যাবে ওসাইরিসের পিরামিড খুঁজতে, চাই ওই যোডিয়াকের একটা নকল। কাজেই তা তৈরি করবে কাগজে। আর তখনই হবে মস্তবড় ভুল। ...লাবনী, তোমার কাছে কলম আর কাগজ আছে?'

লাবনী কিছু বলার আগেই পার্স থেকে বলপয়েন্ট কলম ও ছোট প্যাড বের করে রানার হাতে দিল বেলা।

মৃদু মাথা নাড়ল রানা। 'নিজেই ম্যাপ তৈরির চেষ্টা করো, লাবনী। কাজটা যখন করবে, দেখব তোমার অনিন্দ্য সুন্দর মুখ।'

কলম ও কাগজ নিয়ে অবাক চোখে রানাকে দেখল লাবনী। 'হঠাৎ রোমান্টিক হয়ে উঠলে যে?'

'এবার কাগজ তুলে আঁকতে শুরু করো সিলিঙের যোডিয়াক আর এই ঘর,' মৃদু হেসে বলল রানা।

ঘাড় কাত করে যোডিয়াক দেখে নিয়ে ঘর দেখল লাবনী, তারপর নেমে পড়ল কাজে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'হ্যাঁ, এবার কী?'

ফাঁকা ঘরের শেষমাথায় গেল রানা। 'ধরে নিলাম এটা উত্তরদিকের দেয়াল। এবার মানচিত্রে লিখে নাও উত্তরদিক। কাগজ কিন্তু তুলে রাখবে আগের মত করেই।'

ড্রয়িং করা কাগজে উত্তরদিকে "এন" লিখল লাবনী।

'এখন ওটা যদি নর্থ হয়, অবশ্যই উল্টোদিকটা সাউথ,' বলল রানা। 'সেটাও লিখে নাও। এবার...' ডানহাত তাক করল একপাশের দেয়ালের দিকে। 'তার মানে এই দেয়াল পুব, আর ওদিকের দেয়াল পশ্চিম— ঠিক?'

'হ্যাঁ, ঠিক।' কাগজে পুব ও পশ্চিম লিখে নিল লাবনী। 'কোথাও কোনও ভুল নেই।'

ওকে দেখল রানা, ঠোঁটে মৃদু হাসি। ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরল প্রতিটি দেয়ালের দিকে। 'তা হলে পেলে নর্থ, ইস্ট, সাউথ ও ওয়েস্ট। সব ঠিক আছে তো তোমার ড্রইঙে?'

'হ্যাঁ। মটকে যাচ্ছে, এবার ঘাড় নিচু করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' বলল রানা।

ঘাড় সোজা করে পাতায় নিজের অসাধারণ শিল্প দেখল লাবনী।

'সমস্যা এখান থেকেই শুরু,' বলল রানা, 'ম্যাপ ঘুরিয়ে ওটার উত্তরদিক তাক করো উত্তর দেয়ালের দিকে।' কাজটা করল লাবনী। 'তা হলে এবার বুঝে নাও কোথায় ত্রুটি হয়েছে মানচিত্রে।'

কাগজ দেখল লাবনী। ঠিকভাবেই লিখেছে প্রতিটি দিক। আরও কয়েক সেকেণ্ড দেখার পর কপালে চাপড় দিল। 'ও!' উত্তর আছে উত্তর দিকে, দক্ষিণ আছে দক্ষিণ দিকে— কিন্তু কাগজে পুরো উল্টে গেছে পুব ও পশ্চিম! 'বিদঘুটে সমস্যা তো!'

'ন্যাভিগেশন ট্রেইনিঙে শেখানো হয় এসব,' বলল রানা। 'এতই সহজ সমস্যা, কেউ ধরিয়ে না দিলে বোঝার উপায় থাকে না।'

লাবনীর কাগজের দিকে চেয়ে আছে বেলা। 'আমি ঠিক বুঝলাম না।'

ওর হাতে কাগজ ও কলম ধরিয়ে দিল লাবনী। 'নিজেই বুঝে নাও।'

কাগজ হাতে যোডিয়াকে চোখ রাখল বেলা।

'কিন্তু ওসাইরিসের পিরামিড খুঁজতে এতে কী সুবিধা হবে?' জানতে চাইল লাবনী।

'সত্যি বলতে, সেটা এখনও জানি না,' বলল রানা, 'তবে একটা কথা তো মানবে, স্ফিংসের যোডিয়াক সহজ মানচিত্র নয়? পিরামিড খুঁজতে শুরু করে নতুন করে ভাবতে হবে নাদির মাকালানিকে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

নোটবুক নিচু করে দেয়াল দেখল বেলা। বুঝে গেছে। 'ও, তার মানে ওপরের যোডিয়াক আঁকতে গেলে পাল্টে যায় পুব ও পশ্চিম। পাগলের কাণ্ড!'

কী যেন বলতে যাচ্ছিল লাবনী, এমনসময় ঘরের দরজায় এসে থামল সুট পরা এক অফিশিয়াল। ঝড়ের বেগে ফ্রেঞ্চ বলল সে।

ফ্রেঞ্চ ভাষা জানা আছে রানার, তবে বক্তব্য শুনে বিরক্ত হয়েছে, তাই ইংরেজিতে বলল, 'সরি, ইংরেজি বলুন। আমার সঙ্গে দুই ভদ্রমহিলা আমেরিকান।'

'ও, আমেরিকান। ইংরেজি? বুঝলাম।' পাত্তা না দিয়ে বলল লোকটা, 'আশা করি ভাল লেগেছে লুভর মিউযিয়াম? তবে দুঃখিত, বিশিষ্ট এক ভিআইপি অনুরোধ করেছেন, একা দেখবেন ডেনডারা যোডিয়াক। কাজেই এবার আপনাদেরকে বিদায় নিতে হবে এই ঘর ছেড়ে।'

'ভিআইপি?' মৃদু হাসল রানা। 'তাঁরা তো আর আমাদের মত সাধারণ মানুষের সঙ্গে একই ঘরে থাকবেন না! তো চলে যেতেই হয়!'

'ঠিক কথাই বলেছ,' সায় দিল লাবনী। 'আমাদের নাক থেকে বের হওয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড শেষ করে দিতে পারে তাঁদের অমূল্য জীবন!' রানার বাহুতে হাত রেখে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল ও।

বিরক্ত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে মিউযিয়াম অফিশিয়াল। পাশ কাটাবার সময় বলল বেলা, 'আমরা আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলেছি বলে মাফ করে দেবেন, নইলে নরকেও ঠাঁই হবে না আমাদের।'

ফ্রেঞ্চ লোকটার সরু দুই ঠোঁট চেপে বসল পরস্পরের ওপর। কয়েক সেকেণ্ড পর কাকে যেন ডাক দিল।

এদিকে মেইন হলে বেরিয়ে চমকে গেল রানা, লাবনী ও বেলা। পেছনে কয়েকজনকে নিয়ে ডেনডারা যোডিয়াকের ঘরের দিকে হেঁটে আসছে নাদির মাকালানি। পাশেই খুনে কিলিয়ান ভগলার!

'খুব খুশি হলাম দেখা হয়ে,' বলল রানা।

সাপের চামড়ার জ্যাকেটে হাত ভরে দিয়েছে বডিগার্ড। কিন্তু কড়া চোখে তাকে দেখল নাদির মাকালানি।

'লুভর মিউযিয়ামে গোলাগুলি পছন্দ করবে না ফ্রেঞ্চ পুলিশ,' সান্ত্বনা দিল রানা।

রানার দল এবং নাদির মাকালানির দলের মাঝে থমকে গেছে মিউযিয়াম অফিশিয়াল। 'আপনারা পরস্পরকে চেনেন?'

'কেউ কখনও পরিচয় করিয়ে দেয়নি, তবে পরস্পরকে চিনি,' বলল রানা। 'ইনি সম্ভবত মিস্টার নাদির মাকালানি। সঙ্গে তাঁর প্রিয় বন্ধু কিলিয়ান ভগলার।'

'কারও সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছে আমাদের নেই,' আড়ষ্ট

কণ্ঠে বলল নাদির মাকালানি, 'তবে ডক্টর লাবনী আলমকে ঠিকই চিনেছি। স্ফিংসের ঘরে ছিল। দুনিয়ার অনেকেই চেনে এখন।' চোখ পিটপিট করে কয়েক সেকেণ্ড দেখার পর লাবনীকে চিনে ফেলল লুভর অফিশিয়াল। 'তার সঙ্গে ছিল বেলা আবাসি ও মাসুদ রানা। কী কারণে এসেছে, তা-ও বুঝতে পারছি।'

'আপনারা এখানে কেন?' প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল বেলা।

চোখ সরু করল মাকালানি। 'আপনারা এখানে কেন, ডক্টর আলম?'

'বোধহয় একই কাজে,' বলল লাবনী, 'প্রাচীন নক্ষত্র নিয়ে সমান আগ্রহ আমাদেরও।'

'আচ্ছা!' আরও কঠোর হলো লোকটার চোখ।

লাবনী ওর বাহু ধরে রওনা হতে চাইছে দেখে বলল রানা, 'আশা করি আবারও দেখা হবে।'

'এখনই বাইরে গিয়ে দেখা করি না কেন দু'জন?' খেপা গোখরো সাপের দৃষ্টিতে রানাকে দেখল কিলিয়ান ভগলার। বোধহয় ভুলতে পারেনি, নিতম্বে বেদম এক লাথি দিয়েছিল বাঙালি যুবক। আবারও চলে গেল তার হাত হোলস্টারের কাছে।

তার কাঁধ চাপড়ে দিল নাদির মাকালানি। 'অধৈর্য হয়ো না, কিল। আবার হাতের কাছে পাবে ওকে। তখন আর এত ভদ্রতাও করতে হবে না।'

'অপেক্ষা আমিও করব,' বলল রানা, ওরও হাত কোমরের কাছে। যদিও নেই ওয়ালথার পি.পি.কে.।

পাথরের মূর্তি হয়েছে মাকালানি ও ভগলার। তাদের চোখ দেখছে রানা। লাবনী ও বেলা ঘর থেকে বেরোতেই নিজেও বেরোল ঘর ছেড়ে। চাপা স্বরে বলল, 'চলো, সুযোগ বুঝে দলের লোককে লেলিয়ে দেয়ার আগেই বেরিয়ে যেতে

হবে।'

লাবনী ও বেলাকে বিপদে ফেলতে রাজি নয় ও।

পাতাল-ঘর থেকে মিউযিয়ামের পুবে প্লেস দু লুভর-এ বেরোল ওরা।

একটু দূরে রেস্ট্রিকটেড যোনে টিণ্টেড জানালার কালো এক বড় মার্সিডিয এসইউভি।

'নাদির মাকালানির?' জানতে চাইল লাবনী।

'তাই তো মনে হয়,' বিড়বিড় করল বেলা।

'আমরা গোপনে পিছু নিতে পারি,' বলল রানা।

'এইমাত্র না খুন হয়ে যাচ্ছিলাম?' আপত্তি তুলল বেলা।

'রানা কিন্তু ঠিকই বলেছে,' বলল লাবনী। 'পিরামিড অভ ওসাইরিস বের করতে হলে চাই ওই যোডিয়াক, আর সেটা আছে নাদির মাকালানির কাছে।'

লাবনী ও বেলার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে একটা কোণ ঘুরে থমকে গেল রানা। দেয়ালের পাশ থেকে উঁকি দিল পেছনের পথে। পিছু নিয়ে আসছে না কেউ।

'গাড়িটা তার না-ও হতে পারে,' বলল বেলা।

'সেক্ষেত্রে আর কিছু করার থাকবে না,' বলল রানা।

'তবে নাদির মাকালানি না ভিআইপি?' বলল লাবনী। 'তারই তো দামি গাড়ি থাকার কথা। পার্কিংলটে ওরকম আর একটাও নেই।'

কথাটা চুপচাপ মেনে নিল বেলা।

নাদির মাকালানি আসবে সেজন্যে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষায় থাকল ওরা।

দশ মিনিট পর লুভর থেকে বেরোল বিকৃত মুখের মিশরীয়। পেছনে খাস বডিগার্ড। দু'জন উঠে পড়ল মার্সিডিয গাড়িতে। পেছনের গাড়িতে চাপল আরও তিনজন।

'আপনাদের কি মনে হচ্ছে, ওই পিরামিড কোথায় আছে, তা জেনে গেছে এরা?' জানতে চাইল বেলা।

‘সেটা জানতে হলেও পিছু নিতে হবে,’ বলল রানা।

রওনা হয়ে গেছে এসইউভি এবং পেছনের গাড়ি।

হনহন করে হেঁটে মোড়ে পৌঁছে মাথার ওপর হাত তুলল রানা। ‘ট্যাক্সি!’

এগারো

ট্যাক্সিতে চেপে নাদির মাকালানির মার্সিডিয এসইউভির পিছু নিয়েছে রানা, লাবনী ও বেলা।

ইতালিয়ান ক্যাথোলিক ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রথমে সন্দেহ করেছিল, বেআইনী কিছুর সঙ্গে জড়িত ওরা। কিন্তু তখনই রানা খুব গম্ভীর মুখে জানাল, ওর একমাত্র প্রিয় শালার পলাতক ফ্রেঞ্চ বউয়ের আমেরিকান প্রেমিক সামনের গাড়িতে। ওদিকে বাড়িময় গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদছে শালার তিন বছরের শিশু মেয়েটা। কাজেই ওর জানতেই হবে সামনের ওই লোক কোথায় লুকিয়ে রেখেছে শালার বদমাশ বউকে।

এটা শোনার পর ‘মার্সি-মার্সি!’ বলে আঁৎকে উঠে গলায় ঝুলন্ত ক্রুশ ছুঁয়েছে ট্যাক্সি ড্রাইভার। এরপর সমস্যা হয়নি। লক্ষ্মী ছেলের মত ভদ্রস্থ দূরত্ব রেখে অনুসরণ করছে সে।

প্যারিসের আরেক প্রান্তে পৌঁছে মাঝারি এক রাস্তার ধারে থামল মার্সিডিয। সামনের বাড়ির বড় গেটের ওপরে ঝুলছে ওসাইরিয়ান টেম্পলের লোগো। নিউ ইয়র্কে যে টেম্পলটা দেখেছে রানা, সেটার মতই বিশাল দালান। বাইরের বাগানে গিজগিজ করছে নানান পোশাকের অসংখ্য পুরুষ ও নারী।

বাড়ির একটু দূরে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল রানা, লাবনী ও বেলা। ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতে রানা টিপ্স্ সহ টাকা দিতে যাওয়ায় মাথা নাড়ল লোকটা। 'না, কিছুই লাগবে না। শুধু আমার হয়ে ওই বাজে মহিলার গালে কষে একটা চড় দেবেন।'

'টাকা না নিলে ছোট হয়ে যাব,' বলে জোর করেই প্রৌঢ় লোকটার বুক পকেটে পঞ্চাশ ডলারের নোট গুঁজে দিল রানা।

বাড়ির উল্টোদিকের ফুটপাথে পৌঁছে অবাক হলো বেলা। 'এত মানুষ এসেছে ওসাইরিসের সঙ্গে দেখা করতে? জানি সে মুভি স্টার, কিন্তু তাই বলে... বাপরে!'

'ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে কাল্ট গড়বে, হয়ে উঠবে পীরফকিরনি, আর তখন দেখবে কত পাগল তোমার পেছনে ছুটছে,' বলল লাবনী।

কথাটা ভেবে দেখছে বেলা। ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'খারাপ হবে না শার্ট খোলা ফায়ার-ফাইটার যুবকরা পেছনে পেছনে ঘুরলে।'

'তোমার নাম হবে অগ্নিনারী,' বলল রানা।

পার্কিংলটে মার্সিডিয রেখে বাড়ির চওড়া পথ ধরে হাঁটছে নাদির মাকালানি ও তার বডিগার্ড। আলাদা হয়ে গেছে অন্য তিনজন। বিকৃত মুখের নাদির বডিগার্ড সহ ঢুকে পড়ল মস্তবড় বাড়ির ভেতর। অন্য তিনজন গেল পেছন বাগানের দিকে। রানার সঙ্গে হেঁটে ভিড়ের কাছে গেল লাবনী ও বেলা।

'এবার কী?' জানতে চাইল লাবনী। 'আমরা অপেক্ষা করব? কে জানে, লোকটা আবার কখন বেরোবে!'

'ওদের সভায় যোগ দেব,' বলল রানা।

'আপত্তি নেই,' বলল লাবনী, 'কৌতূহল হচ্ছে, আসলে কী করে এরা। হয়তো জানব, কীভাবে খুঁজে বের করবে ওসাইরিসের পিরামিড।'

'মনে রেখো, নাদির মাকালানি আমাদেরকে ভাল করেই

চেনে,’ বলল রানা, ‘আমাকে চিনবে কাদির ওসাইরিস। কাজেই সাবধান। পেছনের দিকের সিটে বসব। মুখ থাকবে নিচু করা।’

‘ইয়ে... মিস্টার রানা, আমাদের চেহারা কিন্তু দেখেছে টিভিতে লাখ লাখ মানুষ,’ বলল বেলা। ‘বলতে পারেন আমরা এখন ফেমাস লোকজন।’

‘জানি,’ বলল রানা। ট্যাক্সি করে আসার সময় আগেই দেখেছে উল্টোদিকে আছে পোশাকের দোকান। ‘আমরা ছদ্মবেশ নেব।’

আবার বাড়ির আঙ্গিনা থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হলো ওরা। কিছু দূর হেঁটে ঢুকল একটা কাপড়ের দোকানে। ওখান থেকে কিনল যার যার পছন্দের বিশেষ কয়েকটা পোশাক। পরে নিল ট্রায়াল রুমে গিয়ে। সময় নষ্ট না করে আবার ফিরল টেম্পলের ড্রাইভওয়েতে।

ভেতরের হলরুমে গিয়ে ঢুকছে কেউ কেউ। ওই ঘরে এরই মধ্যে জড় হয়েছে কাদির ওসাইরিসের অন্তত দেড় শ’ অনুগত ভক্ত।

হলরুমে পেছনের সারির সিটে বসল রানা, লাবনী ও বেলা। লাবনীর মাথায় জেইমে প্যারিস লেখা বেসবল ক্যাপ। রানার পরনে চামড়ার জ্যাকেট আর নেই। চোখে সানগ্লাস। গলায় খয়েরী মাফলার। লাবনী ও বেলা হেসে ফেলে বলেছে, ওকে দেখাচ্ছে পাকা চোরের মত। রানার চামড়ার জ্যাকেট এখন বেলার গায়ে। হাঁটু পর্যন্ত নেমেছে ঝুল। চোখে সবুজ সানগ্লাস।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ওরা।

অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মানুষে ভরে গেল প্রকাণ্ড হলরুম। তারও একটু পর সামনের এক দরজা খুলে হেঁটে এসে উঁচু মঞ্চে উঠল কাদির ওসাইরিস।

হৈ-হৈ করে উঠল অন্তত তিন শ’ ভক্ত অনুসারী।

তাদের ধর্মগুরুর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ওসাইরিয়ান টেম্পলের সিনিয়র সদস্যরা। তাদের ভেতর নাদির মাকালানি ও কিলিয়ান ভগলারকে দেখল ওরা। মাফলার দিয়ে থুতনি ঢেকে সানগ্লাসের ওদিক থেকে তাদের দিকে চেয়ে রইল রানা।

দশ সেকেণ্ড পর 'মার্সি, মার্সি,' বলে ওপরে হাত তুলল কাদির ওসাইরিস। 'বোঁজু এত বেউভেনি!' এবার ইংরেজিতে জানাল, 'আমার ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ খুবই খারাপ! আমাকে মাফ করতে হবে!' এই কথায় হলরুমে বয়ে গেল প্রশংসার ঝড়। 'তাই এখন থেকে অনুবাদের সাহায্য নিচ্ছি!' মঞ্চের এক লোকের দিকে ইশারা করল সে। ওই লোক এসে থামল কাদির ওসাইরিসের পাশে। মনিবের আগের বক্তব্য জানাল ফ্রেঞ্চ ভাষায়। তাতে হো-হো করে হেসে ফেলল বেশিরভাগ শ্রোতা। ইংরেজি ভাল করেই জানে তারা।

কাদির ওসাইরিস হলরুমে প্রবেশের সময় সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল সবাই, এবার তাদের উদ্দেশে হাতের ইশারা করল ধর্মগুরু। বসুক সবাই সিটে। অন্যরা বসে পড়লেও দাঁড়িয়ে আছে ওসাইরিস ও তার দোভাষী। 'খুব খুশি হয়েছি যে আপনারা এসেছেন,' বলল ধর্মগুরু। 'সূর্য-দেবতা রা সবসময় পবিত্র আলো দেবেন আপনাদের হৃদয়ে!'

জবাবে বলে উঠল অনেকে: 'অতীত ওসাইরিসের পবিত্র আত্মা আরও শক্তিশালী করুন আপনাকে, প্রভু!'

'আজ সত্যিই ভাল লাগছে, আপনারা অনেকে এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। প্রতি দিনই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে আমাদের পবিত্র মন্দির। এবং প্রতি দিনই ওসাইরিসের শুভ জ্ঞানের আলোয় আরও সুন্দর ও সঠিক হয়ে উঠছে এই পৃথিবী!'

তার প্রশংসায় ফেটে পড়ল শতখানেক ভক্ত।

চলল ওসাইরিসের বক্তৃতা।

রানা নতুন করে বুঝল, সত্যিই চৌম্বক আকর্ষণ আছে কাদির ওসাইরিসের কণ্ঠে। সহজেই মুগ্ধ করে বেশিরভাগ মানুষকে। এমনি এমনি এত নাম হয়নি নায়ক হিসেবে। তার চেয়েও বড় কিছু করেছে সে। প্রতিষ্ঠা করেছে নিজের ধর্ম। হলিউডের নামকরা নায়করাও সুবিধা পাবে না তার মত। ধর্মের দোহাই দিয়ে অনায়াসেই ফাঁকি দিচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স। পাগল নয় সে, প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলেছে ভেবেচিন্তে।

'সব প্রশংসা আপনার, ও, দেবতা-রাজা ওসাইরিসের প্রভু, রা!' হাত ওপরে তুলে গমগমে কণ্ঠে বলল কাদির ওসাইরিস।

তার কথার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতের মত গর্জে উঠল কয়েক শ' মানুষের কণ্ঠ: 'ওসাইরিস! ওসাইরিস! অমর ওসাইরিস! বিশ্বের সমস্ত আত্মার মালিক! অমর আপনি! আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন মৃত্যুর ওপারের অ্যাবাইদোসে! আমাদের দয়া করুন, প্রাণের ও, ওসাইরিস!'

সবাই বলছে কথাগুলো। কাছের কয়েকজন বিস্মিত হয়ে দেখছে রানা, লাবনী ও বেলা তাল মেলাচ্ছে না।

সমস্যাটা টের পেয়ে শুকনো গলায় অন্যদের সঙ্গে চেঁচাল লাবনী ও বেলা, 'ও, ওসাইরিস! ও, অমর, ওসাইরিস!'

'ওই, ব্যাটা বদমাশ,' হাত নেড়ে বিড়বিড় করছে রানা।

গম্ভীর কণ্ঠে নাটকীয়ভাবে বলে চলেছে কাদির: 'আপনার জন্যেই প্রতিনিয়ত সঙ্গীত গাইছে আকাশের দেবতারা! মাথা নিচু করে নিচ্ছে পাতালের সব দেবতা! আপনিই তো সেই দেবতা, মালিক পবিত্র পাউরুটির— যেটা দেয় চিরকালীন যৌবন! তাই তো পরের জীবনেও থাকি অমর! আপনিই তো সেই রক্ষাকারী, যিনি আড়াল করেন ভয়ঙ্কর শয়তান সেট-এর অশুভ ক্ষমতা থেকে! নইলে কি ধ্বংস হতাম না আমরা? হায়, দয়ালু ওসাইরিস! রক্ষা করুন আমাদেরকে!'

'ও, ওসাইরিস!' বিকট চিৎকার ছাড়ল শত শত অনুগত

ভক্ত।

'সব মানুষ আর দেবতাদের রাজা, আমাদেরকে দেখিয়ে দিন চিরকালীন প্রাণের পথ! দেখান পাতালের ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পথে আলো! পার করে দিন শেষ দিনের বিচারে! আমরা আপনারই অনুগত, ও, ওসাইরিস!'

কাদির ওসাইরিসের কথার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা ও প্রশংসা নিয়ে দেবতার নামে গর্জে উঠছে ভক্তরা। মঞ্চে চোখ বুজে আছে ধর্মগুরু। ওই লোক এসব বিশ্বাস করে কি না, জানে না রানা, তবে ওর মনে হলো, লোকটা সত্যিই সফল মঞ্চ অভিনেতা। জীবনে যা চেয়েছে, তাই পেয়েছে। বিপুল অর্থ, প্রশংসা বা অনুগত ভক্ত— সব!

তবে একই কথা খাটে না তার ভাইয়ের বিষয়ে। তার চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ, শীতল চোখে চাপা ক্রোধ।

রানার মতই বেলাও খেয়াল করেছে। 'ওর সমস্যা কী?'

'সমস্যা অবশ্যই আছে,' বলল লাবনী। 'বোধহয় ওই প্রার্থনা পছন্দ হচ্ছে না তার।'

'কারণটা বুঝতে পেরেছেন?'

'সহজ কথায় বললে, সত্যিকারের ইজিপশিয়ান প্রার্থনা নিজের জন্যে পাল্টে নিয়েছে কাদির ওসাইরিস। প্রাচীন পুরাণের গল্পও বলছে অন্যভাবে। সেট ভাল লোক ছিল না, তবে তাকে কোনওভাবেই তুলনা করা যাবে না শয়তানের সঙ্গে।'

'তা ঠিক,' সায় দিল বেলা।

হাত নামিয়ে নিল কাদির ওসাইরিস। থেমে গেল সব চিৎকার ও গুঞ্জন।

'ওসাইরিসের ভাই ছিল সেট?' নিচু স্বরে জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল লাবনী। 'খুনও করেছিল ভাইকে। মনে ছিল ভীষণ হিংসা। চেয়েছিল দেশের রাজা হতে। ওসাইরিসের

মত সে-ও সূর্য-দেবতা রা-র প্রিয় ভক্ত। ভাইয়ের মতই মিশরীয় মন্দিরে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। দেশের কোথাও কোথাও তাকে ওসাইরিসের চেয়েও বড় দেবতা হিসেবে পূজা করা হতো।'

লাবনীকে হাতের ইশারা করল পাশের বিরক্ত মধ্যবয়স্কা মহিলা, যেন চুপ করে ও। প্রার্থনা শুনতে অসুবিধে হচ্ছে তার।

এই মুহূর্তে যাজকের মত প্রার্থনার সুরে কথা বলছে না কাদির ওসাইরিস, হয়ে উঠেছে সত্যিকারের পণ্য-বিক্রেতা: 'বন্ধুরা, মহান ওসাইরিসের দেয়া পথে আপনারা পৌঁছে যাবেন চিরকালীন জীবনে। আর আজ এসেছি সে-কথা বলতেই। আমার সঙ্গে কথা বলেছেন ওসাইরিসের পবিত্র আত্মা। আমার মাধ্যমেই পাবেন তাঁর শুভ জ্ঞান। ওই পবিত্র আত্মার কথা শুনবেন আমার মুখে। সেসব হবে আপনাদের জীবনের পাথেয়। হয়ে উঠবেন অমর। সমাপ্ত হয়েছে ওসাইরিসের পুরাণের দ্বাদশ খণ্ড, এবার ওটা নিয়ে যাবেন যে যার বাড়িতে। অন্তরে গেঁথে নেবেন তাঁর দেয়া শুভ বাণী।'

'এটা ধর্মোপদেশের অনুষ্ঠান, না পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপনী?' নিচু স্বরে বলল লাবনী।

এদিকে ওসাইরিয়ান টেম্পলের তৈরি নানান পণ্যের বর্ণনা দিচ্ছে কাদির ওসাইরিস। তাতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে দর্শক-শ্রোতা। অনেকের হাতে বেরিয়ে এসেছে ক্রেডিট কার্ড।

'আজ পবিত্র মন্দির ছেড়ে বাড়ি ফেরার সময় ওসাইরিসের প্রতিটি বই এবং আরও বহু কিছু পাবেন সুলভ মূল্যে,' মিষ্টি হাসল কাদির ওসাইরিস। 'জানি, এজন্যে অপেক্ষা করেছেন বহু দিন। আজ সুযোগ এসেছে ওসাইরিসের অসীম জ্ঞানের বিষয়ে আমার কাছে যে-কোনও কিছু প্রশ্ন করবার!'

অনুগত ভক্তদের অনেকেই হাত তুলল মাথার ওপর।

হাসল কাদির ওসাইরিস। 'খুবই খুশি হতাম প্রত্যেককে সময় দিতে পারলে, কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজই জরুরি নানা বিষয় সমাধানের জন্যে আবারও ফিরতে হচ্ছে সুইটযারল্যাণ্ডে আমাদের ওসাইরিয়ান প্রধান মন্দিরে। সেসব শেষে যেতে হবে মোনাকোয়। ওখানে গ্রাঁ প্রির মহা আসরে প্রচার হবে ওসাইরিসের অমিয় বাণী। দ্রুতগামী গাড়ির ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে আমাদের ওসাইরিয়ান টিম। আশা করি জিতে নেবে ওই পুরস্কার!'

অনুসারীদের অনেকেই মোটর রেসিঙের ভক্ত, হৈ-হৈ করে উঠল তারা। রানা দেখল, খুব বিরক্ত চেহারা করেছে নাদির মাকালানি। চুপ করে আছে সে।

হাতের ইশারায় সবাইকে বসতে নির্দেশ দিল কাদির ওসাইরিস। 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ! এবার পাঠাব ববি শাবানকে আপনাদের মাঝে প্রশ্ন সংগ্রহ করতে।'

দোভাষীকে দেখাল সে।

মঞ্চ থেকে নেমে দু'সারি সিটের মাঝের পথ ধরে হাঁটতে লাগল ববি শাবান। ভক্তের উঁচু হাত দেখলে সেখানে থামবে। প্রথমেই কৃষ্ণকেশী এক সুন্দরী ফ্রেঞ্চ তরুণীকে মাইক্রোফোন দিল সে। তাতে থতমত খেয়ে গেল মেয়েটা, তুতলে উঠে প্রশ্ন করল ফ্রেঞ্চ ভাষায়। ওই বক্তব্য ইংরেজিতে জানাল ববি শাবান: 'পাতাল-জগতের মাঝ দিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলে খুব ভয় লাগে। কী হবে, যদি ওসাইরিসের কাছে যাওয়ার আগেই ধরা পড়ে যাই নরকের প্রহরীদের হাতে?'

এতে ভরসা দেয়ার হাসি হাসল কাদির। 'পাতাল-জগতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যদি তুমি অনুসরণ করো ওসাইরিসের বাণী। একমাত্র অশুভ মানুষ বিপদে পড়বে ওখানে। ভাল কেউ কখনও ধরা পড়বে না প্রহরীদের হাতে।' চওড়া হলো তার হাসি। চকচক করছে চোখ। 'তুমি চাইলে সুইটযারল্যাণ্ডে আসতে পারো আমার কাছে এ বিষয়ে জ্ঞান

নেয়ার জন্যে। সবই বুঝিয়ে দেব। দেখিয়ে দেব কীভাবে পৌঁছুতে হবে ওসাইরিসের কাছে। আরও অনেক কিছু জানবে।'

অন্তর থেকে কাদির ওসাইরিসকে ধন্যবাদ জানাল মেয়েটা।

'মেয়েটাকে বোধহয় বিছানায় চায় ব্যাটা,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, বিছানায় নিয়ে সব শিখিয়ে দেবে,' বলল লাবনী।

'শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌!' সাপের মত আওয়াজ তুলল পাশের মধ্যবয়স্ক মহিলা।

আরেক ভক্তের সামনে থামল ববি শাবান।

এই মেয়েও সুন্দর এবং তরুণী, চুল সোনালি। ওর পরের মেয়েটিও স্বর্ণকেশী। তার পরেরজন বাদামি চুলের।

'আহা, খুশিতে বাকুম-বাকুম করছে কাদির,' বলল বেলা। 'টাকাও আসছে, আবার দেবতার মত পূজাও পাবে মেয়েদের কাছ থেকে— আর কী চাই?'

কী যেন বলবে রানা, কিন্তু মুখ খোলার আগেই হঠাৎ করেই কয়েক সারি আগে হাত তুললেন এক ভদ্রলোক। একহাতে উঁচু করে ধরেছেন ঝিকমিকে ক্রুশ। ভাব দেখে মনে হলো তিনি কোনও চার্চের যাজক। 'আমার একটা প্রশ্ন আছে!'

কাদির ওসাইরিস মিশরীয় পুরাণকে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যে কাজে লাগাচ্ছে বলে খেপে গেছে পেশাদার আর্কিওলজিস্ট লাবনীও।

এদিকে যাজক বলে উঠলেন: 'এই কপট ধর্মের ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস আপনার ভক্তরা?'

'এ লোকের কারণে তো খুন হব,' বিড়বিড় করল বেলা।

ঘরের পেছনে এদিকের সারির কাছে পৌঁছে গেছে ববি শাবান। যাজকের দিকে মাইক্রোফোন বাড়িয়ে দিল।

মঞ্চ থেকে স্পট লাইট এসে পড়ল যাজকের ওপর।

আলোকিত হয়ে উঠেছে রানাদের আশপাশ।

অসংখ্য মানুষের গুঞ্জন ছাপিয়ে মাইক্রোফোনে বললেন যাজক, 'জানতে চাই, কী করে এ জগৎ আর পরের জগতে একইসঙ্গে যাব আমরা? সেক্ষেত্রে আগে তো আমাদেরকে মরতে হবে, তাই না? তা হলে তো আর আমরা অমর রইলাম না।'

বিরক্তি এবং আপত্তির দৃষ্টিতে তাঁকে দেখল অনেকে।

মঞ্চের দিকে চেয়ে আছে রানা। ওর মনে হলো না এতটা দূর থেকে ওদেরকে চিনতে পারবে নাদির মাকালানি।

তবে যাজকের দিকে আসছে বেশ কয়েকজন গার্ড।

ক্ষমাশীল, দয়ালু দেবতার মতই কাদির ওসাইরিসের ঠোঁটে মৃদু হাসি। বহু আগেই ভেবে রেখেছে এসব। সহজভাবেই বলল, 'ওই দুই জীবন কিন্তু একই জীবন। শেষ হবে একটা, শুরু হবে আরেকটা। অবশ্য, আমাদেরকে অমর করবেন কি না, তা বিবেচনা করবেন তিনিই। অর্থাৎ, দেবতা ওসাইরিস চাইলে আমাদেরকে এ জীবন থেকে নেবেন পরের অমর জীবনে। তার মাঝে কোনও বিরতি থাকবে না।' আবার পণ্য-বিক্রেতা হয়ে উঠল লোকটা, 'এসবই জানিয়ে দেয়া হয়েছে ওসাইরিস বিষয়ক প্রথমখণ্ড বইয়ে। আপনি এখনও পড়ে না থাকলে, পাবেন বাইরের স্টলে। মূল্য সামান্য।'

যাজকের বোকামিতে টিটকারির হাসি হাসছে অনেকে। ক্ষমার মানসিকতা নেই কারও কারও। এ ধর্মের পথে পিছিয়ে পড়তে রাজি নয় কেউ।

মাইক্রোফোন নিয়ে আরেক দিকে রওনা হবে ববি শাবান, এমনসময় বলে উঠলেন যাজক, 'মিথোলজি নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে: আপনি কীভাবে বদলে নেবেন মিশরীয় পুরাণের ওসাইরিসের সেই গল্প? মারা যাওয়ার আগে তো ওসাইরিসকে অমর করা হয়নি। পরে সামান্য সময়ের জন্যে তাকে জীবিত করেন আইসিস। আর তার পর পরই তো

ওসাইরিসের ভাই তাকে কেটে চোদ্দ টুকরো করে। একটা মাছকে দিয়ে খাইয়ে দেয় ওসাইরিসের পুরুষাঙ্গ।'

হলরুমে শুরু হয়েছে আপত্তির গুঞ্জন।

হঠাৎ মঞ্চে বিস্ফারিত হলো নাদির মাকালানির দুই চোখ। চিনে ফেলেছে যাজকের পেছনের সারিতে বসা একজনকে।

'এবার বিদায় নিতেই হচ্ছে,' বিড়বিড় করল রানা।

ঠোঁটস্থ বক্তব্য দিতে গেল কাদির ওসাইরিস, কিন্তু পেছন থেকে কী যেন জানাল মাকালানি। ভুরু উঁচু করল মহানায়ক। 'শুনলাম, আমাদের মাঝে আছেন বিশিষ্ট আর্কিওলজিস্ট ডক্টর লাবনী আলম। নিশ্চয়ই গত ক'দিন আগে টিভিতে তাঁর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি দেখেছেন আপনারা।'

'হ্যালো... হাই!' টিটকারির সুরে বলল লাবনী।

'চলো,' চাপা স্বরে বলল রানা। ওর হাতের টান খেয়ে মাঝের পথে চলে এসেছে লাবনী। পেছনেই বেলা।

কাদিরের পেছনে মঞ্চ থেকে নামছে খুনি কিলিয়ান ভগলার।

'ঠিক আছে, কাদির, আপনি দেবতার পেনিস কাটা নিয়ে কিছু বলতে না-ও চাইতে পারেন, কিন্তু স্ফিংসের ঘর থেকে যে যোডিয়াক চুরি করেছে ওসাইরিস টেম্পল, সেটা নিয়ে কী বলবেন?' গুঞ্জন ছাপিয়ে বলল লাবনী। 'আপনারা তো পিরামিড অভ ওসাইরিস খুঁজতে শুরু করেছেন, তাই না?'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলো!' চাপা স্বরে বলল রানা।

'জানি না কী বলছেন, ডক্টর আলম,' মঞ্চ থেকে বলল কাদির ওসাইরিস। বিস্ময়ের ছাপ পড়েছে চেহারায়। ভাবতেও পারেনি লাবনী পিরামিডের কথা জানে।

ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সবুজ ব্লেযার পরা লোকগুলোকে ইশারা দিল নাদির মাকালানি। তারা রয়েছে ঘরের পেছন দিকে। গর্জে উঠল মিশরীয়, 'অবিশ্বাসীর দল হামলা করেছে এই মন্দিরে! আপনারা সহ্য করবেন এই অপমান?'

'বু! বু!' শব্দে চিৎকার ছাড়ল ওসাইরিসের একদল ভক্ত। সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেছে অনেকে, চেহারায় ক্রোধ। দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে কাদির ওসাইরিসের মুখে। 'আপনারা দয়া করে রাগ প্রশমন করুন,' শুরু করল সে, কিন্তু তাকে পাত্তা দিল না কেউ। নাদির মাকালানির হাতের ইশারায় ধাক্কাধাক্কি করতে করতে রানাদের করিডোরের দিকে এল অনেকে।

মাইক্রোফোন সিটে ফেলে প্যাসেজে বেরিয়ে গেলেন যাজক। রওনা হয়েছেন দরজার দিকে। বুঝে গেছেন, সামনে সমূহ বিপদ। মারাও যেতে পারেন পিট্টি খেয়ে।

'আমাদেরও বিদায় নেয়া উচিত,' এক্সিটের দিকে চলল রানা। টের পেল, কাছেই কয়েকজন, পরনে সবুজ ব্লেযার।

'এত বকবক না করলেও পারতেন, ফাদার!' ভয় পেয়ে বলল বেলা।

'ঠিক, ভুলই হয়ে গেছে!' স্বীকার করলেন যাজক। জানতে চেয়েছিলেন, ফালতু ধর্মের ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস কাদিরের ভক্তরা, এখন টের পেয়েছেন হাড়ে-হাড়ে। প্রথম সুযোগেই দরজা খুলে ভোঁ দৌড় দিলেন তিনি। ঠাস্ করে আবারও আটকে গেল দুই কবাট।

একবার মঞ্চের দিকে তাকাল রানা। নেমে এসে সংকীর্ণ পথে এগোচ্ছে কিলিয়ান ভগলার। হাতে রিভলভার। তবে তার সামনের পথ জুড়ে আছে একদল ভক্ত। রানা বুঝে গেল, লোকটা গুলি করার সুযোগ পাওয়ার আগেই বেরোতে হবে হলরুম ছেড়ে।

সবুজ ব্লেযার পরা এক লোক হাত বাড়িয়ে দিল রানার কাঁধ খামচে ধরতে।

'বেরিয়ে যাও!' লাবনী ও বেলাকে বলেই ঘুরে প্রচণ্ড এক ঘুষি হাঁকাল রানা লোকটার চোয়ালে।

পড়ন্ত যুবকের কাছ থেকে লাফিয়ে সরল লাবনী, পরক্ষণে দৌড় দিল দরজা লক্ষ্য করে। ঘাড় ধরতে গিয়েও খপ্ করে

ওর ক্যাপ পেল ওসাইরিসের এক ভক্ত। ক্যাপের সঙ্গে আটকা পড়েছে লাবনীর একগোছা চুল। ব্যথা পেয়ে মারাত্মক এক চড় বসিয়ে দিল তরুণের গালে। পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছোকরা। চরকির মত পাক খেয়েই লাথি মেরে দরজা খুলল লাবনী, ঢুকে পড়ল পরের ঘরে।

এখানে বেশ কয়েকটা টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বই, ডিভিডি, তুচ্ছ রঙিন খেলনা পিরামিড ও জড়িবুটি ইত্যাদি। ওকে ছিটকে বেরোতে দেখে চমকে গেছে স্টলের মালামাল বিক্রেতারা। গলা ছাড়ল লাবনী, 'রানা, বেলা! জলদি!'

স্টল থেকে বেরিয়েই ওর কাঁধ ধরতে গেল কাদিরের এক অনুগত কর্মী, কিন্তু তখনই পাশ থেকে রানার প্রচণ্ড এক লাথি পড়ল পেটে। দু'ভাঁজ হয়ে মেঝেতে পড়ল সে। ধড়ফড় করছে, জুতোর নিচে চাপা পড়া ইঁদুরের মত গলা থেকে বেরোচ্ছে কুঁই-কুঁই আওয়াজ।

কে যেন পেছন থেকে চেপে ধরল রানার শার্টের কলার। ঝট করে সরে লোকটার নাকে ঘুষি বসাল রানা। রক্তের স্রোতে ভেসে গেল সবুজ ব্লেযার। দরজার পাশে ওসাইরিসের মূর্তির ওপর পড়ল সে। কড়াৎ শব্দে ফেটে গেল প্লাস্টার ও ফাইবারের কীর্তি। এদিক ওদিক দুলছে। ওটার পায়ের কাছে পড়েছে সবুজ ব্লেযার পরা লোকটা।

গলা ফাটিয়ে সবাইকে শান্ত করতে চাইছে কাদির ওসাইরিস, কিন্তু শুনছে না কেউ। সাধের মূর্তির অপমানে, রাগে লাল হয়ে গেছে একদল ফ্রেঞ্চ যুবক। ছুটে আসছে রানা, লাবনী ও বেলার দিকে।

সামনে বেড়ে লাথি মেরে সুইং ডোর খুলল রানা, পরক্ষণে মূর্তির বাহু ধরে ঠেলে ফেলল ক'জন যুবকের ওপর। অনুগত ভক্তদের নিয়ে মেঝেতে পড়ে হাজার টুকরো হলো প্লাস্টার ও ফাইবারের মূর্তি।

সবার পা মাড়িয়ে ছুটে আসছে কিলিয়ান ভগলার।

এদিকে একটু দূরে রাস্তায় যাওয়ার দরজা খুলে ফেলেছে লাবনী। ওর পেছনে ছুটছে বেলা।

হলরুমের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করল রানা। টান দিয়ে কাত করে ফেলল একটা টেবিল। ঝরঝর করে মেঝেতে পড়ে ছড়িয়ে গেল একগাদা ডিভিডি। পরের টেবিলে উঁচু করে রাখা কার্ডবোর্ড ভরা বই। কিছু বইয়ের চ্যাপ্টা প্ল্যাস্টিকের টাই এখনও পুরো খোলা হয়নি। দুটো টাই নিয়ে লাবনীর পেছনে ছুটল রানা।

পেছনে দড়াম করে জোর আওয়াজে খুলে গেল হলরুমের দরজা, বেরোল সবুজ ব্লেযার পরনে এক লোক। পেছনেই কিলিয়ান ভগলার। দু'হাতে উদ্যত জোড়া রিভলভার।

রানার পেছনে দৌড়াতে গিয়ে সামনের লোকটা টের পেল, মেঝেতে ছড়িয়ে আছে ডিভিডির প্ল্যাস্টিকের অসংখ্য কেস। সে থমকে যাওয়ায় তার পিঠে হুমড়ি খেয়ে কাত হয়ে মেঝেতে পড়ল ভগলার। একটা রিভলভার থেকে বেরোল গুলি। ভীষণ ভয় পেয়েছে স্টলগুলোর কর্মীরা, চিৎকার ছেড়ে দৌড় লাগাল তারা।

লাবনী ও বেলার পর কাঠের ডাবল ডোর পেরোল রানা। পেছনে বন্ধ করে দিল দুই কবাট। গোল দুই নব-এ পেঁচিয়ে দিল প্ল্যাস্টিকের টাই। গিঁঠ মেরেই রওনা হলো রাস্তা লক্ষ্য করে।

মেইন গেটে পৌঁছে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল বেলা, 'বলুন তো, ডক্টর আলম, এটা কীরকম কাজ করলেন ওই ফাদার?'

'কাদিরের লোক নিজ ধর্মের বাইরে কিছু শুনলেই খেপে যায়!' বলল লাবনী, 'এটা ভাল মানুষের কাজ নয়।' কীভাবে সরে পড়বে, তা বুঝতে রাস্তার দিকে তাকাল। দূরে সেই যাজক। দৌড়ের গতি দেখে মনে হলো পেরোবেন শত শত মাইল। এদিকে ট্যাক্সি তো দূরের কথা, কোনও গাড়িই নেই!

অবশ্য রানা বুঝেছে, কোন্ পথ বেছে নেয়া উচিত। দেরি

না করে মেয়েদের উদ্দেশে ইশারা করল।

একটু দূরেই কাদির ওসাইরিসের লিমাযিন। গাড়ির পাশে সুপারস্টার নায়কের মতই পোয মেরে দাঁড়িয়ে আছে শোফার, কিন্তু পরক্ষণে কিছু বোঝার আগেই নাকে-মুখে দুটো বেদম ঘুষি খেয়ে ড্রাইভওয়েতে শুয়ে পড়ল সে। দু'হাতে চেপে ধরেছে মুখটা। স্পষ্ট বুঝে গেছে, এখন উঠে দাঁড়ানো মোটেও নিরাপদ নয়।

সহজ সুরে বলল রানা, 'কই, এসো! আমাদের জন্যেই তো গাড়ি এখানে রেখেছে দোস্ত কাদির!'

'আমরা তার গাড়ি চুরি করব?' চমকে গেছে বেলা।

ওকে প্রায় ঠেলে পেছন সিটে তুলল লাবনী। নিজেও হুড়মুড় করে উঠল ভেতরে।

'ক্যাবের চেয়ে ভাল!' ড্রাইভিং সিটে বসে দরজা আটকে নিল রানা। ইঞ্জিন চালু করে রওনা হয়ে গেল। পা দিয়ে চেপে ধরেছে অ্যাক্সেলারেটর। বাড়ির আঙিনা পেরিয়ে বাঁক নিল লিমো, ছুটছে তুমুল বেগে।

রিয়ার ভিউ মিররে দেখল রানা, থরথর করে কাঁপছে বাইরের দুই কাঠের কবাট। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর ছিঁড়ে গেল প্ল্যাস্টিকের টাই। দড়াম করে দরজা খুলে দৌড়ে এসে রাস্তায় থামল ভগলার। রিভলভার নাচিয়ে কী যেন বলছে। অবশ্য, পুলিশের ভয় আছে। সাহস নেই যে গুলি করবে— প্যারিস শহর।

পর পর দু'বার বাঁক নিল রানা, তারপর স্কিড করে থামাল লিমো। পাশেই একটা পাতাল রেলের স্টেশন।

রানার ইশারায় গাড়ি থেকে নামল লাবনী ও বেলা। তবে স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে না নেমে আরেকদিক দেখাল রানা। 'ওরা ভাববে ট্রেনে চেপেছি। পুলিশে ফোন দেবে। তারা খুঁজবে সাবওয়ে সব স্টেশনে। কিন্তু আমরা থাকব তখন একটু দূরের কোনও স্টারবাক কফি শপে।'

'আপনি পুরনো পাপী, তাই না, মিস্টার রানা?' প্রশংসার সুরে বলল বেলা।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' হাসল রানা। সামান্য হেঁটে মেয়েদেরকে নিয়ে ঢুকে পড়ল এক ইণ্টারনেট ক্যাফেতে। 'কফি হয়তো নেই, তবে ইণ্টারনেট আছে।'

দোকানে ওয়েব সার্ফারদের ভিড় নেই।

একটা কমপিউটারের সামনে বসল রানা, দখল করা হলো পাশের আরও দুটো কমপিউটারের সামনের দুই চেয়ার। পাশাপাশি বসে অপেক্ষায় রইল ওরা।

মাত্র পাঁচ মিনিট পর ওঁয়া-ওঁয়া শব্দে ওদের ক্যাফে পেরোল পুলিশের দুটো গাড়ি।

কাজ হয়েছে রানার কৌশলে। অন্যদিকে মন দিয়েছে ওসাইরিয়ান টেম্পল।

তবুও সামনের জানালার ওপর চোখ থাকল ওদের।

আরও দশ মিনিট অপেক্ষার পর বলল রানা, 'মনে হচ্ছে এবার বেরোলে বিপদে পড়ব না।'

'এবার কী?' কমপিউটার থেকে চোখ সরিয়ে ওকে দেখল লাবনী। 'কাদির ওসাইরিসের কাছে যোডিয়াক। সে এবার খুঁজে নেবে ওই পিরামিড। তোমরা খেয়াল করেছ, ওটার কথা বলতেই কেমন চমকে গিয়েছিল?'

'কপাল ভাল, জান হাতে নিয়ে বেরোতে পেরেছি,' বলল বেলা। 'এখন উচিত যা জেনেছি মিশরীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়া। ওই যোডিয়াক তাদের, তারাই খুঁজে বের করুক না!'

'প্রমাণ হিসেবে কিছুই দেখাতে পারব না,' বলল লাবনী।

'যোডিয়াক বোধহয় আছে সুইটযারল্যাণ্ডের ওই মন্দিরে,' বলল বেলা।

টেম্পলের ছবি কমপিউটার স্ক্রিনে এনেছে রানা। 'মন্ত্রী কোন্তার বা ডিরেক্টর জেনারেল হামদিকে ওই মন্দিরের কথা বললেই তাঁরা সুইটযারল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যোডিয়াক

আদায় করতে পারবেন, তা না-ও হতে পারে।'

'এদিকে ফুরিয়ে আসছে সময়,' বলল লাবনী, 'দেরি হলে লুঠ হবে ওসাইরিসের পিরামিড।'

'তো আমরা কী করব?' বলল বেলা, 'আমাদের তো কিছুই করার নেই!'

মাথা দোলাল লাবনী। 'তা ঠিক, চাইলেই আমাদেরকে ওই মন্দিরে ঢুকতে দেবে না ওরা।'

কয়েক সেকেণ্ড পর ঝট্ করে রানার দিকে তাকাল বেলা। 'আপনি না আর্মিতে ছিলেন? আপনিও কিছু করতে পারবেন না?'

'কিছুই করতে পারব না, তা ভাবছি না,' বলল রানা।

'ওদের মন অন্যদিকে সরালে হয়তো ঢুকতে পারবেন ওই মন্দিরে?' চোখ বড় বড় করে বলল বেলা, 'তারপর খুঁজে নেবেন কোথায় যোডিয়াক। এরপর নিনজা যোদ্ধাদের মত করে...'

'স্রেফ প্রলাপ বকছ, বেলা,' বলল লাবনী, 'বাস্তব দুনিয়ায় সিনেমার দৃশ্যের মত সহজে কিছুই হয় না।'

হতাশ হলো বেলা। পরক্ষণে বলল, 'তবে ওদের ভয়ঙ্কর দেবতা সেট তার ভাইয়ের সাধের টিট্রিশটা কেটে ফেলেছে যাজক জানালেন বলেই তো এত রেগে গেল ওরা! ফাদারের কারণে মাঝখান থেকে ধরা পড়লাম আমরা। নইলে...'

মাথা নাড়ল লাবনী। 'ভুল ধারণা। ভাবছ সহজেই পেতাম যোডিয়াক? কীভাবে?'

'যা হওয়ার হয়েছে, বাদ দাও, আমি একটা কথা ভাবছি,' বলল রানা।

'সেটা কী?' সমস্বরে জানতে চাইল লাবনী ও বেলা।

'একেবারে ভুল বলেনি বেলা,' বলল রানা। 'তবে আমার বদলে সুইটযারল্যাণ্ডের ওই টেম্পলে ঢুকতে পারো, লাবনী। জেনে নেবে কোথায় আছে যোডিয়াক বা কী আছে ওটার

ভেতর।'

'বলো কী!' আঁৎকে উঠল লাবনী। 'খুন হয়ে যাব তো!'

'উঁহুঁ, হবে না,' বলল রানা, 'কাছেই কোথাও থাকব। বিপদ হলে যোগাযোগ করবে। সেক্ষেত্রে ঢুকব আমিও।'

'ঝুঁকিটা কিন্তু ভয়ঙ্কর,' মাথা নাড়ল বেলা।

'আর কিছুই করার নেই?' রানার দিকে তাকাল লাবনী।

'সত্যিই ঝুঁকি আছে,' বলল রানা, 'তবে আমি নিজে সব প্রস্তুতি নিয়ে ওই টেম্পলে ঢুকতে চাইলে, সময় লাগবে অন্তত কয়েকটা দিন।'

'অত সময় আমাদের হাতে নেই,' মাথা দোলাল বেলা।

'সত্যিই যাব?' অনিশ্চিত সুরে বলল লাবনী। 'ঝুঁকিটা ভয়ঙ্কর নয়?'

'ঝুঁকি হ্রাস করা হবে,' বলল রানা। 'অবশ্য তার আগে জেনে নেবে, কীভাবে জয় করবে নকল ওসাইরিসের মন।'

ক'সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বলল লাবনী, 'তা হলে খুলে বলো কী ফন্দি এঁটেছ।' আগ্রহ ও ভয়ের মাঝে দুলছে মন।

'এখন ফিরব হোটেলে,' বলল রানা, 'বিশ্রামের পর মনে গেঁথে নেবে কিছু তথ্য। কাদির ওসাইরিসের সঙ্গে দেখা হলে কাজে আসবে ওসব। এদিকে বাঙালি ছোটভাই এক হ্যাকার ইণ্টারনেটে ছড়িয়ে দেবে, আজ ওসাইরিয়ান টেম্পল থেকে বেরোবার পর ভেঙে গেছে আমাদের এনগেজমেণ্ট।'

'আপনাদের তো এনগেজমেণ্টই হয়নি! এসব মিথ্যা ছড়িয়ে কার কী লাভ?' অবাক হয়ে রানাকে দেখল বেলা।

রানার দিকে চেয়ে আছে লাবনী। ভাবছে, বিয়ে হলে কিন্তু সত্যিই দারুণ হতো!

'পরে বুঝবে,' জানাল রানা।

বারো

শুভ্র-সফেদ গিরিকন্যা রূপসী সুইটযারল্যাণ্ড।

হেঁটে সংক্ষিপ্ত পথ পেরিয়ে নীল লেকের তীরে থামল লাবনী। ভীষণ উত্তেজনায় পাক খাচ্ছে পেটের নাড়িভুঁড়ি।

তীরে গেটহাউস। ওটার ড্র-ব্রিজ পেরিয়ে উঠতে হবে দ্বীপে। ওখানেই ওসাইরিয়ান টেম্পল। যেমন ভেবেছিল লাবনী, মোটেও তেমন নয় ওটা।

লেকের মধ্যে পঞ্চাশ ফুট দূরে পাহাড়ি দ্বীপে মন্দির। ওটাকে দূর থেকে ঘিরে রেখেছে ধূসর চওড়া, উঁচু প্রাচীর। ব্যাটলমেণ্টে পায়চারি করছে সশস্ত্র গার্ডের দল। একটু পর পর চৌকো টাওয়ার, ছাত উজ্জ্বল লাল স্লেটের। দেয়ালের ওদিকে দূরে গথিক আমলের গম্ভীর চেহারার দুর্গ।

আকাশে নাক তুলেছে ড্র-ব্রিজের দু'প্রান্ত। কেউ চাইলেও চোখ এড়িয়ে উঠতে পারবে না দ্বীপে।

নীল লেকের ওপারে অ্যালপাইন সব চূড়া। এতই সুন্দর, মন চায় মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে। তবে দ্বীপে বিদঘুটে একটা জিনিস দেখে বিরক্তি এল লাবনীর।

দুর্গের উঠানে আকাশ ভেদ করেছে বিশাল এক কালো কাঁচের পিরামিড।

ওয়েবসাইটে ওসাইরিয়ান টেম্পলের ছবিতে আগেই কাদির ওসাইরিসের পেছনে দেখেছে প্রকাণ্ড ওই স্তম্ভ।

কালো, ভারী কাঠের ড্র-ব্রিজের এদিকের অংশ যেন

গেটহাউসের আর্চওয়ের সামনে খাড়া দেয়াল। পরিষ্কারভাবে দেখা গেল না দুর্গ।

গেটহাউসের পাথুরে ঘরে ঢুকে একপাশে ইণ্টারকম দেখল লাবনী। দেয়াল থেকে ঝুলন্ত ক্যামেরা ওকে দেখছে কাঁচের চোখে।

কত বড় বিপদে পড়বে ভাবতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল লাবনী। দুই সেকেণ্ড পর টিপে দিল ইণ্টারকমের বাটন।

প্যানেল স্পিকারে এল ভারী কণ্ঠ, 'হ্যাঁ, কাকে চাই?'

'নাম ডক্টর লাবনী আলম,' ক্যামেরার দিকে চেয়ে বলল লাবনী। ভাবছে, ভাল করেই দেখুক মুখ। 'কাদির ওসাইরিসের কাছে এসেছি। তাঁকে বলবেন, এসেছি তাঁর সঙ্গে একটা চুক্তি করতে।'

দশ মিনিট পর লাবনীকে দেখে মৃদু হাসল কাদির ওসাইরিস। 'অস্বীকার করব না, আপনাকে দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। বিশেষ করে এখানে।'

'আমি নিজেও একটু বিস্মিত,' বলল লাবনী। ওকে পথ দেখিয়ে আনা হয়েছে মস্ত এই ঘরে। এটা আসলে মিউযিয়াম, তবে প্রদর্শনীর জন্যে আছে মাত্র একটি বিষয়: দেবতা-রাজা ওসাইরিস।

'এর সঙ্গে কথা বলার দরকার কী?' প্রায় ধমকের সুরে জানতে চাইল নাদির মাকালানি। মেইন গেটে গিয়ে লাবনীকে দেখেছে সে। সঙ্গে ছিল সবুজ ব্লেযার পরা একদল সশস্ত্র লোক। লাবনীর মনে হয়েছে, এই দ্বীপে ওসাইরিসের চেয়ে ক্ষমতাশালী নাদির মাকালানি। অবশ্য কাদির ওসাইরিস নিষেধাজ্ঞা জারি না করলে ড্র-ব্রিজ থেকে নামার আগেই খুন হতো ও। 'ফাঁদ পেতেছে এই মেয়ে। ফনিকে বলে দেব, এমন জায়গায় লাশ ফেলবে, কেয়ামত পর্যন্ত খোঁজ পাবে না কেউ।'

'আমার ভাইকে মাফ করতে হবে,' হাতের ইশারায় নাদিরকে বিদায় করতে চাইল কাদির ওসাইরিস। তাতে আরও রাগল লোকটা। 'আসলে লোকজন পছন্দ করে না নাদির।'

'আমারও তাই ধারণা,' কাছের এক ডিসপ্লে কেস দেখতে দেখতে বলল লাবনী। কেসের ভেতরে দুটো কাঁচের মাঝে শুইয়ে রাখা হয়েছে প্রাচীন একটি স্ক্রল।

লাবনীর আগ্রহ টের পেয়েছে ধর্মগুরু। 'আপনি বোধহয় জানেন ওটা কী?'

'ভুল না হলে, হল অভ রেকর্ড্স্ আবিষ্কারের জন্যে যে চতুর্থ স্ক্রলটা দরকার ছিল, ওটা সে জিনিসই।'

'ঠিক। মিশর সীমান্তে গাজা এলাকায় আর্কিওলজিকাল খননের জন্যে টাকা দিয়েছিল ওসাইরিয়ান টেম্পল। আর্কিওলজিস্টরা ছিল আমার ধর্মের অনুসারী। তবে তারা যে ওই জিনিস আবিষ্কার করবে, ভাবতেও পারিনি।'

'তার মানে, নিজেদের জন্যে রেখে দেন শেষ স্ক্রল।'

'মিশরীয় কর্তৃপক্ষ হল অভ রেকর্ডসের সব পেলেও আপত্তি ছিল না। জাতীয় সম্পদ। তবে ওসাইরিয়ান টেম্পলের দরকার ছিল ভেতরের জরুরি এক জিনিস।' প্যাপিরাস দেখাল কাদির ওসাইরিস। 'জানতাম, ওটা সরাতে হবে যে-কোনও মূল্যে।' নানা আর্টিফ্যাক্ট দেখাল সে। প্রাচীন দেবতার খুদে সব মূর্তি থেকে শুরু করে পাথরের দেয়ালের অংশ, কলাম ও হায়ারোগ্লিফ। 'ওসাইরিসের আর্টিফ্যাক্ট বিষয়ে পৃথিবীর সেরা ব্যক্তিগত জাদুঘর এটা। বছরের পর বছর ধরে সংগ্রহ করেছি এসব। আশা করছি, কিছু দিনের ভেতর হয়ে উঠবে আরও সমৃদ্ধ।'

'পিরামিড অভ ওসাইরিস খুঁজে পেলেই,' বলল লাবনী।

'ঠিক, এবং আমার মনে হচ্ছে, ওই পিরামিড খুঁজে বের করতে সহায়তা দিতে চান আপনি।'

‘একে বিশ্বাস করা একদম অনুচিত,’ কড়া কণ্ঠে বলল নাদির মাকালানি।

‘পরে এ নিয়ে ভাবব, নাদির। ...এবার আমার সঙ্গে আসুন, ডক্টর আলম।’ লাবনীকে একটু দূরের এক দরজা দেখাল কাদির ওসাইরিস। প্রদর্শনীর মাঝ দিয়ে এগোল ওরা। একটা ফাঁকা জায়গায় চোখ পড়তেই লাবনী বুঝল, ওখানেই যোডিয়াক রাখতে চায় ধর্মগুরু। তবে আপাতত ওই জিনিসটা আছে অন্য কোথাও। এ বিষয়ে কিছু বলবে ভাবছে, এমন সময় পৌঁছে গেল পরের ঘরে।

মিশরীয় থিম মাথায় রেখে গুছিয়ে নেয়া হয়েছে এই ঘর। তবে লাউঞ্জ দেখলে যে-কেউ বলবে, এটা সাজানো হয়েছে কোনও প্লেবয়ের জন্যে। নানানদিকে সোনালি কারুকাজ। হালকা রঙের কাঠের আসবাবপত্র মুড়ে রেখেছে দামি কালো চামড়ায়। ‘দয়া করে বসুন,’ লাবনীকে বলল কাদির ওসাইরিস।

ফোলা এক চামড়ার কাউচে বসল লাবনী। হাতের পাশেই সাদা ভেড়ার চামড়ার তৈরি কুশন। ও ভেবেছিল মুখোমুখি কাউচে বসবে ধর্মগুরু, কিন্তু তা না করে পাশেই বসল সে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকল নাদির মাকালানি। ‘হ্যাঁ, বলুন কী দিতে বলব?’ মৃদু হাসল কাদির ওসাইরিস।

‘নো, থ্যাঙ্কস্,’ বলল লাবনী।

‘আমি নিজে কিছু নিলে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?’ কাঁচের দামি কফি টেবিলে রাখা স্টাইলিশ স্পিকারফোনের বাটন টিপল কাদির। নরম সুরে বলল, ‘তানিনা? প্লিয, আমার জন্যে নরমাল কফি।’ নাদিরের দিকে তাকাল। ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল নাদির। ‘তা হলে এক কাপ, থ্যাঙ্ক ইউ।’ হেলান দিয়ে বসে বামহাত রাখল কাউচের পিঠে। আঙুলের ডগা প্রায় ছুঁই-ছুঁই করছে লাবনীর কাঁধ। ‘বেশ, ডক্টর আলম... নাকি আপনাকে ডাকব লাবনী বলে?’

'কোনওটাতেই আপত্তি নেই,' সামান্য দ্বিধা নিয়ে বলল লাবনী।

'তো আমাকে দয়া করে ডাকবেন কাদির বলে। তাতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরি হবে।'

'ঠিক আছে... কাদির,' হাসল লাবনী।

মিষ্টি হেসে ওর হাসি ফিরিয়ে দিল কাদির। 'তো, লাবনী, আপনি বলেছেন আমার সঙ্গে চুক্তি করতে চান।' ঠোঁটে এখনও ঝুলছে হাসি, তবে ওটা ব্যবসায়িক। 'আমি আপনার প্রস্তাবের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'আমিও অপেক্ষা করছি,' শীতল কণ্ঠে বলল নাদির।

'আসুন, যে যার তাস টেবিলে রাখি,' বলল লাবনী, 'ভাল করেই জানেন স্ফিংস থেকে যোডিয়াক সরিয়ে নিয়েছেন আপনারা। তা আমিও জানি।'

নাদির মাকালানির দিকে তাকাল কাদির ওসাইরিস।

'আমরা বডি স্ক্যান করেছি,' বড়ভাইকে বলল নাদির। 'গোবরে পোকা বা ওয়্যায়ার নেই। শুধু মোবাইল ফোন।'

'আমিও চাই না এসব প্রকাশিত হোক,' বলল লাবনী, 'আসল কথায় আসি। ওই যোডিয়াক তো এখন আপনাদের হাতে, ঠিক?'

'তা ঠিক,' বলল ধর্মগুরু।

'তা হলে তো প্রমাণ হয়ে গেল সব!' কাদির ওসাইরিসের দিকে অভিযোগের তর্জনী তুলল লাবনী। পরক্ষণে আঙুল নামিয়ে হেসে ফেলল। যমের মত চেহারা করেছে বিকৃত মুখের নাদির। 'ঘাবড়ে গেছে আপনার ভাই!'

মৃদু হাসল কাদির ওসাইরিস। 'সত্যিই চমকে দিয়েছেন ওকে। আপনাকে পছন্দ করতে শুরু করেছি। ...হ্যাঁ, আমাদের কাছেই আছে ওই যোডিয়াক।'

'ওটা দেখে খুঁজে বের করবেন কোথায় ওসাইরিসের পিরামিড, তাই না?'

'ভুল বলেননি।'

'ভুল খুব কমই বলি বা করি। আর তাই এসেছি পিরামিড অভ ওসাইরিস খুঁজতে। সাহায্য করতে পারব ওই কাজে। কিন্তু সেজন্যে আমাকে দিতে হবে যথেষ্ট...'

ভুরু উঁচু করল কাদির ওসাইরিস। 'ভাবতেও পারিনি লাবনী আলমের মত সুখ্যাত আর্কিওলজিস্ট বিক্রি হবে টাকার কাছে।'

'দুনিয়ায় টাকা কতটা জরুরি, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।'

'আমি একে বিশ্বাস করি না,' সরাসরি বলল নাদির।

'আপনি জানেন, আসলে কেন এসেছি?' কাটা-কাটা স্বরে বলল লাবনী। 'কারণ এইচআইএর শয়তানের দল শেষ করে দিয়েছে আমার ক্যারিয়ার। নতুন করে সব শুরু করা অসম্ভব।'

'মাসুদ রানা আপনার এ বিপদে সাহায্য করতে পারেনি?' জানতে চাইল কাদির ওসাইরিস। বাঙালি গুপ্তচর সম্পর্কে নানান তথ্য সংগ্রহ করেছে তার ভাই। তার প্রায় সবই জানে এখন কাদির।

'চায়নি হয়তো,' তিক্ত হাসল লাবনী, 'সেদিন ফ্রান্সে ওসাইরিয়ান টেম্পল থেকে বেরোবার পর চেয়েছি, আপনার সঙ্গে চুক্তি করব। কিন্তু বাধা দিল সে। তুমুল ঝগড়া হলো। কম মানুষই জানত, আঙটি বদল করেছি আমরা। সেদিনই ভেঙে গেল এনগেজমেন্ট। তারপর আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে। ইন্টারনেটে উইকিপিডিয়ায় আমার ফাইল খুললে দেখবেন, মিথ্যা বলছি না।'

'তার মানে, আগেই চেয়েছেন এখানে আসতে?'

'অবশ্যই! কম সহ্য করিনি মাসুদ রানাকে। আইএইচএর চিফের চাকরিটা গেলে চেয়েছি তাকে আঁকড়ে বাঁচতে। কিন্তু ওই ভবঘুরের সংসার করতে পারবে না সুস্থ মনের কোনও

মেয়ে! মরুক মাসুদ রানা! ধ্বংস হোক আইএইচএ!' এতই তিক্ততা নিয়ে বলেছে লাবনী, এমন কী চমকে গেছে নাদির মাকালানি। 'সত্যি কথা বলব? চাই লাখ-কোটি মানুষ যেন বিদ্রূপ করে ওই কর্দমাক্ত সংগঠনের কর্মকর্তাদেরকে! এরই ভেতর হল অভ রেকর্ড্স্ পাওয়ার সমস্ত কৃতিত্ব কেড়ে নিয়েছি ওদের কাছ থেকে! নিজ কাজ শেষ করতে চাই ওসাইরিসের পিরামিড খুঁজে বের করে। তবে সেজন্যে দিতে হবে যথেষ্ট টাকা। ওই পিরামিড পাওয়ার পর কে কী করছে, সেটা দেখার বিষয় আমার নয়।'

'টাকা সমস্যা নয়,' নরম সুরে বলল কাদির ওসাইরিস। আলতো করে তর্জনী দিয়ে স্পর্শ করল লাবনীর কাঁধ। সরে গেল না লাবনী। 'তবে মনে দুর্বলতা নেই তো আপনার মাসুদ রানার প্রতি?' কণ্ঠ জানিয়ে দিয়েছে, তার ধারণা ঠিক কাজই করেছে লাবনী।

মিথ্যা বলতে গিয়ে হঠাৎ লাল হলো লাবনীর ফর্সা দুই গাল। আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, 'ওর সঙ্গে চুকেবুকে গেছে সব। চাই না আর দেখা হোক। বহু কষ্ট সহ্য করেছি লোকটার জন্যে। আমাদের পথ এখন আলাদা।' চুপ হয়ে গেল। ভাবছে, মিথ্যা ধরা পড়লে ভাইয়ের হাতে ওকে তুলে দেবে কাদির ওসাইরিস। সেক্ষেত্রে মরবে খুব করুণভাবে।

চওড়া হাসল কাদির ওসাইরিস। 'সেক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে চুক্তি করতে আপত্তি নেই, লাবনী। খুলে বলুন কী করতে পারেন আমাদের জন্যে।'

স্বস্তির শ্বাস চাপল লাবনী। 'আমি বোধহয় বের করতে পারব কোথায় আছে ওই পিরামিড।'

'কী করে?' কঠোর সুরে জানতে চাইল নাদির মাকালানি। 'আপনি তো ওই যোডিয়াক একবারও দেখেননি!'

'যা দেখেছি, তা কিন্তু কম নয়,' বলল লাবনী, 'ধারণা করছি, আপনারা ভাবছেন ওই যোডিয়াক কোনও মানচিত্র।'

টিটকারির হাসি হাসল নাদির। ‘এটা বুঝতে শার্লক হোমস হতে হয় না।’

‘তা ঠিক, তবে এটাও জানি, নক্ষত্রের মানচিত্র থেকে কিছুই বের করতে পারেননি আপনারা।’

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে আছে নাদির। ওর কথাই ঠিক, বুঝল লাবনী।

মাথা দোলাল কাদির ওসাইরিস। ‘কিন্তু আপনি কিছু বের করতে পেরেছেন, ঠিক?’

‘ধারণা করছি। বিনে পয়সায় একটা তথ্য দেব, ওটা জানলে হয়তো বুঝবেন, আমাকে দরকার আছে। তবে এরপর থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে পারিশ্রমিক দিতে হবে।’

মৃদু হাসল কাদির ওসাইরিস। ‘আপনি পুরো যোডিয়াক না দেখেই কিছু আবিষ্কার করেছেন বুঝে আগ্রহী হয়ে উঠেছি। খুলে বলুন।’

‘সহজ এক তথ্য দেব।’ রানার কাছ থেকে শেখা মানচিত্র দেখার কৌশল কাজে লাগাল লাবনী। বুঝিয়ে দিল যোডিয়াক দেখতে হলে কীভাবে তা করতে হবে। ‘পুব ও পশ্চিম কোন্ দিকে, তা তো এখন জানেন। আপনারা নিশ্চয়ই যোডিয়াক ছাতে তুলে তারপর দেখেননি ওটা?’

‘সঠিক অনুমান করেছেন,’ বলল কাদির ওসাইরিস, তাকাল ভাইয়ের দিকে।

মাথা নাড়ল নাদির।

‘তুমি তো আর্মিতে ছিলে। ম্যাপ রিডিং ক্লাসে মনোযোগ দাওনি কেন?’

‘আমাদের ম্যাপ ছাতে ঝুলত না,’ আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল নাদির মাকালানি। কুঁচকে গেছে ঠোঁটের কোণ। দমিয়ে রাখছে রাগ। ‘তা ছাড়া, আমাদের দু’জনের ভেতর না তুমি জাহির করো খুব বুদ্ধিমান বলে, প্রিয় বড়ভাই?’

‘তা ঠিক।’ দরজায় টোকা পড়তেই ওদিকে তাকাল

কাদির ওসাইরিস। 'এসো, তানিনা!'

উর্বশীর মত সুন্দরী এক যুবতী ঢুকল ঘরে। হাতের ট্রেতে কড়া গন্ধের ধূমায়িত কফির ছোট এক কাপ। সুন্দরী লাবনীকে গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল রূপসী। তবে কাদিরকে কাপ দেয়ার সময় হাসল মোহনীয় হাসি।

তানিনার বাহুতে মৃদু টোকা দিয়ে কাপ নিল কাদির। 'বরাবরের মতই পারফেক্ট কফি, থ্যাঙ্ক ইউ, মাই ডিয়ার।' হাসিমুখে ফিরতি পথ ধরল তানিনা। ওর দুলন্ত গুরু নিতম্ব মন দিয়ে দেখল বেলাজ কাদির। মেয়েটা বিদায় নেয়ায় হেলান দিয়ে বসে চুমুক দিল কফির কাপে। 'অবাক কাণ্ড! দুনিয়ার সেরা যে-কোনও কিছু পেতে পারি... কিন্তু একটা কারণে সবসময় পান করি ইজিপশিয়ান সাডা কফি।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ করল নাদির। 'এত কিছু পেলে সারাজীবনে, আর নস্টাল্‌জিক হলে ওই কাদার জন্যে?'

'কী বলব? কিছু জিনিস আছে, যেগুলো আমরা জোর করে পছন্দ করি না, বরং ওসবই বেছে নেয় আমাদেরকে। তেমনই এক জিনিস আমার এই কফি।' তৃপ্তির সঙ্গে কাপে চুমুক দিল কাদির ওসাইরিস।

'ওসাইরিস দেবতার মুখে কেমন যেন লাগছে এসব কথা,' মন্তব্য করল লাবনী।

'ওসাইরিসের কাহিনীর বড় একটা দিক, নানানভাবে সেসব ব্যাখ্যা করা যায়। যেমনটা আপনি বলেছিলেন প্যারিসে।'

'প্রয়োজনে কাহিনী তৈরি করে নেন, তাই না?'

হাসল কাদির ওসাইরিস। 'আপনি আমার ভাইয়ের মতই কট্টরপন্থী, লাবনী! তবে এ বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না।'

'এই মেয়ে আগে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, সেটা মাথায় রেখো!' বলল নাদির মাকালানি, 'বলছে প্রেমিককে ফেলে এসেছে। কিন্তু আমরা কি সত্যিই জানি, এ আসলে

আমাদের সাহায্য করবে, না ওকে? আমার তো মনে হচ্ছে ফাঁদ পেতে ক্ষতি করবে আমাদের।'

'মনে কুমতলব থাকলে বিপদে পড়ব জেনেও এখানে আসতাম?' পাল্টা বলল লাবনী, 'জানিই তো এখানে থাকবেন আপনি আর আপনার সাপের চামড়ার জ্যাকেট পরা খুনি।'

'আমার ধারণা, নাদির বা ওর লোক মন্দির-রক্ষায় অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে,' বলল কাদির। 'আশা করি এজন্যে ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন আমাদেরকে। চাইনি কখনও কাউকে আহত করা হোক। শুধু চেয়েছি আইএইচএর আগেই হল অভ রেকর্ড্স্ থেকে যোডিয়াক সরিয়ে নিতে। যাতে খুঁজে বের করতে পারি ওসাইরিসের পিরামিড।'

'কিন্তু ওই পিরামিড খুঁজছেন কেন?' জানতে চাইল লাবনী, 'ওটা এত জরুরি কী কারণে?'

কফি শেষ করে লাবনীর পেলব হাতের কবজি ধরে উঠে দাঁড়াল কাদির। 'চলুন, দেখবেন কেন এত ব্যস্ত হয়েছি।'

ফণা তোলা সাপের মত হিসহিস করে উঠল নাদির: 'কাদির!'

কড়া চোখে ছোটভাইকে দেখল কাদির ওসাইরিস। 'তুমি আমার ছোটভাই হতে পারো, কিন্তু ভুলে যেয়ো না, ওসাইরিয়ান টেম্পলের প্রধান আমি, তুমি নও!' রাগে থরথর করে কাঁপলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে নাদির মাকালানি। তার দিক থেকে ফিরে লাবনীকে দেখল কাদির ওসাইরিস। 'আবারও দুঃখপ্রকাশ করছি। আপনার কি ছোটভাই আছে বা বোন?'

'না, নেই,' মাথা নাড়ল লাবনী।

'তা হলে বুঝবেন না পেটে কত হিংসে জমিয়ে রাখে ছোট ভাই-বোনরা। অবশ্য বড়দের কাজই তাদেরকে আগলে রাখা। যদিও মাঝে মাঝে কঠিন হয় রাগ সামলে নেয়া।' শেষ কথাটা বলা হয়েছে নাদির মাকালানির উদ্দেশে। নীরব রাগে

মুখ বিকৃত করল সে। ‘চলুন, যাওয়া যাক,’ লাবনীর হাত ধরে দরজার দিকে চলল ওসাইরিস। ‘সব দেখলে বুঝবেন, কেন খুঁজছি ওসাইরিসের পিরামিড।’

তেরো

কাদির ওসাইরিসের পাশে হাঁটছে লাবনী। ক্ষুধার্ত বাঘের মত পেছনে আসছে নাদির মাকালানি। উঠানে হেলিপ্যাডের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। প্রথমবারের মত লাবনী বুঝল, কত প্রকাণ্ড ওই কালো কাঁচের পিরামিড। দুর্গের সবচেয়ে বড়, আশি ফুটি টাওয়ারটাকেও ছাড়িয়ে গেছে ওটার শিখর।

‘সুইটযারল্যাণ্ডে পিরামিড?’ ওদিকে চেয়ে বলল লাবনী, ‘ঠিক মানাচ্ছে না কিন্তু।’ লুভরের কাঁচের পিরামিডের চেয়ে বহু গুণ বড় ওটা। বামন করে দিয়েছে দুর্গটাকে।

‘আমার তো ধারণা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে পিরামিড-মন্দির,’ বলল কাদির, ‘সুইটযার-ল্যাণ্ডের বিশাল সবকিছুর সঙ্গে মানানসই। অবশ্য স্বীকার করতে আপত্তি নেই, এ দেশে বাস করছি সহজ ট্যাক্স সিস্টেমের কারণে।’

আরেকটু হলে লাবনী বলে ফেলত: ‘এই কাল্টের কারণে আয়কর ফাঁকি দেয়া সম্ভব হচ্ছে, তাই না?’ তবে কথাটা গিলে নিয়ে বলল, ‘ধর্মের বিষয়ে এই দেশে ট্যাক্স ধরা হয় না, তা-ই?’

‘হ্যাঁ, তা-ই। তবে আগে প্রমাণ করতে হয়েছে, এটা

সত্যিই ধর্ম। তাতে লেগেছে প্রচুর সময় ও প্রচেষ্টা। পনেরো বছর আগে চালু করেছি ওসাইরিয়ান টেম্পল, এরপর গত পাঁচ বছরে দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে গেছে এ ধর্ম। তখন থেকে পেয়েছি নানা সুবিধা। বেশকিছু ব্যবসা আছে আমার, যেগুলো ইনকাম ট্যাক্সের আওতার বাইরে নয়। সেসবের সদর-দফতর অন্য দেশে বলে পুষতে হচ্ছে অতিবুদ্ধিমান, দামি একদল হিসাব-রক্ষককে।'

আগেরবার পিরামিডের সামনের উঠানে কেউ ছিল না, কিন্তু এবার ওখানে পৌঁছে লাবনী দেখল, কালো শর্টস্ ও টি শার্ট পরে ক্যালিসথেনিক্স্ করছে ত্রিশজন যুবক। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ড্রিল ইন্সট্রাক্টরের মত করে নির্দেশ দিচ্ছে কিলিয়ান ভগলার। পরনে নেই সাপের চামড়ার জ্যাকেট। নাদির মাকালানি সংক্ষেপে কী যেন বলল খুনি লোকটাকে। তাতে কড়া চোখে লাবনীকে দেখল সে। নিচু স্বরে যুবকদের উদ্দেশে কী যেন বলছে নাদির মাকালানি।

'আপনার দেখছি ব্যক্তিগত আর্মি আছে,' কাদিরকে বলল লাবনী।

'আইডিয়াটা নাদিরের,' ভাই পেছনে চলে আসতেই বলল ধর্মগুরু। 'নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছে। মাঝে মাঝে ঝামেলা হয় টেম্পল নিয়ে, বুঝতেই পারছেন।' হাসল কাদির।

পিরামিডের সামনে পৌঁছুতেই খুলে গেল কাঁচের স্লাইডিং জোড়া দরজা। ওদিকে রাজকীয় লবি। ওখানে যারা রয়েছে, কাদির ওসাইরিসকে সম্মান দেখিয়ে মাথা নিচু করল প্রত্যেকে। লাবনীকে নিয়ে কাঁচের পিরামিডের একপাশে এলিভেটরের দরজায় থামল কাদির। বাঁকা অ্যাংগেল ধরে নিচতলা থেকে চূড়ার কাছে উঠে গেছে শাফট।

একেই বলে জায়গা নষ্ট, ভাবল লাবনী।

ওরা এলিভেটরে চাপতে নিজেও উঠল নাদির মাকালানি।

শীতল চোখে দেখছে লাবনীকে। সাঁই-সাঁই উঠছে কাঁচের দেয়ালওয়ালা এলিভেটর, পরিষ্কার দেখা গেল পিরামিডের ভেতরের সব। নিচতলায় বিশাল কক্ষ, বোধহয় ব্যবহার করা হয় মন্দির হিসেবে। প্যারিসের ওই টেম্পলের মত নয়, পিরামিডের মাঝে রয়েছে কাঁচের প্যানেলে লেসারে খোদাই করা আলংকারিক হায়ারোগ্লিফ, বিশাল উঁচু, সোনাপানি দেয়া ঝকমকে মিশরীয় সব দেবতার মূর্তি।

'এটাই ওসাইরিয়ান টেম্পল হেডকোয়ার্টার,' গর্ব ভরে বলল কাদির, 'আবার এটাই ওসাইরিয়ান ইনভেস্টমেণ্ট গ্রুপের হেডকোয়ার্টার। এ ছাড়া, জেনেভায় আছে নানান অফিস, সবই নিয়ন্ত্রণ করা হয় এখান থেকেই।'

'ধর্ম পরিচালনা করেন, আবার বিজনেসও করেন একই দালান থেকে?'

'ও-দুটো আসলে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত,' হাসল কাদির। 'ক্রেতা বিশ্বস্ততা, বাজার শেয়ার, বিনিয়োগের প্রতিদান... সবই জরুরি।' নিচে হারিয়ে গেল উঁচু, প্রকাণ্ড কক্ষ।

পরের দোতলা ও তৃতীয়তলা অফিস পেরিয়ে ক'সেকেণ্ড পর থামল এলিভেটর। দরজা খুলতেই ভাজা ইস্ট-এর কড়া সুবাস পেল লাবনী। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে বেকারিও খুলেছেন?'

হেসে ফেলল কাদির ওসাইরিস। 'তা নয়। তবে আমার জীবনের বড় এক অংশ জুড়ে আছে পাউরুটি। আমার বাবা ছিলেন রুটিওয়ালা। রুটি তৈরি করতে করতেই বড় হয়েছি।' উদাস হয়ে নেমে পড়ল এলিভেটর থেকে। 'বাবা ভেবেছিলেন তাঁর ব্যবসা ধরে রাখব।'

'হ্যাঁ,' বলল নাদির, 'আরেকটু হলে সুইটযারল্যাণ্ডের দুর্গে বাস না করে এখনও তৈরি করতে মালকড়ি।'

'কিন্তু ভাগ্য অন্যভাবে লেখা হয়েছিল আমার জন্যে লাবনী, প্লিয, ওদিকে চলুন।'

কাদির ওসাইরিসের পিছু নিয়ে একটা দরজা পেরোল লাবনী। আরও কড়া হয়ে উঠেছে ইস্ট-এর গন্ধ। ঘরের শেষ মাথায় রিইনফোর্স্‌ড্‌ কাঁচের দেয়াল। ওদিকে কিচেন ও ল্যাবোরেটরির মাঝামাঝি এক ঘর। বিশফুট ওপরে পেরেকের ডগার মত চোখা কাঁচের পিরামিডের চূড়া। ওদিকের ঘরে সাদা ওভারঅল ও মুখোশ পরা ক'জন লোক। কেউ কেউ দেখছে কমপিউটারের স্ক্রিন বা মাইক্রোস্কোপের স্লাইড, অন্যরা ব্যস্ত আভেন ও চকচকে স্টিলের ভ্যাট নিয়ে। 'ঠিক বুঝলাম না,' বলল লাবনী। 'ওই ঘর...'

'এ কারণেই খুঁজছি ওসাইরিসের পিরামিড,' বলল কাদির ওসাইরিস। 'বলুন তো, টেলোমার্স বলতে কী জানেন?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে যাওয়ায় অবাক হয়েছে লাবনী। কাঁধ ঝাঁকাল। 'প্রাণীর কোষ বিষয়ক কিছু... ঠিক জানি না। আমি আসলে আর্কিওলজিস্ট, বায়োলজিস্ট নই।'

'ছিহ্‌, লাবনী,' ঠাট্টার সুরে বলল কাদির, 'নিজের জ্ঞানকে কখনও সীমিত রাখবেন না। আমাকে দেখে শিখুন। ছিলাম রুটিওয়ালা, হলাম অভিনেতা, তারপর ব্যবসায়ী, শেষে ধর্মগুরু... কিন্তু তাতেই কি থেমে গেছি? না, নিজের মত করে জেনে নিয়েছি, কীভাবে বাড়িয়ে নেয়া যায় আয়ু।'

'আয়ু বাড়িয়ে নেয়া যায়?' বিস্ময় নিয়ে বলল লাবনী।

'হ্যাঁ, অমর হওয়া ওসাইরিয়ান টেম্পলের মূল লক্ষ্য। যেন স্পর্শ করতে না পারে মৃত্যু। আমরা হতে চাই ওসাইরিসের মতই। ...যখন অভিনেতা হলাম, তখন থেকেই এটা হয়ে উঠল সার্বক্ষণিক চিন্তা। আমি তো নায়ক, হয়তো হলিউডের নামকরা দুনিয়া বিজয়ী নায়কদের মত নই, কিন্তু...' ভদ্রতার হাসি হাসল কাদির। 'সবাই চিনত আমাকে মিশরে। সেই কম বয়সেও।'

'তাই ভাবলেন, যদি রয়ে যাওয়া যায় তরুণ...'

'ঠিক! আপনিও কি তা-ই চান না?'

‘সত্যি বলতে, জানা নেই,’ বলল লাবনী, ‘চিরকাল বেঁচে কী করব?’

‘তা হলে খুব ভাগ্যবান আপনি,’ হাসল কাদির ওসাইরিস। ‘উপভোগ করছেন প্রতিটা মুহূর্ত। আপত্তি নেই বুড়ো হয়ে মরে গেলে। কিন্তু ভেবে দেখুন, বিরুদ্ধে কাজ করছে আপনারই শরীর। বুড়িয়ে দিচ্ছে আপনাকে। খুব ধীরে ধীরে ধ্বংস হচ্ছে প্রতিটি কোষ। অথচ, পারছেন না কিছুই করতে। তবে...’ ওদিকের ঘরের ভ্যাট দেখাল ধর্মগুরু। ‘সত্যিই যদি দেহ বুড়িয়ে যাওয়া ঠেকিয়ে ফিরে পান তারুণ্য... দারুণ হয় না?’

‘এসব ভ্যাটে তেমন কিছু আছে?’ জানতে চাইল লাবনী। ‘অমর হওয়ার ওষুধ তৈরি করেছেন আপনারা?’ কণ্ঠে ঠাট্টার সুর লুকাতে পারেনি।

‘আগেও শুনেছি এ সুরে কথা বলেছে অনেকে,’ বলল কাদির ওসাইরিস। নালিশ নেই কণ্ঠে, রয়েছে ব্যর্থতা। ‘কিন্তু অমর হওয়ার জন্যেই কাজ করছি। জীবনকে ভালবাসি। চাই এমনভাবেই বাঁচতে কোটি কোটি বছর। প্রথমে শুরু করলাম, কীভাবে নানান খাবার ও ব্যায়ামের মাধ্যমে ধরে রাখা যায় যৌবন, পরে সরে গেলাম ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, হর্মোন...’

‘ওসাইরিয়ান টেম্পলের অনুসারীদের কাছে এসবই বিক্রি করেন?’

‘হ্যাঁ, ওসাইরিয়ান টেম্পলের প্রতিটি শাখায় বিক্রি হয় এসব পণ্য। সেজন্যে পেরেন্ট কোম্পানির কাছ থেকে আইন অনুযায়ী লাইসেন্স নিয়ে কাজ করছে বেশ কিছু সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। তবে...’ চকচক করছে কাদির ওসাইরিসের চোখ। ‘ভাল দিক হচ্ছে, এসব সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কাছে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করছে ওসাইরিয়ান টেম্পল। বুঝতেই পারছেন, ওসব সাবসিডিয়ারি কোম্পানি মুনাফা কী

করবে, তার বদলে আয়কর বিভাগকে দেখায় ক্ষতির খতিয়ান।'

'যেহেতু মুনাফা হচ্ছে না, আয়কর দেবে কী করে,' মাথা দোলাল লাবনী।

'ঠিকই ধরেছেন। যেহেতু মুনাফা করছে সত্যিকারের ভাল একটি ধর্মীয় সংগঠন ওসাইরিয়ান টেম্পল, তার তো আর দিতে হচ্ছে না আয়কর। ব্যাপারটা আরও জটিল, তাই আগেই বলেছি, পুষতে হচ্ছে একদল দামি হিসাবরক্ষক ও উকিলকে। আয়কর বিভাগের লোকদের চেয়ে এক পা এগিয়ে আছে তারা। তবে এসবই আইনানুগভাবেই করা হচ্ছে।'

'চাতুর্যের সঙ্গে করা হচ্ছে এসব,' মাথা দোলাল লাবনী।

'বুঝতে পেরেছেন বলে ধন্যবাদ,' আয়কর ফাঁকি দিতে পেরে সত্যিই আনন্দের হাসি দিল কাদির ওসাইরিস। 'কিন্তু তাতেই খুশি হলাম না। ভবিষ্যতে আসতে পারে বিপদ। লাখ লাখ মানুষ বলতে পারে, কই, আয়ু তো বাড়ছে না! চিন্তায় পড়ে গেলাম। প্রতিটি ক্রোমোযমের ভেতর রয়েছে একটি করে কোষ, যেটার ভেতর রয়েছে টেলোমার্স। ওটা একটা ছিপির মত। প্রতিবার কোষ নতুন করে তৈরির সময় একটু সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে টেলোমার্স। আর তার ভেতর রয়ে গেছে একটা ট্রিগার। তাই সমান থাকছে না কোষ। ক্যানসারের মতই দোষ আছে ওই টেলোমার্স-এ।'

চুপ করে শুনছিল লাবনী, এবার বলল, 'প্রতিবার টেলোমার্সের কারণে নতুন কোষ ছোট হলে, একদিন এমন হবে যে নতুন করে তৈরিই হবে না কোষ।'

'হ্যাঁ। বয়স হলে তাই হয় কোষের। মারা পড়ে। কোনও উপায় নেই বাঁচিয়ে রাখার। যত ভাল স্বাস্থ্যের মানুষই হোক, দেহের নির্ধারিত সময়ে মরতেই হবে তাকে। কিন্তু...' ওদিকের গবেষণাগারে তাকাল কাদির, 'উপায় আছে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে দেয়ার।'

‘ইস্ট দিয়ে?’ সহজ সুরে বলল লাবনী।

‘হ্যাঁ, আমরা খুঁজছি বিশেষ একটি ইস্ট। হয়তো জানেন না, আজ পর্যন্ত যত ইস্ট মানুষ পেয়েছে, তার এক শ’ ভাগের মাত্র এক ভাগ ক্লাসিফাই করা গেছে। খুবই ছোট মাইক্রো-অর্গানিযম, তা আবার নানান ধরনের। কোনও কোনওটা লাগে বায়োফিউয়েল তৈরিতে। অন্যগুলো কাজে লাগে বিপজ্জনক কেমিকেল বা নানান ড্রাগ্স্ তৈরি করতে।’ মৃদু হাসল কাদির ওসাইরিস। ‘আবার কিছু আছে, যেগুলো তৈরি করে পাউরুটি। আর অমনই এক ইস্ট খুঁজছি আমি।’

কেমন চোখে যেন তাকে দেখল লাবনী।

‘ভাবছেন আমি পাগল?’ জানতে চাইল কাদির।

‘না... ঠিক তা নয়। আপনি তা হলে ওসাইরিসের পিরামিড খুঁজছেন পাউরুটি বানাবেন, তাই?’

‘হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন এবার। ভাবছেন আসলে আমি বদ্ধ পাগল।’ হাসল কাদির ওসাইরিস। ‘উন্মাদ ভাববেন না। ওই পাউরুটি সাধারণ পাউরুটি নয়।’ গম্ভীর হয়ে গেল সে। ‘বিশেষ পাউরুটি। ওটা খেতেন মিশরীয় দেবতা ও রাজারা। ওই পাউরুটি ছিল ওসাইরিসের বিশেষ প্রিয়।’

হঠাৎ স্মৃতির সাহায্য পেল লাবনী, চট্ করে বলল, ‘একমিনিট! বেলা একবার বলেছিল আইএইচএর স্ক্রলে ছিল জীবনের পাউরুটির কথা!’

মাথা দোলাল কাদির ওসাইরিস। ‘ওই স্ক্রলেই লেখা ছিল ওসাইরিসের পিরামিডের বিষয়ে। হ্যাঁ, ওখানে রয়েছে হাজারো কোটি ডলারের সোনাদানা, আরও আছে ওসাইরিসের কফিন... কিন্তু ওসবের চেয়ে বহু গুণ বেশি দামি খুব সাধারণ একটা জিনিস... পাউরুটি। ইস্ট। ওটা করে দিতে পারে সাধারণ মানুষকে অমর।’

‘আপনার ধারণা, ওই ইস্ট ওসাইরিসকে করেছিল অমর?’

মাথা নাড়ল কাদির ওসাইরিস। 'অমর বলতে আপনি যা ভাবছেন, তেমন কিছু করেনি। প্রাচীন মিশরের মানুষ তখন বাঁচত বড়জোর চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ বছর। সেই আমলে কেউ সত্তর বছর বাঁচলে, সবাই ধরে নিত সে-মানুষ অসম্ভব সৌভাগ্যবান। আর সেই লোক যদি হয় রাজা, যে কেউ কেন ধরে নেবে না যে উনি অমর?'

'কিন্তু ওই সময়ে কীভাবে অত বছর বাঁচিয়ে রাখত সেই বিশেষ ইস্ট?' জানতে চাইল লাবনী।

'আপনাকে আগেই বলেছি, আছে হাজার হাজার ইস্ট।' কমপিউটারে ব্যস্ত দাড়িওয়ালা এক বিজ্ঞানীকে দেখাল কাদির ওসাইরিস। 'বিশেষ সব জেনেটিক কোডের সঠিক সিকিউয়েন্স বের করছেন ডক্টর কার্ল ব্রনসন এবং তাঁর দলের সবাই। আর তা যদি করতে পারেন, আমি হয়তো হয়ে উঠব পৃথিবীর সবচেয়ে বড়লোক। কিন্তু এই গবেষণা সফল করতে হয়তো পেরিয়ে যাবে এক শ' বছর। সেক্ষেত্রে অনেক আগেই মারা পড়ব। কিন্তু থাকবে আমার দেখিয়ে দেয়া সঠিক পথ। ...যাই হোক, চাইছি ওসাইরিসের সেই পাউরুটির ওই স্ট্রেইন।'

'তার মানে, ওসাইরিসের জন্যে তৈরি পাউরুটির ইস্ট খুঁজছেন, যেটা বাড়িয়ে দেবে আয়ু?'

'সব ইস্ট ভাল নয়। এমন সব ইস্ট আছে, যেগুলো ক্ষতি করে মানবদেহের। বা ওগুলোর ভেতর থাকে ভাইরাস। কিন্তু ওসাইরিসের পাউরুটি ছিল অন্যকিছু। ওটার ক্যারিয়ারে থাকত বিশেষ এনযাইম। ফলে ওটা মেরামত করত টেলোমার্স।'

চোখ বিস্ফারিত করল লাবনী। 'ওটা ছোট হতে দিত না পরবর্তী কোষগুলোকে। তাই বাড়ত না বয়স। সেক্ষেত্রে মৃত্যু হওয়ার কথা নয়।'

'বুঝতেই পারছেন, যারা নিয়মিত ওই ইস্ট খেত, মৃত্যুর

ভয় থাকত না তাদের,' বিজয়ীর হাসি হাসল কাদির ওসাইরিস। 'ওই পাউরুটির এনযাইম রয়ে যেত ওসাইরিসের দেহের কোষে। একই জায়গায় আটকে থাকত বয়স। মিশরীয়রা ভাবত সে অমর।'

'পাউরুটির কারণে বয়স না বাড়লে, ওই তথ্য লুকাবার কথা রাজাদের,' বলল লাবনী। পরক্ষণে কুঁচকে গেল ওর ভুরু। 'কিন্তু বেকিঙের সময় মারা যাওয়ার কথা ওই ইস্টের!'

'আমার ভাই আর আমি বেকিং সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি,' বাঁকা হাসল নাদির মাকালানি।

'মিশরের প্রাচীন কাদা-ইঁটের চুল্লির তাপমাত্রা কেমন হবে, বুঝে ওঠা কঠিন,' বলল কাদির। 'কখনও কখনও জ্যান্ত থাকে ইস্ট। তা ছাড়া, রুটিওয়ালা যদি জানে, ওই ইস্ট বাড়াবে আয়ু, তো অবশ্যই চাইত ইস্ট যেন বেঁচে থাকে।' দুষ্টু হাসল সে। 'না-ই হলো সেরা টেস্টি রুটি, চিরকাল বাঁচতে ওটুকু সহ্য করবে না কেন কেউ?'

'চিরকাল নয়,' আপত্তি তুলল লাবনী, 'অসুখে মরত, বা চাপা পড়ত উটের পায়ের নিচে। খুব বিপজ্জনক জায়গা ছিল প্রাচীন মিশর।'

'কিন্তু বুদ্ধিমান রাজা নিজেকে সরিয়ে রাখত সব বিপদ থেকে,' হাসল কাদির ওসাইরিস। 'আর ওসাইরিস ছিল সবচেয়ে জ্ঞানী রাজা। এমনি এমনি তো আর তাকে দেবতা বলে ধরে নেয়া হয়নি!'

'তো ওসাইরিসের সমাধি পেলে, নতুনভাবে চাষ করবেন বিশেষ ওই ইস্ট?'

'সেটাই আমার ইচ্ছে। ইস্টের আয়ু প্রায় কেয়ামত পর্যন্ত। ওই পিরামিডে পুরোহিতেরা ওসাইরিসের পরজন্মের জন্যে পাউরুটি না দিলেও, ওখানে রয়ে গেছে রাজার ক্যানোপিক জার। সেখানে থাকবে তার শরীরের ভেতরের সব অঙ্গ। আমরা পেয়ে যাব স্যাম্পল।' ল্যাবোরেটরি দেখল

কাদির ওসাইরিস। 'সত্যিকারের ওই স্ট্রেইন হারিয়ে গেছে হাজার হাজার বছর আগে। কিন্তু নতুন করে আবারও ওটাকে জাগাতে পারব আমরা। সামান্য জেনেটিক মডিফিকেশন করলেই আমি হয়ে উঠব নতুন ওসাইরিস।'

সন্দেহের চোখে তাকে দেখল লাবনী। 'জেনেটিক মডিফিকেশন?'

কঠোর চেহারায় ওকে দেখল নাদির মাকালানি। 'আমার ধারণা, এরই ভেতর অনেক কথা বলেছ, বড়ভাই।'

বিরক্তির চোখে তাকে দেখল কাদির ওসাইরিস। 'যুক্তি আছে ওর কথায়।' ভদ্রতার হাসি হাসল। 'তা ছাড়া, এসবের সঙ্গে আমাদের গোপন চুক্তির কোনও সম্পর্ক নেই। দেখা যাক দুনিয়ার বুকে আমরা অমর হতে পারি কি না। ওটা হবে বিশাল এক অর্জন।'

'সত্যিই মস্ত বড়লোক আর ক্ষমতাশালী হবেন...' বিরক্তি চেপে মিষ্টি হাসল লাবনী। 'ওসাইরিসের পিরামিড পেলে যা খুশি করতে পারবেন। ...তা হলে আগের প্রসঙ্গে ফিরি, ওই পিরামিড পেলে আমাকে দিতে হবে দশ মিলিয়ন। তা মিশরীয় পাউণ্ড নয়। আমেরিকান ডলার।'

রাগে নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ করল নাদির মাকালানি। মাথা দোলাল কাদির ওসাইরিস। 'আপনি ওই পিরামিড খুঁজে বের করতে সাহায্য করলে, সেই পরিমাণ ডলারই পাবেন।'

'খুশি হলাম,' করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল লাবনী, 'তা হলে চুক্তি হয়ে গেল।'

'কাদির, পাগল হলে?' আপত্তি তুলল নাদির। 'তোমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে এই মেয়ে! আমার কথা না শুনলে পরে পস্তাবে।'

কঠোর চোখে ছোটভাইকে দেখল কাদির। 'আমি ঝুঁকি নিতে ভালবাসি, সত্যি লাবনী পিরামিড আবিষ্কার করলে দশ মিলিয়ন ডলারই দেব। ...আসলে তোমার সমস্যা কী, সেটা

জানো, নাদির? তুমি কখনও জুয়া খেলো না। কখনও ঝুঁকি না-ও না। কিন্তু আমি নিই। কখনও জিতি, কখনও হারি। কিন্তু যখন জিতি, পাই বহুগুণ বেশি।' কাঁচের পিরামিডের চারপাশে চোখ বোলাল সে। 'নিজ চোখে দেখো কীভাবে অর্জন করেছি এসব! ঝুঁকি না নিলে কখনও বড় কিছু পাবে না।'

'মস্তবড় ঝুঁকি নিচ্ছ, বড়ভাই,' ফণা তোলা সাপের মত হিসহিস করে বলল নাদির।

'তবুও ঝুঁকি নেব।' লাবনীকে দেখল কাদির ওসাইরিস। 'আপনি মিথ্যা বলছেন না, ধরে নিলাম। এখন থেকে পিরামিড খুঁজতে যা যা দরকার বলে মনে করবেন, আমাকে জানাবেন।' লাবনীর বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরে করমর্দন করল সে। 'তবে মিথ্যা বললে মারা পড়বেন ভয়ঙ্করভাবে।' লাবনীর হাত ছেড়ে ইশারায় নাদিরকে দেখিয়ে দিল সে।

'ওই পিরামিড ঠিকই খুঁজে বের করব,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল লাবনী।

কয়েক সেকেণ্ড ওকে দেখার পর হাসল কাদির ওসাইরিস। 'চুক্তি হয়ে গেল।'

রাগ ও বিরক্তি নিয়ে দূরে তাকাল নাদির মাকালানি।

'ঠিক আছে, আগে আমার লাগবে ওই যোডিয়াক,' বলল লাবনী।

মৃদু হাসল কাদির ওসাইরিস। 'ওটা এখানে নেই।'

শিরশির করে উঠল লাবনীর মেরুদণ্ড। 'তো কোথায়?'

'ব্যবসার কাজে যাব মোনাকোতে। তখন আমার ইয়টে জোড়া দেয়া হবে ওটা। গোপন তথ্য আবিষ্কারের সময় নিজে ওখানে থাকতে চেয়েছি। আপনিও যাবেন আমার সঙ্গে।' লাবনীর অনিশ্চয়তা ভরা চোখ দেখে বলল সে, 'ওই ইয়ট অত্যন্ত বিলাসবহুল। ওখানে থাকতে আপনার কষ্ট হবে না।'

'আপনি ওখানে কারও সঙ্গে দেখা করবেন না তো?' রাগী

গলায় লাবনীর কাছে জানতে চাইল নাদির। 'যেমন মাসুদ রানা?'

হাতের ইশারায় কথাটা উড়িয়ে দিল লাবনী। 'আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ওই অপদার্থের।' কাদির ওসাইরিসের দিকে তাকাল। 'ও, আপনার নিজস্ব ইয়ট আছে? ভেরি গুড!'

ভাড়া করা গাড়ির পাশে পায়চারি করছে বেলা আবাসি, মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন চোখে দেখছে দ্বীপের মধ্যে দুর্গ ও কাঁচের পিরামিড। কোথাও নড়ছে না কিছু। দেখা নেই লাবনীর। আরও কিছুক্ষণ পর রানার সামনে থামল বেলা। 'চুপ করে বসে আছেন? এতক্ষণে হয়তো মেরে ফেলেছে ওঁকে!'

ড্রাইভিং সিটে বসে আছে রানা। 'প্রয়োজন পড়লে যোগাযোগ করবে লাবনী।'

'যদি সেই সুযোগ না পায়? মেরেই ফেলে?'

'তেমন কোনও কারণ দেখছি না।' পাশের সিট দেখাল রানা। 'বসে পড়ো।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে প্যাসেঞ্জার সিটে বসল বেলা। দড়াম করে বন্ধ করল দরজা।

মুখে কিছু না বললেও চিন্তিত রানা। প্যারিসে লাবনীকে সব বুঝিয়ে দেয়ার পর এটাও বলেছিল: তুমি ইচ্ছে করলে না-ও যেতে পারো। কাদির ওসাইরিসের দুর্গে পা রাখা মানেই ক্ষুধার্ত সিংহের গুহায় ঢোকা। তুমি না গেলে অন্য ব্যবস্থা করব। তবে তাতে লাগবে কয়েকটা দিন।

তখন জোর দিয়ে বলল লাবনী, ওসাইরিসের পিরামিড লুঠ হলে তা হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্কিওলজিকাল ট্র্যাজেডি। জান থাকতে সেটা হতে দেবে না। যদি সম্ভব হয়, ওই যোডিয়াক দেখে নিজেই খুঁজে বের করবে পিরামিড। সেজন্যে রানাকে পাশে চেয়েছে লাবনী।

‘আপনার কি কিছুই করার নেই, মিস্টার রানা?’ আবারও মুখ খুলল বেলা।

‘লাবনী চেয়েছে ওই যোডিয়াক দেখতে,’ বলল রানা, ‘কিন্তু গিয়ে “দেখতে চাই” বললেই তো দেখতে দেবে না। তাই বিশ্বাসযোগ্য গল্প তৈরি করে ওখানে গেছে। তুমি নিজেও সেটা জানো। আপাতত কিছু করার নেই, ধৈর্য ধরতে হবে।’

‘কিন্তু পেরিয়ে গেছে পুরো দুই ঘণ্টা! ঈশ্বর! হয়তো এতক্ষণে খুন হয়ে গেছেন লাবনী!’

চুপ করে থাকল রানা।

‘কিছু বলছেন না কেন?’

‘কারণ ধৈর্য ধরতে শেখানো হয়েছে আমাকে।’

‘কে শিখিয়েছে?’

‘সেনাবাহিনী। বিপজ্জনক অপারেশনে ধৈর্য খুব জরুরি, তাতে লাগতেই পারে বিরক্তি। কিন্তু ওই ধৈর্য না ধরলে যে-কোনও সময়ে খুন হবে যে-কেউ।’

‘অস্থির লাগলে কী করতেন সেসময়ে?’

‘অন্যদিকে মন সরিয়ে নিলে যে-কোনও সময়ে খুন হব, তাই ধৈর্যই ধরতাম। তুমি হয়তো অন্যকিছু ভাবছ, এমনসময় লাল আগুনের ফুলকি দেখলে, পরক্ষণে বুকে লাগল ভীষণ জোরে কী যেন! পরে আর কিছু জানলে না। কারণ মারা গেছ তুমি।’

কথাগুলো ভাল লাগল না বেলার। মুখে শুধু বলল, ‘ও।’

‘তাই আপাতত চুপ করে বসে আছি। যদি বোধ করি বিপদে আছে লাবনী, লেক সাঁতরে গিয়ে উঠব ওই দুর্গে। চেষ্টা করব ওকে সরিয়ে নিতে। সবসময় তৈরি থাকা জরুরি।’

‘বুঝলাম, ভাল সৈনিক হব না।’ ঘাড় কাত করে দুর্গ দেখল বেলা। ‘তো এখন আমার সঙ্গে কথা বলছেন কেন?’

মৃদু হাসল রানা। ‘কারণ, আপাতত যুদ্ধের ময়দানে

নেই।'

কী যেন বলতে যাচ্ছিল বেলা, তখনই বেজে উঠল রানার মোবাইল ফোন। স্পিকার মোড চালু করল বিসিআই এজেন্ট। 'লাবনী?'

প্রায় ফিসফিস করে বলল লাবনী, 'হ্যাঁ। আমার মনে হয় আমাকে বিশ্বাস করেছে কাদির ওসাইরিস। তার ভাই একটু আগে জেনেভা এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশনে খোঁজ নিয়েছে। বিমানে একাই ছিলাম, এটা এখন প্রমাণিত। কমপিউটারেও দেখেছে উইকিপিডিয়ায় আমার সব তথ্য। খুঁত বের করতে পারেনি। সত্যিই ভেঙে গেছে এনগেজমেন্ট। পাকা কাজ করেছে তোমার লোক। তোমার উইকিপিডিয়া ফাইলেও তুলে দিয়েছে এসব। আমি নাকি ভয়ঙ্কর দুর্ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে?'

'কী জানি! পরে সব কথাই মুছে ফেলা হবে।'

'বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না। আছি বাথরুমে। বেশি দেরি করলে সন্দেহ করবে।'

'দেখতে পেয়েছেন যোডিয়াক?' জানতে চাইল বেলা।

'না। ওটা এখানে নেই।'

চট্ করে বেলাকে দেখল রানা। 'তা হলে কোথায়?'

'মোনাকোয় তার ইয়টে,' বলল লাবনী, 'একটু পর রওনা হব হেলিকপ্টারে। ওটা নামিয়ে দেবে জেনেভা এয়ারপোর্টে। তারপর কাদির ওসাইরিসের ব্যক্তিগত জেট বিমানে করে যাব মোনাকোয়।'

'কিন্তু আপনি যদি ইয়টে থাকেন, মিস্টার রানা আপনাকে সরিয়ে আনবেন কী করে?' চিন্তায় পড়ে গেছে বেলা।

'তা জানি না। রানা ভেবেচিন্তে... সর্বনাশ! আর দেরি করতে পারছি না! পরে কথা হবে!' কল কেটে দিল লাবনী।

মোনাকো তিন শ' মাইল দূরে। বিমানে পৌঁছুতে লাগবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। কিন্তু এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন কমপিউটারে

থাকবে ওদের এন্ট্রি ডেটা। পরে ওই দেশে কাদির ওসাইরিসের সঙ্গে গোলমালে জড়ালে শেষে পড়বে মস্তবড় বিপদে। কিন্তু ইতালি বা মোনাকোর স্থানীয় বিসিআই এজেন্টের সাহায্য নিয়ে কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে ঢুকতে পারবে ওই খুদে দেশে। সেক্ষেত্রে অ্যালপাইন পাহাড়ি এলাকা পেরিয়ে গাড়িতে যেতে হবে। তাতে লাগবে কমপক্ষে পাঁচঘণ্টা।

ক'সেকেণ্ড ভেবে বলল রানা, 'লাবনী পৌঁছে যাবে একঘণ্টারও আগে।'

'আমরা কী করব?'

'যাব মোনাকোর সীমান্তে, এরপর ঢুকব বেআইনীভাবে।'

দুর্গের উঠানে গর্জে উঠেছে হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন।

নিজেও ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা, নুড়িপাথর পেছনে ছিটকে রওনা হয়ে গেল ওরা।

চোদ্দ

ইউরোপের বিশাল মানচিত্রে বড়জোর পিনের ডগার সমান একতিল জায়গা জুড়ে আছে মোনাকো। কিন্তু মাথা-পিছু-আয় বিশ্বের অন্যসব এলাকার চেয়ে বেশি। ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার কাছে ইতালিয়ান সীমান্তে প্রায়-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পরিবেশে বিলাসবহুল দেশ আর নেই কোথাও। প্রাচীন রাজবংশ এবং নামকরা সব ক্যাসিনোর জন্যে বিরাজ করছে অদ্ভুত মায়াময় সিনেমেটিক পরিবেশ। প্রায় আয়কর আইনহীন এ দেশ

দুনিয়ার অতিবড় ধনীদের সত্যিকারের স্বর্গ।

এখানেই প্রতিবছর আয়োজন করা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা মোটর রেসিং। আঁকাবাঁকা রাস্তায় ঘণ্টায় এক শ' আশি মাইল বেগে ছোটে মিলিয়ন ডলারের সব রেসের গাড়ি।

তীর থেকে একটু দূরে ব্রেকওয়াটারের কাছে নোঙর করেছে কাদির ওসাইরিসের বিশাল ইয়ট: আমুন রা। ওটার ফোরডেক থেকে দেখা যাবে রেস। শনিবার কোয়ালিফিকেশন সেশনে লড়ছে ড্রাইভাররা। আগামীকাল মূল প্রতিযোগিতা। সাগর থেকেও লাবনী শুনছে আল্ট্রা-হাই-পারফর্মেন্স ইঞ্জিনের কর্কশ গর্জন। বাড়িঘরের মাঝ দিয়ে ছিটকে গিয়ে বন্দরের মুখ থেকে ঘুরছে রেসিং গাড়ি, আবারও শহরে ঢুকে খাড়া রাস্তা বেয়ে উঠছে ক্যাসিনো স্কয়ারের নাকের ডগায়।

কাদির ওসাইরিসকে বলল লাবনী, 'ওই শহরে বাস করলে কে টিভিতে দেখবে রেস?'

ধর্মগুরু কিন্তু টিভিই দেখছে। বলল, 'মোনাকোর কেউ রেসিং গাড়ির গর্জন অপছন্দ করলে প্রতিবছর এক সপ্তাহের জন্যে এখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে।' চোখ সরাল না কোয়ালিফাইং সেশন থেকে। 'কিন্তু অন্য কেউ হয়তো... নাহ্!' আরবিতে গালি বকল সে।

'রুবিল্যাকের ল্যাপ টাইমের চেয়েও ভাল করছে কেউ?' তাচ্ছিল্যের সুরে জিজ্ঞেস করল নাদির মাকালানি। বসেছে একটু দূরের লাউঞ্জ চেয়ারে।

কড়া চোখে তাকে দেখল কাদির ওসাইরিস। 'এক সেকেণ্ডের দশভাগের একভাগ সময়ে জিতে গেছে! এভাবে হারলে সামনের অর্ধেক গ্রিডে সুযোগ পাব না আমরা।'

'তোমার উচিতই ছিল না গাড়ির রেসে নামা। একেই বলে সময় এবং টাকার বেহুদা অপচয়।'

'কিন্তু এরফলে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে ওসাইরিয়ান টেম্পলের নাম,' বলল কাদির ওসাইরিস। 'আমার ধারণা,

ওই সামান্য টাকার কথা না ভেবে এটাকে মস্ত বিনিয়োগ মনে করা উচিত। ভবিষ্যতে আর কখনও এ বিষয়ে একটা কথাও বলবে না, নাদির!' ভুরু কুঁচকে বড়ভাইকে দেখে নিয়ে ইয়টের ভেতর ঢুকে পড়ল বিকৃত মুখের লোকটা।

সূর্যালোকে ভরা শহর থেকে চোখ সরিয়ে কাদিরকে দেখল লাবনী। 'ভেবেছিলাম, ধর্মের নামে গাড়ি স্পন্সর করতে দেবে না কর্তৃপক্ষ।'

'টেকনিকালি, ওসাইরিয়ান টেম্পল কিছুই স্পন্সর করছে না,' টিভি স্ক্রিন থেকে চোখ সরাল না কাদির। 'সব টাকা এসেছে ওসাইরিয়ান ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপের তরফ থেকে।' স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে নতুন কিছু সংখ্যা। 'হ্যাঁ, গুড! এবার থার্ড রো-তে পেয়ে যাব চান্স।'

'রেসিং টিম স্পন্সর করা, বিশাল এই ইয়ট... আসলে কোনও চার্চের মত নয় ওসাইরিয়ান টেম্পল, তাই না?'

সানগ্লাসের ওপর দিয়ে লাবনীকে দেখল কাদির ওসাইরিস। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনি এসব পছন্দ করছেন না, লাবনী।'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'এসব আমার বিষয় নয়। কথার প্রসঙ্গে বলেছি।'

'আমার হিসাব-রক্ষকরা ব্যবস্থা করেছে, যাতে আমুন রা ইয়টের জন্যে আমাকে এক পয়সাও আয়কর দিতে না হয়। ওই যে, ক্ষতির মধ্যে রয়েছে মালিক সাবসিডিয়ারি কোম্পানি? তাদের সঙ্গেই চুক্তি আমার। আরাম করে ভোগ করছি বলে আপত্তি তুলতে পারবে না কেউ। আপনিও তাই করুন।' লাউঞ্জার চেয়ারের হাতলে বাটন টিপল সে। 'মাদিরা? প্লিয, দুটো মার্টিনি।'

'আমার লাগবে না,' মানা করল লাবনী।

'এটা আমার অনুরোধ,' বলল কাদির। 'ঝলমলে এমন দিনে আপনার উচিত মজায় শরিক হওয়া।'

‘তার বদলে যোডিয়াক দেখতে পেলেই বেশি খুশি হব।’

‘আগে ওটা তৈরি হোক,’ বলল কাদির। হতাশা দেখেছে লাবনীর চোখে। ‘আমার কারিগর এখন নিখুঁতভাবে জোড়া লাগাচ্ছে ওটাকে। তাতে লাগবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাতে আমার আপত্তি নেই। চাই না হারিয়ে যাক কোনও সূত্র।’

‘আমার মনে হয়, ওটা হল অভ রেকর্ডসের ছাতে রেখে দেয়াই ভাল ছিল,’ না বলে পারল না লাবনী।

মাথা নাড়ল কাদির। ‘আপনি সত্যিই পোড় খাওয়া আর্কিওলজিস্ট। নিয়মের একটু এদিক ওদিক হলেই রেগে যান।’

‘চাইনি ওটা ওখান থেকে সরিয়ে নেয়া হোক। তার ওপর তখন আমাকে খুন করতে গেল আপনার ভাই আর কিলিয়ান ভগলার। খুশি হওয়ার মত ব্যাপার নয়।’ তিক্ত চোখে ওপরের ডেক দেখল লাবনী। রেলিঙে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে আমেরিকান খুনি। চোখে চোখ পড়ল দু’জনের। ‘যা হওয়ার হয়েছে, এবার দেখা যাক আমরা দু’পক্ষ পরস্পরের কাছ থেকে লাভবান হই কি না।’

‘নিশ্চিত থাকুন, লাভবান হবেন। ক্ষতির মুখে পড়ব না আমরা।’ হাসল কাদির ওসাইরিস। তার সামনে এসে থেমেছে জ্যামাইকান লাস্যময় এক তরুণী। পরনে রঙচঙে বিকিনি। হাতে ট্রে। ‘মাদিরা... থ্যাঙ্ক ইউ।’

মাদিরা দু’জনের হাতে ধরিয়ে দিল মদিরা। গ্লাসের ভেতর টুং-টাং শব্দ তুলছে ত্রিকোণ বরফ। মাখনের মত নরম সুরে কাদির ওসাইরিসকে বলল মাদিরা, ‘আরও কিছু লাগবে না তো?’ বোঝা গেল, ভেট হিসেবে কী অঙ্গ দিতে চাইছে।

চওড়া হাসি দিল কাদির ওসাইরিস। ‘লাগলে বলব, মাই ডিয়ার... তবে এখন লাগবে না। ক্যাসিনোর পার্টির পর হয়তো?’ মাদিরার কালো নিতম্বে আলতো এক চাপড় বসাল সে। রওনা হয়ে গিয়ে খিলখিল করে হাসল তরুণী।

এই ইয়টে বেশ ক'জন প্রায় উলঙ্গ তরুণীকে দেখেছে লাবনী। তাতে আপত্তি ছিল না ওর। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সবুজ ব্লেযার পরনে ঘুরঘুর করছে বেশ ক'জন গার্ড। তাদের হাতে এমপি-সেভেন সাবমেশিন গান। নতুন করে লাবনীর মনে পড়ল, এখানে এসে বাথরুমে গিয়েও যোগাযোগ করতে পারেনি রানার সঙ্গে। এমনও হতে পারে, ইয়টে এমন কোনও যন্ত্র আছে, যেটার কারণে পাওয়া যায় না ফোনের রিসেপশন। লাবনী ঠিক করল, আবারও চেষ্টা করবে একটু পর। মুখে বলল, 'বলবেন, রুটিওয়ালা থেকে কীভাবে হয়ে উঠলেন ধর্মগুরু? বা কীভাবে হলেন সিনেমার নায়ক? জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে।'

পছন্দের বিষয় পেয়ে ফ্ল্যাটস্ক্রিন টিভি মিউট করল কাদির ওসাইরিস। নিজেকে নিয়ে বলতে ভালবাসে। 'সুইটযারল্যাণ্ডে আগেই বলেছি, আমি ভালবাসি জুয়া খেলতে— ঠিক? আসলে নায়ক হয়ে উঠলাম, কারণ পছন্দ করি জুয়া খেলতে। আমার তখন মাত্র চোদ্দ বছর বয়স, এমন সময় আমাদের শহরে শুটিং করতে এল এক সিনেমা পার্টি। তাদের সঙ্গে নায়ককে দেখেই বুঝলাম, ওই লোককে খুব পাত্তা দিচ্ছে দলের সবাই। মনে হলো, যেভাবে হোক, আমাকেও সুযোগ পেতে হবে সিনেমায়। নায়ক হতে হবে। কিন্তু মাত্র তিন দিন পর শুটিং শেষ করে ফিরবে তারা। তাই প্রতিদিন স্কুল ফাঁকি দিয়ে যেতে লাগলাম তাদের শুটিঙে। কথা বললাম কারও কারও সঙ্গে। তাদের ভেতর ছিল সেই নায়কও। ইউসুফ শাকিল। ফুসলিয়ে নাদিরকেও আনতে চেয়েছি আমার সঙ্গে। কিন্তু... তখন ওর বয়স বারো... ভয় পেল ধরা পড়বে। আর তা হলেই বেধড়ক মারবে আমাদের বাবা।'

'খুব রাগী ছিলেন তিনি?'

হাসল কাদির ওসাইরিস। 'হ্যাঁ। তাই ছিলেন। কিন্তু কিছুই পাত্তা না দিয়ে স্কুল ফাঁকি মেরে যেতে লাগলাম শুটিং

দেখতে। কিন্তু তৃতীয় দিন, তাদের হোটেলের কাছে এক শুটিঙে দরকার পড়ল ব্যাকগ্রাউণ্ডের জন্যে ক'জন এক্সট্রা। ওদিকে সিনেমার এক তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আমার। সে ডেকে নিল আমাকে।'

'তার মানে, এভাবেই শুরু হলো মস্তবড় এক নায়কের এগিয়ে চলার পথ,' বলল লাবনী। প্রায় রানার কণ্ঠের মতই মিষ্টি ও ভারী কাদির ওসাইরিসের গলা, সত্যিকারের কাহিনীকার এই লোক। 'তারপর কী হলো?'

'স্কুল ফাঁকি দিয়ে ছোট এক জুয়া খেলেছি, কিন্তু সিনেমায় নেমে নিলাম মস্ত ঝুঁকি। দৃশ্যের মাঝে হঠাৎ করে বলে ফেললাম একটা ডায়ালগ।'

'ও, তাতে রেগে গেলেন ডিরেক্টর?'

মাথা নাড়ল কাদির। এখন আর লাবনীকে দেখছে না, চোখ হারিয়ে গেছে দূরাকাশে। 'এখনও মনে আছে, গাড়ি থেকে ভারী একটা বাক্স নামালেন নায়ক ইউসুফ শাকিল। আমি বুঝলাম, এবার কাট বলে উঠবেন ডিরেক্টর, তাই দেরি না করে সামনে বেড়ে বললাম, "স্যর, সাহায্য করতে পারি? দিতে হবে মাত্র দশটা পিয়াস্ত্রে।" হাত বাড়িয়ে দিলাম অলিভার টুইস্টের মত করে।'

'তারপর কী হলো?'

'চমকে গিয়েছিলেন ডিরেক্টর। ভুলেই গিয়েছিলেন কাট বলতে।' হাসল কাদির ওসাইরিস। 'এরপর হেসে ফেললেন নায়ক ইউসুফ শাকিল। রেগে না গিয়ে বললেন, "তুমি যদি ভদ্রমহিলার সব মালপত্র হোটেলে তুলে দাও, আমি তোমাকে দেব বিশ পিয়াস্ত্রে!" সবাই হাসল ওই দৃশ্য দেখে। ডিরেক্টর ঠিক করলেন সিনেমায় রাখবেন ওই সিন। পয়সাও দিলেন। ভাবতেও পারবেন না কত!'

'বিশ পিয়াস্ত্রে?'

'পয়সাটা দিয়েছিলেন ইউসুফ শাকিল। ওটাই ছিল

আমার প্রথম ঝুঁকি নেয়া। প্রথমবারের মত আমাকে দেখ গেল সিনেমায়। হিংসায় পাগল হয়ে গেল নাদির। বাবা-মাকে বলে দিল কী করেছি। রাগে জ্বলে গেলেন আমার বাবা। কিন্তু ক'দিন পর চিঠি পেলেন ডিরেক্টরের কাছ থেকে। ওই দৃশ্যে আমাকে দেখার পর তিনি বুঝতে পেরেছেন, ওই দৃশ্যের কারণে চমৎকার হয়ে উঠেছে নায়কের চরিত্র। তাই তিনি চান, আমি যেন দেখা করি তাঁর সঙ্গে কায়রোয়। ঠিক করলাম চলে যাব সেই সুদূর শহরে, অভিনয় করব সিনেমার দৃশ্যে।'

'অদ্ভুত ঘটনা, কাজে লেগেছিল আপনার জুয়াখেলা,' প্রশংসার সুরে বলল লাবনী।

'যা ভেবেছি, তার চেয়েও বেশিকিছু হবে, বুঝলাম। একটু কষ্ট হলেও রাজি করাতে পারলাম বাবাকে। পেয়ে গেলাম এগোবার টিকেট। প্রথম সন্তান হওয়ার সুবিধা বলতে পারেন। কায়রো শহরে গিয়ে কাজ করলাম স্টুডিয়োতে। এখন শুধু চাই ভাল একটা চুক্তি। আমার নাম ছিল কাদির মাকালানি, কিন্তু সমস্যাঃ ওই নামে আছে এক চরিত্রাভিনেতা। সবাই বলল, যেন নতুন নাম নিই। আমি বেছে নিলাম ওসাইরিস নামটি। মনে হয়েছিল ওটাই আনবে সৌভাগ্য।'

'তাই হলো শেষে,' বলল লাবনী।

'ঠিক। ষোলো বছর বয়সে হলাম নিয়মিত অভিনেতা। প্রথমে ছোট সব চরিত্রে অভিনয় করতাম। শিখতে লাগলাম কীভাবে ক্যামেরার সামনে ভাল অভিনয় করতে হয়। আর আঠারো বছর বয়সে পেলাম নায়ক হিসেবে প্রথম সিনেমা। মিশরের সিনেমা-বাজারের তুলনায় বেশ সফল হলো ওটা। স্টুডিয়ো চাইল আরও সিনেমায় যেন নায়ক হই। কিন্তু সেসময় জাতীয় সার্ভিস হিসেবে সেনাবাহিনী থেকে এল ডাক। তিনবছর ট্রেইনিং নিতে হবে যুদ্ধের জন্যে। এতে দুশ্চিন্তায় পড়ল সিনেমা জগতের সবাই। তা ছাড়া, সরকারে

ছিল আমার বন্ধু-বান্ধব। তারা টানল দরকারি সব সুতো।'

মার্টিনিতে চুমুক না দিয়ে টেবিলে গ্লাস রাখল লাবনী। 'মিলিটারি সার্ভিস থেকে ছেড়ে দেয়া হলো আপনাকে?'

মাথা দোলাল কাদির। 'ওই কাজেই যোগ দিতাম, কিন্তু খুশি হয়েছি রেহাই পেয়ে। ফুর্তিতে ছিলাম। বয়স মাত্র আঠারো বছর। নাম করে ফেলেছি। হুড়মুড় করে আসছে টাকা। শত শত সুন্দরী চাইছে আমাকে এক রাতের জন্যে।' চওড়া হাসল কাদির। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর ম্লান হলো ওই হাসি। 'কিন্তু এসবের কারণে আরও হিংসুটে হলো নাদির। আর তারপর ওর দুর্ঘটনা হওয়ার পর তো...' চুপ হয়ে গেল সে।

'কী হয়েছিল তার? মুখ পুড়ে গিয়েছিল জানি, কিন্তু...'

'আর্মিতে যাওয়ার পর ঘটে ওই দুর্ঘটনা,' মন খারাপ করে বলল কাদির ওসাইরিস। 'আমার মত কপাল ভাল ছিল না ওর। সেজন্যে আগে থেকেই রেগে ছিল আমার ওপর। তার ওপর মাত্র কয়েক সপ্তাহ ট্রেইনিঙের পর এক ট্রাক দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ল মুখের একপাশ। হাসপাতালে ছিল পুরো দু'মাস। এরপর ছাড়া পেয়ে সোজা ফিরল তিন বছরের জন্যে ওর ওই ইউনিটে। বুঝি, কেন এমন তিক্ত হয়েছে ওর মন।'

মাথা দোলাল লাবনী। অগ্নিকাণ্ডের জন্য দুনিয়ার মানুষকে শত্রু ভাববে নাদির, সেটা মেনে নেয়া কঠিন ওর জন্যে।

'এরপর যখন আর্মি থেকে বেরিয়ে এল নাদির, বড়ভাই হিসেবে দায়িত্ব নিলাম, ওকে করলাম আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। তারপর যখন শুরু করলাম ওসাইরিয়ান টেম্পলের কাজ, ওকেই দিলাম গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব।'

'কীভাবে শুরু করলেন ওসাইরিয়ান টেম্পল? নতুন কোনও ধর্ম চালু করা তো সহজ কথা নয়!'

মৃদু হাসল কাদির ওসাইরিস। 'কাজ করেছিলাম

ওসাইরিস অ্যাণ্ড সেট নামের এক সিনেমায়। ছিলাম ওসাইরিস। আমার ভাগ্য ছিল নির্ধারিত। খুব নাম করেছিল ওই সিনেমা। এমন কী চলেছিল আমেরিকার বাজারেও। মিশরের সিনেমা সাধারণত এমন সুযোগ পায় না। ওটার কারণে হয়ে গেলাম মিশরের জাতীয় বীর। সবাই চিনত। শুনতে চাইত কী বলতে চাই। পূজা করা হতো আমাকে। যেন সিনেমার ওসাইরিস নই, সত্যিকারের দেবতা-রাজা ওসাইরিস!' গ্লাসে বরফ নাড়ছে কাদির। 'আসলে হঠাৎ করে কেউ অনেক নাম করলে, তার প্রতি আকর্ষিত হয় বহু মানুষ।'

'তাই আসলে।'

হাসল কাদির। 'নিজেকে দেখলেন টিভির স্ক্রিনে, তারপর দেখলেন নিজের মুখ পত্রিকার পাতায়— কেমন শিহরন লাগবে বুকে? দুনিয়া দেখছে আপনাকে, শুনতে চাইছে আপনার মুখের কথা! তুলনা আছে এই আনন্দের? ...আর এরপর যদি আপনার হয় পতন, পারবেন সহ্য করতে?'

চুপ করে আছে লাবনী, আস্তে করে মাথা নাড়ল। মনে পড়ে গেছে নিজের কষ্টকর অতীত।

কাদির ওসাইরিস বলল, 'আর সবার মতই চাই আরও সুনাম। আকাশের নক্ষত্র নয়, হতে চাইলাম মানুষের হৃদয়ের মালিক। সবাই যেন অনুসরণ করে আমাকে।'

'যেন পূজা করে?'

'কেন নয়?' মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে দু'হাত তুলল কাদির। 'হ্যাঁ, চেয়েছি তা-ই। সেজন্যে আরম্ভ করলাম ওসাইরিয়ান টেম্পলের কার্যক্রম। ওই একইসময়ে চালু করলাম ওসাইরিয়ান টেম্পলের সাবসিডিয়ারি সব কোম্পানি।'

'আবারও জুয়া?' বলল লাবনী।

'এবার খেললাম জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকিপূর্ণ জুয়া। ছিলাম সাধারণ মুসলিম। বুঝতে পারছেন এর অর্থ? ধর্মান্ধ

সব জঙ্গির টার্গেট হলাম। হুমকির পর হুমকি এল: তোকে মেরে ফেলব, হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা! আর এসব সামলাতেই নাদিরকে দিলাম আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব। একইসঙ্গে রক্ষা করবে ওসাইরিয়ান টেম্পলকে। পরে দেখলাম, নিজ কাজে খুব দক্ষ ও।'

'অতি সক্ষম,' বলল লাবনী। ওপরের ডেকে কিলিয়ান ভগলারের কাঁধে হাত রেখে কথা বলছে কাদিরের ভাই।

'আগে যা হয়েছে, সেজন্যে আমি দুঃখিত,' বলল কাদির ওসাইরিস। টিভির স্ক্রিনে চোখ রেখে টিপে দিল আনমিউট বাটন। 'দ্বিতীয় হচ্ছে রুবিল্যাক! আছি প্রথম সারিতে!' ঘুরেও দেখল না লাবনীর দিকে। 'আবারও বলছি, আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

'ঠিক আছে, বুঝেছি। এবার একটু ওয়াশরুমে যাব।' চেয়ার ছেড়ে ইয়টের নিরাপদ কোনও টয়লেটের খোঁজে চলল লাবনী।

'তুমি কোথায়, লাবনী?' কল রিসিভ করেই জানতে চাইল রানা।

'আমি মোনাকোয়,' এল ফিসফিস কণ্ঠ, 'আছি কাদির ওসাইরিসের ব্যক্তিগত ইয়টে। তুমি কোথায়?'

'প্রতিঘণ্টায় গতি তুলতে পারি এক শ' ত্রিশ কিলোমিটার, কিন্তু জ্যামের কারণে ইতালির অটোস্ট্রাডা ধরে আসছি ত্রিশ কিলোমিটার বেগে।'

'ইতালি? ওখানে কেন?'

'বিমানে না চাপলে সবচেয়ে দ্রুত মোনাকোয় আসতে পারব এই পথেই। কী করছ? দেখতে পেয়েছ যোডিয়াক?'

'না। এখনও ওটা রিঅ্যাসেম্বল করেনি কাদির ওসাইরিসের লোক। আজ রাতে কাজ শেষ হবে।'

কী যেন ভেবে নিয়ে বলল রানা, 'ওই ইয়ট কি বন্দরে?'

'না। উপকূল থেকে বেশ একটু দূরে। কীভাবে নামব

জানি না। নিজে পারব না, আমাকে সরিয়ে নিতে হবে তোমার।'

'বুঝলাম।'

'তবে আজ বিকেলে একটা ক্যাসিনোর পার্টিতে যাবে কাদির ওসাইরিস, তবে আমার মনে হয়েছে সে চাইছে আমিও যেন তার সঙ্গে যাই।'

'পার্টি? কোন্ ক্যাসিনো বলতে পারবে?'

'না, তবে ওখানে থাকবে ওসাইরিয়ান রেস টিম। মোনাকোয় এলে সহজেই জেনে নিতে পারবে। অথবা হয়তো কোনও বোট ভাড়া করে এলে আমুন রা ইয়টে? ...সর্বনাশ! কে যেন আসছে! বাই, রানা!'

কান থেকে মোবাইল ফোন সরাল রানা। কিছু বলার আগেই জিজ্ঞেস করল বেলা, 'উনি ঠিক আছেন তো?'

'আপাতত, হ্যাঁ। আছে কাদির ওসাইরিসের ইয়টে। তবে ওখানে বোধহয় যেতে পারব না। বছরের সেরা অনুষ্ঠানের আগের রাতে বোট ভাড়া দেবে না কেউ।'

'পার্টির কথা যেন শুনলাম?'

মৃদু হাসল রানা। 'আমার ফুপুর মতই কান পেতে সব শোনার অভ্যেস তোমার! কী, যেতে চাও ওই পার্টিতে?'

'কী ধরনের পার্টি?'

'পার্টি দেয়া হচ্ছে ওসাইরিসের গ্রাঁ প্রি টিমের সম্মানে।'

ঝলমল করে উঠল বেলার চোখ-মুখ। 'তা হলে তো ওখানে রেসিং ড্রাইভাররা থাকবে? আমাদের ওখানে যাওয়াই উচিত!'

'সামাজিক অনুষ্ঠান হবে না ওটা,' বলল রানা।

দুঃখে শুকিয়ে গেল বেলার মুখ। 'তা ছাড়া, দামি পোশাকও নেই।' হাতের ইশারায় রানার জিন্স, টি-শার্ট ও চামড়ার জ্যাকেট দেখাল। কুঁচকে আছে ওর নিজের শার্ট ও খাকি কমব্যাট ট্রাউযার। 'বাবা-মা'র কাছ থেকে যে টাকা

পাই, তাতে মণ্টে কার্লোর উপযুক্ত পোশাক কিনতে পারব না। না, ঢুকতে দেবে না ওই ক্যাসিনোর ভেতর।'

'অত ভেবো না,' সান্ত্বনা দিল রানা। মানিব্যাগে চকচকে সোনালি ক্রেডিট কার্ড। চাইলে ব্যয় করতে পারবে বিশাল অঙ্কের টাকা।

'আজ রাতে যে পোশাক কিনে দেবেন, আরেকটু বড় হলেই সেই টাকা শোধ করে দেব,' খুশি হয়ে উঠল বেলা।

'তুমি কি আর বড় হবে, বেলা?' হেসে ওর মাথায় আলতো চাপড় দিল রানা। মনোযোগ দিল সামনের রাস্তায়।

পনেরো

দেখার মতই সোনালি ঝলমলে মোনাকোর সব রিসোর্ট, অথচ অবিশ্বাস্য উত্তেজনাহীন এ দেশের ক্যাসিনো! বড় বাজেটের রঙিন সিনেমায় বা টুরিস্ট অফিস যতই দেখাতে চেষ্টা করুক: দামি টুক্সেডো পরা যুবক, হীরার ঝলক, কার্ড উল্টেই মিলবে শত কোটি ডলার, বা হুইলের এক চক্করে আসবে সাত রাজার ধন— কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতা হচ্ছে ক্যাসিনোয় ঠায় অপেক্ষায় আছে সারি-সারি কমপিউটারাইয্‌ড্ স্লট মেশিন। লাস ভেগাসের মতই খুব কম সময়ে বড় মাপের জুয়া খেলা হয় মোনাকোতে। বছরের পর বছর এসব ক্যাসিনোর বড় অঙ্কের টাকা আসছে শুধু অতিসাধারণ মধ্যবিত্ত টুরিস্টের পকেট কেটে। জুয়া খেলার সময় ক্যাসিনোর অতি দামি মদ গিলে, পেটে দুর্মূল্য রেস্টুরেণ্টের খাবার পুরে একজন গো হেরে

বিদায় নিলে, তার মতই বোকামি করতে আসছে অন্য কেউ!

অবশ্য এমন নয় সব ক্যাসিনো।

রিভিয়েরার রঙিন সুখ-স্বপ্ন ধরে রেখেছে বলে ধন্যবাদ পাবে দ্য-আযুর ক্যাসিনো। এখানেও আছে স্লট মেশিন, কিন্তু রাখা হয়েছে গরীবদের জন্যে দূরে। মস্তবড় ক্যাসিনোর বুকে চলছে স্বাভাবিক সব জুয়া।

কাদির ওসাইরিসের সঙ্গে দ্য-আযুর ক্যাসিনোর মেইন লাউঞ্জে ঢুকে চারপাশ দেখল লাবনী। কখনোই জুয়াকে আকর্ষণীয় মনে হয়নি। তবে দালানের আর্কিটেকচার দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না ও। পঞ্চাশ দশকে অতিধনী ব্যবসায়ী টেনে আনতে তৈরি হয়েছিল এ ক্যাসিনো। ছাতে ঝুলছে ক্রিস্টালের মস্তবড় সব ঝাড়বাতি, কুচকুচ করছে জুয়ার টেবিলের দামি কালো কাঠ।

'দারুণ জায়গা তো!' ইচ্ছের বিরুদ্ধে বলল লাবনী।

'আপনার চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যের কাছে ম্লান এসব,' মিষ্টি কণ্ঠে বলল কাদির ওসাইরিস। মোনাকোর সেরা পার্লার থেকে সঙ্গিনীকে সাজিয়ে এনেছে সে। বারবার চোখ ফিরছে বেদানার দানার মত গোলাপি রঙের সুন্দরী যুবতীর অপরূপ মুখে।

লাবনী বুঝল, লাল হয়ে উঠছে ওর দুই গাল। নিজেকে মনে হচ্ছে খুবই সতর্ক। পরনে কয়েক হাজার ডলার দামের নীল সিল্ক ইভিনিং গাউন। ব্রিটেনের রানীর কেশবিন্যাসকেও হার মানাবে ওর চুলের খোঁপা। মনে মনে আফসোস করল, হায় রে, আজ যদি কাদির ওসাইরিসের বদলে পাশে থাকত মাসুদ রানা, তা হলে আর কিছুই চাইত না ও!'

মিশরীয় ধর্মগুরুকে ঘিরে রেখেছে বডিগার্ডরা। তাদের সঙ্গে রয়েছে নাদির মাকালানি ও কিলিয়ান ভগলার। খুনিটা আজ ভদ্রতা দেখাতে সাপের চামড়ার জ্যাকেটের গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছে বেগুনি টাই। নইলে হয়তো তাকে ঢুকতেই

দিত না ক্যাসিনোর বিকেলের অনুষ্ঠানে।

'ধন্যবাদ,' কাদির ওসাইরিসকে বলল লাবনী।

নিজে সাদা এক দামি টুক্সেডো পরেছে কাদির ওসাইরিস। হাঁটছে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। কারও বাপেরও সাধ্যি নেই তাকে ওয়েটার বলে ধরে নেবে। সাইড এক্সিট পেরিয়ে লাবনীকে নিয়ে মূল কামরার দিকে চলল সে। চিনতে পেরে হাতের ইশারায় তাকে এগিয়ে যেতে বলল ক্যাসিনোর এক স্টাফ।

একদিকের দরজা দিয়ে ক্যাসিনোর উঠানে দেখা গেল রেসিং সার্কিট। কোয়ালিফাইং শেষ হওয়ায় পাবলিকের জন্যে খুলে দিয়েছে ট্র্যাক। ক্যাসিনোয় ঢুকতে দেয়ার জন্যে সরানো হয়েছে একপাশের ক্র্যাশ ব্যারিয়ার। রানাকে দেখবে সে আশায় রাস্তায় চলে গেল লাবনীর চোখ। কিন্তু ওদিকে নেই মাসুদ রানা বা বেলা আবাসি।

বজ্রপাতের মত কড়াৎ করে উঠল কী যেন। ঘুরে তাকাল সবাই। এইমাত্র চালু হয়েছে সবুজ-সোনালি রঙের ওসাইরিয়ান টিমের একটি রেসিং গাড়ির ইঞ্জিন। ককপিটে বসে আছে সোনালি চুলের এক তরুণ। হাসছে কাদির ওসাইরিসের দিকে চেয়ে। চাপ দিল অ্যাক্সেলারেটরে।

গমগম করে উঠল কাদির ওসাইরিসের কণ্ঠ, 'লেডিয অ্যাণ্ড জেন্টলমেন! আমার মনে হচ্ছে, রেসিং করতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে আমাদের ড্রাইভারদের কেউ!'

হাসছে পার্টির সবাই। ঝিলিক দিল সাদা আলো। তোলা হচ্ছে ছবি। গাড়ির পাশে থেমে ড্রাইভারের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল কাদির ওসাইরিস। 'দয়া করে সবাই মনোযোগ দিন! ইনি রনি রুবিল্যাক! আশা করি আগামীকাল গ্রাঁ প্রি-তে দুনিয়ার সেরা হবেন!'

হৈ-হৈ করে উঠল সমর্থকরা। গর্জন কমল রেসিং গাড়ির ইঞ্জিনের। রেসিং টিমের সবচেয়ে বড় স্পন্সর হিসেবে বক্তৃতা

আরম্ভ করল কাদির ওসাইরিস। ক্যাসিনো স্কয়ারের দিকে তাকাল লাবনী। ওদিকে কোথাও নেই রানা। আবারও কাদির ওসাইরিসের দিকে ফিরল লাবনী। তখনই সামনে হাজির হলো কিলিয়ান ভগলার। টিটকারির সুরে জানতে চাইল, 'কাউকে যেন খুঁজছ, ডার্লিং?'

'অন্তত আপনাকে নয়,' রেগে গিয়ে বলল লাবনী।

'সেটা খারাপ কথা! আমি কিন্তু চোখ রাখব তোমার ওপর। নাদির বলে দিয়েছেন, তুমি মিস্টার ওসাইরিসের বিশেষ অতিথি, তাই যেন তোমার নিরাপত্তার দিকে নজর রাখি। আমার ধারণা, সুযোগ পেলেই গোলমাল বাধাবে তুমি।'

'ভুল ভাবছেন,' তিক্ত সুরে বলল লাবনী, 'কিছুই করিনি, আর করবও না। দয়া করে আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

'নাদির মাকালানি এ কথা শুনলে হতাশ হবেন,' বাঁকা হাসল ভগলার। ঘুরে চলে গেল মাকালানির পাশে। ওখান থেকে লাবনীকে সন্দেহের চোখে দেখছে দু'জন।

নিজের বক্তৃতা শেষ হতেই অতিথিদের সঙ্গে দু'চার কথা সারল কাদির ওসাইরিস। লাবনীর পাশে ফিরে বলল, 'এখানে বড় আওয়াজ।' আরেকটা দরজা দেখাল। 'বলরুমে যাওয়াই ভাল।' সঙ্গিনীর কনুই ধরে এসকর্ট করে এগোল।

বিস্মিত হয়েছে লাবনী। আপত্তি তুলল না।

পিছু পিছু এল নাদির মাকালানি ও কিলিয়ান ভগলার। তাদের পেছনে বডিগার্ডরা।

কর্কশ গর্জন ছাড়ল রেসিং কারের ইঞ্জিন।

ব্যস্ত বিকেল। ক্যাসিনো স্কয়ার। নানা শব্দ ছাপিয়ে ক্যাসিনো দ্য-আযুর থেকে এল ভি-এইট ইঞ্জিনের বিকট হুঙ্কার।

'লাবনী বোধহয় ওখানে,' বলল রানা। যোগাযোগের চেষ্টা করেছে, কিন্তু অফ ছিল লাবনীর মোবাইল ফোন।

হয়তো এখনও জোড়াই দেয়া হয়নি যোডিয়াক, তাই সুযোগও পায়নি ওটা দেখার। হয়তো ওকে অবিশ্বাস করছে কাদির ওসাইরিস। সেক্ষেত্রে সেই সন্দেহ দূর করার দায়িত্ব রানার। সেটাই করবে ভেবেছে।

ওর সঙ্গে হেঁটে রাস্তা পেরোল বেলা। 'আশা করি এখনও আস্ত আছেন লাবনী আপা।'

'লাবনীকে বিশ্বাস করে থাকলে এখানে এনেছে কাদির। তবে একবার যোডিয়াক দেখার পর কঠিন হবে ওকে সরিয়ে আনা।'

'কী ধরনের প্ল্যান করেছেন?'

'লাবনীকে খুঁজে বের করে নাটকীয় অভিনয় করব।'

'যদি ধরা পড়েন?'

মৃদু হাসল রানা। 'আমি অপমানিত প্রেমিক, কাজেই খেপে আছি। পাগলে কী না করে!'

'কী করতে চান? মারাত্মক কিছু নয় তো?'

'না, তেমন কিছুই নয়।'

'আমার কী করা উচিত?'

'ইশারা দিলেই একপাশে ঝাঁপ দেবে।' ক্যাসিনোর এণ্ট্র্যান্সে পৌঁছে গেল রানা ও বেলা। 'ঠিক আছে, এবার দাও তোমার পাসপোর্ট।'

মোনাকোর ক্যাসিনোতে ঢুকতে দেয়ার আগেই পাসপোর্ট দেখে কর্তৃপক্ষ। এ দেশের সরকার জুয়া থেকে বিশাল অঙ্কের আয় করলেও দেশের সাধারণ মানুষকে ঢুকতে দেয় না ওখানে। খেয়াল করা হয় কাস্টোমারের পোশাক। সেটা রুচিশীল না হলে সুযোগ পায় না কেউ ক্যাসিনোয় ঢুকতে। সেজন্যে এ মুহূর্তে রানা ও বেলার পরনে দামি পোশাক।

রানা পরেছে কালো টুক্স। ওদিকে বেলা পরেছে মেটালিক ফ্যাব্রিকের লো-কাট মিনিড্রেস। রানা ভেবেছিল অনাকর্ষণীয় কিছু কিনবে মেয়েটা। কিন্তু এককথায় মানা করে দিল বেলা।

হয়তো বাকি জীবনেও আর আসবে না এ দেশে, তা হলে কেন ইচ্ছেমত দামি পোশাক কিনবে না? বিশেষ করে টাকা যখন রানাই দেবে!

রানার হাতে পাসপোর্ট দিল বেলা। 'ধরুন। নিজের কাছে রাখতে পারবেন? আমার ছোট্ট পার্সে ওটা আঁটছেই না!'

'জ্যাকেটের পকেটে রাখব।' পাসপোর্টের পাতায় চোখ যেতেই চট্ করে বেলার চোখে তাকাল রানা।

'না-না, পড়বেন না!' হায়-হায় করে উঠল বেলা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে!

'বেলিড্যান্সার বেলা আবাসি?' হেসে ফেলল রানা। 'তা হলে এটাই তোমার আসল নাম?'

'চুপ করুন!' ধমকে উঠল বেলা। 'আমার দাদী জানতেন না, ওই জঘন্য নামের জন্যে বড় হয়ে কত কষ্ট সহ্য করতে হবে আমার! আপনি আমাকে বেলা বলেই ডাকবেন! আর, প্লিয, এই নাম উচ্চারণও করবেন না ডক্টর আলমের সামনে!'

'জীবনেও না,' সিরিয়াস চেহারা করল রানা। 'আমি তো চিনিই না তোমাকে!'

ডোরম্যানের হাতে ওদের পাসপোর্ট দিল ও। বুঝে গেছে, কোথায় পাবে ওসাইরিয়ান টিমের সবাইকে।

বেলাকে নিয়ে গেমিংরুমে ঢুকল রানা। উঁচু সব জানালার পর্দা ঠেকাচ্ছে না বাইরের রেসিং গাড়ির ইঞ্জিনের জোর গর্জন। জুয়াড়ীরা যাতে সব ভুলে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে জুয়ায়, তাই ভারী পর্দা দিয়ে গোপন করেছে সূর্যালোক বা নিকষ আঁধার।

উঠানের দরজা পাহারা দিচ্ছে আরও দু'জন ডোরম্যান। রানা ওদিকের ঘরে যাবে শুনেই ভদ্রতার সঙ্গে মাথা নাড়ল তারা। আগে দেখাতে হবে আমন্ত্রণ-পত্র। দরজার পাশ দিয়ে ফেরার সময় ওদিকের ঘরে লাবনী বা কাদির ওসাইরিসকে দেখল না রানা। তবে চোখ পড়েছে অন্য এক দরজায়। ওটা

পেরিয়ে ক্যাসিনোর আরেক দিকে চলেছে কেউ কেউ।

ওখানে সারি সারি স্লট মেশিনের কাছে একটা এক্সিট। সেখানেও পাহারা দিচ্ছে আরও দুই ডোরম্যান। রানা বুঝে গেল, ওই পথেও ঢোকা যায় কাঙ্ক্ষিত ঘরে। দরজার ওদিক থেকে আসছে বাজনার আওয়াজ।

গেমিং রুমের অন্যদিক লক্ষ্য করে যেতে যেতে বেলাকে বলল রানা, 'ওই দরজার ওদিকে পার্টি।' চোখে পড়ল, কোণে আরও একটা দরজা। ওই পথে ঢুকল ক্যাসিনোর এক স্টাফ। দরজায় কি-প্যাড বা কার্ড-লক নেই, কড়ায় ঝুলছে ইয়েল লক। টাকা-পয়সার লেনদেন নেই ওখানে। খুব সহজ সুরে বলল রানা, 'চললাম, দরকার হলে দরজা ভেঙে ঢুকব।'

'কিন্তু...'

'অপেক্ষা করো,' বলল রানা, 'ওদিকে থাকবে কাদির ওসাইরিসের সিকিউরিটির লোক। চাই না তোমাকে কিডন্যাপ করুক। বিপদ দেখলে সরে পড়বে। বেআইনীভাবে এ দেশে ঢুকেছি, কাজেই ধরা পড়লে সোজা ভরে দেবে জেলখানায়।'

'কিন্তু কাদির ওসাইরিসের লোক যদি আপনাকে আটক করে?' চিন্তায় পড়ে গেছে বেলা।

'সহজ হবে না। চোখ-কান খোলা রেখো।'

রানা কাছের ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলের দিকে যেতেই থমকে দাঁড়াল বেলা। চোখ বোলাল কোনার দরজার ওপর।

সেদিকেই চলেছে রানা।

ক'সেকেণ্ড পর ওই দরজা খুলে ওদিকের করিডোরে ঢুকল ক্যাসিনোর মহিলা এক স্টাফ। নিঃশব্দে তার দশ ফুট পেছনে চলল রানা। এদিকটা ক্যাসিনোর কিচেন এরিয়া। আরেকটু দূরেই ফাংশান রুমে যাওয়ার আরেক সার্ভিস ডোর।

মহিলা স্টাফ কিচেনে ঢুকতেই ওই কবাট পেরিয়ে এগোল রানা। সামনের দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল। ওদিকের ঘরে অন্তত দেড় শ'জন অতিথি। জুয়ার কয়েকটি টেবিলে ভিড়

করেছে অনেকে। কেউ ব্যস্ত আলাপে। বাজনদারদের একটু দূরের ফ্লোরে ওয়াল্‌য্‌ নাচছে কপোত-কপোতীরা।

কাছেই সাপের চামড়ার জ্যাকেট পরা ভগলারকে দেখে সতর্ক হলো রানা। ওই লোকের খুব কাছেই থাকবে নাদির মাকালানি। আশপাশেই আছে কাদির ওসাইরিস এবং লাবনী।

কয়েক সেকেণ্ড পর এক ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলে কাদির ওসাইরিসকে দেখল রানা। পাশেই রানির মত পোশাক পরে বসে আছে রূপসী লাবনী।

আস্তে করে দরজা খুলে নাচিয়েদের পাশ কাটিয়ে এগোল রানা। ধর্মগুরুর কয়েক ফুট দূরে বেশ ক'জনের সঙ্গে আলাপ করছে কিলিয়ান ভগলার ও নাদির মাকালানি।

কাদির ওসাইরিসের কাছেই শক্তপোক্ত ক'জন বডিগার্ড। এখনও রানাকে চিনতে পারেনি কেউ। নাদির মাকালানিকে এড়িয়ে ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলের কাছে পৌঁছে গেল ও।

আপাতত লাবনীর হাতের তিন তাসে আছে আঠারো পয়েণ্ট। কাদির ওসাইরিসের হাতে উনিশ পয়েণ্ট। ওদিকে ডিলারের খোলা তাস একটা রাজা।

খেলা বাদ দেয়া উচিত অন্য দুই খেলোয়াড়ের।

ঠোঁট কামড়ে বলল লাবনী, 'হুম, খুব কঠিন সিদ্ধান্তে যেতে হবে।'

'আপাতত ভাগ্য মন্দ তোমার,' একটু আগে "আপনি" থেকে "তুমি"তে নেমেছে কাদির ওসাইরিস।

'অথচ ভেবেছি আজ রাত সৌভাগ্যের।' টেবিলে টোকা দিল লাবনী। 'কার্ড দিন।'

ওর দিকে একটা তাস বাড়িয়ে দিল ডিলার।

কিন্তু ওটা মাত্র তিন।

'একুশ...' বিড়বিড় করল লাবনী। 'এবার?'

হাতে অকর্মা জোকার উঠতেই হতাশ হয়ে তাস ফেলে

দিল ডিলার।

লাবনীর চিপসের স্তূপে যোগ হলো ছোটখাটো পাহাড়।

কাদির ওসাইরিস বলল, 'তুমি সত্যিই সৌভাগ্যবতী!'

'সবই অঙ্কের খেলা। কখন অফ হতে হবে, আর কখন রয়ে যেতে হবে, ছোটবেলা থেকে এসব শিখিয়েছেন মা।'

দুষ্টু হাসছে কাদির। 'তার মানে, প্রতিটি কার্ড গুনে খেলছ? ক্যাসিনোর কর্তৃপক্ষ অখুশি হবে।'

লাবনী জানাল না, মস্তবড় সব পাটিগণিতের উত্তরও চট্ করে বের করতে পারে ও।

'দেখা যাক পরের দানে কী করো,' ডিলারকে নতুন তাস দিতে ইশারা করল ধর্মগুরু।

হঠাৎ লাবনীর পেছন থেকে বলল গম্ভীর কণ্ঠ, 'আমিও খেলব।' টেবিলে ছুঁড়ে দেয়া হলো কয়েকটা পঞ্চাশ ইউরোর নোট। 'সবাই তো খেলতে পারে, তাই না?'

ঘুরে পেছনে রানাকে দেখে চমকে গেছে লাবনী। 'রানা!' খুশি হলেও মনে পড়ল মুখ কালাকালি হয়ে গেছে ওদের। কেউ এখন ওর অন্তরের কথা বুঝলে বিপদ। কঠোর সুরে বলল লাবনী, 'কী চাই, বদমাস-শয়তান কোথাকার!' রানা মুখ খোলার আগেই উঠে দাঁড়াল, 'প্যারিসে যে জঘন্য আচরণ করেছ, তারপর আশা করো তোমাকে মাফ করে দেব?'

'ভেবেছ এত সহজে ছেড়ে দেব?' খলনায়কের মত হাসল রানা। 'কোনও চিটিংবাজি চলবে না। বিয়ে তো করবেই, মাফও চাইবে বেয়াদবির জন্যে!'

মাথার ইশারায় বডিগার্ডদের কাজে নামতে আদেশ দিল কাদির। আবছাভাবে রানাকে চেনা-চেনা লাগছে তার। 'কে এই লোক, লাবনী?'

'আমার প্রাক্তন প্রেমিক,' চাপা স্বরে বলল লাবনী। 'ভুল করেছি ওর সঙ্গে মিশে!'

'নামটা আমার মাসুদ রানা,' কাদির ওসাইরিসকে বলল

রানা। 'তোমাকে ভাল করেই চিনি, কপট ধর্মের ভণ্ড গুরু!'

কাদিরের এবার মনে পড়ল। 'ও, তুমি ছিলে প্যারিসে ওসাইরিয়ান টেম্পলে।'

এগিয়ে এসেছে নাদির মাকালানি ও কিলিয়ান ভগলার।

'কাদির!' ভাইয়ের কানের কাছে বলল নাদির, 'আগেই বলেছি, এই মেয়েকে বিশ্বাস করা যায় না!'

'আমিও আপনার মতই চাই না ঝামেলা করুক মাসুদ রানা!' রাগ নিয়ে বলল লাবনী।

কয়েক পা এগোল ভগলার। 'তা হলে ব্যবস্থা করছি। এখান থেকে বের করে দেব ওকে!'

হাত তুলে মানা করল কাদির ওসাইরিস, ঠোঁটে হাসি। 'না, বসুন না উনি! আসুন, মিস্টার রানা, বসুন ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলে। চাই না কেউ খেলা থেকে বাদ পড়ুক।' লাবনীর ওদিকের চেয়ার দেখাল সে। ওখানে বসা লোকটা চট্ করে উঠে চলে গেল। 'প্লিয, মিস্টার রানা।'

'কাদির, প্লিয, ওকে বিদায় করো,' আবদারের সুরে বলল লাবনী।

'এত কষ্ট করে এসেছে, এখন ঘাড় ধরে বের করে দেয়া অন্যায়,' বলল কাদির ওসাইরিস। গোঁয়ারের মত চেহারা করে চেয়ারে বসেছে রানা। ওকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে ধর্মগুরু। 'তা ছাড়া, জানতে চাই, কীভাবে তোমার মত অপরূপা সুন্দরীর মন পেয়েছিল ও।'

'ওর দিকে হাত বাড়ালে ভেঙে দেব সে-হাত,' কর্কশ গলায় হুমকি দিল রানা।

মাথা নাড়ল লাবনী। 'ভুল করছ, রানা। কখনও পাবে না আমাকে। তুমি দয়া করে বিদায় হলে খুশি হব।'

'তুমি উড়াল দিতে চাইলে হবে? আমি তো আর এনগেজমেন্ট ভাঙিনি!' বাঁকা হাসল রানা। ডিলারের দিকে তাকাল। 'অ্যাই, চিপ্স্ দাও। দেখি কে কত বড় জুয়াড়ী!'

ওর সামনে দেয়া হলো চিপসের ছোটখাটো স্তূপ।

'প্রতি দানে বাজি পঞ্চাশ ইউরো,' ডিলারের দিকে তাকাল কাদির ওসাইরিস।

মাথা দুলিয়ে তাস দিতে লাগল ডিলার।

'জেম্স্ বণ্ডের সিনেমার মত করে জুয়া খেলতে হবে, নাকি?' টিটকারির হাসি হাসল রানা। দেখল নাদির মাকালানি ও কিলিয়ান ভগলারকে। 'আমার ওপর চোখ রাখবে তোমার খুনির দল, নাকি, কাদির ওসাইরিস? ঠিক আছে, আপত্তি নেই!'

'আমার ভাই খুনি নয়,' বলল কাদির। দেখছে হাতের তাস। একটা রাজা, একটা চার— সব মিলে চোদ্দ পয়েন্ট।

ডিলারের খোলা কার্ড একটা দশ।

'হিট মি।' এবার একটা ছয় পেল কাদির। 'আছি।'

লাবনীর কপালে জুটেছে একটা তিন ও পাঁচ। 'আরেকটা তাস দিন।' এবার পেল আরেকটা পাঁচ। চতুর্থ তাস একটা সাত। 'আছি।'

এবার রানার পালা। প্রথমেই পেয়েছে ফালতু গোলাম এবং একটি ছয়। 'হিট মি।' পেল একটা ছয়। 'ধূর, শালা!'

অন্য দু'জন খেলোয়াড় হাত থেকে ফেলে দিল তাস। খেলবে না। এবার হোল কার্ড দেখাল ডিলার। একটা সাত। ব্ল্যাকজ্যাক খেলার নিয়ম অনুযায়ী সতেরোতে স্ট্যাণ্ড করতে হলো তাকে। এই দানে জিতল লাবনী ও কাদির ওসাইরিস।

মৃদু হাসল ধর্মগুরু। 'মনে হয় ব্ল্যাকজ্যাক আপনার খেলা নয়, মিস্টার রানা।'

'মাত্র গরম হয়ে উঠছি,' তিক্ত হাসল রানা।

শুরু হলো আরেক দান।

এবার তৃতীয় তাস টেনে মন দমে গেল রানার। 'শালার কপাল!' ফেলে দিল তাস।

হাসল কাদির ওসাইরিস। 'কাজ হচ্ছে না জেম্স্ বণ্ডের

মত করে তাস খেলে?’

‘বারবার তিন দান! মরুক সব শালা!’

‘তুমি বিদায় নিলে পরিবেশ স্বাভাবিক হবে, তাই করো!’ অভিনয়ে খারাপ করছে না লাবনী।

‘খেলাই তো দেখোনি, মাত্র শুরু করেছি।’

‘হেরে ভূত হও, কিন্তু কখনও পাবে না আমাকে।’

পরের দুই তাসে রানা পেল একটা টেক্কা ও একটা রানি। তার মানেই ব্ল্যাকজ্যাক। মৃদু হাসল। ‘আমার মনে হয় না কেউ একুশ পয়েন্ট নিয়ে হারবে।’

ডিলারের কাছেও আছে একই রঙের ব্ল্যাকজ্যাক।

‘আরে! এসব কী?’ আপত্তির সুরে বলল রানা। ওর কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হলো বেশিরভাগ চিপ্স্। ‘অ্যাই, ড্র হয়েছে!’

‘আপনার উচিত ছিল ইন্সুরেন্স বেট ধরা,’ বলল কাদির ওসাইরিস। নিজে হেরেছে বলে আফসোস নেই। ‘এবার পরের দানের জন্যে তৈরি থাকুন।’

‘হুঁ!’

আবার শুরু হলো নতুন দান।

এবারও হারল রানা। ওর সামনের টেবিলে এখন একটা চিপ্স্ও নেই! অথচ, ফুলে গেছে কাদির ওসাইরিসের চিপসের স্তূপ। ‘এবার কী করবেন, মিস্টার রানা?’

‘গভীরভাবে চিন্তা করছি।’

তখনই একটু দূরের স্টেজে বেজে উঠল নতুন এক সুর। ‘আহা, ট্যাঙ্গো!’ চেয়ার ছেড়ে লাবনীর দিকে হাত বাড়াল কাদির ওসাইরিস। ‘চলো, একটু নাচি?’

গলা শুকিয়ে গেল লাবনীর। নিচু স্বরে বলল, ‘ট্যাঙ্গো নাচতে জানি না। কোনও নাচই পারি না।’

‘তাতে কিছুই যায় আসে না,’ জোর দিয়ে বলল কাদির। ‘লিড নেব। উড়িয়ে নেব তোমাকে স্বপ্নের জগতে।’

আপত্তি তুলল না লাবনী। ওর হাত ধরে ড্যান্স ফ্লোরে পা রাখল কাদির ওসাইরিস।

এদিকে ভীষণ রেগে গিয়ে চেয়ার ছেড়েছে পাকা অভিনেতা রানা। কিন্তু ও পা বাড়াবার আগেই পথ আটকে দিল দুই বডিগার্ড। কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'আরে! আমি আমার প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলতে চাই!'

'কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না!' ড্যান্স ফ্লোর থেকে জানাল লাবনী। কাদির ওসাইরিসের সঙ্গে নাচছে।

একটু দূর থেকে বলল নাদির মাকালানি, 'বড়ভাই, ওরা কিন্তু খেলছে তোমাকে নিয়ে!'

কথাটা পাত্তা না দিয়ে মাথা নাড়ল কাদির। 'আমার তা মনে হয় না।' নিখুঁতভাবে লাবনীকে ঘুরিয়ে নিল সে।

আর তখনই ধাক্কা দিয়ে সামনের দুই বডিগার্ডকে সরিয়ে দিল রানা। যেন পাগল হয়ে গেছে ব্যর্থ প্রেমিক! 'শুয়োরের বাচ্চা, সরে যা আমার প্রেমিকার কাছ থেকে!'

চিৎকার শুনে চমকে গেছে সবাই। স্টেজে থমকে গেছে নাচিয়েরা।

হনহন করে কাদির ওসাইরিসের দিকে চলেছে রানা।

'আপনার বোধহয় এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল, মিস্টার রানা!' ধমকের সুরে বলল কাদির ওসাইরিস।

ক'পা যেতেই রানার সামনে আবারও দাঁড়িয়ে গেল দুই বডিগার্ড। চাপা স্বরে বলল নাদির মাকালানি, 'আমরা ওকে দূরে ছেড়ে আসছি, বড়ভাই! অ্যাই, ধরো ওকে, তুলে নিয়ে ফেলে দেবে রাস্তায়!'

দুই বডিগার্ডের হাত কাঁধে পড়তেই গর্জে উঠল রানা, 'খবরদার! গা থেকে হাত সরাও!'

দ্বিতীয় বডিগার্ড খামচে ধরল ওর কনুই। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে রানা, এমনসময় রাগী গলায় বলল

লাবনী, ‘ওকে ফেলুন সাগরে! জঘন্য এক অপদার্থ!’ ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে লাবনীর। ভাবছে, আরও খারাপ কিছু করবে নাদির মাকালানি বা ভগলার। আফসোস হচ্ছে, বেশি অভিনয় করে ফেলেছে! ‘দূর হও এখান থেকে, রানা!’

লাবনীর মত একই কথা ভাবছে রানাঃ নিজেকে ছাড়িয়ে না নিলে পিটিয়ে ওর হাড়গোড় গুঁড়ো করবে এরা!

ওর কনুই খামচে ধরে একদিকের সার্ভিস ডোরের দিকে চলল দুই বডিগার্ড। পিছনে নাদির ও ভগলার, ঠোঁটে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হাসি। একবার ক্যাসিনো থেকে বের করতে পারলেই খতম করবে শত্রুকে। দলে তারা ভারী।

খুব সতর্ক হয়ে উঠল রানা। ফুলে আছে ভগলারের জ্যাকেটের বগলের কাছে। ওটা রিভলভার না হয়েই যায় না!

দরজা মাত্র বিশ ফুট দূরে!

...দশ!

ওই দরজা ভাল চোক পয়েন্ট। একসঙ্গে বেরোতে পারবে না দু'পাশের দুই বডিগার্ড। অবশ্য, দক্ষ লোক হলে আগেই সতর্ক হবে...

পৌঁছুবার আগেই খুলে গেল কবাট। হাতের ট্রেতে দামি কয়েকটা ওয়াইনের বোতল নিয়ে ঢুকেছে এক ওয়েইটার। বিশালদেহী, ভারী...

রানাকে দু'পাশ থেকে ধরে প্রায় তুলে নিয়ে চলেছে দুই বডিগার্ড। এই সুযোগে দু'পা তুলে দানবের মত ওয়েইটারের পেটে কষে একটা লাথি লাগিয়ে দিল রানা।

পেছনে গিয়ে ছিটকে পড়ল হতভম্ব, হতভাগ্য দানব। ঝনঝন করে মেঝেতে পড়ে ভাঙল দামি সব ওয়াইনের বোতল। রানার কাজে এসেছে নিউটনের তৃতীয় সূত্র—পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেল দুই বডিগার্ড। ডানেরজন কাত হয়ে পড়ল নাদিরের বুকে, বামেরজন ভারসাম্য নষ্ট করল ভগলারের। পরের সেকেণ্ডে মেঝেতে বেকায়দা একটা স্তূপ

তৈরি করল ওরা পাঁচজন মিলে।

সবার ওপরে গদিনসীন রানা। হ্যাঁচকা টানে ছুটিয়ে নিল দুই হাত। ওর এক কনুই নামল পাশের বডিগার্ডের পেটে। থেমে না গিয়ে গড়াতে শুরু করে সরছে ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলের দিকে। সটকে পড়বে ওদিকের সার্ভিস ডোর খুলে।

লাফিয়ে মেঝে ছেড়ে উঠে দরজা পেরোতে চাইল রানা। কিন্তু ব্যাট উইঙের মত বন্ধ হলো দুই কবাট। ক্লিক আওয়াজে আটকে গেল তালা। সময় নেই যে চিতপাত ওয়েইটারের কাছ থেকে চাবি জোগাড় করবে।

'দাঁড়া, শালা!' খেপা বাঁদরের মত থুতু ছিটাল ভগলার। বডিগার্ডদের তলা থেকে অর্ধেক বেরিয়ে হাত ভরল জ্যাকেটে, এবার শোল্ডার হোলস্টার থেকে তুলে নেবে রিভলভার।

টেবিল থেকে কার্ড শাফলিং মেশিন নিয়েই ভগলারের মুখ লক্ষ্য করে বাটন টিপল রানা। রাগী মথের মত ফড়াৎ-ফড়াৎ আওয়াজে আমেরিকান খুনির চোখে-মুখে লাগছে নতুন সব তাস। চোখ রক্ষা করতে হাত নাকের কাছে নিল সে। প্রায় বের করে আনা রিভলভার হাত ফস্কে পড়ল কার্পেটে। তার মাথা তাক করে কার্ড শাফলার ছুঁড়ল রানা। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ। খটাং শব্দে লাগল কপালে। এই সুযোগে ঘুরে মেইন লাউঞ্জের দিকে ছুটল রানা।

ভিড়ের মাঝ দিয়ে ছুটতে ছুটতে একবার তাকাল ড্যান্স ফ্লোরে। লাবনীর চোখে খুশির হাসি। ঠোঁট গোল করে বুঝিয়ে দিল, 'যাও, রানা! শাবাশ!'

পরক্ষণে প্রায় উড়তে উড়তে দরজার কাছে পৌঁছুল রানা।

ষোলো

হৈ-চৈ, হুলুস্থূল শুনে মূল ক্যাসিনোতে সতর্ক হয়ে উঠেছে সিকিউরিটির লোক ও ডোরম্যানরা। রানা দরজা হাট করে পার্টিরুম থেকে ছিটকে বেরোতেই চমকে গেল এক ডোরম্যান। চোয়ালে প্রচণ্ড এক ঘুষি খেয়ে মেঝেতে পড়ল সে। তবে তার সঙ্গী ধাক্কা দিয়ে ফেলতে চাইল রানাকে। কিন্তু হঠাৎ হুড়মুড় করে নিজেই পড়ল মেঝেতে। ফেটে চ্যাপটা হয়ে গেল তার নাক।

লাফিয়ে দুই ডোরম্যানকে পেরোল রানা। দৌড় দেবে লাউঞ্জ থেকে বেরোতে। তখনই টের পেল, পেছনের দরজায় ডোরম্যানের পায়ে পা বাধিয়ে তাকে ফেলে দিয়েছে বেলা। নীরবে মুখ নেড়ে ওকে ধন্যবাদ দিল রানা। ওর পিছু নেবে ভেবেছিল বেলা, কিন্তু ছুটতে শুরু করে মাথা নাড়ল রানা। হাতের ইশারায় দেখাল, ভিড়ে হারিয়ে যেতে। ওরা একসঙ্গে এসেছে, তা জানলে বিপদ হবে।

মস্তবড় ঘরের আরেক দিকে চলল বেলা।

জুয়াড়ীদেরকে বিস্মিত করে দৌড় দিয়েছে রানা। পেছনে চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে নাদির মাকালানি। রেলগাড়ির দ্রুতগামী ইঞ্জিনের গতি তুলে রানার পিছু নিল কাদির ওসাইরিসের দুই বডিগার্ড। উঠানের দুই ডোরম্যানও এল রানাকে ঠেকাতে। জুয়ার টেবিলগুলোর মাঝ দিয়ে তীরবেগে ছুটছে বাঙালি গুপ্তচর।

একটু দূরেই সামনে খোলা দরজা। কিন্তু ওই পথে হুড়মুড় করে ঢুকল ক্যাসিনোর সিকিউরিটির অন্তত চারজন লোক। খড়-মড় আওয়াজ তুলছে তাদের ওয়াকি-টকি। জুয়াখেলার প্রতিটি ঘরে আছে সিসিটিভি। কেউ ঠকবাজি করলে ধরা পড়বে। একই কারণে পার্টিরুমে গোলমাল হতেই বাজিয়ে দেয়া হয়েছে অ্যালার্ম।

ফাঁদে পড়ে রানা বুঝে গেল, যেভাবে হোক সরাতে হবে সবার মনোযোগ।

একটা রুলেত টেবিল লক্ষ্য করে চলেছে ক্যাসিনোর ইউনিফর্ম পরা এক মহিলা ক্লার্ক। হাতের ট্রেতে উঁচু করে রাখা সারি সারি চিপ্স্। একদৌড়ে মহিলার কাছে হাজির হলো রানা, পাশ কাটাবার আগে লাথি ঝেড়ে দিল ট্রের নিচে। ছিটকে শূন্যে রওনা হলো একরাশ রঙিন চিপ্স্। তিন সেকেণ্ড পর ঝরঝর করে নেমে এল বৃষ্টির মত।

তাতে স্রেফ পাগল হয়ে গেল সবাই।

জিনিসগুলোর ভেতর রয়েছে সামান্য ইউরো থেকে শুরু করে দশ হাজার ইউরোর চিপ্স্। পরেরগুলো পেতে মেঝেতে হামলে পড়ল সবাই। পাশের স্টুলের এক মহিলাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে এক লোক। জাহাজের ভেঁপুর মত বিকট আর্তনাদ ছাড়ল মহিলা। ধাক্কাধাক্কির ভেতর কাত হয়ে পড়ল একটা ড্রিঙ্ক কার্ট। ঝনঝন-ঝনঝন আওয়াজে মেঝেতে ভাঙল ক্রিস্টালের গ্লাস ও দামি মদের বোতল। একটা ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলের মহিলা ডিলার হাউমাউ করে উঠল তার টেবিল উল্টে পড়তেই। তার চিপ্স্ও ছড়িয়ে গেল মেঝেতে। চারপাশে শুরু হয়েছে হরিলুঠ। রানাকে ধাওয়া করা বাদ দিয়ে শত শত হাতের মাঝ দিয়ে পথ খুঁজছে কাদির ওসাইরিসের দুই বডিগার্ড।

প্রায় রায়ট শুরু হওয়ায় বাইরের দরজার কাছেই থেমে গেছে সিকিউরিটির লোক। রানা ও তাদের মাঝের মেঝেতে

হামাগুড়ি দিচ্ছে একদল "সুশীল"। তাদেরই কারও কারও হাত মাড়িয়ে দিয়ে বেরোবার পথ খুঁজছে রানা।

'ধর্, ওই যে শালা!' গর্জন ছাড়ল ভগলার। বেরিয়ে এসেছে পার্টিরুম থেকে। পাশেই কাদির ওসাইরিসের আরেক বডিগার্ড। ভগলারের হাতে এখন রিভলভার। এতই রেগে গেছে, খেয়াল নেই যখন তখন তাকে গ্রেফতার করবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোক।

এর-ওর পাঞ্জা মাড়িয়ে এগোচ্ছে রানা। শক্ত কী যেন লাগল পায়ে। ওটা কার্ট থেকে পড়া আস্ত এক শ্যাম্পেনের বোতল। উবু হয়ে তুলে নিল রানা। অস্ত্র না থাকার চেয়ে বোতল ভাল। ব্যবহার করতে পারবে গদার মত। তখনই ওর সামনে খুলল অবারিত পথ। একটা রুলেত টেবিলের নিচে নিজেদের ভেতর চিপ্স্ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে একদল লোক।

নিজেও রুলেত টেবিলের নিচে ঢুকল রানা। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করে খুলে ফেলল শ্যাম্পেনের বোতলের ফয়েল ও তারের জাল। এবার সহজেই খুলতে পারবে কর্ক। পেছনে শুনল ফ্রেঞ্চ গালি। ওকে হারিয়ে ফেলেছে সিকিউরিটির লোক। টেবিলের আরেক প্রান্তে পৌঁছে ভোরের সূর্যের মত লাফিয়ে উদয় হলো রানা।

ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ল এক লোক। তাকে মাড়িয়ে আসছে কাদির ওসাইরিসের এক বডিগার্ড। পেছনেই কিলিয়ান ভগলার। রুলেত টেবিল ঘুরে তেড়ে এল রানার দিকে। ওই একইসময়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে শ্যাম্পেইনের কর্ক খুলল রানা।

'পপ্!'

বোতল থেকে ম্যাগনাম বেগে গিয়ে বডিগার্ডের ডান চোখে লাগল কর্ক। কাতরে উঠল লোকটা। একহাতে চেপে ধরেছে আহত চোখ। মুখে পড়ল শ্যাম্পেনের মিষ্টি ও ঝাঁঝাল

ফোয়ারা। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে চাইল ভগলার। তা না পেরে কাঁধের ওপর দিয়ে তাক করল রিভলভার...

ভুসভুস করে বেরোচ্ছে শ্যাম্পেন, কাঁধের সব জোর খাটিয়ে বোতল ছুঁড়ল রানা। ঠনাৎ করে রিভলভারের নলে লাগল বোতল। ভগলারের হাত থেকে রুলেত টেবিলে পড়ে গেল রিভলভার, বেইয থেকে পিছলে চলে গেল ঘুরন্ত হুইলে। কিনারা থেকে বেরিয়ে আছে কাঠের বাঁট।

অন্ধপ্রায় বডিগার্ডকে ঠেলে রানার ওপর ফেলতে চাইল ভগলার। সরাসরি বাড়ি খেল রানা ও বডিগার্ড। টলমল করছে রানা, ওদিকে টেবিলের আরেক দিকে ঝাঁপ দিয়েছে ভগলার। তার চাই ওই রিভলভার। কিন্তু অস্ত্রটা ঘুরে অন্যদিকে চলে যেতেই বাম কনুইয়ে ভর করে ওটা ধরতে চাইল সে।

ধাক্কা মেরে বডিগার্ডকে সরিয়েই টেবিলে ঝাঁপ দিল রানা। ওর চোখা কনুই খচ্ করে নামল ভগলারের শিরদাঁড়ার ওপর। 'ওউপ্স্!' মারাত্মক ব্যথায় কেঁদে উঠল আমেরিকান খুনি। হাত ফস্কে গেল রিভলভার। ঘুরে চলে গেল আরেক দিকে। দুই হাঁটু ধরে হিড়হিড় করে টেবিল থেকে ভগলারকে নামাল রানা। প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল ওর মাথায়। পরক্ষণে নিজে ডাইভ দিল রিভলভার পেতে।

বাতাসে খামচি মারল ওর আঙুল। ঘুরে অন্যদিকে গেছে রিভলভার। তখনই ওর মাথায় নামল কী যেন! ঘোলা হয়ে গেল দৃষ্টি। ঘুরছে রুলেত টেবিলের হুইল। রানার মাথায় আবারও ঘুষি বসাল ভগলার। ভেলভেট কাপড়ে মুখ থুবড়ে পড়ল রানা। চোখ তুলে দেখার আগেই ওর কোমরে লাগল ভগলারের প্রচণ্ড এক লাথি। টেরিল থেকে ছিটকে একপাশে পড়ল রানা। হুইল থেকে ঝরঝর করে ঝরল বাজির চিপ্স্।

বেইয-এ কাউবয় বুট বাধিয়ে টেবিল ধরে সামলে নিল ভগলার। থাবা মেরে আটকে ফেলল ঘুরন্ত হুইল।

অসহায় রানা দেখল, রিভলভারের বাঁট খপ্ করে চেপে ধরেছে ভগলার। এদিকে লাথি মেরে ওকে এত দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে, চাইলেও ঘুষি মারতে পারবে না ও। বাঁচতে হলে দরকার উপযুক্ত কোনও অস্ত্র!

ক্রুপিয়ের র‍্যাক...

লম্বা দণ্ড তুলেই সাঁই করে চালাল রানা।

মাঝখান থেকে মড়াৎ করে ভেঙে গেল পাতলা র‍্যাক।

কালো হাতলটা বড়জোর ছোট একটা কীলক। টিটকারির চোখে ওকে দেখল ভগলার। হালকা দণ্ডের আঘাতে কিছুই হয়নি তার। হাত নাচিয়ে রানার দিকে রিভলভার তাক করল সে...

তখনই চোখা র‍্যাকের শেষাংশ গেঁথে দিল রানা ভগলারের পেটে।

এবার আর ব্যথা না পেয়ে পারল না ভগলার। একেকটা চোখ হয়ে উঠল পিং-পং বলের মত বড়! এদিকে সুযোগ পেয়ে সামনে বেড়ে ভগলারের আঁশ ভরা জ্যাকেটের কলার চেপে ধরেছে রানা, পরক্ষণে মাথা দিয়ে ভয়ঙ্কর এক গুঁতো মারল লোকটার কপালে! শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নিল রিভলভার। লাফিয়ে উঠল টেবিলের ওপর। বুঝে নিতে চাইল ঘরের কোন্ দিক দিয়ে পালাবে।

ভূরি ভূরি চিপসের লোভে মস্তবড় ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে রায়ট। তবে পালাতে চাইছে শুঁটকি কেউ কেউ। ওদিকে হঠাৎ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাওয়ার আগেই ঘরের দূর থেকে ছুটে আসছে শক্তিশালী লোকগুলো।

রানার হাতে রিভলভার দেখে চিলের মত চিৎকার ছাড়ল আতঙ্কিত এক মহিলা। ঘুরে ওদিকে তাকাল রানা। ছুটে আসছে সিকিউরিটির কয়েকজন। যেভাবে হোক বেরিয়ে যেতে হবে ওকে। অথচ, প্রতিটি দরজায় পাহারা দিচ্ছে ক্যাসিনোর লোক।

বাদ থাকল শুধু জানালা।

টেবিল থেকে নেমে উঠানের দরজা লক্ষ্য করে ছুট দিল রানা। ওকে ঠেকাতে চাইল কাছের এক অ্যাটেণ্ড্যান্ট। কিন্তু তার দিকে রিভলভারের নল ঘুরতেই হারাল সব উৎসাহ। বুলেট বলতে রানার মাত্র ছয়টা, তা ছাড়া নিরীহ মানুষের ভিড়ে চালাবে না গুলি। একটা ক্র্যাপ টেবিল ঘুরে এগোবার সময় কারুকাজ করা ছাত দেখল রানা। একটু ওপরে ঝুলছে ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি...

একসারি স্লট মেশিনের পেছন থেকে তেড়ে এল কাদির ওসাইরিসের আরেক বডিগার্ড। ওকে জাপ্টে ধরার আগেই মোড় নিল রানা, তবুও একহাতে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরল ষাঁড়ের মত লোকটা। প্রায় পাশাপাশি ওরা, সে-সুযোগে শত্রুর মাথায় কনুইয়ের জোর গুঁতো বসাল রানা। তবে তাতে দমে না গিয়ে ধাক্কা মেরে সামনের স্লট মেশিনে ওকে ফেলতে চাইল বডিগার্ড।

হুমড়ি খেয়ে পড়বে বুঝে শত্রুর গলা পেঁচিয়ে ধরল রানা। সামনে বাগিয়ে রেখেছে শত্রুর মাথা। ভয় পেয়ে থামতে চাইল বডিগার্ড, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক!

মুখোমুখি সংঘর্ষে চুরমার হলো স্লট মেশিনের ভিডিয়ো স্ক্রিন। প্রায় কোমর পর্যন্ত গেঁথে গেল বডিগার্ড। কারেন্টের শকের ভয়ে থমকে গেছে রানা। সামনের গর্ত থেকে ঝিলিক দিচ্ছে লালচে ফুলকি। ঝরঝর করে ট্রেতে নামল টোকেন। খদ্দেরের বিজয়ে খুশির রিনরিনে আওয়াজ ছাড়ছে মেশিন।

অচেতন বডিগার্ডের প্রশংসা করল রানা, 'বাহ্, এই তো জ্যাকপট পেয়েছ!' সবচেয়ে কাছের জানালা ওর কাছ থেকে কমপক্ষে চল্লিশ ফুট দূরে। ওদিকে পঁয়ত্রিশ ফুট দূর থেকে তেড়ে আসছে সিকিউরিটির কয়েকজন।

অজ্ঞান বডিগার্ডের কোমরে পা রেখে স্লট মেশিনের ছাতে উঠল রানা। সারি সারি মেশিনের ছাতে উড়ে চলেছে ও।

একপাশ থেকে তেড়ে এসে গোড়ালি ধরতে চাইল দু'একজন গার্ড। কিন্তু তাদেরও দেরি হয়ে গেছে। শেষ মেশিনের ওপর থেকে ঝাঁপ দিল রানা। খপ্ করে ধরল ছাত থেকে ঝুলন্ত এক ঝাড়বাতি।

টুং-টাং মিষ্টি শব্দে পরস্পরের গায়ে লাগছে অসংখ্য ক্রিস্টালের টুকরো। টারজানের মত দুলতে দুলতে জানালায় পৌঁছে গেল রানা। ওকে মুড়িয়ে নিয়েছে ভারী পর্দা। ঝাড়বাতি ছেড়ে দিতেই জানালার কাঁচ ভেঙে বেরিয়ে গেল। পর্দার কারণে ওর শরীরে বিঁধল না ভাঙা কাঁচ। কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি বলে ধুপ করে পড়ল শক্ত সিমেন্টের চাতালে। চারপাশে ছড়িয়ে গেল ভাঙা কাঁচের অসংখ্য টুকরো। বার কয়েক গড়ান দিয়ে পর্দা সরিয়ে উঠে বসল ও। ব্যথা পেয়ে কুঁচকে ফেলেছে নাক-মুখ। একটু দূরে হতবাক হয়ে ওকে দেখছে পার্টিতে আসা কয়েকজন।

'আরে, এই হতভাগার কথা বাদ দিন,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'যান, পার্টিতে যান!' ওর চোখ পড়েছে উঠানের মাঝে সবুজ-সোনালি ওসাইরিয়ান টিমের রেসিং কার। এখনও ধিক-ধিক আওয়াজে চলছে ইঞ্জিন। আধবসা হয়ে এদিকে চেয়ে আছে ড্রাইভার।

ওই গাড়িটা দরকার, বুঝে গেল রানা। একদৌড়ে হাজির হলো ওসাইরিয়ান রেসিং গাড়ির সামনে। চিনেও ফেলল ড্রাইভারকে। বেশ নাম করেছে। রনি রুবিল্যাক। খুব দ্বিধার ভেতর পড়ে গেছে তরুণ।

'দুঃখিত, দোস্ত,' ঘাড় ধরে রুবিল্যাককে বের করে নিজে লাফিয়ে ককপিটে উঠল রানা। প্রায় শুয়ে পড়তে হয়েছে ওকে। আগেও ড্রাইভ করেছে এসব গাড়ি। 'তোমার রেস ভাল হোক, দোস্ত!'

তাদের হিরোকে বের করে দিয়ে গাড়ি লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে বাদামি এক যুবক! চমক কাটল টিম টেকনিশিয়ানদের,

হৈ-হৈ করতে করতে তেড়ে এল তারা। কিন্তু ততক্ষণে ক্লাচ চেপে গিয়ার ফেলে অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরেছে রানা। ওর জানা ছিল, হেলমেট নেই বলে কানে বিকট আওয়াজ তুলবে ইঞ্জিন। তীরের গতি তুলে রওনা হয়ে গেছে সুপারকার।

কয়েকজন আসছিল রাস্তা ধরে, চোখের সামনে তুমুল বেগের গাড়ি দেখে দু'পাশে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণরক্ষা করল তারা। হালকা ওজনের ব্যারিয়ার উড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা।

বলরুম থেকে দৌড়ে এল কাদির ওসাইরিস, পেছনেই লাবনী। অবাক হয়ে দেখল, কর্ডন চুরমার করে ক্যাসিনো স্কয়ারের জমিতে চলে গেছে রানা। 'থামাও! ওকে থামাও!' চিৎকার করল কাদির ওসাইরিস।

ক্যাসিনো থেকে ছিটকে এল নাদির মাকালানি ও কিলিয়ান ভগলার। শেষেরজনের হাতে দ্বিতীয় রিভলভার। তাক করল রেসিং গাড়িটার দিকে। কিন্তু ধমকে উঠল কাদির ওসাইরিস, 'না-না! গুলি না!' ট্রিগার থেকে আঙুল সরাল ভগলার। 'পিছু নাও! পিছু! নাদির, যাও!'

রাগী চোখে লাবনীকে দেখে নিয়ে রানার গাড়ির পেছনে ছুটল নাদির। পেছনে ভগলার এবং এক বডিগার্ড। এদিকে উঠানে বেরিয়ে এসেছে সিকিউরিটির লোক। কিন্তু আপাতত তাদের কিছুই করার নেই। ক্যাসিনোর দরজায় থেমেছে বেলা। হাতের ইশারায় ওকে আবারও লুকিয়ে পড়তে বলল লাবনী।

ওর দিকে তাকাল কাদির ওসাইরিস। 'লাবনী, এইমাত্র তোমার প্রেমিক চুরি করেছে আমার মিলিয়ন ডলারের রেসের গাড়ি!'

'এসব কারণেই তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখিনি,' রাগী গলায় বলল লাবনী, 'জঘন্য লোক! অন্যের সম্পত্তি নষ্ট করার ওস্তাদ!'

বিরক্তি নিয়ে মাথা নাড়ল কাদির ওসাইরিস। 'কপাল

ভাল, ওটা প্রদর্শনী গাড়ি। পেশাদার ড্রাইভার তো নয়, বেশি দূরে যেতে পারবে না।'

বহুদিন পর আবারও রেসিং কার চালাচ্ছে রানা। মনে পড়ছে গ্রাঁ প্রি-র উত্তেজনাময় সেসব দিনের কথা। সত্যিই আবারও রেসিং ট্র্যাকে নেমেছে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি অন্যরকম, সামনে থেকে এসে ঘাড়ে চাপতে চাইছে সিভিলিয়ান সব গাড়ি। রেসিং কার নিয়ে তুমুল বেগে চলেছে উল্টোপথে সার্কিট ধরে। উঁচু গাড়ির হেডলাইটের কড়া, সাদা আলো ধাঁধিয়ে দিচ্ছে ওর চোখ।

আরেকটু হলে মস্ত নাকওয়ালা এক বেন্টলি চ্যাপ্টা করে দিত ওকে। একেবারে শেষসময়ে বাঁক নিয়ে সরে গেল রানা। তাতে রাস্তার পাশের ক্র্যাশ ব্যারিয়ারে লাগল ফ্রন্ট উইং। ভাঙল পাতলা কার্বন ফাইবার। সোজা পথে যাওয়ার জন্যে বারবার সতর্ক করছে ব্যাটারি চালিত ওয়ার্নিং বাতি।

অ্যাভিনিউ ডি'অস্টেণ্ডের টু-ওয়ে রোডে পড়ল রানা। টিলা বেয়ে রকেটের বেগে নেমে যেতে লাগল বন্দরের দিকে। খুব ব্যস্ত রাস্তা। হঠাৎ করেই সামনে হাজির হলো এক রেঞ্জ রোভারের পেছনদিক। কষে ব্রেক করেছে ওই ড্রাইভার। রানাও চাপল ব্রেক প্যাডেল। আটকে গেল ওর গাড়ির চার চাকা। তবুও চলেছে পিছলে। রেসিং কারের সামনের ফেণ্ডার ধুম করে লাগল রেঞ্জ রোভারের পেছনের চাকায়। ছিঁড়ে দিল সামনের গাড়ির রাবারের টায়ার।

ভুম্ শব্দে ফাটল চাকা। রাস্তায় ঘষা খেল রেঞ্জ রোভারের অ্যালয় হুইলের রিম।

'দুঃখিত!' বিড়বিড় করল রানা। তবে কার্বন ফাইবারের ধারাল অংশ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে রেসিং কারের চাকাও। থরথর করে কাঁপছে। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পরের গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে গেল রানা। প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে মার খাওয়া

গাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখা।

তার চেয়েও খারাপ সংবাদ পেয়ে গেছে রানা।

ইঞ্জিনের বিকট শব্দ ছাপিয়ে এল পুলিশের সাইরেনের হাহাকার। রাস্তার আর সব গাড়ি বাদ দিয়ে ওকে খুঁজে নিতে সময় লাগবে না অফিসারদের!

ধরা পড়ার আগেই পৌঁছুতে হবে বন্দরে।

অপেক্ষাকৃত উঁচু সব গাড়ির কারণে সামনের রাস্তা প্রায় দেখছেই না রানা। বোঝার উপায় নেই কোন্ গাড়ি উঠছে টিলা বেয়ে। টিভিতে দেখেছে, একটু সামনে প্রথমবারের মত বাঁক।

চুলের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ ওটা।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল রানা। প্রথম গিয়ারেও ষাট মাইল বেগে অন্যসব গাড়ির মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে ওর গাড়ি। সামনেই সেইণ্ট ডেভোট কর্নার, অতিব্যস্ত রাস্তার অন্তর্চ্ছেদ।

তবে সামনে সোজা চলে যাওয়া পথ দেখল রানা। হুঁ-ই-ই শব্দ তুলল রেসিং কারের ইঞ্জিন। ত্যাগ করছে হাই-প্রেশারের নাইট্রোজেন। কিন্তু তখনই রিম থেকে খসে গেল সামনের ক্ষতিগ্রস্ত একটা চাকা।

চরকির মত ঘুরল রেসিং কার। পিছলে গিয়ে পেছনের দিক লাগল এক ফেরারি গাড়ির পেটে। আরেক পাক খেয়ে চৌরাস্তার মাঝে পৌঁছে গেল রানা। আবছা চোখে দেখল, ঝড়ের বেগে আসছে ওদিকের ক্র্যাশ ব্যারিয়ার।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল ও।

একইসময়ে পাশ থেকে ব্যারিয়ারের গায়ে চেপে বসল গাড়ি। মুহূর্তে চ্যাপ্টা হলো ইমপ্যাক্ট-অ্যাবযর্বিং বডিওয়ার্ক। এখনও চরকির মত ঘুরছে গাড়ি। ছিটকে গেল রাস্তার মাঝে। বিধ্বস্ত রেসিং কারের সঙ্গে দুর্ঘটনা এড়াতে সরে যাচ্ছে অন্যান্য গাড়ি। তবে টিলা বেয়ে উঠে এসে কড়া ব্রেক কষল

এক বড় ভ্যান। সোজা গেল রানার গাড়ির দিকে।

তবে পাঁচ সেকেণ্ড পর একইসময়ে থামল মুখোমুখি দুই গাড়ি। রেসিং কার নাক গুঁজেছে ভ্যানের সামনের বাম্পারের নিচে।

ককপিটের কোনা লেগে কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে রানা। অবশ্য, ঠিকই কাজ করেছে গাড়ির সেফটি ফিচার। এই দুর্ঘটনা থেকে হেঁটে সরে যেতে পারবে ও। অবশ্য, বনবন করে ঘুরছে মাথা। কয়েক সেকেণ্ড চারপাশ দেখল রানা, তারপর চোখে পড়ল দক্ষিণে স্টার্ট/ফিনিশ সাইনবোর্ড। ওদিকেই বন্দর।

'সিয়েস, জেম্স্ বণ্ড!' ফ্রেঞ্চ ভাষায় উঁচু গলায় বলে উঠল কে যেন।

মনে মনে বলল রানা, 'জেম্স্ বণ্ড নই, বাঙালি গুপ্তচর মাসুদ রানা।' টের পেল, জমছে ভিড়। পরনে ওর টুক্সেডো, গাড়ি দুর্ঘটনা করেছে মোনাকোর মাঝে, এটা খুব অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

ফেরারির ড্রাইভার বড় বড় চোখে দেখছে নিজের গাড়ির ক্ষত-বিক্ষত পেট। রেসিং কার থেকে নেমে পড়ল রানা, জগিং করে বন্দর লক্ষ্য করে রওনা হওয়ার আগে বলল, 'বিলটা পাঠিয়ে দেবেন ওসাইরিয়ান টিমের কাছে!'

ব্যারিয়ার টপকে ভিড়ের মাঝে দেখতে না দেখতে উধাও হলো রানা। তখনই দুর্ঘটনার অকুস্থলে হাজির হলো পুলিশের প্রথম গাড়ি।

'বদমাসটা গাড়ি চুরমার করে ফেলেছে?' দুঃখে কালো হয়ে গেছে কাদির ওসাইরিসের মুখ। এইমাত্র ফোন করে এসব বলেছে তার ছোটভাই। 'ধরতে পেরেছ লোকটাকে?' উত্তর নেতিবাচক। 'তা হলে অন্তত তাকে ধরেছে পুলিশ?' আবারও না-সূচক জবাব পেল কাদির। 'বাহ্! কীসব খুশির খবর!'

স্বস্তি চাপতে গিয়ে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে লাবনীর। নাক বাঁকা করে বলল, 'ওই লোক পৃথিবীতে এসেছে সব ধ্বংস করতে! সম্পর্ক... জীবন... রেসিং কার...'

'বুঝলাম, কীজন্যে ওর হাত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছ,' বিড়বিড় করল কাদির ওসাইরিস। আবার মনোযোগ দিল ফোনের দিকে। 'আমি আমুন রা ইয়টে ফিরছি। ...হ্যাঁ, সঙ্গে ডক্টর লাবনী আলম। ...না, নাদির, আবারও ওই একই কথা শুনতে চাই না। ...দলের সবাইকে নিয়ে কাজে নেমে পড়ো। ওই মাসুদ রানাকে খুঁজছে পুলিশ। তাদের রেডিয়ো মনিটর করো। ওকে হাতে চাই।' নাদির মাকালানির কথা শুনছে কাদির ওসাইরিস। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'শুধু বাধ্য হলে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝামেলায় যেতে চাই না। অন্তত আজ রাতে নয়। মাসুদ রানাকে ধরে এনে তুলবে ইয়টে।'

কাদির ফোন রাখতেই আপত্তির সুরে জিজ্ঞেস করল লাবনী, 'বদমাসটাকে খুন করবে না?' কাঁপছে ওর বুক।

পার্টির ধ্বংসাবশেষ দেখল কাদির ওসাইরিস। 'এসব কেন ঘটল, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জান যাবে আমার। তার ওপর এখন চাই না টিভিতে বলুক, মাসুদ রানা নামের এক ফালতু লোককে খুন করে গ্রেফতার হয়েছে নাদির মাকালানি!'

'মাসুদ রানাকে হাতে পেলে তখন কী করবে?'

দাঁতে দাঁত পিষল কাদির ওসাইরিস। 'মেডিটারেনিয়ান যেমন বড়, তেমনি গভীর।'

'ও... তা হলে আর ওই লোককে নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে না আমাকে।'

শীতল চোখে লাবনীকে দেখল কাদির। 'ঠিক আছে, ভেঙে গেছে পার্টি। জানি না দেখার জন্যে তৈরি হয়েছে কি না যোডিয়াক, তবে এখন আমরা ফিরব ইয়টে। একমিনিট অপেক্ষা করো। কয়েকজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।'

একটু দূরে গিয়ে একদল লোকের সঙ্গে আরবিতে কথা

শুরু করল কাদির। এই সুযোগে দরজার কাছে গেল লাবনী। দর্শকদের ভেতর বেলাকে দেখে হাতের ইশারায় ডেকে নিল।

'মাসুদ রানা কোথায়?' জানতে চাইল বেলা। 'উনি ঠিক আছেন তো?'

'একটা রেসিং গাড়ি নিয়ে সরে গেছে।'

হাসল বেলা। 'সত্যিই ওই লোক দুর্দান্ত সুপুরুষ!'

'আমারও তাই ধারণা,' উঠানে চোখ বোলাল লাবনী। এখনও আলাপে ব্যস্ত কাদির ওসাইরিস। 'বেলা, শুনলে অবাক লাগবে, কিন্তু সত্যি কথা হলো, এটা এখন তোমার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। রানাকে খুঁজতে গেছে নাদির মাকালানি ও কিলিয়ান ভগলার। এদিকে যোডিয়াক দেখাতে আমাকে ইয়টে নেবে কাদির ওসাইরিস।'

'ঠিক আছে। কিন্তু ক্যাসিনো বন্ধ হয়ে গেলে? তখন কী করব? হোটেল রুমও পাব না। আমার পাসপোর্ট সঙ্গে নিয়ে গেছেন মাসুদ রানা!'

'আপাতত আমার কিছু করার নেই, বেলা।' পেছনে তাকাল লাবনী। ওকে খুঁজছে কাদির ওসাইরিস। 'একটা উপায় বের করে নেবে। এবার আমাকে যেতে হচ্ছে। রানা বা আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলে, একটু দূরের ওই হোটেলের লবিতে অপেক্ষা করবে। আমরা তোমাকে খুঁজে নেব।'

খুব অখুশি হলো বেলা। দু'সেকেণ্ড পর মাথা দোলাল। 'গুড লাক, ডক্টর আলম। সাবধানে থাকবেন।'

'তুমিও সতর্ক থেকো।' উঠানে ঢুকে ওসাইরিসের পাশে থামল লাবনী। 'আমরা কি এবার ফিরব?'

'গাড়ি আসছে, পৌঁছে দেবে বন্দরে।' সঙ্গীদের উদ্দেশে নকল হাসি দিল কাদির ওসাইরিস। 'বন্দরে যেতে সময় লাগবে। সেইন্ট ডেভোটিতে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে!' এ কথা শুনে শুকনো কাঠফাটা হাসি হাসল কেউ কেউ।

লাবনীর কনুই ধরে আবারও ক্যাসিনোয় ঢুকল কাদির ওসাইরিস। পিছিয়ে পথ করে দিল অ্যাটেণ্ড্যান্টরা। সেই সুযোগে উঠানে বেরিয়ে গেল বেলা। কেউ চেনার আগেই চলল হোটেলের দিকে। চাকার ধোঁয়া তুলে সেরা আকর্ষণ বিদায় নেয়ায় ঝিমিয়ে পড়েছে পার্টি।

অবশ্য নতুন এক আকর্ষণ খুঁজে পেয়েছে বেলা। রেসিং ওভারঅল পরা সোনালি চুলের রনি রুবিল্যাক আছে রাস্তার পাশে। বয়স্ক দুই লোকের সঙ্গে উত্তেজিত সুরে কথা বলছে। বেলা বুঝল, এই তরুণ রেসের ড্রাইভার না হয়েই যায় না। সামনে গিয়ে হাজির হলো ও। 'বলবেন এখানে কী হয়েছে?'

বিরক্ত চোখে ওকে দেখল রনি রুবিল্যাক। তবে পরক্ষণে টের পেল, দারুণ সুন্দরী এই তরুণী। সবচেয়ে বড় কথা, এই মেয়ে মধ্যবয়স্ক স্পন্সরের কেউ নয়। ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে না। দমে যাওয়া সুরে বলল রনি, 'ভয়ঙ্কর ঘটনা! ডাকাতি করে নিয়ে গেছে আমার গাড়ি। লোকটার হাতে ছিল কুচকুচে কালো রিভলভার! আমি ঠেকাতে চেয়েছি, কিন্তু তখনই সাহস হারিয়ে পালিয়ে গেছে।' মিটমিট করে হাসছে তার বয়স্ক দুই সঙ্গী। দলের তারকাকে অপমান করতে চায় না।

'মাই গড! আপনি এত বড় ঝুঁকি নিলেন কী করে? ঠিক আছেন তো?' ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে বেলা।

'সারাশরীর ছড়ে গেছে, কিন্তু ঠিকই আছি। কাল রেসেও নামব। এবার বোধহয় হোটেলে ফেরা উচিত। অবশ্য...' চওড়া হাসি দিল রুবিল্যাক। 'তার আগে তোমার সঙ্গে দুটো ড্রিঙ্ক নিলে মন্দ হয় না। সঙ্গিনী হবে আমার?'

খুশি হয়ে বলল বেলা, 'আমার কোনও আপত্তি নেই!'

সতেরো

হাজারো রঙিন বাতির আলোয় ঝলসে উঠছে বন্দর, যেন ব্যস্ত শহরেরই অংশ। দালানগুলোর খুব কাছেই একের পর এক জেটি, পাশেই কালো জলে ভাসছে সারি সারি দামি ইয়ট।

চট্ করে কাদির ওসাইরিসের দিকে তাকাল উদ্বিগ্ন লাবনী।

এইমাত্র তীরে ভিড়েছে আমুন রা ইয়টের টেণ্ডার।

ও ভেবেছিল, কাছেই থাকবে রানা। পিছু নেবে। গিয়ে উঠবে ইয়টে। কিন্তু ভাসমান এসব প্রাসাদের আশপাশে কোথাও নেই মানুষটা।

ভয় লাগছে লাবনীর।

রানাকে ধরে ফেলল পুলিশ?

নাকি আরও খারাপ কিছু হয়েছে?

রানাকে মেরে ফেলেছে নাদির মাকালানি?

আনমনে মাথা নাড়ল লাবনী। সহজে রানাকে ধরতে পারবে না এরা। তা ছাড়া, ওকে ধরে আনতে বলে দিয়েছে কাদির ওসাইরিস।

রানা এখন কোথায়?

দূর সাগরে তাকাল লাবনী। দেখা গেল, ওদিকে আধমাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমুন রা।

নিশ্চয়ই ওখান থেকে ওকে উদ্ধার করবে রানা?

ওর নিজের সাধ্য নেই সাগর পেরিয়ে তীরে এসে উঠবে।

কাদির ওসাইরিসের সঙ্গে টেণ্ডারে লাবনী উঠতেই ডিজেল ইঞ্জিনের চাপা গর্জন ছেড়ে রওনা হলো বোট। সন্ধ্যায় গরম ছিল বাতাস, কিন্তু এখন সাগরে বইছে শীতল হাওয়া। খোলা বাহু ডলল লাবনী।

'এই যে,' নিজের জ্যাকেট খুলে ওর কাঁধে চাপিয়ে দিল কাদির ওসাইরিস।

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করল লাবনী। ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছে। রানার কিছু হয়ে গেল কি না, সেজন্যে দুরু-দুরু করছে বুকটা।

বিলাসবহুল সব ইয়ট পেরিয়ে পোর্ট হারকিউল বন্দরের ইনার হার্বার পেরোল টেণ্ডার। সামনে পড়ল কুচকুচে কালো মেডিটারেনিয়ান সাগর। বন্দর ও কংক্রিটের বাঁধ পেছনে ফেলে জোরালো স্রোতে পড়ল দুলন্ত বোট। গতিপথ অ্যাডজাস্ট করল পাইলট।

বিশাল ঢেউয়ের বিক্ষুব্ধ সাগর সাঁতরে তীরে উঠতে পারবে না, বুঝে গেছে লাবনী। খোলে লেগে ছিটকে উঠছে ঢেউ ও ফেনা। বোটে বাড়ি খেয়ে প্রতিবার ঠং-ঠং শব্দ তুলছে নোঙরের শেকল।

তীরের দিকে তাকাল লাবনী। তিন দিক থেকে ঘিরে রাখা টিলার কোলে ঝলমল করছে মোনাকো। দেখার মত দৃশ্য। কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণে কিছুই ভাল লাগছে না ওর।

তীর থেকে দূরে নোঙর করেছে কিছু জলযান। তবে অন্যসব মেগা ইয়টের চেয়েও বড় আমুন রা। মস্তবড় ইয়টের স্টার্নে চওড়া মুরিং প্ল্যাটফর্মে ভিড়ল টেণ্ডার। পাশেই দুটো ছোট স্পিডবোট এবং বেশ কয়েকটা জেট স্কি।

ইয়টের এক ক্রু বোটের দড়ি বেঁধে নেয়ায় উঠে দাঁড়াল কাদির ওসাইরিস, লাবনীর হাত ধরে পা রাখল ইয়টের ডেকে। নরম সুরে বলল, 'পুরো সময় সুন্দর না কাটলেও খুব ভাল লাগল তোমার সঙ্গ।'

'আমারও খুব ভাল লেগেছে,' বলল লাবনী। 'আর... সরি... তোমার এত ক্ষতি করে দিল মাসুদ রানা! তাকে বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু শুনবে না। ওর মত বাজে লোক জীবনে দেখিনি আমি!'

'ওর জন্যে তোমাকে দোষ দেবে না কেউ,' নির্দ্বিধায় বলল কাদির ওসাইরিস। 'আর আর্থিক ক্ষতির কথা যে বলছ, ওটা কিছুই নয়। একবার ওসাইরিসের পিরামিড পেলে পুষিয়ে নেব তার হাজার কোটি গুণ!'

'সেক্ষেত্রে বোধহয় সময় নষ্ট না করে দেখা উচিত ওই যোডিয়াক?' বলল লাবনী।

ইয়টের ওপরের ডেকে উঠল ওরা।

লাবনীকে নিয়ে ভেতরের এক দরজার সামনে থামল কাদির ওসাইরিস। 'এটা আমার কেবিন। ভেতরে অপেক্ষা করবে তুমি। দেখে আসছি যোডিয়াক তৈরি কি না।'

লাবনী ঘরে ঢুকে বুঝল, ওর অ্যাপার্টমেন্টের চেয়েও বড় এ কেবিন। আরও প্রকাণ্ড লাগছে সংলগ্ন বাথরুম ও ওয়াক-ইন ক্লযিটের জন্যে। বিশাল বেডের ওপরের ছাতে নিখুঁত আয়না। প্রতিটি দুর্মূল্য জিনিস জাহির করছে: এই ইয়টের মালিক সত্যিকারের প্লেবয়। সুইটযারল্যাণ্ডের দুর্গের কথা মনে পড়ল লাবনীর। এই কেবিনে অবশ্য মেঝেতে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছাল নেই। 'দারুণ সুন্দর কেবিনটা!' না বলে পারল না লাবনী।

ঘরের আরেকদিকের দরজার কাছে চলে গেছে কাদির, ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'আরাম করে বসো। দুই মিনিটের ভেতর ফিরব।'

বেডের এক কোণে বসল লাবনী।

দেড় মিনিট পর ফিরল কাদির ওসাইরিস। আরও চওড়া হয়েছে হাসি। খুলল ভাঁজ করা এক দরজার ছিটকিনি। ওদিকে দেখা গেল আরেকটা বড় ঘর। 'যোডিয়াক তৈরি।'

উঠে ওই দরজার দিকে চলল লাবনী। পাশ কাটাল কাদির ওসাইরিসকে। প্রথমবারের মত দেখল সম্পূর্ণ যোডিয়াক।

কাজটা যেই করুক, ভালভাবেই জোড়া দিয়েছে। ছয় ফুটি বৃত্তাকার পাথরের যোডিয়াক এখন নিচু এক স্ট্যাণ্ডে। যোডিয়াকের ওপরে স্বচ্ছ বুলেটপ্রুফ লেক্সান। খুব কাছে না যাওয়া পর্যন্ত হল অভ রেকর্ড্স্ থেকে কেটে আনার চিহ্ন চোখে পড়ল না লাবনীর।

দেখার মতই সুন্দর যোডিয়াক। লুভরেরটার চেয়ে একটু ছোট। প্রাকৃতিক অত্যাচার ছিল না বলে স্ফিংসের ভেতর ক্ষতি হয়নি ওটার। কালচে পটভূমির মাঝে নানান রঙে ঝিকমিক করছে প্রতিটি নক্ষত্রমালা। ফ্যাকাসে নীল দিয়ে বোঝানো হয়েছে আকাশ। ওটা সম্ভবত মিল্কি ওয়ে, ভাবল লাবনী।

এ ছাড়া রয়েছে নানান চিহ্ন। যেমন একটা লাল বিন্দু। ওটা মঙ্গল। বেলার ফোটোতে দেখেছে লাবনী। আরও আছে সৌরজগতের অন্য কয়েকটি গ্রহ। ওসাইরিসের ছোট প্রতীকের খুব কাছে হলদে এক ত্রিকোণ আকৃতির ওপর চোখ গেল ওর।

ওটা একটা পিরামিড। ওসাইরিসের।

ঝুঁকে দেখল লাবনী। পিরামিডের খুব কাছে অস্পষ্ট রঙে আঁকা খুদে অক্ষর: হায়ারোগ্লিফ।

ঘুরে উত্তেজিত চোখে কাদির ওসাইরিসকে দেখল লাবনী। 'এটা আগেই দেখেছ?'

'অবশ্যই,' বড় এক টেবিলের সামনে থামল কাদির। ল্যাপটপের পাশ থেকে নিল প্রিন্টআউট। 'যোডিয়াক টুকরো অবস্থাতেই অনুবাদ করিয়ে নিয়েছি। এসব হায়ারোগ্লিফে আছে দিক নির্দেশনা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে: কোথা থেকে শুরু করতে হবে, তা জানি না। আর সেজন্যেই তোমার সাহায্য

এত দরকার।'

অনুবাদ করা লেখা লাবনীর হাতে দিল সে।

পড়ল লাবনী, '"ওসাইরিসের দ্বিতীয় চোখ থেকে যেতে হবে রুপালি গভীর খাদে। বুধগ্রহ থেকে যেতে হবে এক আতুর, তাতেই পাওয়া যাবে অমর দেবতা-রাজার সমাধি।" আতুর বোধহয় প্রাচীন মিশরীয় সংখ্যার একক। ঠিক?'

'এগারো হাজার পঁচিশ মিটার।'

মনে মনে হিসাব কষল লাবনী। ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'তার মানে ছয় পয়েন্ট আট-পাঁচ মাইল।' কপালে ভুরু তুলল কাদির ওসাইরিস। 'অঙ্কে খারাপ নই।' হাসল লাবনী। 'অর্থাৎ, রুপালি গভীর খাদ বা ক্যানিয়ন থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে বুধগ্রহের দিকে গেলেই ওই পিরামিড। কিন্তু জানতে হবে এই যোডিয়াকের গ্রহগুলোর ভেতর কোন্‌টা বুধগ্রহ।'

'ঠিক তা পাবে না,' বলল কাদির, 'এই যোডিয়াকে আছে মঙ্গল, শনি ও বৃহস্পতি।' আঙুল তুলে ওগুলো দেখিয়ে দিল সে। 'ওগুলোর পযিশন হিসাব কষে বের করেছি বুধগ্রহের পযিশন। এই যে, ওটা এখানে।' পিরামিডের কাছে নির্দিষ্ট এক জায়গা দেখাল ধর্মগুরু।

'তো ক্যানিয়নের শেষে প্রায় সাত মাইল পুবে পিরামিড। কিন্তু...' দেয়াল আয়না দেখাল লাবনী। 'আমরা যেহেতু দেখব মানচিত্র ওপর থেকে, কাজেই ওই জায়গা আছে সাত মাইল পশ্চিমে।'

খুশি হয়ে মাথা দোলাল কাদির। 'ঠিক। তবে আগে খুঁজে বের করতে হবে রুপালি গভীর খাদ।'

'অর্থাৎ, আগে চাই ওসাইরিসের দ্বিতীয় চোখ। তা হলে জানতে হবে, প্রথম চোখ কোন্‌টা। ...তোমার জানা আছে?'

'যোডিয়াকে সবমিলে আছে ওসাইরিসের দুটো প্রতীক,' বলল কাদির ওসাইরিস। 'হয়তো দুটো মিলেই নির্দিষ্ট কোনও

দিক দেখাচ্ছে?'

মনোযোগ দিয়ে দুই প্রতীক দেখল লাবনী। মিশরের প্রাচীন সব নক্সার মত। একটা করে চোখ। বড়জোর বিন্দুর মত। দুই প্রতীকের মাঝে মনে মনে একটা রেখা তৈরি করল লাবনী। কিন্তু কোনওভাবেই পিরামিডের দিকে গেল না ওটা।

'মনে হচ্ছে ওসাইরিসের চোখ বিশেষ সঙ্কেত, তাই না?' জানতে চাইল লাবনী।

মাথা দোলাল কাদির ওসাইরিস। 'নিরাপত্তা চিহ্ন। মন্দিরে পাওয়া যায়। বা সমাধিতে। দেখিয়ে দেয় কীভাবে যেতে হবে প্রেতলোকে।'

'ওসব সহজেই মেলে। তার আরেক মানে, সহজ হবে না কাজ।' যোডিয়াকের দিকে তাকাল লাবনী, ভাবছে। 'রুপালি ক্যানিয়ন কোনও সূত্র হতে পারে? প্রাচীন মিশরীয়রা সোনার চেয়ে মূল্য দিত রুপাকে। সেক্ষেত্রে কি রাজ বংশের পত্তনের আগে মিশরে কোনও রুপার খনি ছিল?'

'জানি না। ইতিহাস তোমার জানার কথা, আমার নয়।'

'কথা ঠিক। আরও রিসার্চ করতে হবে। সেজন্যে চাই আর্কিওলজিকাল ডেটাবেস।' জটিল এই রহস্য লাবনীর বুকে তৈরি করেছে পেশাদারী উত্তেজনা। প্রায় ভুলেই গেছে, যাকে ঠেকাতে চায়, তাকেই সাহায্য করার চেষ্টা করছে।

'তুমি ঠিক আছ তো?' জানতে চাইল কাদির ওসাইরিস।

'আসলে... সারাদিন উত্তেজনার ভেতর থেকেছি,' বলল লাবনী। 'বড় ক্লান্তি লাগছে।'

হাসল ধর্মগুরু। 'সত্যিই দুঃখিত। আমার বোঝা উচিত ছিল। আজ রাতেই এই ধাঁধা সমাধান করতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। তা ছাড়া, আগামীকাল রেস। আশা করি ট্র্যাকে তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'

'ভাল লাগবে,' মিথ্যা বলল লাবনী। মন খারাপ, বিকট আওয়াজের গাড়িগুলোকে সহ্য করতে হবে।

'গুড। তো এসো, এক গ্লাস শ্যাম্পেইন খেয়ে যে যার মত বিদায় নিই।'

'ইয়ে... আমার গিয়ে শুয়ে পড়াই ভাল।' একবার একা হলে রানার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবে লাবনী।

'মাত্র এক গ্লাস, প্লিয,' নরম স্বরে বলল কাদির। 'পাশের ঘরে এক বোতল ভিউভ ক্লিকো রেখেছি। মন খারাপ হবে ওটা একা খেতে হলে।'

'তোমার ওসব...' "পতিতা" প্রায় বলে ফেলেছিল লাবনী, নিজেকে সামলে বলল, 'তরুণী বান্ধবীদের কী হলো?'

'আমার পূজারিণীরা?' মাথা নাড়ল কাদির। 'ওরা সুন্দরী, তবে ওদের চেয়ে অনেক বেশি ভাল লাগে বুদ্ধিমতী কাউকে। সে হবে এমন কেউ, যার জীবনে আছে অনেক কাহিনী। যেমন তুমি। আজও জানতে পারিনি কীভাবে আবিষ্কার হলো আটলান্টিস।' মিষ্টি করে হাসল কাদির। 'মাত্র এক গ্লাস, ঠিক আছে?'

একঘণ্টা গল্পের পর তৃতীয় গ্লাস শ্যাম্পেইন গলায় ঢালল কাদির ওসাইরিস। 'সত্যি, তোমার জীবনও আমার মতই, একের পর এক অভিযান। কপাল ভাল, আমাদের পাশেই আছে ভাগ্যদেবী।'

'আমার ভাগ্য অতটা ভাল নয়,' বলল লাবনী। বেডের কিনারায় বসে আছে।

পাশে আয়েস করে শুয়ে পড়ল কাদির ওসাইরিস। 'আর কখনও দুশ্চিন্তা করবে না। একবার ওসাইরিসের পিরামিড পেলেই জীবনে যা চাইবে, তার সবই পাবে।'

সেই প্রথম গ্লাস শ্যাম্পেইনেই মৃদু চুমুক দিল লাবনী। 'তা হলে কাদিরের আয়ু বর্ধনকারী পাউরুটি পাব নিয়মিত?'

'যা চাইবে, তাই পাবে।'

'শুনে খুশি হলাম।' ভুরু কুঁচকে গেল লাবনীর। ভাবছে সুইটযারল্যাণ্ডের ওই ল্যাবের কথা। 'ওই পাউরুটি খাওয়া কি নিরাপদ হবে? তুমি না বলেছ, ওটা জেনেটিক্যালি মডিফাই করবে?'

হাসল কাদির ওসাইরিস। 'সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে। আমি নিজেই খাব! তবে জেনেটিক্যালি বদলে দেব অন্যদের জন্যে। যা চাইব, তাই তৈরি করে দেবে বিজ্ঞানীরা।'

'কী বানাবে তারা? নাকি তুমি এসব আমাকে বলে দিলে ধমক খাবে তোমার ভাইয়ের কাছে?'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল কাদির ওসাইরিস। 'মাঝে মাঝে মনে হয় আমি নই, নাদির আছে টেম্পলের দায়িত্বে! তা কিন্তু সত্যি নয়। মাত্রাতিরিক্ত সতর্ক ও। আসলে জেনেটিক্যালি পাল্টে নেব, যাতে আন্তর্জাতিকভাবে কপিরাইট করাতে পারি নতুন ওই অর্গানিযমকে। পেটেন্টও নেব। ইস্ট গজিয়ে নেয়া সহজ। চাই না ওসাইরিসের পাউরুটি তৈরি করুক আর কেউ। আইনের কারণে ওসাইরিয়ান টেম্পলের কাছ থেকেই কিনতে হবে ওই জিনিস।' চতুর হাসল কাদির। দেখতে তাকে লাগল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত। 'তা ছাড়া, চাইব না ঠিকভাবে মানুষের কোষ মেরামত হোক। সবাই বছরে মাত্র একবার ওই পাউরুটি খাবে, তা হলে আমার চলবে না। প্রতি সপ্তাহ বা তিন দিনে আমার কাছ থেকে কিনতে হবে।'

'তার মানে বড়শিতে আটকে নেবে সবাইকে?'

কাঁধ ঝাঁকাল কাদির। 'তাতে কম পাবে না মানুষ, সামান্য পয়সায় হয়ে উঠবে প্রায় অমর। ড্রাগ, সিগারেট বা মদের পেছনে খরচ করবে কেন? তার চেয়ে ওই টাকা দেবে ওসাইরিয়ান টেম্পলকে! দাতব্য নানান কাজে খরচ করব আমরা ওই টাকা।'

ওসাইরিয়ান টেম্পলের কথা শুনে চলবে যেসব দেশ, তারাই পাবে ওই পাউরুটি, ভাবল লাবনী। 'ও, তা হলে তুমি

চাও না সবাই অমর হোক?'

'সহজ কথা, বুঝতে পারোনি?' হাসল কাদির। 'ওসাইরিস চেয়েছিল অমর হতে। তাকেই অনুসরণ করছি। আমার তো ধারণা, দুনিয়ার মানুষ প্রশংসা করবে আমাকে। আর যাই হোক, আমিই তো এনেছি প্রায় অমর হওয়ার ওষুধ।' আধ শোয়া হয়ে গ্লাস শেষ করল সে। 'আরেক গ্লাস নাও?'

নিজের গ্লাস দেখাল লাবনী। 'এখনও একটু আছে। আমার বোধহয় উচিত হবে না আর নেয়া।'

'নিলে কী হবে? কিছুই না!' পিছলে বেড ছেড়ে নেমে পড়ল কাদির ওসাইরিস।

চিন্তায় পড়ে গেছে লাবনী। মাতাল হয়ে উঠছে লোকটা। এবার যে-কোনও সময়ে জাপ্টে ধরবে ওকে।

'খুবই খুশি হব আমার সঙ্গে আরেক গ্লাস নিলে।' মার্বেলের তৈরি বারের ওদিকে গেল কাদির। ফ্রিয খুলে বের করল নতুন শ্যাম্পেইনের বোতল। ওটা রাখল বারের ওপর। 'এক্সকিউয মি, এক্ষুণি টয়লেট থেকে ফিরছি।'

পাশের দুর্দান্ত সুন্দর টয়লেটে ঢুকল সে। বিশাল আয়নায় মুগ্ধ হয়ে দেখল নিজেকে। খুলে ফেলল পোশাক। পরনে শুধু সিল্কের জাঙ্গিয়া। গায়ে চাপিয়ে নিল সিল্কের গাউন। গলা ও বুকে স্প্রে করল দামি কোলন। ছোট কাজ সেরে বেরিয়ে এল টয়লেট ছেড়ে। হেসে ফেলল খুশিতে। প্রায় নিভিয়ে দেয়া হয়েছে ঘরের সব বাতি। জ্বলছে ডিম লাইট। বেডের চাদরের নিচে পরিচিত, সুন্দরী যুবতীর লোভনীয় দেহ!

আহ্, একেই বলে স্বর্গসুখ!

একটু টলতে টলতে বেডে উঠল কাদির। 'ভাল লাগছে, আরাম করে শুয়েছ।' নিজেও নিঃশব্দে সেঁধিয়ে গেল চাদরের নিচে। আবেগী এক চুমু দেবে বলে মুখ নিচু করতেই চমকে দেখল, ভ্রূ-কুঁচকে কঠোর চোখে তাকে দেখছে মাসুদ রানা,

মুখে নিষ্ঠুর হাসি!

'হাই, এভারগ্রিন রোমিয়ো!' হতভম্ব কাদিরের হাঁ করা মুখে ভগলারের রিভলভারের লম্বা নলটা গুঁজল রানা।

আঠারো

আত্মা চমকে যাওয়ায় কালচে পাথর হয়ে গেছে কাদির। উঠে বসে রিভলভারের নলটা মুখ থেকে বের করে তার গলায় ঠেকাল রানা।

প্রথমে মোরগের মত কোঁক্ করে উঠল কাদির, তারপর নিজেকে সামলে বলল, 'ক্-কী করে?'

'আমিও খুব অবাক হয়েছি,' যোডিয়াকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল লাবনী। একটু আগে চোরের মত ঘরে ঢুকে ওদিকের ঘরে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে রানা।

বন্দির ওপর রিভলভার তাক করে গায়ের ওপর থেকে চাদর সরাল বাঙালি গুপ্তচর। ভিজে চুপচুপ করছে পোশাক। 'জানতাম ইয়টের টেণ্ডার আসবে বন্দরে। পিয়ারের তলায় অপেক্ষায় ছিলাম। তারপর টেণ্ডারের নোঙরের শেকল ধরে ভেসে এসেছি এখানে।'

কঠোর দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতিনী লাবনীকে দেখছে কাদির। 'ও, তা হলে তোমরা একই দলের? নাদির ঠিকই বলেছিল!'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল লাবনী, 'ভাবলে কীভাবে উন্মাদ এক ধর্মগুরুর দলে ভিড়ে খুন হব?' রানার দিকে তাকাল। 'এবার কী করব আমরা?'

ইশারায় কাদিরকে টয়লেট দেখাল রানা। 'প্রথম কাজ একে বেঁধে ফেলা। যেন টুঁ-শব্দ করতে না পারে। পরের কাজ পিরামিড কোথায় জেনে সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া।'

মাথা দোলাল লাবনী।

'ঠিক আছে, লাভার বয়, এবার নেমে পড়ো,' তাড়া দিল রানা। 'সোজা টয়লেটে।' নিজে নেমে পড়েছে বেড ছেড়ে।

লাবনীর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না মিশরীয় নায়ক। মেঝেতে পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে বলল, 'ভেবেছিলাম কারও ক্ষতি করব না, কিন্তু এখন ভাবছি: তার উল্টোও করতে পারি।'

'কথা কম, কাজ বেশি,' রানার অস্ত্রের ইশারায় বাথরুমে গিয়ে ঢুকল কাদির। পিঠে ধাক্কা খেতেই তার কনুই লেগে ঝনঝন করে তাক থেকে মেঝেতে পড়ল একরাশ টয়লেট্রি। 'বসে মাথা নিচু রাখো।' ইশারা পেয়ে লোকটা বসল নিচু কমোডের বাউলে। আরেক হাতে টান দিয়ে তার গাউনের বেল্ট খুলল রানা। 'লাবনী, ওর দু'হাত নিয়ে পেছনের ওই নিচের পাইপে বাঁধো।' একপাশ থেকে রিভলভার তাক করে রেখেছে ও। নিচে যাওয়ার ময়লার পাইপে ভালভাবে কাদিরের দুই হাত বাঁধল লাবনী। 'পা বাঁধার মত কিছু নিয়ে এসো।'

কেবিনে গিয়ে ঢুকল লাবনী। ফিরে এল রঙিন সব টাই হাতে। 'রঙ কিন্তু তুমিই বেছে নেবে, কাদির।'

'আমার আপাত্তি আছে।' একটা টাই নিয়ে গোল পাকাল রানা। আপত্তি তুলতে হাঁ মেলতেই কাদিরের মুখে গুঁজে দিল ওটা। 'বড় মুখে লাগবে আরেকটা।' কাদিরের মুখে ভরল দ্বিতীয় টাই। এবার তৃতীয় টাই দিয়ে তার দুই পায়ের গোড়ালি বাঁধল বেসিনের পাইপে। লম্পট ধর্মগুরুর মাথায় রিভলভারের নল ঠেকল রানা। 'এবার মন দিয়ে শোনো, কিং তুত! আওয়াজ করলে তুমি শেষ!'

মুখ ভরা টাই, রাগী গার্গলের আওয়াজ তুলল কাদির।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে কেবিনের দরজা লক করল রানা। ফিরে এল লাবনীর পাশে যোডিয়াকের সামনে। 'পিরামিডটা পেলে, লাবনী?'

'এখনও না।'

'কত সময় লাগতে পারে?'

'জানি না। তবে ওদিকের টেবিলে কাদিরের লোকদের সংগ্রহ করা ডেটা আছে।'

টেবিলের সামনে গিয়ে থামল ওরা।

যোডিয়াক বিষয়ে প্রচুর ডেটা জোগাড় করেছে কাদিরের লোক। ওটা তৈরির সময়ে সব গ্রহের অবস্থানও বের করেছে। সেই হিসাব অনুযায়ী যোডিয়াক তৈরি হয়েছে অক্টোবরে, খ্রিস্টপূর্ব ৫,৫৭৬ সালে। এ তথ্য মিলল বেলার কথার সঙ্গে। খুফুর পিরামিডের অনেক আগেই ছিল স্ফিংস। এ ছাড়াও রানা ও লাবনী পেল নানান নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম, রঙের কেমিকেল অ্যানালাইসিস, যোডিয়াকের নিখুঁত মিলিমিটার ডিমেনশন, পাথরের ধরন ইত্যাদি।

'সব অর্থহীন,' বিড়বিড় করল লাবনী। পাতার পর পাতা ঘাঁটছে।

পাশের কেবিন থেকে ঘুরে এসে জানতে চাইল রানা, 'পেলে কিছু?'

'সবই আছে যোডিয়াকের ব্যাপারে, কিন্তু যা চাই, তা নেই। হায়ারোগ্লিফিক্স বলছে: কোথায় গিয়ে পেতে হবে ওসাইরিসের পিরামিড। কাদিরের লোক বুধগ্রহের পযিশন বের করেছে, ওটা সূত্র। কিন্তু অন্যান্য দরকারি তথ্য কোথায় পাব!'

'অন্যান্য সূত্র কী কী?' জানতে চাইল রানা।

'রুপালি এক গভীর খাদ, যেটা কোথায় আমরা জানি না। আছে ওসাইরিসের দ্বিতীয় চোখ। সেটাও জানি না

কোথায় আছে। জানা নেই প্রথম চোখই বা কোথায় গেল বেয়াক্কেলে লোকটার!' যোডিয়াক একচক্কর ঘুরল লাবনী। ভাবছে, পাবে নতুন প্রয়োজনীয় তথ্য। কয়েক মিনিট পর বলল, 'কোথাও কিছু ভুল করেছি?'

'যোডিয়াক মিশরীয়, বেলা হয়তো কিছু বুঝবে।' টুক্সেডোর ভেতর হাত ভরল রানা। 'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। হোটেলের লবিতে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছি।'

'ভাল হতো ওকে কোনও হোটেলে তুলে দিতে পারলে। যে সংক্ষিপ্ত পোশাক, শীতে মরেও যেতে পারে।' প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে পাসপোর্ট ও মোবাইল ফোন রেখেছে রানা। ভেবেছিল সাগরের পানি ভেতরে ঢুকবে না। কিন্তু ফেটে গেছে ব্যাগ। ভিজে নেতিয়ে পড়েছে বেলা আর ওর পাসপোর্ট। বিসিআই থেকে পাওয়া স্যাটেলাইট মোবাইল ফোনের কেসিং থেকে টপটপ করে পড়ছে পানি। 'লাবনী, তোমার মোবাইল ফোনটা আছে তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আছে দুই ডেক নিচে আমার কেবিনে। তা ছাড়া, প্রয়োজন না পড়লে জাহাজে ঘুরে বেড়াব না। বিশেষ করে যখন ওটার মালিককে আটকে রেখেছি টয়লেটে।'

'হুঁ,' ভাবছে রানা। 'কিছু হলেই কাদিরের লোক প্রথমে আসবে এই কেবিনে। তার মানে, আপাতত পাব না বেলার সাহায্য।'

নানান কাগজ ঘেঁটে সূত্র বা দরকারি তথ্য খুঁজছে লাবনী। তাক থেকে নিল প্রাচীন মিশরের ওপরে লেখা রেফারেন্স বই। রুপালি ক্যানিয়ন বা ওসাইরিসের চোখের কথা কোথাও লেখা নেই।

'বুঝলাম না,' হতাশ হয়ে হাল ছাড়ল লাবনী। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর আবার গেল যোডিয়াকের সামনে। 'এটা কোথায় যেতে বলেছে? নক্ষত্রের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে। নক্ষত্রমালা পেয়েছি। মিল্কি ওয়ে। গ্রহ। কিন্তু এসব মিলে কী

বুঝব? ওই যে যোডিয়াকে এঁকে রেখেছে পিরামিড। দেখিয়ে দিয়েছে কোন্ দিকে যেতে হবে। কিন্তু জানব কী করে কোথা থেকে রওনা হতে হবে?'

'একটা কথা বলব, ম্যাডাম?' জানতে চাইল রানা।

'কী?'

'তোমার ওই যোডিয়াকে ওটা কিন্তু মিল্কি ওয়ে নয়।'

হালকা নীল ছাপ দেখল লাবনী। 'নয়?'

'না। ওটার শেপ অন্যরকম। দেখতে অন্যরকম হয় মিল্কি ওয়ে।'

'ওটা যদি মিল্কি ওয়ে না হয়, তা হলে কী? সেক্ষেত্রে নক্ষত্রের মানচিত্রে ওটা দেবে কেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওটা আসলে নক্ষত্রের ম্যাপই নয়।' আয়নার সামনে চলে গেছে। 'নক্ষত্র রাখলেও জিনিস অন্য।' ওর মুখে ফুটে উঠেছে রহস্যময় হাসি। 'এবার দেখো কী হয়।' তাক থেকে অ্যাটলাস নিল রানা। পাতা খুলে কী যেন খুঁজছে।

যোডিয়াকের প্রতিবিম্ব দেখছে লাবনী। 'কী দেখব?'

'এটা।' অ্যাটলাস থেকে নির্দিষ্ট ম্যাপ বের করেছে রানা। কাগজে শুয়ে আছে মিশর। ওর আঙুল নামল একটা নদীর ওপর। উত্তর থেকে গেছে দক্ষিণে। 'কিছু বুঝতে পারছ?'

ম্যাপের দিকে তাকাল লাবনী, তারপর দেখল আয়না। ক'সেকেণ্ড পর আবারও দেখল ম্যাপ। বুঝে গেছে। 'একই নদী! হায়, আল্লা, ওটা তো নীল নদ!'

'যোডিয়াক ছাতে থাকলে, দেখতে পাবে উল্টো নীল নদ। কাগজে এঁকে নিলে সাধারণ মানচিত্রে পাবে একই জিনিস।'

প্রায় ছুটে গিয়ে যোডিয়াক দেখল লাবনী। নির্দিষ্ট আঁকাবাঁকা রেখায় চোখ। 'হ্যাঁ, উত্তরদিকে নীল নদের ব-দ্বীপ। সেক্ষেত্রে উল্টোদিকে... রানা, অ্যাটলাসটা আনবে?'

এগিয়ে লাবনীর জন্যে মানচিত্র খুলে ধরল রানা। তবে

আঁকা রেখার সঙ্গে তফাৎ আছে প্রতিবিম্বের।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল লাবনী, 'একই ব-দ্বীপ নয়। পুরনো আমলের মানচিত্রে আরও নদী ছিল।'

'নীল নদের সেসময়ে আরও মুখ ছিল, পরে বুজে গেছে,' বলল রানা। যোডিয়াকের নদের উজান দেখাল। 'ওই যে, ভ্যালি অভ কিংস্-এর কাছে বাঁক নিয়ে অন্যদিকে গেছে।'

লেন্সান কাঁচে টোকা দিল লাবনী। 'এই ওসাইরিসের প্রতীক কিন্তু ডেনডারা যোডিয়াকে ছিল না। এবার বুঝলাম, কোথায় ওসাইরিসের চোখ!'

মনে মনে যোডিয়াকের সঙ্গে অ্যাটলাসের মানচিত্র মেলাল রানা। প্রতীকের মাথা তাক করা নদের উত্তরে। 'ওদিকে আছে আল বালায়ানা।'

'আরও কিছু আছে।' একটু দূরের কফি টেবিল থেকে ছবির বই নিল লাবনী। 'ওটা ছিল প্রাচীন মিশরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা।' উল্টে সঠিক পাতা খুলল। 'অ্যাবাইদোস। ওসাইরিসের শহর!'

ছবিতে বেশ কয়েকটা বিশাল ধ্বংসাবশেষ।

'মিশরে যাওয়ার পর খুঁজে নেব রুপালি ক্যানিয়ন,' বলল রানা।

মাথা দোলাল লাবনী। 'সাত মাইলের মধ্যে পড়বে ওই পিরামিড। ওসাইরিসের শহরেই আছে তার দ্বিতীয় চোখ। যোডিয়াকের প্রতীক দেখাত অ্যাবাইদোসকে। হয়তো মুছে গেছে হায়ারোগ্লিফ, বা ছিল বিশেষ কোনও বিন্দু, দেখাত রুপালি ক্যানিয়ন। নিশ্চয়ই অ্যাবাইদোসেই আছে ওসাইরিসের আসল প্রতীক বা চোখ— দেখাবে গন্তব্য। অবশ্য, জানি না শহরের কোথায় আছে ওই চোখ। বেলা হয়তো জানে।'

'তো চলো, ইয়ট ছেড়ে শহরে ফিরি,' বলল রানা, দেখছে যোডিয়াক।

ঘন-ঘন মাথা নাড়ল লাবনী। ভাল করেই চেনে রানাকে। ‘না! খবরদার, রানা!’

‘কী?’ ভুরু নাচাল রানা।

‘ভুলেও ভাঙচুর চলবে না যোডিয়াক!’

‘এটা না পেলে ওসাইরিসের পিরামিড পাবে না কাদির।’

‘সব তথ্য পেয়েও যখন খুঁজে পায়নি সূত্র। ভবিষ্যতেও পাবে না।’

‘ভাবছ, পিরামিড পেলে মিশরের কর্তৃপক্ষকে বলবে, তখন তারা দেশে ফিরিয়ে নেবে যোডিয়াক? সেজন্যে আগে গ্রেফতার করতে হবে ওই ইমহোটেপকে।’ বাথরুম দেখাল রানা।

‘পিরামিড পেলে সহজেই যোডিয়াকসহ ধরিয়ে দেব।’ পনিটেইল দোলাল লাবনী। ‘যাওয়ার আগে কেবিন থেকে নেব টুকটাক জিনিস। আরও দুইতলা নিচে কেবিন।’

‘ঠিক আছে।’ কাদিরকে দেখতে টয়লেটে গেল রানা। আগের মতই থম মেরে বসে আছে ধর্মগুরু। আবার কেবিনে ঢুকল রানা। ‘এবার চলো।’ হাতে উঠে এসেছে রিভলভার।

কিন্তু তখনই ঠক-ঠক শব্দে কেবিনের দরজায় টোকা দিল কেউ!

রানার পাশে পৌঁছে গেছে লাবনী। ফিসফিস করল, ‘এবার? এবার কী করব?’

‘স্‌স্‌স্‌স্‌!’ বাথরুমে চাপা আওয়াজ তুলছে কাদির।

দুই লাফে টয়লেটে ঢুকে পাশ থেকে তার কোমরে কষে এক লাথি লাগাল রানা। ‘একদম চুপ, ইমহোটেপ!’

‘কাদির!’ বাইরে থেকে অধৈর্য স্বরে হাঁক ছাড়ল কেউ। নাদির মাকালানি! ‘প্রেমিক-প্রবর, ভাল করেই জানি ভেতরে আছ। সঙ্গে আমেরিকান ওই সুন্দরী আর্কিওলজিস্ট! ঢুকতে দাও!’ খট-খট আওয়াজ তুলল তালা মারা দরজার হ্যাণ্ডেল।

ভীষণ আতঙ্ক নিয়ে ওটার দিকে চেয়ে আছে লাবনী।

এক সেকেণ্ড পর বেডের পাশে পৌঁছুল রানা। গায়ের জোরে ডানহাতে চাপ দিল স্প্রিঙের জাজিমে। ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলছে স্প্রিং। লাবনীর দিকে তাকাল রানা।

বুঝেছে লাবনী, লাল হয়ে গেল দুই গাল। তবে দু'সেকেণ্ড পর বেসুরো কণ্ঠে চেঁচাল: 'না, কাদির! মাই গড, খুলবে না দরজা...'

ওদিকে থেমে গেছে হ্যাণ্ডেলের ঝাঁকুনি। নাক দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল নাদির মাকালানি। গট-মট আওয়াজ তুলে দূরে সরে গেল জুতোর আওয়াজ।

আরও পঁচিশ সেকেণ্ড স্প্রিং ঝাঁকিয়ে কেবিনের দরজার সামনে হাজির হলো রানা। তালা খুলে সামান্য ফাঁক করল কবাট। প্যাসেজে কেউ নেই। লাবনীর দিকে তাকাল। 'কোন্ দিকে যেতে হবে?'

লজ্জায় রানার চোখে তাকাতে পারছে না লাবনী। আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, 'সোজা সামনের কোণে। ওদিকে সিঁড়ি আছে।'

'এসো!' রিভলভার হাতে প্যাসেজে বেরোল রানা। আশপাশে কেউ নেই। বামে ধোঁয়াটে কাঁচের দরজার ওদিকে ডেক। আবছাভাবে দেখা গেল মোনাকোর আলো। প্যাসেজ ধরে এগোতেই ডানে পড়ল বাঁক। সাবধানে ওপাশে উঁকি দিল রানা। কেউ নেই। ত্রিশ ফুট দূরে সিঁড়ি। 'লাবনী, পথ পরিষ্কার!'

ওকে অনুসরণ করছে লাবনী। ইয়টের নৈঃশব্দ্যের ভেতর প্রতি পদক্ষেপে খসখস আওয়াজ তুলছে দীর্ঘ ড্রেসের শেষপ্রান্ত। ফিসফিস করল, 'এজন্যেই আঁটো পোশাক পরি।'

সিঁড়ির কাছে থামল রানা। ওপরের ডেকে একাধিক লোক। কথার অস্পষ্ট আওয়াজ। তবে এদিকে আসছে না কেউ।

সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল রানা। 'দুইডেক নিচে, ঠিক?'

'হুঁ।'

দোতলায় নেমে প্যাসেজের কোনা ঘুরল ওরা। পাশের এক কেবিন থেকে এল পপ গানের জোরালো আওয়াজ। ওই ঘর পেরিয়ে পৌঁছে গেল লাবনীর কেবিনের সামনে। দরজায় তালা দিয়ে যায়নি লাবনী, ওরা ঢুকে পড়ল ভেতরে।

বাথরুমে ঢুকল লাবনী, মাত্র পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল স্বাভাবিক পোশাক পরে। গুছিয়ে নিয়েছে সঙ্গে আনা সামান্য কিছু জিনিস। মোবাইল ফোন হাতে বলল, 'বেলার সঙ্গে কথা বলবে?'

'না, আগে ইয়ট থেকে নামব,' বলল রানা।

'তীরে যাব কীভাবে?'

'বোট ধার করে,' করিডোরে বেরোল রানা। 'এসো।'

আবারও পপ গানের কেবিন পেরোল ওরা। এবার গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠবে মেইন ডেকে। প্রথম কাজ হবে বোট জোগাড় করা।

কিন্তু কাজটা অত সহজ নয়!

খুলে গেছে মিউযিক ভরা কেবিনের দরজা। দুই হাতে দুই খালি গ্লাস হাতে বেরিয়ে এসেছে সোনালি চুলের এক তরুণী। থমকে গেল নাকের কাছে রানার রিভলভারের নল দেখে। কিন্তু এক সেকেণ্ড পর লাফিয়ে পেছাল। বিকট চিৎকার ছেড়েই আবারও ঢুকল কেবিনে। চমকে গিয়ে হাউমাউ করে উঠল তার সঙ্গী।

পরস্পরের দিকে তাকাল রানা ও লাবনী।

'ভাগো!' তাড়া দিল রানা।

ঘুরেই সিঁড়ির দিকে ছুটল ওরা। ওপরের ডেকে উঠতে না উঠতেই বেজে উঠল জোরালো অ্যালার্ম। আরও ওপরের ডেক থেকে এল চিৎকার। হঠাৎ অ্যালার্মের শব্দে অপ্রস্তুত হয়েছে কাদিরের লোক। কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে সামলে নেবে।

ধোঁয়াটে কাঁচের দরজার ওদিকে পেছনের ডেক। সংক্ষিপ্ত প্যাসেজে লাবনীকে নিয়ে ছুটছে রানা। পেছনে চিৎকার করে উঠল কে যেন!

সময় নেই থেমে দরজা খুলবে রানা, সরাসরি গুলি করল। ভেঙে ঝনঝন করে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচের অসংখ্য টুকরো। ওগুলো মাড়িয়ে একদৌড়ে ডেকে বেরিয়ে এল রানা ও লাবনী।

ওরা ছাড়া ডেকে কেউ নেই। সামনে সিঁড়ি গেছে নিচের মুরিং প্ল্যাটফর্মে। রানার পাশে ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞেস করল লাবনী, 'কোন্ বোট?'

'যেটাতে চাবি আছে!' কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রানা। একটা দরজা খুলে ওপরের ডেকে বেরিয়ে এসেছে কেউ। তার দিকে গুলি পাঠাল রানা। লুকিয়ে থাকুক লোকটা। ওর ইশারায় সিঁড়ি বেয়ে নামল লাবনী। নিজে কাভার দিতে ওপরে রয়ে গেছে রানা।

ওদিকে ছোটসব জেট স্কি অপছন্দ করেছে বলে বোটের কাছে চলে গেছে লাবনী। অনেক বেশি গতি তুলবে ওগুলো। কিন্তু চাবি নেই ইগনিশনে। একই কথা বলা যায় না আমুন রা-র টেণ্ডারের ব্যাপারে। ওটার ইগনিশনে ঝুলছে চাবি।

লাফিয়ে টেণ্ডারে উঠল লাবনী। 'রানা, চলে এসো!'

ঘুরে টেণ্ডার দেখল রানা।

চালু হয়েছে বোটের ইঞ্জিন। কিন্তু দড়ি খোলেনি লাবনী!

গলা ছাড়ল রানা, 'আগে দড়ি তো খোলো!' ওর গুলির আওয়াজে সতর্ক হয়েছে আমুন রা-র ক্রুরা। কারও ইচ্ছে নেই যে আগে গিয়ে বিপদে পড়বে।

অবশ্য, বেশিক্ষণ থাকবে না সহজ এই পরিস্থিতি। যে-কোনও সময়ে হাজির হবে নাদির মাকালানি বা কিলিয়ান ভগলার। তাদের নির্দেশ পেলেই দৌড়ে এসে বোট ডক দখল করবে লোকগুলো। এদিকে রিভলভারে আছে মাত্র চারটে

গুলি। এত কম বুলেট নিয়ে শত্রুর দলকে ঠেকাতে পারবে না রানা। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। এখনও দড়ির জট খুলতে পারেনি লাবনী।

ওপরের ডেকে বেরোল দুই লোক। কিন্তু রানার হাতে রিভলভার দেখে ডাইভ দিয়ে পড়ল আরেক দিকে। গুলি ঠিকই করেছে রানা, কিন্তু লাগাতে পারেনি কারও গায়ে।

গুলি আছে আর মাত্র তিনটে!

'রানা!' চিৎকার করল লাবনী। টেণ্ডার থেকে খুলেছে দড়ি। লাফিয়ে গিয়ে পড়ল স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে।

'রওনা হও!' নির্দেশ দিল রানা।

কিন্তু মাথা নাড়ল লাবনী। সরে যাবে না রানাকে ছেড়ে।

'আরে, আমি লাফিয়ে নামব! তুমি রওনা হও!'

বিকট গর্জন ছাড়ল টেণ্ডারের ইঞ্জিন। ঘুরেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে গেল রানা, কিন্তু তখনই ভাঙা কাঁচের দরজা দিয়ে ছিটকে এল কিলিয়ান ভগলার। চোখের কোণে তাকে দেখে গুলি পাঠাল রানা। কিন্তু ডাইভ দিয়ে সরে গেছে লোকটা। তার মাথার ওপর দিয়ে গেছে বুলেট।

রানার রিভলভারে আছে মাত্র দুটো গুলি!

ওপরের ডেকের কিনারায় উঁকি দিল কালো ব্যারেলের এক এমপি-সেভেন। অন হলো লেসার সাইট। তাক করছে লাল বিন্দু, কিন্তু রানার গুলি সরাসরি লাগল ওই অস্ত্রের স্টকে। হাত থেকে ছিটকে গেল লোকটার এমপি-সেভেন।

'হায় রে, রিভলভার!' বিড়বিড় করল রানা।

গুলি আছে আর মাত্র একটা!

ওয়ালথার পি.পি.কে. হলে চেম্বারে থাকত একটা বুলেট, ম্যাগাযিনে আটটা। সেক্ষেত্রে রয়ে যেত চারটে বুলেট!

এখন সর্বসাকুল্যে গুলি বলতে একখানা, অথচ সশস্ত্র শত্রু বেশ ক'জন!

না, এবার সময় হয়েছে লেজ গুটিয়ে পলায়নের!

ঝাঁপ দিয়ে নিচের ধাতব ডেকে পড়েই শরীর গড়িয়ে দিল রানা। ইয়ট থেকে সরে যেতে শুরু করেছে টেণ্ডার। তবে রানা আসবে সে আশায় পুরো থ্রটল খুলছে না লাবনী।

উঠে তীরের মত ছুটল রানা। দৌড়ে গিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়বে টেণ্ডারে...

কিন্তু হঠাৎ করেই ভীষণ টলে উঠল রানা। প্রচণ্ড ব্যথায় মনে হলো বিস্ফোরিত হয়েছে ওর মাথা!

কাটা কলা গাছের মত ডেকে ধুপ করে পড়ল ও। এখনও কয়েক ইঞ্চি দূরে ডেকের কিনারা। ডানহাতে চেপে ধরল তীব্র ব্যথার জায়গাটা। চোখের সামনে হাত নিতেই দেখল, পাঞ্জা ভেসে যাচ্ছে তাজা রক্তে। রিভলভারের গুলি চিরে দিয়েছে ওর বাম কানের ওপরে করোটির হাড়।

ছুটবার সময় ডান পায়ের বদলে বাম পায়ে ভর দিলে এতক্ষণে খুন হতো। প্রচণ্ড ব্যথায় চোখ কুঁচকে টেণ্ডারের দিকে তাকাল রানা।

ভীষণ ভয় নিয়ে ওকে দেখছে লাবনী।

ব্যস্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রানা। 'লাবনী, যাও! পালাও!'

কী করবে বুঝতে গিয়ে সময় নষ্ট করেছে, লাবনীর বুকে তাক করা হলো লেসারের লাল বিন্দু।

খুব সাবধানে থ্রটল থেকে হাত সরিয়ে নিল লাবনী।

কাউবয় বুটের ক্লিপ-ক্লপ শব্দ শুনল রানা। তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করে ঘুরে তাকাল। মাত্র দু'ফুট দূরেই রিভলভার। হাত বাড়াল ওটার দিকে। কিন্তু আগেই তুলে নেয়া হলো অস্ত্রটা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল ভগলার, 'আমার ধারণা, এটা আমার।'

'নিতে পারো, জিনিস সুবিধার না,' চাপা স্বরে বলল রানা। ভীষণ ব্যথায় পৌঁছে গেছে নরকে। 'মাত্র একটা গুলিই আছে!'

'ওই একটাই তোমাকে শেষ করতে যথেষ্ট।' ট্রিগার টেনে নেয়ায় মৃদু খুট্ শব্দে ঘুরছে সিলিণ্ডার। খালি বুলেটের খোসা

সরিয়ে ঠিক জায়গায় আসছে তাজা বুলেট, ওপরে উঠছে হ্যামার...

'না, গাধা!' চিৎকার করল কেউ। কাদির ওসাইরিস। 'তুমি পাগল নাকি! অন্য ইয়ট থেকে দেখছে সবাই!'

কিলিয়ান ভগলারের চাপা কণ্ঠ শুনল রানা। 'তাতে কী? মরুক শালারা!' অবশ্য দু'সেকেণ্ড পর মৃদু আওয়াজে নামিয়ে নেয়া হলো হ্যামার। মোনাকোর উপকূলে একমাত্র দামি মেগা ইয়ট নয় আমুন রা। এরই ভেতর গোলাগুলির আওয়াজ পেয়েছে অন্যরা। সবার নজর এখন এই ইয়টে।

'এদেরকে চোখের আড়ালে সরাও!' নির্দেশ দিল কাদির।

বড়ভাইয়ের পাশে থামল নাদির। 'এদের খুন না করে উপায় নেই। আগেই উচিত ছিল আমার কথা শোনা।'

'হ্যাঁ, কথা ঠিক। খুনই করব এদের। তবে এখানে নয়। গোলাগুলির শব্দে মোনাকোর পুলিশ এলে ফেঁসে যাব জাহাজ ভরা লাশ...'

মুরিং প্ল্যাটফর্মে আনা হলো টেণ্ডার।

অস্ত্রের মুখে আবারও ডেকে এসে দাঁড়াল লাবনী। ওর দিকে তিক্ত, ঘৃণাভরা দৃষ্টি ফেলল কাদির ওসাইরিস। 'চাইনি মেরে ফেলতে, কিন্তু উপায় রাখলে না। আগামীকাল রেসের পর যখন মোনাকো ত্যাগ করবে ইয়ট... তখন লাশ হবে তোমরা।'

উনিশ

'এ-ই তোমার আতিথেয়তা?' বিরক্তির সুরে বলল রানা।

কাদির ওসাইরিসের দিকে চেয়ে আছে লাবনী। মনে মনে বলল, 'ভাল দিক হচ্ছে, তোমাকে বসতে দেয়ার আগে অন্তত ফ্লাশ করেছে নিজের পয়মাল।'

বুকের ঝাল মেটাতে রানা ও লাবনীকে এনে নিজের বাথরুমে গুঁজে দিয়েছে ধর্মগুরু। লাবনীর দু'হাত বাঁধা হয়েছে ওয়াশ বেসিনের নিচের পাইপে। ওদিকে নিচু কমোডে বসে আছে রানা। ময়লার পাইপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা দুই কবজি। তবে নেক টাইয়ের বদলে ওদের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে দড়ি। পা না বাঁধলেও ওদের ওপর চোখ রাখবে এক লোক। ঠিক হয়েছে, আজ সারারাত যোডিয়াক নিয়ে গবেষণা করবে কাদির ওসাইরিস এবং তার গবেষকদল।

'সারারাত আরাম করে বসতে পারোনি, তাই না, রানা?' জানতে চাইল কাদির। 'খুব দুঃখের কথা!'

গতরাতে পুলিশের লোক সামলাতে গিয়ে নির্ঘুম কেটেছে নাদির মাকালানির, ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে চোখ ডলল। 'যোড়িয়াক থেকে কিছুই জানা যাচ্ছে না। সময় নষ্ট করছি আমরা।'

'ওখানেই আছে সূত্র,' বলল কাদির। 'ওটা পেয়েছে এই মেয়ে। আমরাও পাব।'

লাবনীর দিকে চেয়ে বাঁকা হাসল নাদির। 'লজ্জার কথা,

এ যখন কিছু জানল, কান খাড়া রেখেও কিছুই শুনলে না তুমি। যাই হোক, এরা সত্যিই পিরামিডের ব্যাপারে কিছু জানলে, সেটা নির্যাতন করে জেনে নিতে পারব আমরা।' ভাইয়ের দিকে চেয়ে টিটকারির হাসি হাসল সে।

কাদির ওসাইরিস বলল, 'নাদির! নিজেরাই আমরা জেনে নেব কোথায় আছে ওই পিরামিড। কাউকে বাড়তি কোনও ব্যথা দেব না।'

'ব্যথা সম্পর্কে কতটুকু জানো?' বড়ভাইয়ের নাকের ডগায় প্রায় নিজের নাকের ডগা ঠেকিয়ে ফেলল নাদির। রাগে টিপটিপ করে লাফ দিচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত গালের পেশি।

দু'জনের মাঝে নামল অস্বস্তিকর নীরবতা। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর সামান্য পিছিয়ে গেল কাদির ওসাইরিস। নিচু স্বরে বলল, 'আমরা ঠিকই বের করব ওই পিরামিড। এদের দু'জনকে ফেলে দেব সাগরে। তবে তার আগে জরুরি কাজ আছে। প্রথম কাজ ওই রেসে জেতা।'

'তুমি যাও,' অনেকটা অনুমতির সুরে বলল নাদির, 'আমি এখানেই থাকছি।' নিষ্ঠুর হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'পিরামিডের লোকেশন নিয়ে আন্তরিক আলাপ করব ডক্টর আলমের সঙ্গে।'

মুখ শুকিয়ে গেল লাবনীর।

মাথা নাড়ল কাদির। 'সবাই আশা করবে আমার সঙ্গে ওখানে থাকবে তুমি।'

'তা হলে তাদেরকে বলবে, আমি অসুস্থ।'

'নাদির, ওসাইরিয়ান টেম্পলের স্বার্থে আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে!' কড়া চোখে ছোটভাইকে দেখল কাদির। এবার পিছিয়ে গেল নাদির। অবশ্য, থরথর করে কাঁপছে ঘাড়ের ফোলা রগ। গার্ডের দিকে তাকাল কাদির। 'আমরা ফেরত আসা পর্যন্ত এদের ওপর চোখ রাখবে।'

মাথা দুলিয়ে চেয়ারে বসল গার্ড। সরাসরি দেখছে

বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে। কেবিন ছেড়ে চলে গেল কাদির ওসাইরিস ও নাদির মাকালানি।

'রেস কখন শেষ?' জানতে চাইল লাবনী।

'বিকেল চারটেয়,' বলল রানা। 'এখন ক'টা বাজে?'

কাত হয়ে হাতঘড়ি দেখল লাবনী। 'প্রায় দশটা।'

'অ্যাই!' এমপি-সেভেন তুলে ধমক দিল গার্ড। 'নড়বে না! কথা বলবে না!'

আরও একটু নিচু হয়ে বসে গার্ডের দিকে চেয়ে রইল লাবনী। কিন্তু কয়েক মিনিট পর অন্যদিকে মনোযোগ গেল লোকটার। বন্দিদের ওপর থেকে সরে গেছে অস্ত্রের নল। চোখ দিয়ে কেবিনের দামি সব জিনিস চাটছে লোকটা।

গার্ড দেখছে না বলে বাথরুমে চোখ বোলাল রানা। এক কোণে পড়ে আছে নখ-কাটা কাঁচি। পিঠে ঠেলা দেয়ায় কাদিরের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে টুকটাক জিনিস পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে। ওকে আটক করার সময় এসবই দেখেছে রানা। কিন্তু নাগালে পাবে না কিছুই। অবশ্য, লাবনীর হাত পাইপে বাঁধা থাকলেও পা দিয়ে স্পর্শ করতে পারবে কাঁচি। কিন্তু ও নড়লেই ওকে দেখবে গার্ড।

ছয় ঘণ্টা সময় পাবে ওরা। তার ভেতরে বের করতে হবে মুক্তির পথ।

অত্যন্ত অস্বস্তিকর প্রায় চারঘণ্টা পর এল সুযোগ।

ওদের গার্ডও রেসিং ফ্যান। একটু পর রেস শুরু হবে বলে চালু করেছে বিশাল বড় প্লাযমা টিভি। কিন্তু ওটা আছে বেকায়দা অ্যাংগেলে। টিভি স্ক্রিন ও দুই বন্দির ওপর একই সময়ে চোখ রাখতে চেয়ার একটু সরিয়ে নিল গার্ড।

গ্রিড শুরু হওয়ার আগে শোনা গেল দর্শকের চাপা গর্জন। সেই সুযোগে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তুমি ঠিক আছ?'

'হাঁটুর ব্যথায় পাগল হয়ে গেলাম!'

‘আমার কপাল ভাল যে মাথার ব্যথা কমেছে।’ চট্ করে গার্ডকে দেখল রানা। বাথরুমে একপলক দেখে আবার টিভির স্ক্রিনে মন দিল লোকটা। ‘লাবনী, তোমার পায়ের আওতার মধ্যে আছে কাঁচি। লোকটা অন্যদিকে চেয়ে আছে, এমন সময়ে আমার দিকে পাঠাতে পারবে?’

‘পারব বোধহয়।’

মাথা কাত করে কাঁচি দেখল রানা। ‘যদি পায়ের কাছে পাই, কাজে আসবে।’

‘প্রথমবারেই সফল হতে হবে, না?’ অস্বস্তি নিয়ে হাসল লাবনী।

ওর দিকে চেয়ে ভরসা দেয়ার হাসি হাসল রানা। ‘কাজটা কোরো রেসিং শুরু হলে। মোনাকোর ট্র্যাকের প্রথম বাঁকে বেশিরভাগ সময় দুর্ঘটনা ঘটে। তখন হৈ-হৈ করে অনেকে।’

‘আমার লাগবে বড়জোর তিন সেকেণ্ড।’ গার্ডকে দেখল লাবনী।

মাঝে মাঝে দেখছে লোকটা, তবে বেশিরভাগ সময় চোখ টিভির পর্দায়। ফ্রেঞ্চ ভাষায় ধারাভাষ্য চলছে। মূল রেস শুরুর আগে বিকট আওয়াজে ফর্মেশন ল্যাপ দিচ্ছে গাড়িগুলো।

খুব ধীরে এক হাঁটুর ওপর শরীরের বেশিরভাগ ওজন চাপাল লাবনী। অন্য পা সরাল। ব্যথায় ছিঁড়ে যেতে চাইছে ঊরুর পেশি। ওর দিকে ঘুরে তাকাল গার্ড। বরফের মূর্তি হয়েছে লাবনী। মনে ভয়, লোকটা বুঝে গেছে কী করছিল ও। সন্দেহ দূর করতে ঘাড় ফোটাল। ভঙ্গি নিল, ঘাড়ের ব্যথায় অস্থির। ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল গার্ড। তারপর আবার মন দিল টিভিতে।

গাড়ি গ্রিডের যে যার জায়গায় থামতেই উত্তেজিত কণ্ঠে কথা শুরু করল ভাষ্যকার। পা সাধ্যমত সামনে বাড়িয়ে দিল লাবনী। ফিসফিস করল, ‘রেডি?’

পায়ের আঙুল সামান্য ওপরে তুলল রানা।

রেসের সবাই পৌঁছে গেছে পযিশনে। সামনে ঝুঁকে চোখ সরু করে টিভি দেখল গার্ড। গর্জে উঠছে সব গাড়ির ইঞ্জিন। আর তখনই জ্বলে উঠল স্টার্টিং বাতি। 'উন, দিউখ, ত্রয়েইস, কয়েত্রে, সাইন্‌ক্‌...' এবার উত্তেজনা বাড়াতে বিরতি দিল ভাষ্যকার, পরক্ষণে গলা ফাটাল: 'আলিয!'

দশগুণ আওয়াজে গ্রিড ছেড়ে ছিটকে গেল গাড়িগুলো। 'রুবিল্যাক, রুবিল্যাক!' চিৎকার জুড়ল ভাষ্যকার। আরেকটু হলে উত্তেজনায় চেয়ার থেকে পড়ে যেত গার্ড। আর সব গাড়ির আগে ছুটছে ওসাইরিয়ান টেম্পলের সেরা ড্রাইভার। 'ওহ্‌! ওহ্‌! চুরমার হয়ে গেল মুলারের গাড়ি!'

প্রথম বাঁকে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে কেউ। চেয়ারে প্রায় লাফিয়ে উঠল গার্ড। ওই একই সময়ে হালকা লাথি মেরে ছোট্ট কাঁচি রানার দিকে পাঠিয়ে দিল লাবনী।

টিভিতে যতই আকর্ষণীয় দৃশ্য থাকুক, পেরিফেরাল ভিশনের গুণে চোখের কোণে বাথরুমে নড়াচড়া দেখেছে গার্ড। ঝট্‌ করে ঘুরে অস্ত্র তাক করল সে। আগেই পা নামিয়ে কাঁচি আড়াল করেছে রানা। এমপি-সেভেন লাবনীর দিকে তাক করল গার্ড। প্রায় দৌড়ে এসে ঢুকল বাথরুমে। 'আমি না বলেছি না নড়তে!'

'ভীষণ খিঁচ ধরেছে!' মুখ কুঁচকে ফেলেছে লাবনী। কথা মিথ্যা নয়। অসহ্য ব্যথা সহ্য করতে গিয়ে বেকায়দাভাবে নাড়ছে পা। 'খুব ব্যথা! দয়া করে গুলি করবেন না! ...প্লিয!'

'অ্যাই মেয়ে, ঠিক হয়ে বোসো!'

নির্দেশ পালন করল লাবনী।

অস্ত্রের নল ওর মাথায় ঠেকিয়ে ঝুঁকে হাতের দড়ির বাঁধন দেখল গার্ড। ঠিকই আছে। এবার পরখ করল রানারটা। সবই ঠিকঠাক। 'একদম নড়বে না!' আবার কেবিনে ফিরল গার্ড। বারকয়েক সন্দেহ নিয়ে দেখল রানা ও লাবনীকে, তারপর আবার মন দিল রেসিঙে।

'পেয়েছ?' ফিসফিস করল লাবনা।

ডান পায়ের পাতা তুলে কাঁচি দেখাল রানা। একটু পর ধীরে ধীরে নিজের দিকে সরাতে লাগল কাঁচি। প্রতিবারে বড়জোর এক ইঞ্চি করে। বারবার আগের জায়গায় রাখছে পা, তারপর সুযোগ বুঝে নামছে কাজে। মিনিট খানেক পর প্রায় নিয়ে এল হাঁটুর কাছে।

'সবচেয়ে কঠিন কাজ,' বিড়বিড় করল রানা। এক পাশে কাত করে সরিয়ে নিল পা। 'এবার...' ঝাঁকি দিয়ে পেছনে নিল হাঁটু।

পলিশ করা মেঝেতে পিছলে গেল কাঁচি, সোজা গিয়ে লাগল পেছনের দেয়ালে। ধরা পড়ার আশঙ্কায় নাক-মুখ কুঁচকে ফেলেছে রানা। তবে টিভি ভাষ্যকারের কণ্ঠ চাপা দিয়েছে কাঁচির তৈরি মৃদু টিঙ্ক আওয়াজ।

রানার টানটান করা হাত থেকে এক ইঞ্চির বিশ ভাগের এক ভাগ দূরে রয়ে গেছে কাঁচি!

'মহা মুশকিল!' পাইপের ফুলে থাকা একটি জয়েন্টে আটকে গেছে ওর হাতের দড়ি। পেছাতে পারছে না। ওদিকে শরীর উঁচু করে কবজির বাঁধন সুবিধামত করতে চাইলে নড়াচড়া দেখবে গার্ড।

অবশ্য, ওই ঝুঁকি না নিয়ে উপায়ও নেই। পিঠ একটু ওপরে তুলল রানা। তাতে কাজ হলো। বাড়তি ওজনের জন্যে সামান্য ছাড় দিচ্ছে দড়ি। জ্বলছে ছড়ে যাওয়া কবজি। কয়েক সেকেণ্ড পর আঙুল চলে গেল কাঁচির খুব কাছে...

'অ্যাই!' এক দৌড়ে বাথরুমে এসে ঢুকল গার্ড। ওই একইসময়ে কাঁচি পেল রানা। লুকিয়ে ফেলল তালুর ভেতর। 'ঠিকমত বসো!'

'পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে!' নালিশ করল রানা। তাতে খেল কোমরে মাঝারি একটা লাথি। 'আমি প্রস্রাব করব!'

বড় বড় দাঁত বের করে হাসল গার্ড। 'হারামজাদা, ঠিক

জায়গাতেই আছিস!' আবারও দড়ি পরখ করে দেখল। সন্তুষ্ট হয়ে গিয়ে বসল চেয়ারে।

'তুমি ঠিক আছ, রানা?' খুব দুঃখ পেয়ে জিজ্ঞেস করল লাবনী। ভাবতে পারছে না, লাথি খেতে হচ্ছে রানাকে।

'কোমরে লাথি দিলেও কাঁচি এখন হাতে।' সাবধানে দুই ফলা ফাঁক করে নিল রানা। এবার দড়ি কাটতে হবে। 'সময় লাগবে, লাবনী।'

করাতের মত করে কাঁচি ব্যবহার করছে ও। ছোট ফলা। খিঁচ ধরছে আঙুলে। দড়ি কাটার কাজটা মন্থর গতির। অবশ্য কিছুক্ষণ পর ছিঁড়ে যেতে লাগল দড়ির আঁশ। পেরিয়ে গেল দশ মিনিট। তারপর বিশ। রেসে বুঁদ হয়ে আছে গার্ড। রনি রুবিল্যাক এখনও প্রথম। তবে ওর লেজের কাছে লেগে আছে আরেক রেসার। চারভাগের একভাগ সময় পেরিয়ে গেছে প্রতিযোগিতার। বেশিক্ষণ নেই ফিরবে কাদির ওসাইরিস আর নাদির মাকালানি।

আরও কিছুক্ষণ পর মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

ফিসফিস করল লাবনী, 'রানা? কাজ শেষ?'

'হুঁ।' একহাতে কাঁচি রেখে, অন্যহাতের আঙুলে দড়ি গুটিয়ে নিচ্ছে রানা। পেয়ে গেল ছেঁড়া অংশ। খুলে নিল এক কবজি। এবার সহজেই মুক্ত হলো অন্য হাত। 'সমস্যা হচ্ছে, আমরা টয়লেটে, আর ওই লোকের হাতে এমপি-সেভেন। চেষ্টা করো ডেকে আনতে। ভঙ্গি করো আবারও খিঁচ ধরেছে।'

ব্যথায় জোরেশোরে গুঙিয়ে উঠল লাবনী। ছটফট করছে দু'পা।

রেসের এমন উত্তেজনাময় মুহূর্তে বাধা পড়তে মহাবিরক্ত হলো গার্ড। তবে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। 'মাগী, তোকে না বলেছি না নড়তে!' বাথরুমে এসে ঢুকল লোকটা।

'ব্যথা! দয়া করো!' গাল কুঁচকে ফেলেছে রূপসী লাবনী।

‘আমার পা শেষ হয়ে গেল! ব্যথা! জীবনে আর কখনও হাঁটতে পারব না!’

‘তোর হাঁটতে হবে কেন?’ বাঁকা হাসল গার্ড। ‘তুই যাবি সাগরের নিচে!’ লাবনীর কবজির বাঁধন পরীক্ষা করল। এবার ঝুঁকে দেখতে গেল রানার হাতের বাঁধন।

কিন্তু কবজিতে কোনও দড়িই তো নেই!

‘অ্যাই...’

ঝট করে উঠে এল রানার হাত, পরক্ষণে লোকটার ডান চোখে গাঁথল কাঁচির ফলা।

ওটার ফলা মাত্র এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের, কিন্তু পুরো কাঁচি ঢুকে গেছে করোটির ভেতর। প্রচণ্ড ব্যথা ও শক পাথরের মূর্তি করল গার্ডকে। ঝট্ করে কমোড থেকে উঠেই তার শার্ট খামচে ধরে নিচে টান দিল রানা। গার্ডের মাথা পড়ল ফ্ল্যাশ লিভারের ওপর। ঠাস্ করে ফাটল কপাল। টয়লেটের ভেতর গুঁজে গেল মাথাটা। মেঝেতে সাপের মত মোচড়াচ্ছে দু'পা।

মেঝে থেকে এমপি-সেভেন সাবমেশিন গান তুলে নিল রানা, ঝুঁকে খুলে দিল লাবনীর কবজির বাঁধন।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল লাবনী। ‘মরে গেছে?’

কমোডের দিকে ঘুরে তাকাল রানা। নিথর হয়েছে গার্ড। নাক পানির নিচে। উঠছে না বুদ্বুদ।

মাথা দোলাল রানা। পরীক্ষা করে দেখল এমপি-সেভেন। ম্যাগাযিনে আছে পুরো বিশটা বুলেট।

‘এবার কী?’ জানতে চাইল লাবনী।

‘গতকাল যা চেয়েছি, তাই করব। গিয়ে উঠব তীরে। খুঁজে নেব বেলাকে। তারপর ভাগব এ দেশ ছেড়ে।’

‘আর ওসাইরিসের পিরামিড?’

‘খুঁজে নেব।’

কেবিনে ঢুকে ডেস্কের ওপর থেকে নিজের জিনিসপত্র নিল লাবনী। চলে গেল যোডিয়াকের ঘরে। গতরাতে ওটা

নিয়ে গবেষণা করেছে কাদির ওসাইরিস এবং তার দলের লোক। টেবিলে আরও কিছু কাগজ ও ছবি। পছন্দমত একটা ছবি নিয়ে পকেটে রেখে দিল লাবনী। রানাকে বলল, 'পরে এটা হয়তো লাগবে। যোডিয়াক আর দেখতে দেবে না কাদির।'

কেবিনের দরজা থেকে বলল রানা, 'চলো।' সাবধানে কবাট ফাঁক করে দেখল বাইরের করিডোর। 'পেছনে থাকবে।'

করিডোরে বেরিয়ে এল ওরা। মাথার ক্ষতে অ্যাডহেসিভ ব্যাণ্ডেজ আটকে নিয়েছে রানা। কান ও মুখের পাশে লেগে আছে শুকনো, কালো রক্ত।

নতুন করে লাগিয়ে নেয়া হয়েছে সামনের দরজায় ধোঁয়াটে কাঁচ। আপাতত কবাট খোলা। নিচের ডেকে দেখা গেল সূর্যস্নান করছে বিকিনি পরা কাদির ওসাইরিসের ক'জন তরুণী প্রেমিকা। তাদের সঙ্গে গল্প করছে ইয়টের তিন ক্রু। মাঝে মাঝে দেখছে টিভির স্ক্রিনে রেস। প্রত্যেকে সশস্ত্র।

'সোজা উঠবে ভাসমান কোনও বোটে,' লাবনীকে বলল রানা। 'ইঞ্জিন চালু হলেই দেরি না করে রওনা হবে। ওরা চেষ্টা করবে খুন করতে। দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে বাঁচার সুযোগ পাব না। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা দোলাল লাবনী।

'ঠিক আছে, ওয়ান... টু... থ্রি!' মেডিটারেনিয়ানের তপ্ত সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এল রানা ও লাবনী। একদৌড়ে রেলিং টপকে গেল ওরা। নয় ফুট নিচে ডেক। পায়ে ভীষণ ব্যথা পেল লাবনী, টলমল করতে করতেও সামলে নিল। ওদিকে ব্যাঙের মত পা ছড়িয়ে নেমেছে রানা। লাবনী উড়ে চলেছে পেছনের ডেক লক্ষ্য করে। তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়েছে এক মেয়ে। অবাক চোখে রানা ও ছুটন্ত লাবনীকে দেখল অন্যরা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকগুলো। থড়বড় করছে

অস্ত্র তুলে নেয়ার জন্যে।

ঘুরে এমপি-সেভেন তাক করল রানা। কর্কশ আওয়াজে গর্জে উঠল অস্ত্রটা। দুই ক্রুর বুক থেকে ছিটকে বেরোল রক্তের লাল ফোয়ারা।

পেছনে আওয়াজ। ঘুরেই নিচের ব্যালকনি লক্ষ্য করে আরেক পশলা বুলেট পাঠাল রানা। অস্ত্র ফেলে বুক খামচে ধরে রক্তভরা বাল্‌ক্‌হেডে আছড়ে পড়ল লোকটা। ওখান থেকে মেঝেতে।

বসে পড়েছিল লাবনী, জিজ্ঞেস করল রানা, 'ঠিক আছ?' মাথা দোলাল লাবনী। 'তা হলে বোটে গিয়ে ওঠো!'

লাবনী দৌড় দিতেই কাভার দিল রানা। চিলের মত চিৎকার জুড়েছে মেয়েরা। এখনও অবাক হয়ে মৃত সঙ্গীদের দেখছে তৃতীয় ক্রু। দু'সেকেণ্ড পর তার চোখ স্থির হলো মেঝেতে পড়ে থাকা অস্ত্রের ওপর।

'তোমরা সাঁতার জানো?' জানতে চাইল রানা।

তিন মেয়ে এবং সেই লোক বারকয়েক মাথা দোলাল।

'গুড! তিন সেকেণ্ড পেলে সাগরে লাফ দিতে!' এমপি-সেভেন তাক করেছে রানা।

যা বুঝবার বুঝেছে ওরা, একদৌড়ে রেলিং টপকে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে।

লাবনীর পেছনে যাওয়ার আগে আবারও সুপারস্ট্রাকচারের দিকে অস্ত্র তাক করল রানা। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে সবুজ জ্যাকেট পরা এক লোক। খামচে ধরল এমপি-সেভেনের চার্জিং হ্যাণ্ডেল। কিন্তু তখনই রানার গুলি বুকে নিয়ে ছিটকে ঢুকে গেল পেছনের লাউঞ্জে।

অস্ত্রে মাত্র দু'একটা গুলি, বুঝে গেছে রানা। হাতের এমপি-সেভেন ফেলে মৃত এক গানম্যানের অস্ত্র তুলে নিল ও।

ওদিকে ভয় পেয়েছে লাবনী। ডেকে তুলে রাখা হয়েছে

দুই বোট। পালাতে হলে ব্যবহার করতে হবে জেট স্কি। 'রানা! চালাতে পারো এই জিনিস?'

ইয়টের সুপারস্ট্রাকচার থেকে বেরোতে চাইছে ক'জন ক্রু, তাদেরকে ভয় দেখাতে এক পশলা গুলি পাঠাল রানা। 'ইঞ্জিন চালু করো!' একদৌড়ে পৌঁছে গেল লাবনীর পাশে। 'আমি ড্রাইভ করছি!'

'মানা করেছে কে!' খুদে ক্রাফটের শক্তিশালী তলস্রোতের সম্পর্কে স্টিকার চোখে পড়েছে লাবনীর। শুকিয়ে গেছে মুখ। 'এখানে লেখা, লাইফ জ্যাকেট পরে চালাতে হবে!'

'ওটা ছাড়াই চলবে,' জেট স্কির সিটে চেপে বসল রানা। 'উঠে পড়ো! অস্ত্রটা হাতে নাও! পড়ে যেয়ো না!'

এমপি-সেভেনের বাঁট ধরে পেছনের সিটে চাপল লাবনী। আরেক হাতে জড়িয়ে ধরেছে রানার কোমর।

থ্রটল মুচড়ে ধরল রানা। ইয়ট পেছনে ফেলে তুমুল বেগে ছুটল জেট স্কি। পেছনে ছিটিয়ে দিল পিচকারির মত সাদা পানি।

বিশ

ভিআইপি বক্সে বসে কাঁচে নাক ঠেকিয়ে তুমুল রেস দেখছে কাদির ওসাইরিস। এইমাত্র হুঁই আওয়াজে দূরে গেল রেসের দুই প্রতিযোগীর গাড়ি। এখনও প্রথম জায়গা দখলে রেখেছে রনি রুবিল্যাক। 'হ্যাঁ!' বাম তালুতে ঘুষি বসাল কাদির।

মাত্র গত বছর থেকে প্রাইমারি স্পন্সর হয়েছে ওসাইরিয়ান টেম্পলের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। আজই হয়তো হবে চ্যাম্পিয়ন স্পন্সর। মোনাকোর রেসের পর দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে ওসাইরিয়ান টেম্পলের সুনাম। এরপর নামকরা সব রেসে দল নামাবে তারা।

কাদিরের পাশে বসে আছে নাদির মাকালানি, মোটেও মন দিচ্ছে না রেসে। মোবাইল ফোন বাজতেই কল রিসিভ করল সে। ওদিক থেকে চিৎকার করছে লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ শুনল নাদির, তারপর সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'কাদির!'

'বিরক্ত কোরো না!' হাতের ইশারায় মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল কাদির ওসাইরিস।

'কাদির!' আবারও ডাকল নাদির, কণ্ঠে চাপা রাগ। মনোযোগ আকর্ষণ করতে বলল, 'আমুন রা ইয়ট!'

'ওটার আবার কী হলো?'

বক্সের অন্যরা শুনবে, তাই ভাইকে দূরের কোণে নিয়ে গেল নাদির। 'মাসুদ রানা আর লাবনী আলম ছাড়া পেয়ে গেছে।'

হতভম্ব চেহারা হলো কাদিরের। 'কীহ্?'

'আমাদের কয়েকজনকে খুন করে জেট স্কি নিয়ে সরে গেছে।'

'এটা কখনকার কথা?'

'কয়েক সেকেণ্ড আগের কথা।'

কী করবে ভাবতে শুরু করেছে কাদির ওসাইরিস। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ওদেরকে ঠেকাতে হবে!'

'দেখছি কী করা যায়।' ঘুরে দাঁড়াল নাদির। কানে ঠেকাল মোবাইল ফোন।

তার কাঁধে টোকা দিল কাদির। 'যা করার গোপনে। ধরে সরিয়ে নেবে। মোনাকোর কেউ যেন না জানে।'

'সেটা নির্ভর করে ওরা কী করবে।' আমুন রা-র ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলল নাদির: 'ওদেরকে ধরতে লোক পাঠান। টেণ্ডার রওনা হোক, ওরা যাতে আসতে না পারে বন্দরের দিকে। দরকার হলে ইয়ট নিয়ে ধাওয়া করবেন। ঠেকাতে হবে যেভাবে হোক। যে-কোনও মূল্যে!' ফোন রেখে বিরক্তির চোখে কাদিরকে দেখল নাদির, তারপর বেরিয়ে গেল ভিআইপি বক্স ছেড়ে।

আকাশ পরিষ্কার, তবে বইছে দমকা বাতাস। সাগরে উঠছে মস্তবড় সব ঢেউ। যে-কোনও সময়ে তলিয়ে যাবে হালকা ভেসেল, তাই সাগরে বেরোয়নি সাধারণ জেলেরা। অথচ প্রচণ্ড গতি তুলছে খইয়ের মত পলকা জেট স্কি। যেন রোলার কোস্টারের বগি। বিশাল এক ঢেউ থেকে আরেক ঢেউয়ে ঝাঁপ দেয়ার সময় আকাশে ঝুলছে ওটা।

'হায়, আল্লা! খুন হব তো!' রানার কানের কাছে চিৎকার করছে লাবনী। 'পানি চিরে যেতে পারবে না?'

কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে দেখল রানা। ধাওয়া করেছে বিশাল ইয়ট আমুন রা! এইমাত্র নামানো হলো স্পিডবোট!

'কাদিরের নেভি আসছে! গতি কমালে ধরা পড়ব!'

ওদেরকে ছিটকে শূন্যে পাঠাল বড় এক ঢেউ। উড়ন্ত অবস্থায় দিক ঠিক করে নিল রানা। ধড়াস্ করে নেমে এল পরের ঢেউয়ে চড়তে। সামনে আরেকটা ইয়টের স্টার্ন ঘুরে বন্দরের দিকে চলল ও।

একটু দূরে বিলাসবহুল সব ইয়টের ভিড়।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল লাবনী। জেট স্কি যত গতিই তুলুক, এরই ভেতর অনেক কাছে চলে এসেছে স্পিডবোট। রানার কানের কাছে বলল, 'ওদের স্পিড অনেক বেশি! ধরা পড়ব!'

'সেজন্যেই তো ওটার নাম স্পিডবোট!' জ্ঞান দিল রানা,

‘আরও খারাপ দিক, ওদের কাছে আছে সাবমেশিন গান!’

তুমুল বেগে ছুটছে জেট স্কি। একের পর এক রঙিন ইয়ট পাশ কাটিয়ে চলেছে রানা। ওদের সাধ্য নেই যে চিনবে রঙ। সবই ঝাপসা। দূরে কী যেন দেখে সেদিকে চলল রানা।

‘কী করছ!’ নার্ভাস কণ্ঠে জানতে চাইল লাবনী। চট্ করে তাকাল, দূরে সাঁই করে সরল বন্দরের মুখ। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, বন্দর আগের জায়গায় আছে, ওরা চলেছে অন্যদিকে। ওদের দিকে ধেয়ে এল স্পিডবোট।

‘লাবনী, বললেই নিচু করবে মাথা!’

সামনের ইয়টের নাকে প্রচণ্ড বেগে লাগবে জেট স্কি।

ভীষণ ভয় পেল লাবনী। ‘গুঁতো লাগলে খুন হব!’

‘ওটার কাছ দিয়ে যাব!’ ইয়টের বো লক্ষ্য করে ছুটছে হালকা জেট স্কি। ‘তবে আরও কাছে থাকবে অন্য কিছু!’

‘কী বলতে... বাপরে!’ চমকে গেছে লাবনী।

আরেক ইয়টের স্টার্ন ঘুরে বাঁক নিল লাল বিদ্যুদ্গতি এক পাওয়ার বোট। যাবে সামনের ইয়টের বো-র নাকের কাছ দিয়ে। একপাশে রকেটের বেগে পিছিয়ে পড়ছে সারি সারি ইয়ট। বিকট আওয়াজে ছুটছে পাওয়ার বোট। গতি ঘণ্টায় আশি নট!

হাঁ হয়ে গেল লাবনী। ‘ওরে, বাবা!’

এদিকে কাদিরের স্পিডবোটের ড্রাইভার উঁচু করে ধরেছে সাবমেশিন গান।

‘মাথা নিচু!’ গলা ফাটাল রানা। হ্যাণ্ডেলবারের নিচে নামিয়ে নিয়েছে মাথা। একই কাজ করল লাবনী, মাথা গুঁজল রানার কোমরের কাছে।

তখনই সামনের ইয়টের বো পেরোল রানাদের জেট স্কি, আরেকটু হলে চেপে বসত পাওয়ার বোটের স্টার্নে। ওটার পেছনে আসছে এক ওয়াটার স্কিয়ার। তাকে টেনে আনা দড়ি আরেকটু হলে গর্দান নিত রানা ও লাবনীর।

বাঁক নিয়ে প্রচণ্ড বেগে এল কাদিরের স্পিডবোটের ড্রাইভার। ছিটানো পানির কণার জন্যে দেখেনি ওয়াটার স্কিয়ারের নাইলনের সরু দড়ি। দেরি হয়ে গেছে তার। প্রচণ্ড গতির কারণে থুতনির নিচে লাগল টানটান দড়ি। শরীরটা নিয়ে সাঁই করে চলে গেল স্পিডবোট, শূন্যে লাফিয়ে উঠল কাটা মাথা। এক সেকেণ্ড পর ওখানে পৌঁছে গেল স্কিয়ার।

জীবনে প্রথমবারের মত কারও ঘাড়ে দুটো মাথা দেখল রানা। পরক্ষণে সাগরে পড়ে টুপ করে ডুবে গেল বাড়তি মাথা। অনেকটা দূরে চলে গেছে স্পিডবোট। ওদিকে বাঁক নিয়ে থামতে শুরু করেছে পাওয়ার বোট।

জেট স্কির পেছনে আসছে আমুন রা ইয়ট। বন্দরের মুখ লক্ষ্য করে জেট স্কি ঘোরাল রানা। কিন্তু চমকে গেল, বন্দর থেকে বেরিয়ে ওদের দিকেই আসছে আমুন রা-র সবুজ-সোনালি টেণ্ডার!

পেছনে আমুন রা, সামনে টেণ্ডার!

মাঝখানে আটকা পড়ছে ওরা!

এক সেকেণ্ড পর সিদ্ধান্ত নিল রানা, আবারও গিয়ে ঢুকবে মিলিয়নেয়ারদের ইয়টের জটলায়। শক্তিশালী সব বোটের গতি বেশি বলেও চট্ করে এদিক ওদিক সরতে পারবে জেট স্কি। নানান ইয়টের মাঝ দিয়ে এগোবে ওরা। তারপর প্রথম সুযোগেই দৌড় লাগাবে বন্দরে ঢুকতে।

কিন্তু ক'সেকেণ্ড পরেই দমে গেল রানা। কাজ হবে না ওর প্ল্যানে। বন্দরের মুখ পাহারা দিতে ওদিকে চলেছে আমুন রা। নামাবে বাড়তি জেট স্কি ও স্পিডবোট। আসছে টেণ্ডার। সবাই মিলে ধাওয়া করবে, উপায় থাকবে না পালাবার।

আমুন রা থেকে আগেই নামিয়ে দেয়া হয়েছে স্পিডবোট। তুমুল বেগে আসছে ওদের জেট স্কি লক্ষ্য করে। বাড়ছে ভারী টেণ্ডারের গতি। নতুন সব ঢেউয়ে পড়ে তৈরি করছে ঘাপ-ঘাপ আওয়াজ।

নতুন কোনও কৌশল চাই।

ভয়ে রানার কোমর জড়িয়ে ধরেছে লাবনী। সরাসরি টেণ্ডারের দিকে জেট স্কি ঘোরাল রানা। 'কী করো, রানা!' ভয় পেয়ে বলল লাবনী, 'মুখোমুখি হলে খুন হব!' সোজা চলেছে ওরা টেণ্ডারের দিকে। 'ওরা খুনি!'

'জানি!'

'তা হলে অন্যদিকে চলো!'

'বিশ্বাস রাখো আমার ওপর!' এঁকেবেঁকে যেতে যেতে সঠিক ঢেউয়ের জন্যে অপেক্ষা করছে রানা।

টেণ্ডারের ডেকে উঠে দাঁড়াল এক লোক। একহাতে শক্ত করে ধরেছে উইণ্ডশিল্ড, অন্য হাতে তাক করছে আগ্নেয়াস্ত্র।

সামনেই রানা দেখল, বড় এক ঢেউয়ের গভীর খোঁড়ল, ওপাশেই আকাশে উঠছে ঢেউয়ের চূড়া। সরাসরি ওপাশে টেণ্ডার। 'শক্ত করে কোমর ধরো, লাবনী!'

ঢেউয়ের গভীর খোঁড়লে নেমে গেল রানা, মুচড়ে রেখেছে থ্রটল। তীরের মত ছিটকে গিয়ে উঠবে চূড়ায়। ফলে শূন্যে ভেসে উঠবে জেট স্কি।

গুলি করবে কাদিরের লোক, এমনসময় সামনে থেকে উধাও হলো জেট স্কি। দেখা দিল কয়েক সেকেণ্ড পর। টেণ্ডারের বো-র ওপর নেমে এল ধুম্ করে!

দু'হাতের সমস্ত জোর খাটিয়ে হ্যাণ্ডেলবার ধরেছে রানা। জেট স্কির সঙ্গে সঙ্গে কাত হলো লাবনীসহ। ডেকে পড়ে পিছলে চলেছে দ্রুতগামী জলযান। চুরমার করল টেণ্ডারের উইণ্ডশিল্ড, পরক্ষণে ভাঙল নৌযানের একপাশ। আগেই সিটে পিষে দিয়েছে টেণ্ডারের ড্রাইভারকে। অস্ত্র হাতে লোকটা যেন বেসবল, তাকে প্রচণ্ড এক বাড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে জল মোটরবাইক।

সরসর করে পিছলে টেণ্ডারের স্টার্ন পেরিয়ে সাগরে পড়ল জেট স্কি। রানাকে আঁকড়ে ধরেছে বলে পড়ে যায়নি লাবনী।

ইমপেলার নতুন করে পানি পেতেই পুট-পুট আওয়াজ তুলল জেট স্কি। নতুন করে রওনা হলো রানা।

ফুল স্পিডে চলেছে টেণ্ডার। ডেক থেকে উঠে ড্রাইভারের লাশ সরাল অন্য লোকটা। ব্যস্ত হয়ে ঘুরিয়ে নিল বোট। কিন্তু চলে গেল সরাসরি স্পিডবোটের গতিপথে। আবারও স্টিয়ারিং ঘোরাতে লাগল সে।

কিন্তু গতি অনেক বেশি, টেণ্ডারের পেটে লাগল প্রচণ্ড গতি স্পিডবোট। বিস্ফোরিত হলো দুই নৌযান। নানাদিকে ছিটকে গেল কাঠ ও ফাইবার গ্লাস। জ্বলন্ত সব টুকরো গিয়ে পড়ল আশপাশের সব ইয়টের ডেকে।

ঘুরে দেখল লাবনী। সাগরে ভাসছে ভাঙা দুই বোটের অসংখ্য জঞ্জাল। ওদিকে খেয়াল নেই রানার। চোখ সরাসরি সামনে। বন্দরের প্রায় মুখে পৌঁছে গেছে আমুন রা। 'শক্ত করে ধরো!'

মস্তবড় ইয়টের ডেকে সবুজ ব্লেযার পরা লোক দেখল লাবনী। তাদের সবার হাতে অস্ত্র! 'ওরা গুলি করবে!'

বাঁধের পাশ দিয়ে চলেছে রানা। 'আগেই ওদেরকে গুলি করো!'

'আমি লাগাতে পারব না।'

'লাগাতে হবে না! মাথার দিকে গুলি করো! তাতেই ভুলে যাবে আমাদের কথা!'

অগ্রসরমান ইয়টের দিকে এমপি-সেভেন ঘোরাল লাবনী। চোখ-মুখ কুঁচকে নল তাক করে বলল, 'কেউ যদি মরেটরে যায়?'

'মরতে দাও!'

ট্রিগারে চাপ দিল লাবনী। ওর হাতের ভেতর লাফিয়ে উঠল সাবমেশিন গান। প্রতিটি গুলি বেরোতেই চাপা খট-খট আওয়াজ তুলছে সাপ্রেসার। একহাতে অস্ত্র ধরেছে বলে প্রায় অসম্ভব তাক করা। কিন্তু অত বড় ইয়ট মিস করাও কঠিন

কাজ। আমুন রা-র সুপারস্ট্রাকচারের সাদা গায়ে তৈরি হলো ছোট সব গর্ত। ঝনঝন করে ভাঙল জানালার কাঁচ। ডেকে ডাইভ দিয়ে পড়ল সবুজ ব্লেযার পরা লোকগুলো।

'থামো! থামো!' হায়-হায় করে উঠল রানা। 'কয়েকটা গুলি রাখো!' বিপদের খুব কাছে ওরা। বামে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল জেট স্কি। কংক্রিটের বাঁধের মাত্র তিন ইঞ্চি দূর দিয়ে চলেছে রানা।

এক সেকেণ্ড পর সামনে দেখল বিস্তৃত বন্দর। তিন দিক থেকে ঘেরা ঝলমলে মোনাকোর ওপর আলো ঢালছে সূর্য। ইনার হার্বারের দিকে চলেছে রানা। বাইরের হার্বারের পাশে তৈরি করা হয়েছে উঁচু প্ল্যাটফর্ম। ওখানে ভিড়বে বাণিজ্য জাহাজ ও লাইনার। তীরে উঠতে হলে রানার চাই নিচু কোনও পিয়ার।

পেছনে চেয়ে চমকে গেল লাবনী। 'রানা! পালাও!' ওদের পেছনেই তেড়ে আসছে আমুন রা। ছুরির মত জল কেটে আসছে উঁচু প্রাউ। অনেক কাছে! 'আরও জোরে যাও! হায়, আল্লা!'

'এটা জেট স্কি, জেট ফাইটার না, আর আমি বেচারাও ওলি-আল্লা নই!' বলল রানা, 'ওরা মাথা বের করলে উড়িয়ে দিয়ো!'

সিটে বেকায়দাভাবে বসল লাবনী। গায়ের কাছে উঠে এসেছে আমুন রা-র বো। পোর্টসাইডে দেখল এক লোককে। জেট স্কি দেখে ফেলেছে। কিন্তু গুলি করার আগেই লুকিয়ে পড়ল সে। ভয় দেখাতে কয়েকটা গুলি পাঠাল লাবনী।

ঢুকে পড়েছে ওরা ইনার হার্বারে।

উত্তর-পশ্চিম দিকে পছন্দমত জায়গা দেখেছে রানা। কিন্তু ওদিক থেকে আসছে আরেক বিপদ!

ওই বোট কাদির ওসাইরিসের নয়, পুলিশের!

নয় মাস বয়সের শতখানেক বাচ্চার চেয়েও জোরে ওঁয়া-

ওঁয়া শুরু করেছে সাইরেন। বন্দরের বাইরের দিকে গোলমাল দেখে রওনা হয়েছে পুলিশ। একটা মেগাফোন মুখে ধরে চিৎকার করল এক অফিসার: 'খবরদার! জেট স্কি, ইয়ট— এক্ষুণি থামবে!'

প্রায় কেঁদে ফেলল লাবনী: 'পুলিশ ডিপার্টমেন্টে তোমার কোনও বন্ধু নেই? জেলে যেতে চাই না!'

'বন্ধু?' মাথা নাড়ল রানা। 'ধরা পড়লে সোজা ভরে দেবে! বেরোতে পারব না দশ বছরেও! তার ওপর এ দেশে ঢুকেছি বেআইনীভাবে!'

'তা হলে খুন হয়ে গেলাম!'

ইয়টের বো-তে এসে দাঁড়াল কয়েকজন। অস্ত্র তাক করছে ওদের দিকে...

আগে গুলি করল লাবনী। ঝটকা খেয়ে পিছিয়ে গেল এক লোক। কাঁধে লেগেছে বুলেট। টিপে দিয়েছে ট্রিগার। একরাশ গুলি লাগল সুপারস্ট্রাকচারের গায়ে। চুরমার হলো ব্রিজের জানালা। হুইলের পেছনে সরাসরি কপালে গুলি খেল ক্যাপ্টেন। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের ওপর পড়ল লাশ। ঠেলা খেয়ে সামনে বেড়ে গেল থ্রটল। ঝটকা খেয়ে গতি বাড়াল মস্তবড় ইয়ট। বাইরের ডেকে ক্রুরা চেষ্টা করছে লাবনী ও রানাকে গুলি করতে। ব্রিজে আর কেউ নেই!

ধাওয়া করে ধরতে গিয়ে দিক পাল্টে নিয়েছে পুলিশের সারেঙ। তার বোটের পেছনের ক্ষুব্ধ পানি পেরোল রানার জেট স্কি। স্টার্নে ওরা দেখল এক অফিসারকে। রাইফেল তুলছে সে। 'লাবনী, মাথা নিচু করো,' সাবধান করল রানা। ঘুরে দেখল লোকটাকে।

না, গুলি না করে অস্ত্র ফেলে বোট থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল অফিসার। দলের অন্যরাও বাদ পড়ল না, যে যেখানে ছিল, রেলিং টপকে ঝাঁপ দিল পানিতে।

এক সেকেণ্ড পর পুলিশের অপেক্ষাকৃত ছোট বোটের

বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসল আমুন রা। সহজেই মাঝ থেকে টুকরো করল পুলিশের বোট। বিস্ফোরিত হলো ওটার ফিউয়েল ট্যাঙ্ক। আগুনের গোলার ভেতর দিয়ে চলল আমুন রা। যেন ধরেই ছাড়বে জেট স্কিকে। ওদিকে আগুনের মাঝে আটকা পড়ে আমুন রা-র ফোরডেক থেকে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে সবাই।

'এরা কি পাগল?' অবাক হয়ে বলল লাবনী।

ব্যস্ত সব জেটির মাঝে ছোট এক পিয়ার দেখেছে রানা। জেট স্কির নাক তাক করল ওদিকে। এখন তেড়ে আসছে না আমুন রা। 'মনে হয় না কেউ রেস করছে!'

'কীসের রেস... আমি শুধু গুলি করেছি ওই লোকের কাঁধে!'

'তাতে আমার আপত্তি নেই!'

প্রচণ্ড বেগে ওদের পাশ কাটিয়ে গেল আমুন রা। দেখা গেল ওপরের ডেক থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়ল অবশিষ্ট ক'জন ক্রু। তুমুল বেগে চলেছে মেগা ইয়ট।

সরাসরি সামনে হার্বারের কোণে অত্যন্ত দামি কিছু ছোট ইয়ট। হঠাৎ রেস দেখা বাদ দিয়েছে ওগুলোর লোকজন। তেড়ে আসছে বিশাল এক ইয়ট! চিৎকার ছেড়ে যে যেদিকে পারে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা।

'ভাগার জন্যে তৈরি হও!' চাপা স্বরে বলল রানা। 'আধ মাইলের ভেতর থামবে না!'

পানি ছেড়ে কর্কশ আওয়াজে কংক্রিটের পিয়ারে চাপল জেট স্কি, পিছলে গিয়ে লাগল সামনের ব্যারিয়ারে। রেসিং সার্কিটে ঢুকে পড়ল রানা জেট স্কি নিয়ে। সরসর করে স্থলে চলেছে জলযান। কারও সাধ্য নেই তাকে এদিক ওদিক নেবে।

'ধুম্!' আওয়াজে করাগেটেড ব্যারিয়ারে লাগল জেট স্কি। কলের পুতুলের মত হ্যাণ্ডেলবারের ওপর দিয়ে উড়ে গেল

রানা ও লাবনী, গিয়ে পড়ল সামনের ট্র্যাকের পাশে।

অদ্ভুত অ্যাক্সিডেন্ট দেখেছে এক রেস মার্শাল, দৌড়ে এল রানা ও লাবনীর দিকে— কিন্তু দু'সেকেণ্ড পর হাঁ হয়ে গেল আরও বিচিত্র দৃশ্য দেখে। ত্রিশ নট গতি তুলে কয়েক মিলিয়ন ডলারের ছোট সব ইয়ট চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করল প্রকাণ্ড এক মেগা ইয়ট। কাত হলো নিজেই। উঠে এল তীরে। বো ঘষে ধূসর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চড়াও হলো ব্যারিয়ারের ওপর। উড়ে গেল লোহার ব্যারিয়ার। ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে ট্র্যাক ধরে চলল আমুন রা, যেন সাদা স্টিলের দেয়াল। কর্কশ আওয়াজে শেষে গিয়ে থামল গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের সামনে।

রেসে এখনও প্রথম জায়গা রনি রুবিল্যাকের। প্রচণ্ড বেগে ঘুরবে বন্দরের উত্তরদিকের ট্র্যাকে... কিন্তু হঠাৎ করেই দেখল কোত্থেকে এসে রাস্তা দখল করেছে আকাশছোঁয়া এক সাদা ব্যারিয়ার!

ওদিকে টনক নড়েছে মার্শালদের। উন্মাদের মত ওয়ার্নিং পতাকা দেখাতে লাগল তারা।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে!

ব্রেক প্যাডেলে প্রচণ্ড চাপ দিল রনি রুবিল্যাক। রানা ও লাবনীকে পাশ কাটাল তার গাড়ি। ঘুরতে লাগল চরকির মত। সোজা লেজ দিয়ে আছড়ে পড়ল আমুন রা-র খোলের ওপর। চুরমার হলো ওসাইরিয়ান টেম্পলের আরও সম্পদ। ছিটকে একপাশে গিয়ে পড়ল বিধ্বস্ত গাড়ি। কয়েক সেকেণ্ড পর খুলে গেল ওটার দরজা। টলতে টলতে বেরোল রনি রুবিল্যাক। খুলে ফেলল মাথা থেকে হেলমেট।

হাঁ করে তাকে দেখছে লাবনী।

ওর কনুই ধরে টান দিল রানা। 'চলো! মনে করো শুরু হয়েছে ম্যারাথন দৌড়! থামবে না এখন!'

'অ্যাঁ? ওহ্!' আরও রেস মার্শাল আসার আগেই রানার পাশে দৌড়াতে লাগল লাবনী।

'ওই কাজ আপনাদের? সর্বনাশ!' হা হয়ে গেছে বেলা আবাসি। টিভিতে দেখাচ্ছে হেলিকপ্টার থেকে তোলা ছবি। ট্র্যাকে কাত হয়ে পড়ে আছে আমুন রা ইয়ট। 'যা দেখছি, ধ্বংস হয়েছে সব মিলে এক শ' মিলিয়ন ডলারের বোট!'

'কাদির ওসাইরিসকে বলতে চেয়েছি, রানার সঙ্গে লাগলে খরচ বাড়বে, কিন্তু পরে আর বলিনি,' জানাল লাবনী।

হোটেলের লবিতে বসে আছে ওরা।

এমনভাবে তৈরি রেস সার্কিট, দর্শকের উপায় নেই ওদিকটা দেখবে। বেরিয়ে আসা কঠিন হয়নি রানা ও লাবনীর জন্যে। তবে সর্বক্ষণ ভয় ছিল, আটকে দেবে পুলিশ।

ওরা ফিরেছে ক্যাসিনো স্কয়ারে। চিনতে পারেনি কেউ।

সব ক্যামেরা তাক করা ছিল রেসের দিকে। বন্দরে কী হচ্ছে, জানত না কেউ। তারপর ট্র্যাকের সব আকর্ষণ হয়ে উঠল আমুন রা ইয়ট। অবশ্য, এবার একাধিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চাইবে কাদির ওসাইরিসের গর্দান!

'আহা, আমাদের বেচারা রনি রুবিল্যাক,' মাথা নাড়ল বেলা। 'সত্যিই চ্যাম্পিয়ন হতো!'

'ওর সঙ্গে কথা বলেছ?' জানতে চাইল রানা।

ফিক করে হেসে ফেলল বেলা। 'শুধু কি কথাই বলেছি?' রানা ও লাবনী চেয়ে আছে দেখে বলল, 'আপনারা নিশ্চয়ই চাননি ক্যাসিনো বন্ধ হলে সারারাত রাস্তায় বসে থাকি?'

'তো কী করলে?' জানতে চাইল লাবনী।

'সোজা গেলাম রনি রুবিল্যাকের সঙ্গে তার ঘরে। বলেছিল আমার সঙ্গে দু'পেগ নেবে। কিন্তু পার্স থেকে নিয়ে দ্বিতীয় গ্লাসে ছেড়ে দিলাম কড়া ঘুমের দুটো বড়ি। বিপদে লাগবে ভেবে রেখেছি। শত্রুরা ধরে ফেললে নির্যাতনের আগেই বড়ি খেয়ে মরে যেতাম।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'তারপর খেল রুবিল্যাক ঘুমের

ওষুধ মেশানো মদ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'বোধহয় ভেবেছিল রাতে আমাকে কাছে পাবে। পেলও। ও মেঝেতে ঘুমাল, আর আমি ওর বিছানায়। ভোরে বেরিয়ে এসেছি হোটেল থেকে। আসলেই ভাল ড্রাইভার। নইলে আজ মাথা-ব্যথা নিয়েও এত ভাল রেযাল্ট করতে পারত না!'

'এবার জরুরি বিষয়ে মন দেয়া যাক,' পকেট থেকে যোডিয়াকের ছবি বের করল লাবনী। কুঁচকে গেছে ছবি। তবে পরিষ্কার বোঝা যায় রঙ ও সব প্রতীক। 'আমার ধারণা, জেনে গেছি কোথায় ওই পিরামিড। আছে অ্যাবাইদোসের কাছে।' ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগল ও।

কিছুক্ষণ ছবিটা দেখল বেলা, তারপর বলল, 'যুক্তি আছে। ওই শহরের কাছেই থাকবে ওসাইরিসের সমাধি। যদিও খুঁজে বের করতে পারেনি কেউ। মিশরীয় আর্কিওলজিস্টরা বলেন, ওদিকেই আছে প্রথম রাজ বংশের ফেরাউনদের কবর, তাই ওখানেই ওসাইরিসের শহরের কাছে থাকবে ওসাইরিসের সমাধি। ...আপনাদের মনে হচ্ছে ওই পিরামিড পশ্চিম দিকে?'

মাথা দোলাল লাবনী।

'হতে পারে। পশ্চিমের মরুভূমিতে থাকার কথা পাতাল-জগতের পথ। ওদিকেই তলিয়ে যায় সূর্য।'

'ওসাইরিসের দ্বিতীয় চোখ সম্পর্কে কিছু জানো?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

ভুরু কুঁচকে ভাবছে বেলা। 'দ্বিতীয় চোখ? না। তবে...' হঠাৎ করে বিস্ফারিত হলো ওর দু'চোখ। 'ওটা থাকতে পারে ওসেইরেন-এ!'

'ওটা কী?' জানতে চাইল রানা।

'ওসেইরেন... একটা দালান। ওটা নাকি ওসাইরিসের

সমাধির নকল।'

'দ্বিতীয় সমাধি,' বিড়বিড় করল লাবনী। 'দ্বিতীয় চোখ। ওটা হয়তো চেয়ে আছে রুপালি ক্যানিয়নের দিকে!' রানার দিকে তাকাল। 'এবার বেরোতে হবে এ দেশ ছেড়ে। নিশ্চয়ই সেজন্যে কোনও ব্যবস্থা আছে তোমার?'

মাথা দোলাল রানা। 'আছে, ভাঙাচোরা এক বোট। আমরা মেডিটারেনিয়ান পেরিয়ে গিয়ে উঠব মিশরের তীরে।'

'নিশ্চিত থাকুন, যারা ঘটিয়েছে এই ধ্বংসলীলা, তাদেরকে যে-কোনও মূল্যে ধরতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করব আমরা,' সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলল কাদির ওসাইরিস। 'সত্যিকারের খেলোয়াড়ি মনের শত কোটি মানুষ, ওসাইরিয়ান টিম ও রনি রুবিল্যাকের জন্যে চিরকালের জন্যে বেদনাযুক্ত আজকের এই কলঙ্কিত দিন! আপনারা ভাবতেও পারবেন না আজ আমি কতটা কষ্ট পেয়েছি।'

'শোনা যাচ্ছে, গুলির আওয়াজ পাওয়া গেছে আপনার ইয়ট থেকে,' বলল এক সাংবাদিক। খেলোয়াড়ি রিপোর্টের চেয়ে অনেক রসাল খবর পাবে ভাবছে।

রপ্ত করা সমস্ত অভিনয় ক্ষমতা ব্যবহার করে চেহারা নির্বিকার রেখেছে কাদির ওসাইরিস। 'এমন কিছু আমার কানে আসেনি। যা জেনেছি, সেটা শুনেছি মোনাকো পুলিশের কাছ থেকে। কথা শুনতে এসেছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে এবার জরুরি কাজে যেতে হবে আমাকে।' আবারও ভিআইপি বক্সে ফিরল সে। বোমার মত সব প্রশ্ন ছুঁড়ছে সাংবাদিকরা। কাদিরের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

অপেক্ষা করছিল নাদির মাকালানি ও কিলিয়ান ভগলার।

'এবার?' জানতে চাইল কাদির।

'এ এলাকা থেকে সরে গেছে রানা-লাবনী,' তিক্ত মুখে বলল নাদির, 'মোনাকো পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। পড়ার

কথাও না। মাত্র দশ মিনিটে সীমান্ত পেরোতে পারবে যে-কেউ।'

'আমুন রা-র যে অবস্থা, সর্বনাশ হয়েছে যোডিয়াকের?'

'না, ওটা এখনও অক্ষত। পুলিশ ওই এলাকা থেকে সরলে আরেকটা জাহাজে তুলে পাঠিয়ে দেব সুইটযারল্যাণ্ডে।'

'হায়, ওসাইরিস,' বারকয়েক মাথা নেড়ে চেয়ারে বসে পড়ল কাদির। 'ওরা পালিয়ে গেল কীভাবে?'

'কারণ, প্রথম থেকেই ওই মেয়ের প্রতি তুমি দুর্বল,' কড়া গলায় বলল নাদির। ছোটভাইয়ের রাগের মাত্রা বুঝতে পেরে চমকে গেছে কাদির। 'বারবার সাবধান করেছি! কিন্তু মেয়েলোকটাকে তোমার চাই-ই চাই! বিশ্বাসঘাতকতা করল, তোমাকে বললাম তাকে মেরে ফেলতে! কিন্তু আপত্তি আছে তোমার। এবার মন ভরে দেখো কী হয়েছে!'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে নাদিরের বুকে তর্জনী তাক করল কাদির ওসাইরিস। 'খবরদার! এই সুরে আমার সঙ্গে কথা বলবে না!'

'এসবই হয়েছে তোমার দোষে!' গর্জে উঠল নাদির। ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল কাদির ওসাইরিস। 'আজ পর্যন্ত যা করেছি, তা টেম্পলের স্বার্থে— অথচ বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করে বেঁধে দিলে আমার দু'হাত! আরে, ওসাইরিসের পিরামিডের সব নিজেদের কাছে রাখতে হলে রক্ত মাখতে হবে হাতে। রক্ত না ঝরলে কিছুই হয় না! জরুরি কাজে বাধা দিলে বলেই শত্রুর রক্তের বদলে রক্ত গেল আমাদের পক্ষের!' গলা একটু নামল নাদিরের। এক পা বেড়ে ডানহাত রাখল বড়ভাইয়ের কাঁধে। 'কিছুই কি বুঝছ না, কাদির? যদি সব না পাই, কিছুই থাকবে না শেষে। কিন্তু সেটা হতে দেব না। যা করার করতে দাও আমাকে। ওরা পিরামিড পাওয়ার আগেই খুঁজে বের করব ডক্টর আলমকে— বাঁচতে দেব না ওকে। তুমি নিজেও জানো, ঠিক কথাই বলছি।'

'তা ঠিক,' মেনে নিল কাদির। 'আগেই শোনা উচিত ছিল তোমার কথা, নাদির।'

চোখে-মুখে সন্তুষ্টি নিয়ে মাথা দোলাল নাদির। 'তা হলে আমরা একমত। ওদেরকে খুঁজে নিয়ে খুন করব। সরিয়ে নেব পিরামিডের ভেতরের সব।'

'ঠিক আছে,' বলল কাদির।

'ছোট্ট একটা সমস্যা আছে,' টিটকারির সুরে বলল ভগলার, 'আমরা জানি না তারা কোথায় আছে। এটাও জানি না, কোথায় ওই পিরামিড।'

'সেসব জানতে এক্সপার্ট লাগবে,' বলল নাদির। 'এমন কেউ, যে কি না ভাল করেই জানে মিশরীয় ইতিহাস।'

'লুকমান বাবাফেমি?' জানতে চাইল কাদির।

মাথা নাড়ল নাদির। 'বাবাফেমি বড়জোর লাইব্রেরিয়ান। আমাদের চাই প্রথম শ্রেণীর আর্কিওলজিস্ট...' একটা চিন্তা আসতেই বাঁকা হাসল সে। 'সেই লোক এমন কেউ, যার রাগ আছে ডক্টর লাবনী আলমের ওপর।' মোবাইল ফোন নিয়ে কল দিল সুইটযারল্যাণ্ডে ওসাইরিয়ান টেম্পলে। 'মাকালানি বলছি, যোগাযোগ করো নিউ ইয়র্কে ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ এজেন্সিতে... তাদের জানাবে আমি কথা বলতে চাই ডক্টর ম্যান মেট্য্-এর সঙ্গে।'

একুশ

বিসিআই এজেন্ট জাবেদ আলী জোগাড় করেছে লক্কড়-ঝক্কড়,

পুরনো এক বোট। তবে ইঞ্জিন একদম নতুন। মানুষ পাচারে ওই বোট ব্যবহার করে গ্রিক ক্যাপ্টেন।

রাতের ঘুটঘুটে আঁধারে বোটে চেপে ভোরের আগেই সাইপ্রাসে পৌঁছে গেল রানা, লাবনী ও বেলা।

পরদিন সকালে পরিচিত এক সারেঙকে ঘুষ দিয়ে দুপুরে ফেরিতে উঠল রানারা। রাত আটটায় পোর্ট সাইদের বাইরে থামল ফেরি। নামিয়ে দেয়া হলো ওদেরকে।

আগেই ভাড়া করে রাখা জেলে-নৌকা তীরে পৌঁছে দিল ওদেরকে। লাবনী ও বেলাকে ছোট এক রেস্টুরেন্টে বসিয়ে উধাও হলো রানা। আধঘণ্টা পর ফিরল রেলগাড়ির টিকেট নিয়ে।

রেলস্টেশন থেকে মেইল ট্রেন ছাড়ল রাত দশটায়। কিন্তু ওটার গতিবেগ ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল। অবশ্য চারটের পর থেকে বাড়ল গতি।

এরই ভেতর কায়রোয় বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেণ্ড অফিসার মিতালি গাঙ্গুলির সঙ্গে কয়েকবার কথা হয়েছে রানার। জানা গেছে, গত দু'দিন সীমান্তের কাছে ও কিংস্ ভ্যালির আকাশে ছিল কয়েকটি ড্রোন। সেগুলোর মালিক কাদির ওসাইরিসের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। রানাকে পরামর্শ দিয়েছে মিতালি, উচিত হবে না কোনও গ্রামের মাঝ দিয়ে যাওয়া। হয়তো ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ওদের ছবি। তথ্য দিলে পাবে মোটা অঙ্কের পুরস্কার।

এদিকে বিসিআই এজেন্ট জাবেদ আলীর সঙ্গে ফোন আলাপে রানা জেনেছে, মোনাকো থেকে কোথায় যেন ডুব দিয়েছে কাদির ওসাইরিস, নাদির মাকালানি এবং কিলিয়ান ভগলার।

আজ ভোরের পর দক্ষিণে সোহাগ শহরের কাছে আরও গতি কমাল ট্রেন। শামুকের মত চলছে বুঝে নেমে পড়ল রানারা।

মোনাকো ত্যাগের পর পেরিয়ে গেছে দুটো দিন।

প্রাচীন এক ল্যাণ্ড রোভার জিপগাড়ি পেয়ে সেটাই খুশি মনে ভাড়া করেছে রানা। তারপর থেকে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে এগিয়ে চলেছে মরুময় প্রান্তরে।

কারও কারও ধারণা কায়রোর তাপমাত্রা মাত্রাতিরিক্ত, কিন্তু তাঁরা কাঁদতেন তিন শ' মাইল দক্ষিণের অ্যাবাইদোসে এলে। পাশেই সাহারা মরুভূমি। ভোরের পর কিছুক্ষণ বাইরে রয়ে গেলে মনে হবে ফুটন্ত তেল ঢালা হচ্ছে গায়ে। এক শ' ডিগ্রি ফারেনহাইটেরও বেশি তাপ। কখনও ঝিরঝিরে হাওয়া এলে মনে হচ্ছে ওটা আসছে স্রেফ স্বর্গ থেকে। উড়ন্ত বালি লেগে চট্-চট্ করছে ঘর্মাক্ত শরীর। ভোরের পর এরই মাঝে দুই বোতল পানি শেষ করেছে লাবনী।

কাঠফাটা রোদে বরাবরের মতই নির্লিপ্ত রানা। তবে গা থেকে খুলেছে জ্যাকেট। মাথায় পাতলা ক্যাপ। কিছুক্ষণ পর বলল, 'গরম আরও বাড়তে পারে।'

'এরচেয়ে বড় নরক কোথাও নেই,' মন্তব্য করল বেলা, 'প্রাচীন দালান সবসময় এমন বাজে জায়গায় থাকে কেন?'

একটু পর ছোট এক গ্রাম পেছনে ফেলে অ্যাবাইদোসে ঢুকল ওরা। বিস্তৃত জায়গায় পাথরের বড় মন্দির ও রাজকীয় দালানের ধ্বংসস্তূপ। কিছুক্ষণ পর থামল জিপ ওসেইরেন-এর সামনে। আগে থেকে না জানলে কেউ বুঝবে না এটা কোনও সমাধিস্থল।

টুরিস্ট বলতে দু'চারজন। খাঁ-খাঁ করছে চারপাশ।

টুরিস্টদের জন্যে নোটিসে লেখা: দয়া করে কিছু ভাঙবেন না।

দূরে কয়েকজন পুলিশ। কারও প্রতি আগ্রহ নেই তাদের।

'আমরা কী খুঁজব, বলো তো?' বেলাকে বলল লাবনী। 'তুমি হচ্ছ আমাদের এক্সপার্ট!'

'নিজেকে এক্সপার্ট বলব না,' খুশি হয়ে হাসল বেলা।

‘এবার কী?’

পেছনের প্রায় আস্ত এক দালান দেখাল বেলা। ‘ওটা টেম্পল অভ সেটি। বা স্যাথোস। বাবার জন্যে তৈরি করেন র‍্যামেসেস দ্বিতীয়। খ্রিস্টপূর্ব তেরো শ’ সাল আগে তৈরি। অবিশ্বাস্য আর্কিটেকচার। মিশরের অন্য কোনও মন্দির এমন নয়। ঢোকার পর সামনে একের পর এক হল পাবেন না। এটা একেবারে অন্য কিছু।’

‘কোন্ দিক দিয়ে?’ জানতে চাইল লাবনী।

ওসেইরেনের দিকে তাকাল বেলা। ‘ধরুন, একই সময়ে তৈরি হয়েছে ওসেইরেন আর টেম্পল অভ সেটি। সব বইয়ে তা-ই লিখেছে। কিন্তু তা হয় কীভাবে? আপনি তো আর আপনার মন্দিরের অর্ধেক কাজ শেষ করে আধখাপচা রেখে আরেকটা তৈরি করবেন না! তা-ও আবার একই সময়ে একই জায়গায়! এমন তো আর নয় যে জায়গার অভাব ছিল। একটু দূরেই তৈরি করতে পারত টেম্পল অভ সেটি।’ দিগন্ত পর্যন্ত মরুভূমি দেখিয়ে দিল বেলা। ‘জমির অভাব নেই।’

‘তোমার থিয়োরি কী?’ জানতে চাইল রানা।

‘অনেকের মত আমারও মনে হয়, যিশুর জন্মের তেরো শ’ বছর আগে তৈরি হয়নি ওসেইরেন। আরও পুরনো। ডুবে গিয়েছিল বালির নিচে। পরে র‍্যামেসেস যখন দেখলেন ওটা, অর্ধেক মন্দির তৈরি করেই থেমে গেলেন। চাইলেন না ওসেইরেন ভেঙে ফেলতে। তখন ওসেইরেনের বাঁক ঘুরে তৈরি করা হলো টেম্পল অভ সেটি।’

‘ওসেইরেনকে রেখে দিলেন কেন?’ জানতে চাইল রানা।

‘কারণ, ওটা দেখতে ওসাইরিসের সমাধির মত,’ জবাবটা দিল লাবনী, ‘আসলটা হারিয়ে গিয়েছিল বহু কাল আগেই। র‍্যামেসেস বুঝেছিলেন, আসলটা না পেলেও এটার মূল্য কম নয়।’

‘আমাদের ধারণা ঠিক হলে, ওটার ভেতর কোথাও আছে

ওসাইরিসের চোখ,' বলল বেলা।

'ওই চোখ চেয়ে আছে পিরামিডের দিকে? চলো, ভেতরে যাওয়া যাক।' পাথুরে শক্ত বালি মাড়িয়ে এগোল রানা।

একমিনিট পেরোবার আগেই ওসেইরেন-এ পা রাখল ওরা। খনন করে বের করা হয়েছে জায়গাটা। মনে হয় মস্ত এক কূপ। বড় সিঁড়ির ধাপসদৃশ দেয়াল নেমেছে নিচে। কারুকাজ করা সেটির মন্দিরের মত নয়— রুক্ষ, প্রকাণ্ড একখণ্ড ফ্যাকাসে গ্র্যানেট যেন। কামরাগুলো মোটামুটি নব্বুই ফুট, মেঝেতে জমে আছে সবজেটে পানি।

'পানির উচ্চতা বড়জোর এক ইঞ্চি,' ভরসা দিল বেলা।

'কপাল ভাল বর্ষার সময় আসিনি,' মেঝেতে পা রাখল লাবনী।

উত্তর-পশ্চিমে অন্ধকারমত এক করিডোর দেখে ওদিকে চলল রানা। 'ওদিকটা দেখব।'

'উত্তর এণ্ট্র্যান্স ওদিকে,' বলল বেলা। আরেকবার দেখল গাইড-বুকের ডায়াগ্রাম।

করিডোরে ঢুকে ভুরু কুঁচকে দূরে তাকাল রানা। 'ধস নেমে আটকে গেছে ওদিকটা?' কামরার শেষ প্রান্তে দেয়ালের কাছে থামল। 'ওই চোখ থাকবে পিরামিডের দিকে। ওটা পশ্চিমে। সেক্ষেত্রে ওই চোখ আছে ভেতরের পুব দেয়ালে।'

'ঠিক!' খুশি হয়ে উঠল লাবনী।

পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাক নামিয়ে ফ্ল্যাশলাইট বের করে নিল রানা। পানি ছলকে এগোল ওরা পুবের দেয়ালের দিকে।

খানিকটা হাঁটতেই পানি থেকে উঠে এল মেঝে।

সামনে শুকনো মেঝের ছোট এক ঘর। চোখ পিটপিট করে অন্ধকারে দৃষ্টি সইয়ে নিতে চাইল ওরা। একটু পর বুঝল, বাইরের কামরার মতই এদিকের দেয়ালও মসৃণ, কোথাও কোনও কারুকাজ নেই।

'কিছু দেখছেন?' জানতে চাইল বেলা।

'না,' বিরক্ত হয়ে গেছে লাবনী।

দেয়ালে আলো ফেলে চারপাশ দেখছে রানা। একটু পর দেয়াল বাদ দিয়ে আলো তাক করল বিমের দিকে।

'হ্যাঁ, পেয়ে গেছি!' বলে উঠল বেলা। 'ওই যে!'

আরও ভালভাবে দেখতে ঠিক দিকে আলো ফেলল রানা।

'ওই তো, পাথরের চোখ!' বলল লাবনী। 'ওসাইরিসের!'

পাথরের বিমের গায়ে খোদাই করা, ফুলে আছে চোখ।

'আমিই আবিষ্কার করেছি!' খুশি হয়ে বলল বেলা।

'কপালের জোরে,' বলল লাবনী। 'ভাল আর্কিওলজিস্ট হতে চাইলে শিখতে হবে কীভাবে মেথোডিক্যালি কাজ করতে হয়। ভুলে যেয়ো না, নিয়ম মানেনি বলে হাস্যকর, ফালতু লোক হয়ে গেছে ম্যান মেট্য্। আশপাশের কিছুই যেন চোখ না এড়িয়ে যায়।'

'মাথায় রাখব,' ওর হিরোইনের বকা শুনে ঢোক গিলল বেলা। খারাপ হয়ে গেছে মন।

সেটা টের পেয়ে বলল লাবনী, 'যা করা উচিত, করবে ধীরেসুস্থে, তা হলেই দেখবে কোনও ভুল হবে না।'

'কিন্তু মানুষ ভুল না করলে নতুন কিছু সহজে শেখে না, তাই না, বেলা?' বলল রানা।

'আপনিও ভুল করেন?' অবাক হয়ে ওকে দেখল বেলা।

'সবাই করে,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'শুধু লাবনী করে না!'

চোখ পাকিয়ে ওকে দেখল লাবনী, ঠোঁটে মৃদু হাসি।

আবারও খুশি হয়ে উঠেছে বেলা। বলল, 'আপনাদের যা দারুণ মানাবে না বিয়ে হলে! সত্যিই...'

'এসব কথা এখন বাদ,' লজ্জা পেয়ে বলল লাবনী। তারপর নিচুগলায় বলল, 'ঠিকই বলেছ, বেলা। হয়তো মানাত। কিন্তু তা হবে না। আমরা দু'জনই অনেক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি: অতি-ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের চেয়ে সহজ

বন্ধুত্ব অনেক, অনেক শক্ত বাঁধন। আমরা আসলে বন্ধু চিরকাল। বন্ধুই থাকতে চাই।' বেলার মাথায় হালকা টোকা দিল লাবনী, 'ঢুকল কিছু?'

হাঁ করে চেয়ে রইল বেলা। এই দুটি মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ফুটে উঠল ওর দু-চোখে। ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল ও।

বিমে ফুলে থাকা চোখ ওসাইরিয়ান টেম্পলের লোগোর মতই। 'দেখা যাক কী আছে ওসাইরিসের চোখে,' কম্পাস বের করল রানা। 'দু' শ' পঁচিশ ডিগ্রি।' মানচিত্র নিয়ে মেঝেতে বিছিয়ে নিল। 'তা হলে, আমরা যাব ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে।'

'রুপালি গভীর খাদ,' মন্তব্য করল লাবনী।

মানচিত্র আরও সতর্ক চোখে দেখল রানা। 'ওদিকে মরুভূমিতে কয়েকটা ক্যানিয়ন। যোডিয়াক কী দেখিয়েছে?'

মাথা নাড়ল লাবনী। 'বোঝার উপায় নেই। শুধু জানা গেছে, ওসাইরিসের চোখ চেয়ে আছে রুপালি গভীর খাদের দিকে। পথ শেষে বোধহয় কাজে আসবে যোডিয়াকের অন্য হায়ারোগ্লিফিক্স।'

'আমাদের এখন চাই এমন এক ক্যানিয়ন, যেটার মুখ থাকবে মরুভূমির মেঝের চেয়ে নিচে,' বলল রানা। 'একসময় ওখানে ছিল খাল বা নদী। ওপর থেকে নেমে এসেছে। নইলে তৈরি হতো না ওই ক্যানিয়ন। এই যে...' মানচিত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় তর্জনী রাখল রানা। 'ক্যানিয়ন গিয়ে উঠেছে চওড়া, খোলা মরুভূমিতে। ওদিকেই চেয়ে আছে ওসাইরিসের চোখ।' মানচিত্রে টোকা দিল। 'তার মানে, পশ্চিমে সাত মাইল মত গেলে... এই যে এখানে পিরামিড।'

ঝুঁকে দেখছে লাবনী ও বেলা।

কিন্তু মানচিত্রের বুকে কোনও পিরামিড নেই।

সমতল মরুভূমি।

‘ওটা হয়তো ঠিক ক্যানিয়ন নয়?’ আনমনে বলল লাবনী।

‘দেখা যাক,’ বলল রানা, ‘এখান থেকে পনেরো মাইল গেলে এমন এক এলাকা পাব, যেখানে সহজেই ঢুকতে পারব মরুভূমিতে। সতর্ক থাকলে দুর্ঘটনা হওয়ার কথা নয়।’

পরস্পরের দিকে তাকাল হতাশ বেলা ও লাবনী। জানে, ওদিকের বিরান এলাকায় কোনও পিরামিড নেই।

‘অত মন খারাপ কেন?’ নরম সুরে বলল রানা। ‘প্রথমে ক্যানিয়ন খুঁজব। তারপর যাব ঠিক জায়গায়। দেখবে পেয়ে যাবে ওসাইরিসের পিরামিড।’

‘থাকা তো উচিত, সবই তো মিলে যাচ্ছে,’ বিড়বিড় করল বেলা। ‘আর ওটা পেলেই আমিও আপনাদের মতই হয়ে যাব বিখ্যাত!’

‘তা হলে দেরি কীসের, চলো।’ মৃদু হাসল রানা।

উৎসাহের সঙ্গে বলল বেলা, ‘চলুন, মাত্র পনেরো মাইল ঘুরতে হবে, তারপর এখান থেকে সাত মাইলের ভেতর পাব ওই পিরামিড!’

ওসেইরেন থেকে বেরোবে বলে পা বাড়াল রানা।

ওর পিছু নিল লাবনী ও বেলা।

খর রোদে শুষ্ক, বিরান মরুভূমি ধরে নাচতে নাচতে চলেছে তুবড়ে যাওয়া ল্যাণ্ড রোভার ডিফেণ্ডার। বহুকাল আগেই নষ্ট হয়েছে এয়ার-কণ্ডিশন। জানালা সব খোলা, তবু এমনই গরম, মনে হচ্ছে চুল্লির মধ্যে বসিয়ে দেয়া হয়েছে রানা, লাবনী ও বেলাকে। মাঝে মাঝে পানির বোতলে চুমুক দিচ্ছে ওরা। লাবনী ও বেলা ঠিক করেছে, পারতপক্ষে আঙুলও নাড়বে না।

সিটে দু'জনের মাঝে বসেছে বেলা, চোখ সরাসরি সামনে। একটু পর পর দেখছে ড্যাশবোর্ডে রাখা জিপিএস ইউনিটের ডায়াল। ‘জায়গামত পৌঁছে গেছি না?’

'আরও এক মাইল বাকি,' বলল রানা।

দাউ-দাউ আগুনের হল্কার মত লাফিয়ে উঠছে সামনের বাতাস। এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত কী যেন অবয়ব নিচ্ছে।

উঁচু শৈলশিরা। লক্ষ বছর ধরে তাকে ভেদ করে গেছে নীল নদ।

তেমনই এক খাদের দিকে চেয়ে আছে রানা। ওখানে কালচে ছায়া। 'মনে হচ্ছে ওটাই আমাদের ওই ক্যানিয়ন।'

'হতে পারে,' সায় দিল লাবনী।

কিছুক্ষণ পর ক্যানিয়নের মুখে থামল ল্যাণ্ড রোভার। ক্যাপ পরে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরা।

খাদে ঢুকে চমকে গিয়ে বলল বেলা, 'খেয়াল করুন।'

সূর্যের হলদে আলোয় ক্যানিয়নের দেয়ালে চকচক করছে সাদা কী যেন!

'রুপা! পাথরের গায়ে চিকচিক করছে।' খুশি হয়ে উঠল লাবনী।

ভাল করে দেখবে বলে চোখ থেকে সানগ্লাস নামাল বেলা। 'মিশরে রুপা নেই বললেই চলে। তাই প্রাচীন যুগে ওটাকে সোনার চেয়েও বেশি দাম দেয়া হতো।'

সরু ক্যানিয়নের মেঝে ধীরে ধীরে উঠেছে, ওদিকে চেয়ে আছে রানা। এদিক দিয়ে এগোতে পারবে জিপ নিয়ে।

'যেতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'আশা তো করি পারব,' বলল রানা।

আবারও জিপের পাশে ফিরল ওরা।

ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে সাবধানে এগোল রানা। দু'পাশে দেয়াল, সরাসরি ওপর থেকে পড়ছে না রোদ। কিছুক্ষণ পর খাড়া হয়ে উঠল সরু পথ। একটু পর পর বাঁক। কখনও এতই সংকীর্ণ, আটকে যেতে চাইছে গাড়ির নাক। খুব সতর্ক হয়ে এগোচ্ছে ওরা।

এক জায়গায় ক্যানিয়নের দেয়ালে মস্তবড় এক গর্ত দেখল ওরা। ওখানে জিপ থামাল রানা। 'এই যে আমাদের রুপার খনি।'

টিলার গা কেটে ভেতরে হারিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।

'পুরো খনি খুঁজে হয়তো পাবে এক কাপ সমান রুপা,' বলল লাবনী, 'যোডিয়াকে লিখেছে, মার্কারির পথ ধরে এগোতে হবে। আমরা ভেবেছি বুধগ্রহ। তবে যাই লিখুক, এদিকে কিন্তু কোনও পিরামিড নেই।'

'আছে, দেখতে পাচ্ছেন না,' জোর দিয়ে বলল বেলা।

'তুমি দেখিয়ে দিয়ো,' জিপ নিয়ে আবারও এগোল রানা।

একটু পর আরও খাড়া হলো পথ। ওরা চলেছে গভীর এক নালার ভেতর দিয়ে। অনেক ওপরে এক চিলতে নীল আকাশ। কিছুক্ষণ খাড়াই পথে চলে ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এল জিপ। সামনে ধু-ধু মরুভূমি।

কম্পাস ও জিপিএস দেখল রানা। 'যোডিয়াক দেখিয়ে দিয়েছে ওদিকে যেতে হবে। বেলা, আমার রুকস্যাকে বিনকিউলার আছে। ওটা দেবে?'

কয়েক সেকেণ্ড পর রানার হাতে বিনকিউলার দিল বেলা। 'আপনি কোনও পিরামিড দেখছেন?'

'না। শুধু বালির প্রান্তর।' বিনকিউলার দিয়ে দূরে তাকাল রানা।

'কত দূরে ওই পিরামিড?' লাবনীর দিকে তাকাল বেলা।

'এক আতুর, সিক্স পয়েণ্ট এইট-ফাইভ মাইল।'

দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত দেখা শেষ রানার। নতুন কোঅর্ডিনেট্স্ দিল জিপিএস-এ। দূরে চোখা কিছুই নেই।

'একটু দূরেই থাকার কথা পিরামিড।' হতাশ হয়ে পড়েছে বেলা।

রানা গাড়ি নিয়ে রওনা হতেই একটু পর পর জিপিএস দেখতে লাগল লাবনী।

চার মাইল পেরোল ওরা।

বাকি রইল তিন মাইল।

তারপর দু' মাইল।

শেষে এক মাইল।

আশপাশে দেখার মত আছে শুধু আকাশ আর হলদেটে বালির ঢিবি ও প্রান্তর।

মুখ গোমড়া করে বসে আছে বেলা।

আর মাত্র এক মাইল দূরে থাকবে পিরামিড।

কিন্তু দেখা গেল না কিছুই।

হতভম্ব দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখছে লাবনী।

আর আধ মাইল দূরেই ওদের গন্তব্য।

আশপাশে বালির ঢিবির ঢেউ তোলা মরুভূমি ছাড়া কিছুই নেই।

বিপ্ আওয়াজ তুলল জিপিএস।

ল্যাণ্ড রোভার থামাল রানা। 'ব্যস, আমরা পৌঁছে গেছি।'

দরজা খুলে নেমে পড়ল বেলা। কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেছে চেহারা।

চারপাশে ধু-ধু মরুভূমি ছাড়া কিছুই নেই!

'আমরা সব সূত্র পেয়েছি! অনুসরণ করেছি রুপালি ক্যানিয়ন! তা হলে পিরামিড নেই কেন?'

বেলার কাঁধে হাত রেখে নীরবে সান্ত্বনা দিল লাবনী।

ল্যাণ্ড রোভারের ছাতে উঠল রানা। ভরসা দেয়ার জন্যে বলল, 'হয়তো বালির নিচে চাপা পড়েছে পিরামিড?'

'বালির নিচে?' মাথা নাড়ল লাবনী। 'সম্ভব না। ওটা হবে প্রকাণ্ড। এতই বড়, দশ মাইল দূর থেকেও দেখা যাবে।'

'এত হতাশ হয়ো না, বেলা,' বলল রানা। 'আমরা তো এখনও চারপাশ ভালভাবে দেখিইনি।'

'আর দেখেই বা কী হবে?' কেঁদে ফেলল বেলা। 'আপনাদের কষ্ট দিয়েছি! সবার সময় নষ্ট করেছি! মেরে

ফেলতে চেয়েছে একদল লোক। অথচ, সব বৃথা! হায়, ঈশ্বর, আমি দুঃখিত!'

'কাঁদছ কেন, বেলা? মন খারাপ কোরো না।' বেলাকে জড়িয়ে ধরল লাবনী।

'ডক্টর ম্যান মেট্য্ ঠিকই বলেছিলেন! আমি আস্ত একটা অপদার্থ! কোনও মূল্য নেই! সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে গিয়ে নষ্ট করেছি সবার সময়!' দরদর করে বেলার গাল বেয়ে পড়ছে অশ্রু।

'মন খারাপ করে না, বেলা,' ওর বাহুতে হাত রাখল লাবনী। 'একদিন দেখবে মস্তবড় আর্কিওলজিস্ট হবে। আর তখন...'

'কখনোই কিছু হতে পারব না,' মাথা নাড়ল বেলা। 'জীবনেও কোনও কাজ করিনি। বাবা-মা'র টাকা আছে বলে সবাই দাম দিত। ওই পয়সা আমার না। জীবনে একবার চাইলাম দুনিয়ার কাছে নিজেকে প্রমাণ করব, দেখিয়ে দেব আমিও কিছু করতে পারি! কিন্তু ব্যর্থ হলাম হাস্যকরভাবে!'

জিপের ছাত থেকে বলল রানা, 'তুমি না থাকলে আমরা কিছুই জানতাম না। যোডিয়াক চুরি করে যা খুশি করত কাদির ওসাইরিস। অত ভেঙে পোড়ো না, পিরামিড না থাকার নিশ্চয়ই কোনও ব্যাখ্যা আছে। সেটা জানলেই পাব ওটা।'

'পাব না কিছুই,' বিড়বিড় করল বেলা। দুঃখে থরথর করে কাঁপছে নিচের ঠোঁট।

জিপের ছাত থেকে নেমে পড়েছে রানা। 'চলো, চারপাশ ঘুরে দেখি। কিছু পেয়েও তো যেতে পারি?'

ওকে চেনে লাবনী, তাই ওর মনে হলো কিছু ভাবছে রানা। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী যেন পেয়েছ, তাই না?'

'হুঁ। তবে ওটা পিরামিড নয়।' উত্তর-পশ্চিম দিক দেখাল রানা। 'ওই যে ওদিকে।'

বালি ও পাথর ছাড়া চারপাশে কিছুই নেই, তবুও রানার দেখিয়ে দেয়া জায়গার দিকে তাকাল লাবনী। 'কী?'

ওর চোখে বিনকিউলার দিল রানা। 'ওই যে পাথরগুলো। একটা এল শেপের।'

'হ্যাঁ। তো?'

'ওগুলো সাধারণ পাথর নয়।'

বিনকিউলারের জন্যে অনেক কাছে চলে এল ওদিকের দৃশ্য। কাঠের কুটিরের ঢালু ছাতের মত উঁচু হয়ে আছে প্রকাণ্ড দুই পাথর, ঠেস দিয়েছে পরস্পরের ওপর। নিচে বালি ভেদ করে উঠে এসেছে ত্রিকোণ এক ছোট চূড়া।

সাধারণ পাথর নয়!

মসৃণ!

পাথরের ব্লক!

যেসব ব্লক দিয়ে তৈরি ওসেইরেন, ঠিক তেমন!

'কোনও দালান!' প্রায় ফিসফিস করল লাবনী।

'অথবা তার ধ্বংসাবশেষ,' বলল রানা।

লাবনী ও রানাকে অবাক চোখে দেখছে বেলা। বুঝতে চাইছে, ওরা নিষ্ঠুর কৌতুক করছে কি না। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, ঠাট্টা করছে না কেউ। 'একমিনিট! আপনারা তা হলে কিছু পেয়েছেন? সেটা কী?'

বেলার হাতে বিনকিউলার দিল লাবনী। 'ভাল করে দেখো পাথরগুলো।'

চোখ মুছে বিনকিউলার নাকের ওপর তুলল বেলা। তিন সেকেণ্ড পর বলল, 'আমরা তা হলে বসে আছি কেন?! চলুন!'

'হ্যাঁ, চলো,' হাসল রানা। সবাই গাড়িতে চেপে বসতেই রওনা হয়ে গেল ও।

পাঁচ মিনিট পর কুটিরের ঢালু ছাতের মত আকৃতির দুই পাথরের সামনে থামল ল্যাণ্ড রোভার।

নেমে পড়ল ওরা।

দালানটা বর্গাকৃতির। একেক দিক দৈর্ঘ্যে বারো ফুট।

'এটা মার্কার,' নিজের থিয়োরি জানাল লাবনী। 'নিশানা রাখতে তৈরি করেছিল। ...কিন্তু এটা কীসের নিশানা?'

বিশাল পাথরের ব্লক দেখছে বেলা। 'হয়তো এটা দেখে বুঝে নিত কোন্ দিকে যেতে হবে?'

মাথা নাড়ল লাবনী। 'যোডিয়াক অনুযায়ী, রুপালি গভীর খাদ পেরোবার পর এক আতুর উত্তর-পশ্চিমে গেলে পাওয়া যাবে পিরামিড।'

'যদি নিচে থাকে ওটা?' বলল রানা।

মাথা নাড়ল লাবনী। 'ছোট পিরামিড তৈরি করতেও যে পরিমাণের বালি সরাতে হবে, তা প্রায় অসম্ভব কাজ।'

'তো আমরা পিরামিড দেখছি না কেন?' জানতে চাইল বেলা।

পকেট থেকে যোডিয়াকের ছবি নিল লাবনী। 'এটাতেই কোনও সূত্র আছে। রানা, দেখো তো উত্তরদিক কোন্টা?'

কমপাস দেখল রানা।

কাঁটা দেখে দিক নির্দেশনা খুঁজছে লাবনী। মাথার ওপরে তুলল ছবি। 'উত্তর দিকে তাক করলাম।'

'ছবি নিচে নামাও,' বলল রানা। 'এই দালান রাখা হয়েছে দিক নির্দেশনার জন্যে, ঠিক?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'যোডিয়াকে উল্টো হয়ে আছে পিরামিড।'

'হ্যাঁ, তো?'

'তার মানে, ওটা একটা উল্টো পিরামিড,' বলল রানা। 'আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ ওটার মাথার ওপর।'

'ষষ্ঠতম র‍্যামেসেসের সমাধিতে যেসব ছবি, সব আয়নার প্রতিবিম্বের মত করে আঁকা,' বলল বেলা। 'যমপুরী দেখিয়ে দিয়েছে, যেন মাটির ওপরের দৃশ্য। আরেকটা কথা, স্ফিংসের ভেতরের যোডিয়াক যদি খাফ্রের আগের আমলের হয়,

অন্যসব পিরামিডের চেয়ে বহু আগে তৈরি হয়েছে ওসাইরিসের পিরামিড। তখন হয়তো মাটির ওপর রাখত না ওই জিনিস?'

'অন্যান্য পিরামিডের উল্টো ওটা, মাটির নিচে তৈরি।' শ্বাস আটকে ফেলল লাবনী। 'পরেরগুলো যারা তৈরি করেছে, তাদের হয়তো সাহসই ছিল না ওসাইরিসের নকল করার। অথবা, অত কষ্ট করতেই যায়নি?'

'গাঁয়ের যোগীর ভাত নেই,' বিড়বিড় করল রানা। বসে পড়ল বালির ওপর। এক মুঠো বালি তুলে সরিয়ে রাখল। ওর তৈরি গর্ত দেখাল। 'এমনই গর্ত খুঁড়ে তৈরি করেছে পিরামিড। প্রতি স্তরের কাজ শেষ হলে পাথরের ব্লক গেঁথে উঠে এসেছে। ফলে গ্রেট পিরামিডের মত অত খাটুনি দিতে হয়নি। ওপরে তুলতে হয়নি পাথরের ব্লক, সাহায্য করেছে মাধ্যাকর্ষণ।'

'তুমি তা হলে বলছ, আমরা আছি পিরামিডের ওপর?' যেন মেনে নিতে পারছে না লাবনী।

'আমার কথা ঠিক কি না, তা জানতে হলে গায়ে খাটতে হবে,' ল্যাণ্ড রোভারের পাশে গেল রানা। ফিরল তিনটে কোদাল নিয়ে। ত্রিকোণ পাথরের পাশের বালি দেখাল। 'কাজে নেমে পড়ো।'

'কোথায় খুঁড়ব?' জানতে চাইল বেলা।

'এই ঘরের ঠিক মাঝখানে,' একটা কোদাল বেলার হাতে ধরিয়ে নিল রানা। 'এটা ঠিকই মার্কার। আবার প্রবেশপথও।'

চুপচাপ কাজে নামল ওরা। সূর্যের কড়া আলোয় একটু পর শুকিয়ে গেল সবার গলা। পানি খেয়ে নিল। গর্ত তৈরি করছে, আবার ঝরঝর করে গর্তে পড়ছে বালি। পঁচিশ মিনিট পর রানার কোদালের ফলায় লেগে ঠং আওয়াজ তুলল কী যেন।

নতুন উদ্যমে কাজ করছে রানা।

কিছুক্ষণ বালি সরাবার পর বেরোল চ্যাপ্টা একটা স্ল্যাব।

'আমার মনে হয় দালানের মেঝে,' বলল বেলা।

মাথা নাড়ল লাবনী। 'বোধহয় অন্যকিছু। এসো, ওটার ওপর থেকে বালি সরিয়ে ফেলি।'

পাশেই সেই ত্রিকোণ পাথর। আরও পাঁচ মিনিট কাজ করার পর বালিমুক্ত হলো ছয় ফুট বাই তিন ফুট পাথরের স্ল্যাব। বালি মেখে ভূত হয়ে গেছে ওরা।

'চার কোনা এণ্ট্র্যান্সের ঢাকনি?' বলল লাবনী।

স্ল্যাবের মাঝের জায়গা থেকে বালি সরিয়ে ফেলেছে বেলা। ফিক করে হেসে ফেলল। 'এটা দেখেছেন?'

পাথরের ওপরে খোদাই করা একটা সিম্বল।

ওসাইরিসের ফোলা চোখ!

ড্যাব-ড্যাব করে রানাকে দেখছে লাবনী।

'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না এবার দুই টনি পাথরের চাপড়া সরাব?' আপত্তির সুরে জানতে চাইল রানা।

ওর দিকে চেয়ে আছে বেলাও।

'ও, দলে তা হলে তোমরাই ভারী?' গর্ত ছেড়ে উঠে ল্যাণ্ড রোভারের কাছে গেল রানা। এবার ফিরল ক্রোবার হাতে। স্ল্যাবের কিনারা দেখল। একটা দিকে গুঁতো মেরে ঢোকাল ক্রোবার। হাতলে চাপ দিল দুই হাতে। তাতে সামান্য নড়ল স্ল্যাব। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রানা বলল, 'যত ভারী ভেবেছি, অতটা নয়! বড়জোর হার্নিয়া হবে! লাবনী, গাড়িতে ধাতব স্পাইক পাবে! নিয়ে এসো!'

স্পাইক নিয়ে এল লাবনী। এক এক করে স্ল্যাবের নিচে স্পাইক ভরল রানা, তারপর চাড় দিল ক্রোবার দিয়ে। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর সামান্য সরল স্ল্যাব। কিনারা দিয়ে দেখা গেল নিচে কুচকুচে কালো আঁধার।

গিয়ে ল্যাণ্ড রোভার গাড়িটা খুব কাছে নিয়ে এল রানা। ওটার উইঞ্চ ব্যবহার করল স্ল্যাব ওপরে তুলতে। একপাশ

থেকে ঠেলল স্ল্যাব। কয়েক সেকেণ্ড পর জোরালো খটাং আওয়াজে কাছের দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়ল পাথরের চাঁইয়ের একপাশ। ওটা যেখানে ছিল, সেই বালিজমির মাঝে এখন গোল এক গর্ত।

হাত থেকে বালি ঝরাতে শুরু করে বলল রানা, 'সহজ কাজ।'

'খুব বেশি সহজ,' বলল বেলা, 'অন্যান্য পিরামিডের দরজা সবসময় লুকিয়ে রাখা হত।'

একই কথা ভাবছে লাবনী। মাথা দুলিয়ে বলল, 'হয়তো ভেবেছে এখানে আসবে না কেউ, অথবা আসবে শুধু যাদের আসার কথা। তাই কোনও বাধা তৈরি করেনি।'

'ভাবছ, ভেতরে ফাঁদ পেতে রেখেছে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল লাবনী। 'তা-ই তো মনে হয়।'

'তাই সহজেই পেয়ে গেছি পিরামিড?' বলল বেলা।

'ভেতরে নামলে সবই বুঝব,' বলল লাবনী।

'তার আগে কাজ আছে,' বলল রানা। 'অপেক্ষা করো। দূরে রেখে আসি গাড়ি।'

'মরুভূমির ভেতর কোথায় রাখবে?' জানতে চাইল লাবনী।

'আসার সময় একটা নালা দেখেছি,' বলল রানা। 'গাড়ি রাখলে চট্ করে কেউ খুঁজে পাবে না।'

'খুঁজবে কেন কেউ?' জানতে চাইল বেলা।

'কারণ কাদির ওসাইরিস বলে একজন ধর্মগুরু আছে, আমাদেরকে খুঁজছে,' বলল রানা, 'গত কয়েক দিন ধরেই চোখ রাখছে কিংস্ ভ্যালিতে। এদিকে খুঁজবে না, এমন ভাবার কারণ নেই।'

কথাটা শুনে চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল বেলার। 'ওদিকে অবশ্য নালাটা দেখেছি।'

'গাড়ি রেখে আসছি।' দালান থেকে বেরিয়ে গেল রানা। দরকারি ইকুইপমেন্ট নামিয়ে ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে রওনা হলো। সিকি মাইল গিয়ে গাড়ি নামিয়ে দিল অগভীর নালায়। পনেরো মিনিট পর ফিরল পাথরের দালানে।

ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে লাবনী ও বেলা। প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট ভাগ করে নিল ওরা। দড়ি বাঁধল স্ল্যাবে, তারপর একে একে নেমে পড়ল আঁধার গর্তে।

ছয় হাজার বছর পর আবারও মানুষের পা পড়ছে ওসাইরিসের পিরামিডের ভেতর!

বাইশ

ম্যান হোল সদৃশ গর্ত দিয়ে নেমে এসেছে রানা, লাবনী ও বেলা। এণ্ট্র্যান্স চেম্বারের ছাত আট ফুট উঁচু। ওপর থেকে ঝিরঝির করে পড়ছে মিহি বালি। পরিষ্কার ঘর, তবে বদ্ধ জায়গার বাতাস যেমন হয়, তেমনই গুমোট। নির্মাতারা সমাধি বন্ধ করে চলে যাওয়ার পর পেরিয়ে গেছে হাজার হাজার বছর।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চারপাশ দেখল বেলা।

এই পাতাল ঘর ওপরের বারো ফুট বর্গাকৃতির ঘরের চেয়ে অনেক বড়। কাছের দেয়ালের সামনে থামল ওরা।

'হায়ারোগ্লিফিক্স!' বিড়বিড় করল বেলা। 'অবাক কাণ্ড তো!'

'কীসের অবাক কাণ্ড?' পাশ থেকে বলল লাবনী, 'পড়তে

পারছ?'

'মোটামুটি। একটু অদ্ভুত। অনেক পুরো অক্ষর।'

'দেখতে দারুণ,' সাদা দেয়ালে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল লাবনী। রঙিন হায়ারোগ্লিফ দেখলে মনে হয় আঁকা হয়েছে গতকাল। অক্ষরের মাঝে মাঝে ইজিপ্টের পুরাণের দেবতার ছবি।

রানাও দেখছে দেয়াল। অক্ষরের মাঝে জগৎ-স্রষ্টা সূর্য-দেবতা রা ও উদোম দেহের আকাশ-দেবী নাট। কিন্তু পরিচিত এক দেবতা নেই। 'ওসাইরিস নেই,' বলল রানা।

ওসাইরিস ছাড়া অসম্পূর্ণ প্রাচীন মিশরের ধর্ম।

'হোরাস,' বলল বেলা, 'সেট, আইসিস বা আনুবিসও নেই। শেষেরজন তো সমাধি-দেবতা। তাকে অন্তত দেখব ভেবেছিলাম।'

'এরা ওসাইরিসের সমসাময়িক, বা তার ছেলেমেয়ে,' বলল লাবনী। 'হয়তো তখনও দেবতা হয়নি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই পিরামিড পুরনো রাজ বংশের চেয়েও আগের। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে ওসব দেবতাকে পূজা দেয়া হতো।'

'তা হলে আমরা ঠিকই ধরেছি!' হাসল বেলা।

চেম্বারের আরেকদিকে একটা প্যাসেজের মুখে গিয়ে থেমেছে রানা। 'কারুকাজ করা দুই পিলারের ওদিকে দরজা। নেমে গেছে সিঁড়ির তিনটে ধাপ। তারপর বেশ খাড়া প্যাসেজ।'

'এখনই নেমো না,' বলল লাবনী, 'আগে ভালভাবে দেখা হোক এ ঘর। জরুরি তথ্য পেতে পারি।'

অক্ষর পড়ছে বেলা। 'প্রেতলোকে কী ধরনের বিচার বা পরীক্ষার ভেতর পড়তে হবে, সেসব লিখেছে।'

'জানার মত কিছু পাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জানি না,' বলল বেলা। 'এটা ইজিপশিয়ান বুক অভ দ্য

ডেড-এর আগের ভার্শান।'

'ঘুমাতে যাওয়ার আগে পড়তে হয়, তাই না?' শুকনো হাসল লাবনী। 'স্টিফেনকিংমুন!'

খিলখিল করে হাসল বেলা। আবার মন দিল দেয়ালের অক্ষরে। 'এসব আসলে প্রার্থনা। একেকটা আরিত পেরোবার সময় লাগবে। আরিত মানে একেকটা স্তর। এখানে লিখেছে: "যদি পাপ না করো, বিচার ছাড়া পৌঁছবে ওসাইরিসের কাছে।" তবে এসব লেখা হয়েছে অন্যভাবে।'

'অন্যভাবে মানে কী?' জানতে চাইল লাবনী।

মনে মনে কয়েকটা লাইন পড়ল বেলা। 'এই যে, এখানে লিখেছে: "তুমি প্রবেশ করবে ওসাইরিসের বাড়ির প্রথমতলায়। এটা কম্পিত মহিলার আস্তানা।" মৃতজগতের প্রহরী সে। আরও লিখেছে, "এই মহিলা ধ্বংসের মালকিন।" পুরনো বুক অভ দ্য ডেড-এ আরও লেখা: "কেউ অন্যায় না করলে ধ্বংস না করে আরও নিচের প্রেতলোকে যেতে দেবে।" এখানে লিখেছে: "ওই মহিলা ধাতব।"'

'আর কিছু?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল বেলা। 'প্রার্থনা না বলে এটাকে সতর্কবাণী বলতে পারেন। কোথাও লেখেনি কীভাবে পেরোতে হবে ওই আরিত।'

রানার দিকে তাকাল লাবনী। 'ভয় লাগছে।'

'এগোলেই বুবি ট্র্যাপে?' মাথা দোলাল রানা। 'কম্পিত মহিলার বিষয়ে আর কিছুই নেই, বেলা?'

হায়ারোগ্লিফিক্স পড়ছে বেলা। ক'মিনিট পর বলল, 'এরপর পাবেন আগুনের হ্রদ। পাপীকে গিলে নেবে ওই আগুন। আরও কী যেন লিখেছে, বুঝছি না। এরপর ঝড়-বৃষ্টির মহিলার স্তর। তাকে পার করলে প্রচণ্ড শক্তিশালী মহিলার স্তর। অন্যায়ভাবে ঢুকলে যে কাউকে পিষে ফেলবে। তারপর আছে প্রচণ্ড আওয়াজের দেবী...'

প্রাচীন অক্ষর দেখছে বেলা। একটু পর বলল, 'বিকট আওয়াজের দেবী ছেড়ে দিলে গিয়ে পড়ব রক্ত-মাংস ছিটকে দেয়া ভয়ঙ্কর যন্ত্রের পরীক্ষায়। ওটা পেরোলেও রক্ষা নেই, ওসাইরিসের কাছে যাওয়ার আগে সামনে পড়বে মাথা-কাটা যন্ত্র। এসবই লেখা আছে বুক অভ ডেড-এ। কিন্তু এখানে লিখেছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে।'

'মিথ্যা লেখেনি,' বলল লাবনী, 'প্রেয়ার অভ দ্য ডেড এসেছে এ বর্ণনা থেকেই। ওসাইরিসের সমাধি রক্ষায় যেসব বুবি ট্র্যাপ ব্যবহার করেছে, সে-কথাই উঠে এসেছে প্রাচীন ধর্মে।'

'রক্ত-মাংস ছিটকে দেয়া ভয়ঙ্কর যন্ত্রের পরীক্ষায় পাশ করতে হলে শুধু প্রার্থনায় কাজ হবে না।' ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় নিচে যাওয়া প্যাসেজ দেখল রানা।

'কাজে লাগবে এমন আর কিছুই লেখেনি?' হতাশ হয়েছে লাবনী।

'না,' মাথা নাড়ল বেলা, 'একই কথা বারবার লেখা। ভয়ঙ্কর দেবতা ওসাইরিস! অভিশাপের পর অভিশাপ দিয়েছে! যারা অপবিত্র করবে সমাধি, রক্ষা নেই তাদের! হাজারোভাবে বারবার খুন করবে! ইত্যাদি ইত্যাদি!'

'এখনই মরতে রাজি নই,' বিড়বিড় করল লাবনী। গিয়ে থামল রানার পাশে। পিলারের কাছে একাধিক কারুকাজ করা মিশরীয় দেবতা। দেয়ালে লেখা: নিয়ম না মেনে আরিত পেরোতে গেলেই নির্ঘাৎ মৃত্যু। 'রানা, ঝুঁকি নেয়া উচিত?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কেউ আসেনি এত বছরে। তাতে হয়তো নষ্ট হয়নি ফাঁদ। আবার, হয়তো নষ্ট হয়েছে। ফাঁদ এখন কী অবস্থায় আছে, তা না জেনে বলা মুশকিল।'

'তুমি তো দেখছি পিচ্ছিল আমেরিকান কূটনীতিকদের মত দু-মুখো কথা বলছ,' বিরক্ত হলো লাবনী। তাকাল বেলার দিকে। 'তোমার কী মনে হয়, বেলা?'

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে বলে খুব অবাক হলো বেলা। ‘আমি? আমি কী বলব! আপনারা যা বলবেন, সেটাই মেনে নেব।’

‘জীবনটা তো তোমার,’ বলল রানা।

চুপ করে কী যেন ভেবে নিয়ে বলল বেলা, ‘বহু দূরে চলে এসেছি। আপনাদের কারণে এখনও আস্ত আছি। তাই মনে হচ্ছে, সঙ্গে গেলে কোনও ক্ষতি হবে না। চলুন, যাওয়া যাক!’

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখল বেলা। কিন্তু কাঁধ ধরে ওকে থামাল রানা। ‘তুমি আসবে আমাদের পর। পিছু নেবে, ঠিক আছে?’

‘হুঁ।’

উল্টো পিরামিডে দু’বার নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে কারুকাজ করা দুটো পিলারের মাঝ দিয়ে গেছে ঢালু প্যাসেজ। সামনেই প্রথম আরিত বা স্তর।

‘প্রথম স্তর,’ নার্ভাস সুরে বলল বেলা।

আঁধারে ফ্ল্যাশলাইটের আলো পাঠাল রানা। কী যেন দেখে বলল, ‘বিশাল। বোধহয় অনেক গভীর।’

‘কূপ?’ জানতে চাইল লাবনী।

‘হ্যাঁ, একটু সামনেই।’ গহ্বরের কিনারায় থামল রানা। কূপের ছাত তিরিশ ফুট ওপরে। নিচে আলো পাঠিয়ে বোঝা গেল না গভীরতা। কূপের ওদিকে গেছে অক্সিডাইযড় তামার প্রকাণ্ড দুই পাইপ। ওপাশের দেয়ালে আঁকা দানবীয় এক মহিলা। কূপের ওপর পাথরের সরু এক কলাম বা সেতু।

‘অনিরাপদ,’ নিচু স্বরে বলল লাবনী। ওই সেতু চওড়ায় বড়জোর এক ফুট। বেকায়দাভাবে ঢালু।

সেতুর ওদিকে পুরু, কারুকাজ করা কোনও মেশিনের ওপর পড়ল রানার ফ্ল্যাশলাইটের আলো। দেখল, পাথরের

বিশাল দাঁতওয়ালা দুটো চাকা। তাতে চিকচিক করছে ধাতব কী যেন।

'পাথরের বড় সিলিণ্ডারের সঙ্গে চেইন লাগানো,' রানা বলল, 'পুলিও আছে।'

'পৌঁছে গেছি কম্পিত মহিলার আস্তানায়,' বলল লাবনী।

'চেইনে ওজন চাপলেই ঘুরবে পাথরের চাকা, অমনি সেতুতে ওঠা যে কাউকে চ্যাপ্টা করবে দুই পাইপ,' আন্দাজ করল রানা।

'থরথর করে কাঁপবে সেতু?' বিড়বিড় করল বেলা। 'কিন্তু মেশিনটা চালু হবে কী দিয়ে?'

'আমরাই চালু করব,' তিক্ত হাসল লাবনী। 'সেতুর মধ্যে ট্রিগার করার মত কিছু আছে। ওজন চাপলেই কাঁপবে সব।'

'তা হলে আমরা পেরোব কী করে?'

ব্যাগ থেকে দড়ি বের করেছে রানা। 'চেইন ওজন নিলে বেশিক্ষণ দুলবে না পাথরের সেতু। নিজেকে ঠিকভাবে বেঁধে নেব সেতুর সঙ্গে, এরপর সাবধানে পেরোব।'

কথা শুনে আঁৎকে উঠেছে লাবনী। 'বলো কী! তোমাকে নিয়ে খসে পড়লে?'

'পড়বে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'এ ছাড়া উপায়ও নেই। নইলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এপারে।'

রানার বাহু চেপে ধরেছে লাবনী। 'খুব ভাল করে সেতুতে দড়ি বাঁধবে, ঠিক আছে?'

'নির্ঘাত।' কাজে নেমে পড়ল রানা। দু'বার সেতুর সঙ্গে দড়ি পেঁচিয়ে গিঁঠ দিল। অন্যপ্রান্ত বাঁধল কোমরে। পাথরের কলামে আস্তে করে পা রেখে বিড়বিড় করল, 'রওনা হলাম।'

তাতে কিছুই হলো না।

ঢালু হলেও নড়ছে না সেতু।

হাঁটু গেড়ে বসল রানা, এগোল সাবধানে।

হতবাক হয়ে ওকে দেখছে লাবনী।

সেতুর মাঝে পৌঁছুল রানা, তারপর পেরিয়ে গেল চারভাগের তিনভাগ।

হঠাৎ নড়ে উঠল সেতু। ঠং-ঠং আওয়াজ তুলল চেইন।

দু'হাতে সেতু জড়িয়ে ধরল রানা। অবশ্য, তিন সেকেণ্ড পর থামল চেইনের আওয়াজ। থমথম করছে চারপাশ।

'কী হলো, রানা?' ফ্যাকাসে মুখে জিজ্ঞেস করল লাবনী।

মুখ তুলে সামনে দেখল রানা। 'জানি না, তবে আর নড়ছে না!' পেরিয়ে গেল শেষ কয়েক ফুট। দড়ি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকাল চারপাশে। একটু দূরে দেয়ালে বড় এক ফাটল। ওখান থেকে পড়ে দাঁতওয়ালা চাকার মাঝে আটকে গেছে একটা পাথরখণ্ড। এজন্যেই ঘুরতে পারেনি চাকা। চেইনও দোলাতে পারেনি সেতু।

পাথরের ওই টুকরো হঠাৎ করে খুলে আসবে না, সেটা নিশ্চিত করল রানা। এবার ভর দিলেও বিন্দুমাত্র নড়ল না সেতু। 'একজন একজন করে এসো। তাড়াহুড়ো করবে না।'

প্রথমে সেতু পেরোল লাবনী, তারপর বেলা।

'ভূমিকম্পে নষ্ট হয়েছে যন্ত্র?' আনমনে বলল লাবনী। দেখছে পাশের ফাটল। 'বা হয়তো তৈরির সময়ে ত্রুটি ছিল।'

ঢালু আরেকটা পথ দেখাল রানা। দু'পাশে কারুকাজ করা পিলার। 'পরের আরিত কোন্‌টা যেন?'

'আগুনের লেক,' বলল বেলা। 'বা বলতে পারেন, জীবন্ত খেয়ে ফেলা আগুন!'

'তার মানে আগুন থাকবে,' বলল রানা। 'বদ্ধ জায়গায় ওই জিনিস ভয়ঙ্কর।'

'কপাল ভাল হলে পরের ফাঁদও নষ্ট থাকবে।' পাথরের মেকানিযম দেখছে লাবনী।

'ভাগ্যের ওপর এত ভরসা কোরো না।' সামনের প্যাসেজ ধরে এগোতে লাগল রানা।

প্যাসেজ বেশ ঢালু। হাঁটা কঠিন।

দু'বার নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিল প্যাসেজ।

ঘুরে ঘুরে নিচে চলেছে, বুঝে গেল ওরা।

রানা ভাবছে, ওপরের তামার পাইপ নিচের চেম্বারে যুক্ত কি না। একটু যেতেই পড়ল কারুকাজ করা দুটো পিলার। ওগুলোই বুঝিয়ে দিল, সামনে আরেকটা স্তর বা ঘর।

নাক কুঁচকে গেছে রানার। 'গন্ধ পাচ্ছ?' পিলার পেরিয়ে থামল ও। আলো ফেলল সামনের ঘরে।

কামরা ত্রিশ ফুট দৈর্ঘ্যের। ওপাশে বড় দরজা। তিরিশ ফুট উঁচু ছাত। ওখান থেকে ঢালু হয়ে পনেরো ফুট নেমেছে এক দেয়াল। ছাতে অসংখ্য বৃত্তাকার ফোকর। সেগুলোর ভেতর একটা বড়। চিমনির মত। ছোটসব গর্তের দিকে সন্দেহ নিয়ে তাকাল রানা। মন বলছে, সামনে মস্তবড় বিপদ!

ঘরে জিনিসপত্র বলতে তেমন কিছুই নেই। ওদিকের দেয়ালে গ্রেহাউণ্ডের মত দেখতে এক দেবতার ছবি প্রবেশপথের কাছে তামার হেলমেটের মত বড় কয়েকট গ্লোব। সরাসরি সামনে ধুলোভরা মেঝেতে গর্ত। ওট চারকোনা, তিন ফুট চওড়া। কোনও ধরনের তরলে ভরা এমনই আরেক গর্ত দূরের দরজার সামনে। রানারা যে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে আছে, তার চেয়ে নিচু ঘরের ধুলোভরা মেঝে। একটু ওপরে ছোট দুই চৌবাচ্চার কিনারা।

'ওই ছবির মধ্যে কী যেন খুব অস্বাভাবিক,' বলল লাবনী। 'কিন্তু আগুন কোথায়?'

এ ঘরে বুবি ট্র্যাপ আছে, বুঝতে পারছে রানা। চারপাশ দেখছে সতর্ক চোখে।

'হয়তো নিভে গেছে আগুন?' দাঁত খিঁচিয়ে রাখা দেবতা দেখতে এক পা সামনে বাড়ল বেলা।

'এগোবে না,' মানা করল রানা। ঝুঁকে সামনের চৌবাচ্চায় তর্জনী চুবিয়ে নাকের কাছে ধরল। 'পানি।' আলো ফেলে দেখল, চৌবাচ্চার তিনদিক দিয়ে ঘেরা দেয়াল।

'বড়জোর চার ফুট গভীর। এর সঙ্গে যোগাযোগ আছে ঘরের শেষমাথার চৌবাচ্চার।'

'সুড়ঙ্গ?' বলল লাবনী। 'অদ্ভুত। হেঁটে গেলেই তো হয়।'

'কাজটা সহজ নয়,' বলল রানা, 'অন্য কোনও বিপদ হবে।'

'ওটা কী?' ঘরে আলো ফেলল লাবনী।

ছাতের অসংখ্য গর্ত থেকে মেঝেতে নেমেছে টানটান সব কালো সলতে।

'সলতে থেকেই বোধহয় আসবে মহাবিপদ,' বলল রানা। আলো ফেলল ঘরের মেঝেতে। 'না সরিয়ে এগোতে পারব না।'

'অভাব নেই সলতের,' নানানদিকে আলো ফেলে দেখছে লাবনী। কী যেন মনে পড়তে চাইছে। 'বলো তো, এই ঘরে কী নেই?'

'কী?' প্রতিধ্বনি তুলল বেলা। এক পা সামনে বাড়ল।

'মেঝের স্ল্যাবের মাঝে কোনও ফাঁক নেই,' বলল রানা। 'বড় পাথরের মেঝেতে ওই জিনিস থাকে।' দূরের দেয়ালে আলো ফেলল। 'আগের ঘরে সবচেয়ে বড় ব্লক ছয় বাই দশ ফুটের ছিল। কিন্তু এই মেঝে কমপক্ষে ত্রিশ ফুট দৈর্ঘ্যের।'

'তা হলে কি ধরে নেব এ মেঝে তৈরি মাত্র একটা পাথর থেকে?' জানতে চাইল বেলা। আরেক পা বেড়ে পা রাখল সামনের মেঝেতে। টুপ করে ডুবে গেল গোড়ালি। 'আরেহ্!' হুমড়ি খেয়ে পড়তে শুরু করে আঁৎকে উঠল বেলা।

এক সেকেণ্ড আগেও যা ভেবেছে, সেই মেঝে আসলে তেলতেলে কোনও পদার্থের চৌকো পুকুর।

রানা পেছন থেকে টেনে না নিলে তরলের গভীর চৌবাচ্চায় তলিয়ে যেত বেলা। ভারসাম্য ফিরে পেয়ে বলল, 'এটা কী হলো?' অবাক হয়ে গেছে।

'তেল,' বলল রানা, 'ওপরে ছড়িয়ে আছে বালি। মনে

হচ্ছে মেঝে।'

ছাতের গর্ত দেখছে লাবনী। 'সলতে ছিঁড়লেই দপ্ করে জ্বলে উঠবে ওপরের কিছু। পরক্ষণে শুরু হবে আগুন।'

জুতোর সোল মেঝেতে ঘষল বেলা। 'এই ফাঁদ পেরোব কীভাবে?'

'ডুব সাঁতার কেটে,' পানির ছোট চৌবাচ্চা দেখাল রানা। 'ঘর ভরা আগুন থাকলেও পানির নিচে তা থাকবে না।'

'কাজটা এত সহজ?' সন্দেহের চোখে নকল মেঝে দেখছে লাবনী।

তামার গ্লোবের ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল রানা। 'এসব পরেই আগুন থেকে বাঁচতে হবে।'

'জিনিসটা কী?' জানতে চাইল বেলা।

একটা গ্লোব হাতে নিল রানা। ভেতরে ধরার হ্যাণ্ডেল। মাথায় গ্লোব পরল। শিরস্ত্রাণের মত কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে ভারী জিনিসটা। 'ডাইভিং হেলমেট।' ভোঁতা শোনাল ওর কণ্ঠ।

রানার গ্লোবের চাঁদিতে টোকা দিল লাবনী। 'ভেতরে বেশিক্ষণ অক্সিজেন থাকবে না।'

'একবার সুড়ঙ্গে নামলে এটাই একমাত্র ভরসা,' বলল রানা। চৌবাচ্চা ভরা পানি দেখল। 'মনে হয় না সুড়ঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ছাতের গর্তের। আগুন এড়িয়ে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে উঠতে হবে দুই চৌবাচ্চার মাধ্যমে। ব্যস, জানে বেঁচে গেলে!'

নিজেও গ্লোব পরখ করছে বেলা। 'যা পাতলা, আগুনের তাপে চট্ করে গরম হয়ে উঠবে।'

'তবুও ওটাই বাঁচার একমাত্র উপায়,' বলল লাবনী, 'তুমি নিশ্চয়ই কই-ভাজা হতে চাও না?'

'না, জীবনেও না!' বারকয়েক মাথা নাড়ল বেলা। 'আমি বিশ্বসুন্দরী হতে চাই।'

‘সহজে সাঁতরে ওপারে যাবে, তা হবে না, বিশ্বসুন্দরী,’ বলল রানা। ‘বড় বিপদ লুকিয়ে রেখেছে ওসাইরিসের লোক। প্রথমে যাব আমি।’

‘না, আমি যাব,’ জোর দিয়ে বলল লাবনী।

ডাহা মিথ্যা বলল রানা, ‘পানির নিচে বাধা থাকলে আমাকে সতর্ক করবে এমন কাউকে চাই।’

‘কিন্তু...’

‘কোনও “কিন্তু” নেই,’ মানা করে দিল রানা। এক পা নামিয়ে দিল চৌবাচ্চার পানিতে।

ঢোক গিলল লাবনী। ‘ভেবে দেখেছ, ওই পানি আছে হাজার হাজার বছর ধরে? ভাবলে কেমন শিউরে ওঠে না গা?’

‘শিউরে উঠছি না, তবে পানি গিলতে রাজি নই,’ বলল রানা। একবার প্রাচীন হেলমেট ওপরে তুলে আবার বসিয়ে নিল মাথায়। দু’হাতে ধরেছে ভেতরের হ্যাণ্ডেল। পরক্ষণে ডুব দিল। বেড়ে গেছে চৌবাচ্চার গভীরতা, তবে নাকের ফুটোর নিচেই থাকল পানি। অবাক হয়ে রানা বুঝল, ভেতরের বাতাসের কারণে ভেসে উঠতে চাইছে হেলমেট। সুড়ঙ্গের মাঝ দিয়ে এগোল ও। ছাতে ঘষা খেল হেলমেটের ওপরের দিক।

কী যেন লাগল বুকে, তারপর সরেও গেল।

সুড়ঙ্গের ভেতর ছিঁড়ে গেছে একটা সলতে।

চমকে গেছে লাবনী আর বেলা। ছাতের কাছ থেকে এসেছে ঘষ্টে যাওয়ার আওয়াজ।

‘কীসের শব্দ?’ লাবনীর দিকে তাকাল বেলা।

‘বড় লাইটার জ্বেলে নেয়ার মত আওয়াজ।’ এবার চিৎকার করে বলল লাবনী, ‘রানা! জ্বলে উঠবে আগুন!’ আতঙ্ক নিয়ে ছাতের দিকে তাকাল। খর-খর আওয়াজ তুলছে প্রাচীন পাথর ও ধাতু। যে-কোনও সময়ে ঝলসে উঠবে আগুনের ফুলকি...

ছোট গর্ত থেকে এল আগুনের লালচে ঝিলিক।

সর-সর করে নেমে এল ধোঁয়া-তোলা সাপের মত সরু কিছু ফিতা। পড়ছে ঘরের নানানদিকে। মাত্র কয়েকটা ফিতায় জ্বলছে আগুন। কিন্তু নকল মেঝেতে পড়তেই পুরো ঘর জুড়ে দপ্ করে জ্বলে উঠল লেলিহান আগুন!

অগ্নি লেকের কথা লেখা ছিল হায়ারোগ্লিফে।

এখন সেই নরকেই আছে রানা।

সুড়ঙ্গ পেরিয়ে ঘরের নিমজ্জিত মেঝে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করেছে রানা। শুনছিল নিজের শ্বাসের শব্দ। চারপাশে ঘুটঘুটে আঁধার। কিন্তু হঠাৎ করেই আলোকিত হলো সব। গোটা পুলে জ্বলে উঠেছে কমলা আগুন। প্রচণ্ড তাপে টগবগ করে ফুটছে তেল। বড় দ্রুত গরম হয়ে উঠছে তেলের নিচে পানি, সেইসঙ্গে হেলমেটের হাতল।

ভুলটা এখন বুঝতে পারছে রানা। চট্ করে এগোতে পারবে না পানির কারণে। উঠেও আসতে পারবে না। ওপরে দাউ-দাউ আগুন। পানির নিচে ভয়ঙ্কর এক স্লো-মোশন দুঃস্বপ্নে আটকা পড়েছে ও।

কিন্তু এটা দুঃস্বপ্ন নয় যে জেগে উঠলেই রক্ষা পাবে।

গ্লোবের ওপরে গনগনে আগুন দেখে গলা শুকিয়ে গেছে রানার। চৌবাচ্চায় নামার সময় ছলকে লেগেছে তেল, এখন মশালের মত জ্বলছে প্রাচীন হেলমেটের ওপরের অংশ।

'রানা! ফিরে এসো! সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ো!'

আগুনের কড়-কড় আওয়াজের ওপর দিয়ে আবছাভাবে লাবনীর কণ্ঠ শুনল রানা। বুঝে গেছে, আবার ফেরার মত বাতাস হেলমেটে নেই। এই কামরা বড়জোর তিরিশ ফুট দৈর্ঘ্যের। এগিয়ে চলল রানা। বেশিক্ষণ লাগবে না ওদিকের দরজার কাছে পৌঁছে যেতে।

হামাগুড়ি দিয়ে সামনে বাড়ছে রানা। নাকে পানি লাগছে বলে মাঝে মাঝে আটকে আসছে শ্বাস। হেলমেটের নিচের

অংশ দিয়ে ফ্লোর দেখছে। হায়ারোগ্লিফিক্স। সেগুলোর ভেতর রয়েছে ওসাইরিসের ফোলা একটা চোখ।

ওর ধারণা, বিশেষ কারণেই মেঝেতে রাখা হয়েছে ওটা। হয়তো বোঝাতে চাইছে কিছু। কিন্তু অক্সিজেন কমে আসছে বলে অন্যদিকে মনোযোগ দেয়ার সময় ওর হাতে নেই।

আগুনের তাপে ক্রমেই আরও উষ্ণ হচ্ছে হেলমেটের হাতল। একটু পর সরিয়ে নিতে হবে হাত। সেক্ষেত্রে ভেসে উঠবে গ্লোব। বাতাসের অভাবে ভেসে উঠলেই গনগনে আগুনে পুড়ে মরবে ও!

'ঠং!' করে কী যেন লাগল হেলমেটের সঙ্গে!

আরেকটু হলে হ্যাণ্ডেল থেকে হাত সরিয়ে নিত রানা, ভয় পেয়ে খামচে ধরল ওটা। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, সামনের পথ বন্ধ। মেঝে থেকে উঠেছে পাথরের চওড়া স্ল্যাব। যা ভেবেছে, তা-ই, আগুনের মাঝ দিয়ে সহজে যাবার পথ রাখেনি পিরামিডের নির্মাতারা!

পানির নিচে কাঁকড়ার মত বামে সরল রানা। হাঁটু বাড়িয়ে বুঝতে চাইল পাথরের দেয়াল কোথায় শেষ। ডানহাতে হ্যাণ্ডেল ধরে বামহাতে হাতড়াল পাথরের বুকে। বামে এগোল আরও একটু। এদিকে কোথাও বাধা নেই। কোথায় চলেছে বোঝারও উপায় নেই। স্বাভাবিক রাখতে চাইল শ্বাস। মনে পড়েছে, হেলমেটে আছে সীমিত অক্সিজেন।

ভীষণ রাগ হলো প্রাচীন মিশরীয়গুলোর ওপর। ইহ্! গোলকধাঁধা তৈরি করেছে শালারা! শেষমাথা যদি বন্ধ থাকে?

নিশ্চয়ই কোথাও পথ আছে?

নির্মাতা যদি সত্যিই চাইত ওসাইরিসের সমাধিতে ঢুকতে দেবে না কাউকে, সেক্ষেত্রে বুজে দিত সব সুড়ঙ্গ। একদল পুরোহিত দেবতা করেছিল ওই রাজাকে। তাকে অনুসরণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করত সবাইকে। এদিকে কোনও পথ থাকতেই হবে!

খুঁজে বের করতে হবে ওই পথ!

হাতে সময় নেই!

হেলমেটের ভেতর ফুরিয়ে আসছে অক্সিজেন!

মেঝের ওই হায়ারোগ্লিফিক্স...

দম আটকে পানির নিচে মুখ নিল রানা। ওপরের নারকীয় আগুনের লালচে আলোয় অদ্ভুত দেখাল মেঝে।

একটা হায়ারোগ্লিফিক্স চেনে রানা। সামনে বাড়তেই আবারও দেখল ওসাইরিসের কয়েকটা চোখ। কুচকুচে কালো মণি যেন সরাসরি দেখছে ওকে।

কিন্তু একটা অন্যরকম।

ওই মণি চেয়ে আছে বামে। পাশেই পাথরের ব্লক।

বামহাত বাড়িয়ে অন্ধের মত এগোল রানা। পুড়তে শুরু করেছে হাতল ধরা ডানহাতের আঙুল। সাবধানে আঙুল নাড়ল রানা। কিন্তু আগুনের তাপ থেকে রক্ষা নেই। একটু পর ছেড়ে দিতে হবে হেলমেট। আগুনে পুড়বে ওর মাথা।

মৃত্যু সেক্ষেত্রে নিশ্চিত!

বামহাতে মেঝে ঘষে এগোল রানা। হাত বাড়িয়ে দেয়ার দু'সেকেণ্ড পর টের পেল, সামনেই একটা বাঁক!

বাঁকের কোনা চেপে ধরল বামহাতে। নিজেকে টেনে নিল ওদিকে। সামনের মেঝেতে ওসাইরিসের আরেকটা চোখ। এবার মণি চেয়ে আছে কামরার দূরে। ওটার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে এগোল রানা। কয়েক ফুট যাওয়ার পর পেল আরেকটা চোখ। এবার ওটা দেখাল ডানদিকে।

বেড়ে গেছে আগুনভরা কামরার তাপমাত্রা। ছাতের চিমনি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তেল-পোড়া ধোঁয়া। দু'হাতে মুখ ঢেকে আগুনের দিকে চেয়ে আছে লাবনী, পাশেই বেলা। জ্বলন্ত তেলের পুলের মাঝে চোখে পড়ছে রানার হেলমেট। এদিক ওদিক যাচ্ছে উদ্‌ভ্রান্ত রানা। বাঁচার উপায় নেই। ফুরিয়ে আসছে অক্সিজেন। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হলো

লাবনীর। ওর চোখের সামনে পুড়ে মরবে ওর ভালবাসার মানুষটা, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না!

ওদিকে ওসাইরিসের চোখ দেখে এগিয়ে চলেছে রানা। অক্সিজেন কমে গেছে বলে ঘুরছে মাথা। আটকে আসছে দম। ওপরের আগুনের তাপ অতিরিক্ত উষ্ণ করে তুলছে পানি।

সামনে আরেকটা চোখ দেখে আবার এগোল রানা।

পুড়ে যাচ্ছে হাতল ধরা আঙুল!

গন্তব্য আর কত দূরে?

প্রতিবার দম নিলে ভীষণ জ্বলছে বুক। যে-কোনও সময়ে জ্ঞান হারাবে রানা।

ওই যে আরেকটা চোখ!

ডানদিকে চেয়ে আছে!

গ্লোব ধরা হাত থরথর করে কাঁপছে ওর। হেলমেট থেকে বেরিয়ে গেল একটা বুদ্বুদ। সে জায়গা দখল করল পানি।

পরের চোখ সরাসরি চেয়ে আছে সামনে।

ওদিকে ছায়ামত কিছু।

আরেকটা সুড়ঙ্গ!

হেলমেট নিয়ে পানির নিচে ডুব দিল রানা। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল সুড়ঙ্গে। পাথরের ছাতে গুঁতো দিল তামার হেলমেট। আওয়াজ হলো ঘণ্টির মত।

মাত্র কয়েক পা যেতে হবে... নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে রানা। আর মাত্র...

সুড়ঙ্গ ফুরাতেই উঠতে গেল রানা। পুড়ছে হাত, আঙুল থেকে খসে গেল হেলমেটের হাতল। ঠাস্ করে পানির ভেতর পড়ল তামার গ্লোব। গরম পানি লাগল মুখে। খক-খক করে কেশে উঠে রানা টের পেল, পাতলা রাবারের মত হয়ে গেছে পা। কাত হয়ে পড়ে গেল পানিভরা চৌবাচ্চার ভেতর। জ্ঞান হারাতে শুরু করে মনে মনে চিৎকার করল রানাঃ না, আমি

হারব না!

কয়েক সেকেণ্ড পর ধড়মড় করে উঠে পানি থেকে তুলল মুখ। শক্ত হাতে ধরল চৌবাচ্চার ওপরের কিনারা। ভুস্ করে ফুসফুস থেকে বেরোল কার্বন-ডাই-অক্সাইড। গরম বাতাসে ভরে নিল বুক।

'মাসুদ ভাই উঠেছেন!' চিৎকার করে উঠল বেলা।

'ওহ্, ধন্যবাদ!' বিড়বিড় করে কাকে যেন বলল লাবনী। গলার কাছে চেপে ধরে রেখেছে আটলান্টিসের লকেট। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'রানা! তুমি ঠিক আছ তো?'

আগুনের কড়-কড় শব্দের ওপর দিয়ে বলল রানা, 'খুবই ভাল আছি। কিন্তু জীবনেও আর কোনও পিরামিডে ঢুকব না!'

'সুড়ঙ্গ থেকে বেরোবার পর কী হয়েছে?' জানতে চাইল বেলা।

'পানির তলা দিয়ে এলে মেঝেতে দেখবে ওসাইরিসের চোখ,' বলল রানা, 'চোখে চোখে রাখবে ওসব চোখ। কোনও কোনওটা নির্দিষ্ট দিকে তাক করা। অনুসরণ করলে পৌঁছুবে এ পারে। এবার হেলমেট পরে নেমে পড়ো চৌবাচ্চায়। বেশি খরচ করবে না অক্সিজেন।'

ভীষণ শুকনো মুখে চৌবাচ্চায় নামল লাবনী। তলিয়ে গেল পানির নিচে। ওপরে থাকল গ্লোবের একাংশ। বেঁটে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এগোল হামাগুড়ি দিয়ে। পিছু নিল বেলা।

ঘরের ওদিকে রানা জানে, লেক পেরোবার কাজটা সহজ নয়। শেষদিকে হেলমেটের হাতল এতই গরম হবে, মন বলবে শেষ পর্যন্ত পুড়েই মরছি।

অপেক্ষায় থাকল রানা।

অবশ্য ওর মত করে অসহায়ভাবে এগোতে হচ্ছে না লাবনী বা বেলাকে। মাত্র তিন মিনিটে পৌঁছে গেল দ্বিতীয় চৌবাচ্চার ভেতর। প্রথমে লাবনীকে টেনে তুলল রানা,

তারপর এল বেলা। ভুস্ করে ভেসে উঠল ও।

নাক-মুখ কুঁচকে ফেলেছে লাবনী। 'ওরে, বাবা! পুড়ে গেছে আঙুল!'

'আমার তো আঙুলই নেই!' হাতে ফুঁ দিচ্ছে বেলা। উঠে এল চৌবাচ্চা থেকে।

ফুরিয়ে এসেছে জ্বলন্ত লেকের তেল। চারপাশে ধোঁয়া। কমে আসছে আগুনের তেজ।

'কী হারামি দেখো, কীসব ফাঁদ পেতে রেখেছে!' রেগে গিয়ে বলল লাবনী।

ওয়াটারপ্রুফ ফ্ল্যাশলাইট নতুন করে জ্বেলে নিয়ে বলল রানা, 'আমি অন্য কথা ভাবছি।'

'সেটা কী?' সমস্বরে জানতে চাইল লাবনী ও বেলা।

'পেরোতে হবে আরও পাঁচটা আরিত!'

'বাপরে! খুশিতে ভুষি হয়ে গেলাম,' বিড়বিড় করল লাবনী। কড়া চোখে দেখল বেলাকে। যেন সব দোষ ওর। 'পরের স্তর কোন্টা?'

'ঝড়-বৃষ্টির মহিলার এলাকা,' ঢোক গিলল বেলা।

'বাহ্, খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করছে,' বাঁকা সুরে বলল লাবনী।

'তা হলে চলো নাচতে নাচতেই,' দলবল নিয়ে পরের ঢালু প্যাসেজ ধরে এগোল রানা।

তেইশ

প্যাঁচ খেয়ে পিরামিডের আরও গভীরে গেছে সুড়ঙ্গ। দেয়ালে দেয়ালে কুৎসিত অলঙ্কারের মত দেবতাদের ভয়ঙ্কর সব চিত্র। অন্তর কাঁপিয়ে দেয়া লেখা দেয়ালে। মূল বক্তব্যঃ বিনা অনুমতিতে অনুপ্রবেশ করলে রক্ষা নেই কারও!

অলৌকিক বা আধিভৌতিক বিপদের ভয় রানার নেই, তবে ভাবছে ভয়ানক বিপজ্জনক সব বুবি ট্র্যাপের কথা। আজ তক যত প্রাচীন রহস্যময় দালানে ঢুকেছে, ওগুলোর ভেতর সম্পদ রক্ষা করতে ছিল বিস্মিত করার মত মারাত্মক সব ফাঁদ।

দেবতা-রাজা ওসাইরিসের পিরামিড প্রকাণ্ড এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবন। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই সেই আমলের রাজ বংশ রক্ষা করতে চেয়েছে এটাকে। ফাঁদও সেজন্যেই।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সামনে কারুকাজ করা পিলার দেখল রানা। ওদিকেই আরেকটা আরিত। কিন্তু কয়েক পা যাওয়ার পর বুঝল, সামনে কোনও ঘর নেই। বেশ খাড়াভাবে নেমেছে প্যাসেজ। এটাই একটা আরিত।

'লাবনী, বেলা, আমরা যে আগুনের ঘর থেকে নেমে এসেছি, তার ঠিক নিচে এই প্যাসেজ,' বলল রানা।

যেসব বাঁক ঘুরে এসেছে, সেগুলো মনে মনে খতিয়ে দেখল লাবনী। রানার কথাই ঠিক। প্যাসেজের ছাতের ওপরে আছে পানিভরা ওই ঘরের মেঝে। 'বিপদ হবে ভাবছ?'

'পরের ফাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ঝড়-বৃষ্টির, আর আমাদের মাথার ওপরেই টনকে টন পানি।'

'ঠিক!' ছাতের দিকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো তাক করল লাবনী। প্যাসেজের দু'পাশের দেয়ালে নানান ছবি, কিন্তু ছাতে তা নেই। মনে হলো নিরেট পাথরের ব্লক দিয়ে তৈরি ছাত। 'কোনও গর্ত দেখছি না।'

সতর্ক চোখে চারপাশ দেখছে রানা। 'ছাত ঠিক আছে, কিন্তু সামনে পিলারের ওদিকে প্যাসেজের মেঝের দু'পাশে গভীর নালা। চওড়া হবে চার ইঞ্চি। হয়তো ওখানে গেলেই শুরু হবে বিপদ।'

'আমার তো মনে হচ্ছে সাধারণ নালা,' বলল বেলা।

'ওপরের প্যাসেজে কিন্তু ছিল না,' বলল লাবনী।

পিলারের ওদিকটা দেখছে রানা।

'নতুন করে ভিজতে হবে?' মাথা নাড়ল লাবনী। 'খুন হব ভারী জলপ্রপাত নেমে এলে?'

'আপনার কথা যেন কানে না যায় দেবতাদের!' নার্ভাস হয়ে দু'দিকের দেয়ালের দেবতাদেরকে দেখছে বেলা।

'নিচে যেতে হলে এই প্যাসেজ ধরেই যেতে হবে,' বলল রানা। 'আগে হোক বা পরে, ঘটবে খারাপ কিছু। কী করবে ঠিক করো তোমরা।'

'বহু কষ্টে এ পর্যন্ত এসেছি, এখন পিছিয়ে যাব না,' মৃদু হেসে বলল লাবনী। 'তা ছাড়া, নষ্ট ছিল প্রথম ফাঁদ। পরেরটা পেরোতেও খুব কষ্ট হয়নি। এখনই বা হাল ছাড়ব কেন?'

'এখনও লাল হয়ে আছে আঙুল,' বলল বেলা, 'তবে আছি লাবনী আপার সঙ্গে। মরলে তো একবারই মরব।'

'উচ্চ মম শির,' বিড়বিড় করল রানা। বেলাকে বলল, 'ভাবছ মাথা নিচু করবে না কারও কাছে?'

'মনে আছে শেষ ফাঁদের নাম মাথা-কাটা যন্ত্র?' ঢোক গিলল বেলা।

'প্রয়োজনে মাথা নিচু করে নেবে,' বলল গম্ভীর রানা। 'চলো, যাওয়া যাক।' ঢালু প্যাসেজে আলো ফেলল ও। 'খুব ধীরে হাঁটবে, ঠিক আছে?'

'মাসুদ ভাই, আপনি এগিয়ে যান, আমরা আছি আপনার পেছনে,' মিছিলের স্লোগানের মত করে বলল বেলা।

শামুকের গতি তুলে পিলার পেরোল রানা। বারবার দেখছে মেঝে ও ছাত। তবে পাঁচ ফুট যেতেই থেমে গেল। আলো ফেলেছে ছাতের একাংশে। 'ছাতের ব্লক ক্রমেই আরও বড় হচ্ছে।'

ছাতের ব্লকের সরু সব ফাটল থেকে মাঝে মাঝে পড়ছে মিহি বালি!

চোখ বিস্ফারিত করল লাবনী। 'চুন-সুরকি খুলে আসছে!'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে বেলা। 'মাথার ওপর দানবীয় সব পাথরের ব্লক, ভাল লাগছে না আমার!'

'সাবধানে এগোও,' পাকা চোরের মত এক পা এক পা করে চলেছে রানা। মাঝে মাঝে দেখছে এবড়োখেবড়ো ছাত। আবার দেখছে মেঝে। ভয়ে শুকিয়ে গেছে গলা। কয়েক পা গিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে, ঝড়-বৃষ্টির ভদ্রমহিলা যে-কোনও সময়ে হিসি করে দেবে!'

'সেক্ষেত্রে ভদ্রমহিলা বলা যায় না,' বলল লাবনী, 'মানুষের মাথায় এসব কী?'

'ওপরেই...' আরেক পা এগোল রানা। চমকে গেছে। ওর পায়ের নিচে একটু ডেবে গেছে একটা স্ল্যাব!

রানার মতই পাথরের মূর্তি হয়েছে লাবনী ও বেলা।

দু'পাশের দেয়ালের ওদিক থেকে এল ঘড়ির মত মৃদু ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ। চাপ পড়ে গেছে ট্রিগারে...

ফাঁপা আওয়াজ হলো: ক্লং! কাঠের ওপর পড়েছে ভারী ধাতু। শোনা গেল জলোচ্ছ্বাসের মত শোঁ-শোঁ আওয়াজ।

শত শত টন পানি নেমে আসছে নিচে!

‘জলদি!’ রানা আর কিছু বলার আগেই ছাতের ফাটল বেয়ে ঝরঝর করে নামল ভারী বর্ষণ। বাড়ছে পতনের গতি।

তিরিশ ফুট দৈর্ঘ্যের ছাতের ফাটলের পানি ছিটকে ফেলবে ঢালু প্যাসেজে?

‘অবাক কাণ্ড!’ বলল লাবনী। ‘আমাদের ক্ষতি হবে না।’

‘এই পানি আসল ফাঁদ নয়,’ পেছনের প্যাসেজের ছাত দেখছে রানা। ‘ওটা বিপদ!’ ফাটল ধরেছে ছাতে। হুড়মুড় করে নামছে জলোচ্ছ্বাস। হয়তো ওটার সঙ্গে নেমে আসবে পাথরের ভারী সব ব্লক! ‘লেজ তুলে পালাও!’

‘আপনার মত আমার লেজ নেই!’ ঝেড়ে দৌড় দিল বেলা। বিড়বিড় করে যিশুর কাছে প্রার্থনা করছেঃ ‘বাঁচাও তো, বাপু, পুরো দশটা মোটা মোমবাতি দেব তোমার চার্চে! খেয়াল রেখো, আমি মরলে কিন্তু পাবে না কিছুই!’

ছাতে সাধারণ চুন-সুরকির বদলে ব্যবহার করা হয়েছে মিহি বালি ও গুঁড়ো লাইমস্টোন। তাতে যত্ন করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে পাথরের ব্লক! ঠিকঠাক বসে ছিল এত হাজার বছর। কিন্তু ট্রিগারে চাপ পড়তেই নেমে আসতে শুরু করেছে বিপুল পানি। স্রোতে ভেসে যাচ্ছে লাইমস্টোন ও বালি। নড়ছে ভারী পাথরের ব্লক। ঠং-ঠাং শব্দে লাগছে পরস্পরের সঙ্গে। যে-কোনও সময়ে টুকরো টুকরো হয়ে নেমে আসবে ভাঙা ছাত।

কিন্তু তার চেয়েও বড় বিপদ, ঢালু প্যাসেজে বিপুল পানি তৈরি করেছে জোরালো স্রোত। ছাতের মতই হিসাব কষে মেঝেতেও বসিয়ে দেয়া হয়েছিল স্ল্যাব। পানির স্রোত এখন খেয়ে ফেলছে ওগুলোর মাঝের প্লাস্টার!

নিচের গভীর গহ্বরে ধুপ-ধাপ শব্দে পড়ল প্যাসেজের শুরুর কিছু স্ল্যাব!

‘ওরে, বাবা, মরে গেলাম!’ চড়ুই পাখির মত লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে বেলা।

জানের ভয়ে তিন সেকেণ্ডে ওর পেছনে পৌঁছে গেল রানা ও লাবনী। পাশাপাশি ছুটছে রকেটের বেগে। পেছন থেকে আসছে স্রোত।

ভারী জলধারা খসিয়ে ফেলছে পেছনের মেঝে!

দৌড়াতে দৌড়াতে রানা টের পেল, দেয়ালের পাশে রয়ে যাচ্ছে পেছনের নালা। কিন্তু এতই সরু, ওটা ধরে দৌড়াতে পারবে না ওরা!

'আমার সামনে দৌড়াও!' গলা ফাটাল রানা। তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভারী ও। প্যাসেজের পাথরের স্ল্যাব নিয়ে ওর পতন হলে সঙ্গে যাবে লাবনী আর বেলাও।

'আর পারব না!' পিছিয়ে পড়ছে লাবনী। 'তোমরা যাও!'

বহু নিচের গহ্বরে 'গুড়ুম!' আওয়াজে পড়ল প্যাসেজের কিছু স্ল্যাব! যে-কোনও সময়ে ছাত থেকে পড়বে প্রকাণ্ড সব পাথরের ব্লক! নিচের মেঝেতে বইছে বানের মত ছয় ফুটি উঁচু স্রোত! খলখল আওয়াজে তেড়ে যাচ্ছে রানাদের দিকে!

ঘুরেই লাবনীকে কাঁধে তুলে আবারও সামনের প্যাসেজে ছুটল রানা। খসে পড়ল পেছনের মেঝের স্ল্যাব। প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে রানা। কিন্তু লাবনীকে সহ ওকে ভাসিয়ে নিল জোরালো পানির স্রোত। ছিটকে পড়ল সামনের মেঝেতে।

স্রোতের নিচে লাবনীকে নিয়ে গড়িয়ে চলেছে রানা। ওর তিন ইঞ্চি পেছনের পাথরের স্ল্যাব গিয়ে পড়ল গভীর গহ্বরে। লাবনীকে নিয়ে শেষ একটা গড়ান দিল রানা।

এবার পালা ওদের পতনের!

কিন্তু পেছনে গভীর গর্তে পড়ল প্যাসেজের মেঝের শেষ স্ল্যাব। বহু নিচ থেকে এল ভারী পাথর আছড়ে পড়ার জোর আওয়াজ। পরক্ষণে বিকট আরেক আওয়াজে ধসে গেল পুরো ছাত।

পাশেই কারুকাজ করা পিলার দেখল রানা।

ওরা বোধহয় আছে নতুন আরেক প্রস্থ প্যাসেজের মুখে!

কাছেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেউ, ঘুরে তাকাল রানা। চুনের মত ফর্সা হয়েছে বেলার মুখ। তবে অকৃত্রিম আনন্দের হাসি হেসে ফেলল রানা ও লাবনীকে দেখে। বন্যার পানিতে ভেজা মেঝে থেকে তুলে নিল ওর ফ্ল্যাশলাইট।

পেছনের প্যাসেজে তাকাল রানা। এখন আর ছাত নেই, মেঝেও নেই। ওটা এখন আর কোনও প্যাসেজই নয়!

উঠে বসল লাবনী, হাতে রয়ে গেছে জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইট! কাঁধের ঝুলি থেকে আরেকটা নিয়ে এগিয়ে দিল রানার দিকে।

ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে বাতি জ্বালল রানা।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে ওরা। চুপ করে বসে থাকল ভেজা পাথরের মেঝেতে। একটু দূরেই বড় এক পাথরের বোল্ডারে আঁকা ভয়ঙ্কর চেহারার শক্তিশালী এক ডাকাতনী। বড় বড় পা দিয়ে চ্যাপ্টা করছে পিঁপড়ে!

বুঝতে দেরি হলো না ওদের, এটা কোনও প্যাসেজ নয়। বড় কোনও ঘর। নতুন আরিত!

একটু দূরে ব্যারেলের মত মস্তবড় ধাতব দুই ফাটল ধরা রোলার। টুপ-টুপ করে ও-দুটো থেকে পড়ছে বানের পানির ফোঁটা। লেংচে লেংচে এখনও ঘুরছে রোলার।

ভূমিকম্পের জন্যে সম্ভবত নষ্ট হয়েছে ওসাইরিসের সমাধির কয়েকটা ফাঁদ। সময়ের আগেই ধসে গেছে প্যাসেজের মেঝে। যথেষ্ট স্রোত ওদেরকে আছড়ে ফেলতে পারেনি রোলারের ওপর, নইলে কিমা হয়ে যেত ওরা।

'কেউ চোরের মত ঢুকলে পিষ্ট করবে শক্তিশালী মহিলা,' বলল বেলা, 'কিন্তু আমরা ঢুকেছি আইনগতভাবেই। কিছুই করতে পারবে না পুরনো ওই দুই রোলার।'

'এত বড় পা-ওয়ালা কাউকে ভদ্রমহিলা বলতে পারব না,' বলল লাবনী।

ক্লান্তি ও ভারী ব্যাগের ওজনে পিঠ ভেঙে আসছে রানার। কাঁধে চোট পেয়েছে মেঝেতে গড়াবার সময়। শুকনো গলায়

জানতে চাইল, ‘তোমরা পরের আরিতের জন্যে রেডি তো?’

বেলাকে দেখে নিয়ে বলল লাবনী, ‘হ্যাঁ। কপাল ভাল। একইসময়ে পেরিয়ে গেছি দুটো ফাঁদ!’

‘আরও তিনটে আছে,’ ঢোক গিলল বেলা।

‘পেছনে ফেলে এসেছি চারটে, সামনে কম,’ বলল রানা, ‘তা হলে চলো, খুঁজতে যাই পরের আরিত।’

উঠে রওনা হলো ওরা।

ঘর পেরোতেই সামনে পড়ল আবারও ঢালু প্যাসেজ।

হাঁটতে হাঁটতে বলল বেলা, ‘নিচে কোথাও আছে বিকট শব্দের দেবী!’

উল্টো পিরামিডের ওপরের ঘরে বাতাসে ওড়া বালি ছাড়া নড়ছে না কিছুই। মরুভূমির চারপাশ থমথমে নীরব। কিন্তু একটু পর উত্তর-পুব থেকে এল হালকা একটা আওয়াজ।

বাড়তে লাগল ওই শব্দ।

দিগন্তে দেখা দিল ধূসর কিছু। তাপ বেশি বলে ঝলমল করছে দূরে মরীচিকা। পাক খেয়ে উড়ছে ধুলোর মেঘ। তবে বালিঝড় নয়। সে তুলনায় অনেক ছোট। সরাসরি আসছে পাথরের প্রাচীন কুটিরের দিকেই!

উড়ন্ত বালির মাঝে পাক খেয়ে উঠছে ধূসর-কালো কিছু। বাড়ছে ইঞ্জিনের চাপা আওয়াজ। সাঁই-সাঁই করে ঘুরছে প্রচণ্ড বেগে প্রপেলার ব্লেড।

তবে ওটা কোনও এয়ারক্রাফ্ট্ নয়।

প্রকাণ্ড হোভারক্রাফ্ট্ যুবর-ক্লাস অ্যাসল্ট ভেহিকেলের ব্রিজের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে নাদির মাকালানি। ওর বাহন সহজেই বহন করতে পারে ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য ভেহিকেল। চলতে পারে পৃথিবীর প্রায় সব কঠিন জমিতে। গ্রিক নেভি চারটে যুবর কিনলে তাদেরকে অনুকরণ করেছে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ। ভূমধ্য এলাকার শত্রুদের ভয় দেখাতেই রাশানদের

কাছ থেকে কেনা হয়েছে প্রকাণ্ড দুই যুবর।

অফিশিয়াল সার্ভিসে যাওয়ার আগে এখনও ট্রায়ালে আছে ওগুলো। এখান থেকে ষাট মাইল দূরে নির্জন এলাকায় হচ্ছে ট্রায়াল। তবে, ব্রিজের দ্বিতীয় লোকটা এদিকের মরুভূমিতে নিয়ে এসেছে এই যুবরটাকে।

'দারুণ জিনিস,' জেনারেল খালিদ আসিরকে বলল নাদির মাকালানি। 'কাজ শেষ হলে হয়তো এই জিনিস ধার দেবে আমাদের কোনও মন্দিরের জন্যে! তবে জানি না, পার্ক করব কোথায়।'

'যেখানে খুশি রাখবে, দোস্ত!' হাসল জেনারেল আসির। 'কেউ আপত্তি তুললেও চিন্তা নেই, এটার সঙ্গে আছে রকেট লঞ্চার আর গ্যাটলিং গান।' নিচে ফোর ডেকের টারেট দেখাল সে। 'কারও দিকে ছয় ব্যারেলের কামান তাক করলে চট্ করে বুজে ফেলে মুখ।'

'মৃত্যুভয় সব সময়েই কাজে আসে, তাই না?' পরস্পরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল নাদির মাকালানি ও জেনারেল খালিদ আসির। 'আর কয় মাইল, দোস্ত?'

'বড়জোর এক মাইল, স্যর,' বলল পাইলট।

'গুড।' ব্রিজের পেছনের ওয়েপন্স রুমে ঢুকল নাদির। উঁচু গলায় বলল, 'সামনেই কোঅর্ডিনেট্স্।'

এই ঘরে আছে কয়েকজন যুবর ক্রু, কাদির ওসাইরিস, কিলিয়ান ভগলার, ডক্টর লুকমান বাবাফেমি এবং নাদিরের দলের নতুন এক সদস্য।

'ডক্টর মেট্য্, আপনি শিয়োর তো ঠিক জায়গা খুঁজে পেয়েছেন?' আর্কিওলজিস্টের কাছে জানতে চাইল কাদির ওসাইরিস।

'এর চেয়ে বেশি শিয়োর কখনও হইনি,' তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে বলে বিরক্ত ম্যান মেট্য্। 'যোডিয়াকের উল্টো পিরামিড, নীল নদ, রুপার ক্যানিয়ন আর ওসেইরেনের

অবস্থান, সবই বলে দিয়েছে।' নিজের ল্যাপটপ দেখাল সে। ওটায় এক উইণ্ডোতে মরুভূমির স্যাটেলাইট ইমেজ, দূরত্বের লাইনের মার্কিং ও ডিরেকশন, অন্য উইণ্ডোতে আইএইচএর বিশাল ইজিপশিয়ান ডেটাবেস ও ওসেইরেনের ওসাইরিসের চোখের ইমেজ। 'হয় ওখানে থাকবে ওই পিরামিড, নয়তো কখনও কোথাও পাওয়া যাবে না খুঁজে।'

'পাওয়া গেলেই আপনার ভাল,' হুমকির সুরে বলল নাদির মাকালানি।

বিরক্তি আরও বাড়ল ম্যান মেট্য্-এর। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'পয়সা নিলে নিজ কাজ ঠিকভাবেই করি। কাজেই দয়া করে হুমকি দিতে আসবেন না।' কাদির ওসাইরিসের দিকে তাকাল সে। 'অবাক কাণ্ড, আজ থেকে মাত্র দু'সপ্তাহ আগেও আমাকে কিনতে চাইলে, এককথায় উড়িয়ে দিতাম আপনার প্রস্তাব। ...কিন্তু আজ? স্ফিংসের ওই দুর্ঘটনার পর আমিও চাই আমার প্রাপ্য বুঝে নিতে।' চাপা রাগে বিকৃত হলো তার মুখ। 'দুনিয়ার সব দৈনিক পত্রিকায় ছাপার কথা ছিল আমার ছবি, কিন্তু তার বদলে ওখানে থাকল ডক্টর লাবনী আলম। আমাকে হাস্যকর বাঁদর বানিয়ে ছেড়েছে সে। এখন যথেষ্ট টাকা পেলে একটু কমবে আমার ক্ষতি।'

ওয়েপন্স অফিসার ডাকতেই ঘরে ঢুকল খালিদ আসির। মনিটরে কী যেন দেখাল ওয়েপন্স অফিসার।

ভুরু উঁচু করল কাদির ওসাইরিস। 'ডক্টর মেট্য্, আপনি লাবনী আলমের কথা তুললেন বলে একটু অবাকই লাগছে।'

'অবাক লাগছে কেন?'

'কারণ, আমার ভুল না হলে আবারও আপনাকে হারিয়ে দিয়েছে সে।' আকাশের ড্রোন থেকে যুবরে আসছে ইমেজ। সিকি মাইল দূরে এক নালায় পড়ে আছে পুরনো এক তুবড়ে যাওয়া ল্যাণ্ড রোভার ডিফেণ্ডার।

ওদিকে হোভারক্রাফটের টার্গেটিং সিস্টেম দেখাচ্ছে

পাথুরে দালানে কয়েকটা কোদাল। লোহার তৈরি যে-কোনও জিনিসের ওপর লক হয় ওয়েপেনারি কমপিউটারের কার্সার।

'ও, আগেই পৌঁছে গেছে বেটি?' মনিটরে চোখ রেখে রাগে লাল হলো ডক্টর মেট্য্।

তাকে দেখে বাঁকা হাসছে ভগলার।

'প্রতিযোগী হলেও এখন কাজ করছে আমাদের জন্যেই,' বলল কাদির, 'আশপাশে কেউ নেই। তার মানে, পিরামিডে ঢোকার পথ খুঁজে বের করেছে সে। কষ্ট করে একগাদা বুলডোযার বা ডিগার আনতে হবে না!'

ব্রিজে গিয়ে দাঁড়াল কাদির ওসাইরিস। পিছু নিয়ে ওই ঘরে ঢুকল নাদির মাকালানি ও ভগলার। সামনে বিছিয়ে আছে ফ্যাকাসে হলদে মরুভূমি। একটু দূরেই পাথরের কুটিরের মত দালান। পাঁচ শ' টন হোভারক্রাফটের বেগ কমাল পাইলট। স্টার্নের ওপরে হ্রাস পেল ঘুরন্ত তিন বিশাল প্রপেলারের গতি।

'আপনার লোক সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত?' খালিদ আসিরের কাছে জানতে চাইল কাদির ওসাইরিস। 'একবার সরকারের কানে এ বিষয়ে কিছু পৌঁছুলে...'

'খালিদের হয়ে তোমাকে কথা দিচ্ছি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল নাদির। 'আগেও আমার জীবন বাঁচিয়েছে ও।'

'আর আমার লোকের হয়ে শপথ করছি,' বলল জেনারেল আসির। 'মাত্র কয়েকজনকে এনেছি। নিজে বেছে নিয়েছি তাদেরকে।' বাঁকা হাসল সে। 'যথেষ্ট টাকা পাচ্ছে, কাজেই আপনার সবই গোপন রাখবে ওরা।'

'গুড।' প্রাচীন কুটিরের দিকে ফিরল কাদির। শেষ ক'ফুট এগিয়ে থামল যুবর। প্রকাণ্ড রাবারের কুশন চেপে বসল বালির ওপর। ভুস্ করে চারপাশে ছিটে গেল একরাশ বালি। 'বেশ, চলুন, ওসাইরিস আর ডক্টর লাবনী আলমকে খুঁজে বের করি।'

চব্বিশ

'বাপরে!' গহ্বরে আলো তাক করে ওপরে ঘুটঘুটে কালো ছাড়া আর কিছুই দেখছে না লাবনী। 'এত উঁচু!'

'জানো, আছি কোথায়?' দূরের দেয়ালে দুটো পাইপ দেখছে রানা। 'ওপরের সেতুর যন্ত্রপাতি কাজ করলে এতক্ষণে এই মেঝেতে থাকত আমাদের ফাটা লাশ। অন্তত দু' শ' ফুট ওপরে ওই সেতু।'

মনের খাতায় পুরো পিরামিড এঁকে নেয়ার চেষ্টা করল লাবনী। 'সর্বনাশ! তা হলে তো এটা গ্রেট পিরামিডের সমান! বা আরও বড়!'

'ওই কারণেই পরে আর কোনও রাজা খুফুর পিরামিডের মত বড় কিছু তৈরি করতে চায়নি,' চিন্তিত স্বরে বলল বেলা। 'কিন্তু ওই পিরামিড যদি ওসাইরিসেরটার সমানও হয়, অন্যরা হয়তো সাহসই পায়নি ওসাইরিসকে ছোট করার।'

পাইপে মনোযোগ দিয়েছে রানা।

ওগুলো সংযুক্ত। একটা বেশ সরু। তবে গোড়ার কাছে মোটা, গিয়ে মিশেছে অনুভূমিক এক স্লটে। ওপরে আঁকা মস্ত হাঁ করা এক মহিলার মুখ।

'চার্চের অর্গ্যানের মত,' বলল রানা, 'বাতাস কোনওভাবে ভেতরে পাঠালে শুরু হয় জোরালো আওয়াজ।'

'খুলে বলো কীভাবে কী হয়,' বলল লাবনী।

'অন্য টিউবে কিছু পড়লে তখন ওটা কাজ করে পিস্টনের

মত।' পাইপের কাছেই একটা প্যাসেজ। ধাতব গেট আছে। আপাতত বন্ধ। 'আমার ধারণা, ওই গেট খুললেই চালু হবে ফাঁদ। এই ঘর জুড়ে আরম্ভ হবে প্রচণ্ড আওয়াজ।'

'তো কী করা উচিত?' চিন্তিত চেহারায় রানাকে দেখল লাবনী।

গেটের দিকে চলল রানা।

'সাবধান, রানা!' সতর্ক করল লাবনী।

'গেট খুলছি না। তবে চাই ট্রিগার করতে যন্ত্রটা।'

'কিন্তু গেট না খুললে...' শুরু করেছিল বেলা...

কিন্তু রানার পায়ের নিচে চাপ খেয়ে ডেবে গেল এক স্ল্যাব।

'সর্বনাশ,' ফ্যাকাসে চেহারায় রানাকে দেখল লাবনী।

'জলদি অন্য প্যাসেজে ঢোকো!' ফিরতি পথে পা বাড়াল রানা। ওর দেখাদেখি লাবনী ও বেলা।

কিন্তু প্রথম প্যাসেজের মুখে সড়াৎ করে নেমে এল দ্বিতীয় গেট। দেখতে জেলের শিকের তৈরি দরজার মত। ভয় পেয়ে এক পা পিছিয়ে গেছে বেলা। শুরু হয়েছে গভীর ও বিষণ্ন এক চাপা আওয়াজ। খুব দ্রুত বাড়তে লাগল ওটা।

একটু দূরে যেন চালু হয়েছে জেট ইঞ্জিন।

স্লট থেকে বেরোল দমকা হাওয়া। দীর্ঘ পাইপে বাড়ি খেয়ে বাড়ছে আওয়াজ। যেন থরথর করে কাঁপছে গোটা ঘর। মেঝে থেকে লাফিয়ে উঠছে ধুলোবালি। দেয়াল থেকে খসে পড়ছে রঙ ও প্লাস্টার।

মানসিক ও শারীরিক কষ্টে পড়েছে রানা, লাবনী ও বেলা। ফুঁপিয়ে উঠল লাবনী, 'হায়, আল্লা! আর সহ্য করতে পারছি না!' কেমন যেন করছে ওর বুক। সেই সঙ্গে বমি-বমি ভাব। 'বুম! বুম!' শব্দে কাঁপছে সারাশরীর। দু'হাতে গেটের নিচের শিক ধরে প্রাণপণে ওপরে তুলতে চাইল। কিন্তু উঠল না ভারী গেট।

ওদিকের গেটের সামনে পৌঁছে গেছে রানা। ওর পক্ষেও সম্ভব হলো না শিকের দরজা তোলা। পাইপের দিকে ঘুরে তাকাল। চিৎকার করে বলল, 'স্লটে কিছু গুঁজে দিতে হবে!'

বজ্রপাতের মত বিকট শব্দের মাঝে রানার কথা প্রায় শুনতেই পায়নি লাবনী। অবশ্য, বুঝেছে কী করতে হবে। ব্যাকপ্যাক নামিয়ে মেঝেতে ফেলল ভেতরের সব। বেছে নিল নাইলনের দীর্ঘ দড়ি। ওটা দিয়ে তৈরি করছে বল। একই কাজ করল বেলা। ওদিকে পাইপের সামনে পৌঁছেছে রানা। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে কুঁচকে গেছে চেহারা। নিজের ব্যাগ থেকে জ্যাকেট নিয়ে বল তৈরি করে গুঁজে দিল স্লটে। বাতাস বেরোবার পথ আটকে যাওয়ায় আরও তীক্ষ্ণ হয়ে সামান্য পাল্টে গেল আওয়াজের তীব্রতা।

থরথর করে কাঁপছে পাথুরে মেঝে। টলতে টলতে রানার কাছে পৌঁছুল লাবনী ও বেলা। ওদের বাড়িয়ে দেয়া নাইলনের বল নিয়ে স্লটে ঠাসল রানা।

হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইট ফেলে দু'হাতে কান চেপে ধরল লাবনী। অন্যরাও আছে মস্ত বিপদে। কান চেপে ধরলেও রক্ষা নেই। বুকে ঢুকে যেন সব ছিঁড়ে ফেলছে ভয়ঙ্কর আওয়াজ।

কাঁপছে পিরামিড। ওপরের বিশাল গহ্বর থেকে ঝরঝর করে ঝরছে চুন-সুরকি। নিচের মেঝেতে ঠুস্-ঠাস-ধুম শব্দে পড়ছে ছোট-বড় পাথর! প্যাসেজের দেয়ালে তৈরি হচ্ছে ফাটল। এই বিকট আওয়াজ না থামলে মস্তবড় ক্ষতি হবে ওসাইরিসের পিরামিডের।

দড়ির বল ও জ্যাকেটের গোলা স্লটে আরও ঠেসে দিল রানা, কানের ব্যথায় খিঁচিয়ে গেছে মুখ। ওপরের দিকে বন্ধ করা পাইপ অর্গ্যান। বাতাস শুধু বেরোচ্ছে স্লটের মাধ্যমে। এখন কোনওভাবে তীব্র বাতাস ঠেকাতে পারলে...

একটু একটু কমছে কম্পনের মারাত্মক রণন। রানা বুঝে

গেছে, প্রাণে বাঁচতে হলে দড়ির বল ও জ্যাকেটের গোলা আরও ঠেসে রাখতে হবে। বাতাস ফুরালে থামবে বিপজ্জনক মেশিনের গর্জন।

তিরতির করে কাঁপছে পাইপ। ভয়ঙ্কর চাপ তৈরি করছে ভেতরের বাতাস। অর্গ্যানের মুখে স্লেজহ্যামারের মত প্রচণ্ড বাড়ি দিল কমপ্রেস্ড্ বাতাস। স্লট থেকে ছিটকে বেরোল গুঁজে রাখা কাপড় ও দড়ি। ওগুলোর ধাক্কা খেয়ে পেছনের মেঝেতে পড়ে চিতপাত হলো রানা। প্রকাণ্ড দানবের বিশ্রী কাশির মত বিকটভাবে খুক করে উঠল অর্গ্যান। এত ভয়ানক ভারী শব্দ আগে জীবনেও শোনেনি রানা। ওকে কোলে নিয়ে হরিকম্প করছে মেঝে। নতুন উদ্যমে চলল ভীষণ গম্ভীর হুঙ্কার। দেয়াল থেকে পড়ছে প্লাস্টার, ফেটে যাচ্ছে মেঝে।

লাবনী ও বেলাকে মেঝেতে কুঁকড়ে থাকতে দেখল রানা। নিজে ধড়মড় করে উঠে কুড়িয়ে নিল ফ্ল্যাশলাইট। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। পাইপের নিচের অংশে ফেলল আলো। স্লট আটকে কাজ হয়নি, কিন্তু নিশ্চয়ই কোনও উপায় আছে এই ইস্রাফিলের শিঙা বন্ধ করার!

কানের কনকনে ব্যথা সহ্য করেও বিড়বিড় করল রানা, তুমি হয়েছ মিউযিক ইন্সট্রুমেণ্টের কারিগর? পরক্ষণে ভাবতে লাগল, কীভাবে তৈরি করা যায় অর্গ্যান।

দুই পাইপের একটায় আছে পিস্টন। ওটা পড়তে শুরু করলে চাপ খেয়ে নিচে ছুটবে বাতাস। কিন্তু বেরোবার পথ সংকীর্ণ, তাই পিস্টনের পতনের গতি কমিয়ে দেবে বাতাস। ওদিকে অর্গ্যান পাইপের নিচে বালিঘড়ি আকৃতির চিমটা আরও কমিয়ে দেবে বাতাস বেরোবার পথ।

তৈরির নিয়মটা মনে পড়তেই রানা বুঝল, কী করতে হবে ওকে। হামাগুড়ি দিয়ে গেল ব্যাগের কাছে। বের করে নিল হাতুড়ি। আবার ফিরল তীব্র অথচ ভারী আওয়াজের অর্গ্যানের কাছে। জানে, চিৎকার করলেও নিজের কানেই পৌঁছাবে না

তা।

একদিকের দেয়ালে চড়-চড় করে ধরল ফাটল। ঝরঝর করে ঝরল চুন-সুরকি ও পাথরের চল্টা।

পরক্ষণে অর্গ্যানের পাইপে হাতুড়ি নামাল রানা।

ধাতুর জিনিসটায় তৈরি হলো সামান্য ফাটল।

স্লট থেকে এল করুণ এক তীক্ষ্ণ, প্রলম্বিত আর্তনাদ।

আবারও পাইপে হাতুড়ি নামাল রানা।

আবারও!

এবার বড় ফাটল ধরল পাইপে।

বড় ঢেকুর তোলার শব্দে ভুস্-ভুস্ করে বেরোচ্ছে বাতাস। দ্রুত কমতে লাগল গম্ভীর আওয়াজ।

ঝনঝন করছে মাথা, মেঝেতে বসে পড়ল রানা। এখনও চলছে জেট ইঞ্জিনের আওয়াজ। কিন্তু অন্যরকম আওয়াজও পেল।

খটাং-খটাং-খটাং!

বাড়ছে ওই শব্দ। আসছে ওর দিকেই!

ভয় পেয়ে একপাশে ডাইভ দিল রানা। পরক্ষণে যেখানে ছিল, সেজায়গার ওপর দিয়ে উড়ে গেল পাইপের ভাঙাচোরা, ধারালো অসংখ্য টুকরো। পাইপে আছে খুব ভারী, তীব্রগতি কিছু, ওটা ধুম করে মেঝেতে পড়ে তৈরি করল ছোটখাটো এক শুকনো পুকুর।

পিস্টন!

বাতাস বেরিয়ে যেতেই ওটাকে ঠেকাবার কিছুই ছিল না। তুমুল বেগে নেমে এসেছে মাধ্যাকর্ষণের টানে।

তবে ওই মহা পতনের পাঁচ সেকেণ্ড পর আপত্তিকর ছোট তিনটে পুট্-পুট্-ফ্যাড়াৎ শব্দে চিরকালের জন্যে চুপ মেরে গেল দেবতা-রাজা ওসাইরিসের প্রলয়ঙ্করী অর্গ্যান!

মেঝেতে উঠে বসল রানা। ফুট পাঁচেক দূরে লাবনী ও বেলা। ওর দিকেই চেয়ে আছে। চোখে কেমন এক লজ্জা।

সবার আগে মুখ খুলল লাবনী, 'কানে কিছু শুনছ, রানা বা বেলা?'

'কান ঝনঝন করছে, কিন্তু শুনছি,' বলল বেলা।

উঠে বসেছে ওরা দু'জন।

'রানা?' আবারও বলল লাবনী।

'হুঁ।' ফ্ল্যাশলাইট কুড়িয়ে নিল রানা। 'তোমরা সুস্থ?'

নীরবে মাথা দোলাল লাবনী ও বেলা।

উঠে ওদিকের গেটের সামনে গেল রানা। চেষ্টা করল শিকের গরাদে ওপরে তুলতে।

ভারী!

তবে এবার উঠছে।

গেট রেখে আবার ফিরল রানা।

নীরবে যে যার ব্যাগে ভরল দরকারি জিনিসপত্র। ব্যাগ পিঠে ঝুলিয়ে ফিরল গেটের সামনে।

রানা গেট ওপরে তুলতে ওদিকে চলে গেল লাবনী ও বেলা। ওরা দু'জন মিলে তুলে রাখল গেট। এ সুযোগে ওদের পাশে পৌঁছে গেল রানা। ওরা গেট ছেড়ে দিতেই জোরালো 'ঠং!' শব্দে মেঝেতে পড়ল ওটা।

পেছনের ধ্বংসস্তূপ দেখল রানা। 'পাঁচটা গেছে, এখনও বাকি দুটো ফাঁদ।'

'পরের দুটোর নাম বেশি ভয়ঙ্কর,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল বেলা। 'ওপরের দেয়ালে লেখা: "বিকট আওয়াজের দেবী ছেড়ে দিলে গিয়ে পড়বে রক্ত-মাংস ছিটকে দেয়া ভয়ঙ্কর যন্ত্রের পরীক্ষায়। ওটা পেরোলেও রক্ষা নেই, ওসাইরিসের কাছে যাওয়ার আগে সামনে পড়বে মাথা-কাটা যন্ত্র।"'

'ওগুলোও পেরোব,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলল লাবনী। মনে মনে বলল, 'মরতেও ভয় পাই না। পাশে রানা আছে না!'

'ওই দুই যন্ত্র পেরোলেই পাব ওসাইরিসের দেখা,' বলল

বেলা।

রানার সঙ্গে পরের প্যাসেজে পা বাড়াল ওরা।

ওসাইরিসের পিরামিডে রানারা যে স্তরে আছে, তা থেকে কমপক্ষে দু' শ' ফুট ওপরে "কম্পিত মহিলা"র কক্ষে নেমেছে কাদির ওসাইরিস। বিশাল অর্গ্যানের পাইপের তৈরি ভয়ঙ্কর শব্দে বাতাসে ভাসছে মিহি ধুলো।

'বুঝতে পারছি কোথা থেকে আসছে ওই আওয়াজ,' মস্তবড় কূপে ফ্ল্যাশলাইটের আলো পাঠাল কাদির ওসাইরিস। তার পিছু নিয়ে গহ্বরের কিনারায় থামল দলের অন্যরা। কারও কারও পরনে মিলিটারির পোশাক, ওয়েবিঙে নানা ইকুইপমেন্ট ও অস্ত্র-গোলাবারুদ। কিন্তু সৈনিক নয় তারা। অবশ্য, কৌতূহল মেটাতে কাদির ওসাইরিসের সঙ্গে এসেছে জেনারেল আসির। তার দলের লোক বাইরে অপেক্ষা করছে হোভারক্রাফটে। পিরামিডে যে দল নেমেছে, তারা ওসাইরিয়ান টেম্পলের সদস্য। নাদির মাকালানির ব্যক্তিগত সিকিউরিটি ফোর্স।

বহু নিচের আঁধার দেখল নাদির। 'কোনও ফাঁদ। ওটা ট্রিগার করেছে রানা, ডক্টর আলম বা ওই মেয়ে।' অশুভ হাসল সে। 'আমার মন দু'ভাগে ভাগ করা, বুঝলে, বড়ভাই? দারুণ হতো না, ওরা ফাঁদে পড়ে মরল, আর নিরাপদে ওই জায়গা পেরিয়ে গেলাম আমরা? আবার মন চাইছে, বেঁচে থাকুক ওরা। যাতে নিজ হাতে ওদেরকে খুন করতে পারি।'

'বড় কথা, ওরা যেন এখান থেকে বেরোতে না পারে,' বলল কাদির ওসাইরিস। ঘুরে দেখল ডক্টর ম্যান মেট্য্‌কে। 'এই ঘর দেখে কী বুঝছেন?'

'এই ঘরের হায়ারোগ্লিফিক্স অনুযায়ী, প্রতিটি আরিতে আছে বুবি ট্র্যাপ।' দাঁতওয়ালা বড় এক চাকা দেখাল মেট্য্‌। 'আমার ভুল না হলে ওটাই বোধহয় কম্পিত মহিলা। ওরা

পেরোবার সময় চালু হয়ে গিয়েছিল ওটা। তবে মরেনি ওরা।'

'তার মানে নিচেও পড়েনি?' দুঃখের সুরে জানতে চাইল ডক্টর লুকমান বাবাফেমি।

'আওয়াজ শুনছেন? ওটা প্রচণ্ড আওয়াজের দেবীর হুঙ্কার! তার মানে পঞ্চম স্তর। অন্তত ওই পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তারা।'

'অর্থাৎ, ওই পর্যন্ত বিপদ হবে না আমাদের,' বলল কাদির ওসাইরিস। পা রাখল সেতুর ওপর।

'আপনি ঠিক জানেন, বিপদ হবে না তো?' কাঁপা গলায় বলল বাবাফেমি।

আরেক পা এগোল কাদির। নড়ল না সেতু। 'নষ্ট করা হয়েছে ফাঁদ, বা বিকল ছিল।'

'সামনে বাড়ো, কাদির,' বলল নাদির মাকালানি। তার ভাই সেতু পেরিয়ে যেতেই অন্যদেরকে পার হতে ইশারা করল। 'সামনে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা পড়লে ভয়ের কিছু নেই। দরকারি সব ইকুইপমেন্ট সঙ্গে নিয়েছি আমরা।'

খড়-খড় আওয়াজ তুলল দাঁতওয়ালা দুই চাকা। একটু সরে গেল পাথরের একটা টুকরো। খেয়াল করল না কেউ।

সামনে কারুকাজ করা পিলার দেখেই রানা বুঝল, ওরা পৌঁছে গেছে ষষ্ঠ আরিতে। 'লাবনী-বেলা, আমরা এখন আছি রক্ত-মাংস ছিটকে দেয়া ভয়ঙ্কর যন্ত্রের সামনে। সতর্ক হয়ে পেছনে আসবে।'

প্যাসেজে আলো ফেলল রানা ও লাবনী। এই প্যাসেজ সমতল। দু'পাশের দেয়ালে ভয়ঙ্কর অশুভ চেহারার সব প্রাচীন দেবতা, যেন প্রতিযোগিতা করছে নিজেদের ভেতর—কে বেশি ভয় দেখাতে পারে। বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে, একবার ভুল হলে উপায় নেই বাঁচার। তবে নতুন অন্যকিছুও আছে প্যাসেজে।

ওটাও খুব অশুভ।

দেয়ালের নানান উচ্চতায় অনুভূমিক সব স্লট। ওপরের দিকে এবং নিচে জং-ধরা লালচে লোহার পাত।

কাছের স্লটে আলো ফেলল রানা। ভেতরে দীর্ঘ ধাতব কিছু। একমাথায় কবজা, আরেকদিক ক্ষুরের ফলার মত ধারালো। 'এসব গর্তে আছে নানান অস্ত্র। প্যাসেজ ধরে হাঁটলেই স্লট থেকে ছিটকে বেরিয়ে গাঁথবে শরীরে।'

'জং-ধরা,' বলল বেলা। 'হয়তো কাজ করবে না।'

'ঝুঁকি নিতে চাও?' কড়া চোখে বেলাকে দেখল লাবনী। এসব স্লট দৈর্ঘ্যে প্যাসেজের সমান। এদিক ওদিক সরে বাঁচার উপায় নেই। 'পার হব কীভাবে?' রানার দিকে তাকাল ও।

ব্যাকপ্যাক নামিয়ে ওটা থেকে এক খণ্ড কাঠের টুকরো নিল রানা। হাত বাড়িয়ে ওটা দিয়ে টোকা দিল মেঝেতে। রানা আহত হবে ভেবে ভয়ে নাক-মুখ কুঁচকে ফেলেছে লাবনী। এই বুঝি হাতে বিঁধল ধারালো কিছু!

কিন্তু কিছুই ঘটল না।

প্যাসেজের মুখে থেমে আবারও কাঠের টুকরো ঠুকল রানা। 'না, ট্রিগার আছে আরও দূরে।' উঠে দাঁড়াল ও।

'তার মানে মাঝে গেলেই, তখন...' ঢোক গিলল বেলা।

প্যাসেজের শেষমাথা চল্লিশ ফুট দূরে। তাতেই শেষ হয়নি প্যাসেজ। বাঁক ঘুরে চলে গেছে আরেক দিকে।

'এসব অস্ত্র ট্রিগার না করে প্যাসেজ পেরোবার উপায় আছে?' বলল লাবনী।

কাঠের টুকরো হাতে বলল রানা, 'দেখা যাক উপায় আছে কি না।' প্যাসেজে কয়েক ফুট দূরের মেঝেতে কাঠের টুকরো ছুঁড়ল ও। আগের জায়গায় রয়ে গেল সব ফলা। 'আশা করি, অন্তত ওই পর্যন্ত আমরা নিরাপদ।' ক'পা সামনে বাড়ল রানা।

'আন্দাজে কিছু কোরো না, ভয়ে কাঁপছে আমার বুক,'

নালিশের সুরে বলল লাবনী।

এবার ব্যাকপ্যাক থেকে ভারী এক হাতুড়ি নিল রানা।

'এবার কী?' বলল লাবনী। 'একটু করে এগোবে আর কিছু না কিছু সামনে ফেলবে? কিন্তু বুঝবে কী করে, কোন্‌টা আসলে ট্রিগার? তারপর হঠাৎ করে...' হাত দিয়ে গলা কেটে ফেলার ভঙ্গি করল ও।

'তো তুমিই বলো কী করা উচিত?' ভুরু নাচাল রানা। 'কথা বলে প্যাসেজ পেরোতে পারবে না।'

'আমরা হেঁটে যাব না,' হঠাৎ করে বলল বেলা। মন দিয়ে দেখছে হায়ারোগ্লিফিক্স। 'দৌড়াতে হবে মুরগি-চোর শেয়ালের মত! লিখেছে, প্যাসেজ ধরে হেঁটে গেলে মরবে ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়ে। শেষ লাইনে লেখা: "দৌড়াও ওসাইরিসের সঙ্গে দেখা করতে!"'

'সূত্র দিয়েছে?' অবাক সুরে বলল লাবনী, 'আগের কোনও আরিতে তো এমন কিছু ছিল না!'

'মাত্র ক' লাইন,' মোটা কালিতে লেখা অক্ষর দেখাল বেলা। 'নামার সময় সব দেখতে দেখতে এসেছি। কিন্তু হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে দরকারি হায়ারোগ্লিফিক্স। সূত্র ছিল। এবারেরটা তো পরিষ্কার দেখছি চোখের সামনে।'

'তো প্রাণপণে দৌড়াতে হবে,' আবারও প্যাসেজে আলো ফেলল রানা। 'ঝুঁকি আছে। অবশ্য, এ ছাড়া উপায়ও নেই। ওদিকে বাঁক নেয়ার পর কী আছে, তা জানো, বেলা?'

'সম্ভবত ওদিকে আছে মাথা-কাটা যন্ত্র,' শিউরে উঠল বেলা। 'কচ্‌ করে কেটে নেবে আপনার কল্লাটা, তারপর...'

'আমার মাথা নিয়ে এত ভাবতে হবে না,' বিরস সুরে বলল রানা। ব্যাকপ্যাকে রেখে দিল ভারী হাতুড়ি। 'তা হলে হরিণের মত দৌড়াব আমরা, ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল বেলা।

'হুঁ,' বলল বিমর্ষ লাবনী, 'আর মরে গেলে পরজগতে

গিয়ে লাথি মেরে ফাটিয়ে দেব বেলার নরম পাছা।'

অলিম্পিকের দৌড়বিদের ভঙ্গিতে তৈরি হয়ে গেল রানা। 'বেলা? লাবনী? রেডি?'

মাথা দোলাল লাবনী ও বেলা।

'ঠিক আছে, ওয়ান, টু... থ্রি!'

প্যাসেজে পাশাপাশি উড়ে চলল ওরা।

নড়ল না বা সামনে বাড়ল না একটা ফলাও।

প্যাসেজের দূরে গিয়ে পড়ল রানার হাতের ফ্ল্যাশলাইটের আলো। ওদের জুতোর নিচে মেঝে থেকে উঠছে ঠপ্-ঠপ্ ফাঁপা আওয়াজ।

দশ ফুট পেরিয়ে গেল ওরা।

বিশ।

প্রতিধ্বনি তুলছে পদধ্বনি।

পেরোল ওরা ত্রিশ ফুট।

ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে বাঁক...

লাবনীর পায়ের নিচে কড়মড় করে উঠল ধুলোভরা একটা ব্লক। আত্মা কেঁপে গেল ওর। দৌড়ে চলেছে। দেয়ালের স্লট থেকে এল না কোনও অস্ত্র।

তবে পেছনে হলো বিদঘুটে এক আওয়াজ।

ক্যাঁচকোঁচ শব্দে ঘুরছে কোনও মেশিন।

খট-খট করে পড়ল ধাতুর ওপর ধাতু।

চলছে বোধহয় কাউন্ট ডাউন!

'আরও জোরে!' বাঁকের খুব কাছে পৌঁছে গেছে রানা। প্রায় একইসময়ে বাঁক ঘুরল ওরা। থমকে গিয়ে ঘুরে পেছনে তাকাল রানা।

তীরধনুকের ছিলা টেনে ছেড়ে দেয়ার আওয়াজ হলো: 'স্ক্ল্যাং!'

প্যাসেজের শুরুর স্লট থেকে ছিটকে বেরোল জং-ভরা ধারালো বর্শার সব ফলা। সামনে বেড়ে ঝুলে গেল কয়েকটা

তলোয়ার। বর্শাগুলো ঠং-ঠং করে লাগল ওদিকের দেয়ালে।

হাজারো বছরে কমেছে দক্ষ কারিগরের তৈরি মরণ-ফাঁদের কার্যকারিতা, ভাবছে রানা। তবুও প্যাসেজে কেউ থাকলে খুন হতো!

কিন্তু কে বলেছে নষ্ট হয়েছে ফাঁদের কার্যকারিতা?

'লাবনী-বেলা!' শুকনো গলায় তাড়া দিল রানা। নিজে ছুট দিয়েছে সামনের প্যাসেজ ধরে। পেছনে এল মেয়েদুটো। প্যাসেজের এদিকেও আছে ওই একই মারাত্মক স্লট!

কানের কাছে ঠং-ঠং শুনল ওরা। ভেবেছিল বাঁক নিলেই আগের প্যাসেজ শেষ। তা নয়! খেয়াল করেনি সামনে নতুন আরিতের কারুকাজ করা পিলার নেই।

তীরের মত ছুটে প্যাসেজে আরেকবার বাঁক ঘুরেই রানা বুঝল, নতুন এ প্যাসেজেই আছে মাথা-কাটা যন্ত্র!

তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলোয় পড়েছে ওরা!

প্যাসেজে আরিতের কারুকাজ করা পিলার। একটু দূরে দু'দেয়ালে চকচকে কী যেন!

গলার উচ্চতায় মুখোমুখি দুটো স্লট!

রানা বুঝে গেল, দেয়ালের ওই দুই অংশে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ওদের গর্দান নেয়ার!

পেছনের প্যাসেজের ধারালো বর্শা ও তলোয়ারের খপ্পর থেকে বাঁচতে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে, পেরিয়ে গেছে নতুন আরিতের পিলার!

নিজেদেরকে রক্ষা করতে মহা দুষ্ট জিনের মত লাবনী ও বেলার কাঁধে চাপল রানা। মেঝে থেকে তুলে নিয়েছে পা। ভারী ওজন চেপে বসতেই হুমড়ি খেল বেলা। একইসময়ে লাবনীকে নিয়ে মেঝেতে পড়ল রানা। একটু দূরেই সপ্ত আরিত শেষ। ওদের ওপর দিয়ে সাঁই করে গেল ঘুরন্ত দুই ধারালো ধাতব ডিস্ক। বারবার খটাং-খটাং আওয়াজে লাগছে চারপাশের দেয়ালে। যে-কোনও সময়ে কেটে বসবে ওদের

শরীরে।

মুখ গুঁজে পড়ে থাকল ওরা। আরও বেশ ক'বার ওদের ওপর দিয়ে গেল দুই ডিস্ক, তারপর সামনের দেয়ালে লেগে পড়ল প্যাসেজের পাশে। এখনও ঘুরছে বনবন করে।

'শয়তান মিশরীয় পিশাচ!' ভয়ে কেঁদে ফেলেছে লাবনী। 'খুনি... ইবলিশ... হারামজাদা...'

'গালির স্টক শেষ হওয়ার আগে নিজের কাছে কিছু রাখো,' উপদেশ দিল রানা। মেঝে ছেড়ে উঠে গেল পেছনের এক স্লটের সামনে। ভেবেছিল সহজে পাবে না তলোয়ার, কিন্তু টান দেয়ায় বেরিয়ে এল স্লট থেকে। হাজার হাজার বছরের জং-ধরা কবজা খতম করে দিয়েছে মেকানিযম। 'বেরোবার সময় কোনও সমস্যা হবে না।'

'জিতে গেছি!' দৌড়ে আসায় এখনও হাঁফাচ্ছে বেলা। 'এটাই শেষ বুবি ট্র্যাপ!' রানার দিকে তাকাল অনিশ্চিত চোখে। 'ঠিক বলছি তো?'

'আমি কী জানি!' হেসে বলল রানা, 'হায়ারোগ্লিফিক্স পড়েছ তুমি, আমি তো নই।'

'হায়ারোগ্লিফিক্স অনুযায়ী আর কোনও ফাঁদ নেই,' বলল লাবনী। তবুও ভীষণ সতর্ক। দেখছে চারপাশ। উঠে দাঁড়াল।

'তা হলে চলো,' একটু দূরের বাঁক দেখাল রানা।

নতুন করে এগিয়ে চলল ওরা।

মোড় ঘুরে পেল নিচে যাওয়ার ঢালু প্যাসেজ। অবশ্য, মাত্র দশফুট যেতেই পড়ল আবারও কারুকাজ করা পিলার।

আরিতের পিলার নয় ওগুলো।

অন্য কিছু।

সোনার তৈরি! জটিল কারুকাজ করা!

ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ঝিকঝিক করছে সোনা।

'নিরেট সোনার পিলার,' বলল লাবনী, 'আগে কখনও এ জিনিস দেখিনি!'

হাঁ হয়ে গেছে বেলা। ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'বলুন তো, কত টাকার গহনা বানানো যাবে?'

'চুপ!' চোখ পাকিয়ে ধমক দিল লাবনী। 'গহনা? কীসের গহনা! এসব হচ্ছে দুনিয়ার সেরা দামি আর্টিফ্যাক্ট!'

দুটো করে পিলারের মাঝে একটা করে মিশরীয় দেবতার মূর্তি। তা-ও সোনার তৈরি। ওপরের প্যাসেজে যেসব ভয়ঙ্কর চেহারার দেবতা দেখেছে ওরা, এরা তেমন নয়। একটু দূরেই উঁচু হেডড্রেস পরা দুই দীর্ঘদেহী মামি, কাপড়ে পেঁচিয়ে রাখা। দু'হাতে কী যেন অস্ত্র, চিনল না ওরা। মুখে মুখোশ নেই, পুরনো তামার মতই সবজেটে ত্বক। দেহের এখানে ওখানে ঝুলছে সোনা ও রুপার পাতা।

এবং...

দু'পাশের দুই মামির পেছনে অন্ধকার বড় এক চেম্বারে রাজসিংহাসনে বসে আছে সোনায় গড়া ওসাইরিস!

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ওরা দেখল, ঘরে ঝিকমিক করছে দেয়ালের তাকে তাকে থরে থরে উঁচু করে রাখা সাত রাজার ধন!

মস্তবড় ঘরের মাঝখানে রুপালি এক সারকোফাগাস!

হয়তো আছে আরও ফাঁদ, তাই সতর্কতার সঙ্গে এগোল ওরা। তবে নতুন কোনও বিপদ হলো না।

সত্যিই ওরা পৌঁছে গেছে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে!

বুজে যাওয়া কণ্ঠে বলল লাবনী, 'পেয়ে গেছি, এটাই ওসাইরিসের সমাধি!'

পঁচিশ

ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল সাদা আলোয় ঝিকমিক করছে ওসাইরিসের সোনা-রুপার আর্টিফ্যাক্ট ও ধনদৌলত। সোনা ও রুপার মূর্তি যেমন আছে, তেমনি রয়েছে সাধারণ কাঠের চেয়ার। একপাশে বেশকিছু বাণ্ডিল করা খাড়া বর্শার ডগায় ভাসছে প্রমাণ সাইযের এক নৌকা। সামনে বসে আছে ওসাইরিস, মুখে সোনা-রুপায় গড়া মুখোশ। এর কাছে কিছুই নয় তুতেনখামেনের সমাধি। তাতে অবাক হওয়ার কোনও কারণও নেই। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে নতুন রাজ্যের অখ্যাত রাজা ছিল সে, সে-তুলনায় মিশরের প্রাচীন সভ্যতায় সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে বহুগুণ শক্তিশালী ও বিখ্যাত দেবতা-রাজা ছিল ওসাইরিস।

কফিন দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। সামনে গিয়ে থামল রানা, লাবনী ও বেলা। ঢাকনির ওপরে ওসাইরিসের রুপালি মুখ। সুর্মা চর্চিত শান্ত চোখ দেখছে ছাত।

'এই কফিন যে তৈরি করেছে, তার কারুনৈপুণ্যের তুলনা নেই,' নিচু গলায় বলল লাবনী, 'সবই নিখুঁত।' চারপাশের আর্টিফ্যাক্ট দেখাল। 'ভাবিনি পুরনো সাম্রাজ্যের আগেও এত আধুনিক ছিল মিশরীয় শিল্প।'

'আটলান্টিসের সভ্যতার মত,' বলল বেলা, 'আধুনিক, অথচ কেউ জানত ওটার কথা? তারপর ওই সভ্যতা আবিষ্কার করলেন আপনি!'

রানা আর আমি মিলে আবিষ্কার করেছি,' স্মৃতি মনে পড়তে মৃদু হাসল লাবনী। 'আর একারের এই আবিষ্কারের জন্যে আমাদের সঙ্গে সমান প্রশংসা পাবে তুমিও।'

খুশিতে ঝলমল করে উঠল বেলার মুখ। 'সি গ্রেড পাওয়া ছাত্রী খুব খারাপ করেনি, তাই না?'

কাছেই রঙিন কিছু রুক্ষ চেহারার কাঠের মূর্তি। তারা চাকর। মৃত্যুর পর রাজার যাবতীয় কাজ করে দেবে। চোখের জায়গায় লালচে পাথর।

সারকোফাগাসের একপ্রান্তে থামল রানা। 'ওসাইরিসকে তো পেলাম, এবার কী করতে চাও, লাবনী?'

'পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আগে ফোটো তুলতাম, তারপর ক্যাটালগ করতাম। এরপর আসত সব পরীক্ষা করার পালা।' কাঁধ ঝাঁকাল লাবনী। 'কিন্তু বিপদের ভয় আছে বলেই প্রথমে চাই এই সমাধি নিরাপদ রাখতে। প্রথম সুযোগে যোগাযোগ করব এসসিএ-তে ডক্টর হামদির সঙ্গে। তিনিই স্থির করুন কী করা যায়।'

'দেখেছি, পাথরের পিরামিডের এত গভীরে ফোনের সিগনাল নেই,' জানাল রানা।

'ওসাইরিসের পাউরুটির কী হবে?' জানতে চাইল বেলা।

খাবারের অবশিষ্ট খুঁজছে রানার চোখ। কাঠের ছোট এক গোল টেবিলে ধুলোর মত কী যেন। হয়তো পাউরুটিই ছিল একসময়। 'মনে হয় না ওখান থেকে পাওয়া যাবে ইস্ট।' কফিনের নিচে দশ ইঞ্চি গভীর এক তাক চোখে পড়ল ওর। 'ভেতরে ক্যানোপিক জার। মামিফিকেশনের সময় মৃতদেহের দরকারি অর্গান রাখত। কাদির ওসাইরিস ভেবেছে, ইস্টের স্পোর পাবে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে।'

লাবনীর পাশে আরেকটা জার দেখেছে বেলা। কফিনের মাথার দিকে পেল তৃতীয় জার। 'এখানেও একটা আছে। অন্যটা থাকবে পায়ের কাছের মেঝেতে।' দেখে নিয়ে মাথা

দোলাল রানা। বলে চলেছে বেলা: 'প্রতিটি জার কমপাসের পয়েন্ট অনুযায়ী রাখা। এদিকেরটা বাঁদরের মাথার মত। বেবুন। সে দেবতা হ্যাপি। অর্থাৎ, এটার ভেতরে আছে ওসাইরিসের ফুসফুস।' জার তুলে নিতে গিয়ে বেলার মনে পড়ল, ভেতরে কী আছে। নাক-মুখ কুঁচকে ফেলল। 'উফ্, কী ভয়ঙ্কর!'

'এই জারে কী?' জানতে চাইল লাবনী।

'হ্যাপি থাকে উত্তরদিকে...' কমপাস ডিরেকশন বুঝে নিল বেলা। 'তা হলে আপনার কাছেরটা শেয়ালের জার। ডুয়ামুটেফ দেবতা।'

জারের ওপর আলো ফেলল লাবনী। ওটার মাথার ওপর লম্বা কানওয়ালা এক শেয়াল। 'হুম্, ঠিক আছে।'

'ওটার ভেতরে আছে পেটের মালপত্র। উল্টোদিকে আছে এক বাজপাখি। কুয়েবেহ্সেনুফ। অথবা কুয়েবেহ্সুনেফ। স্বরবর্ণের অভাবে মিশরীয় ভাষার এই হাল। যাই হোক, ওটার ভেতর আছে ইনটেস্টাইন।'

'বাহ্,' বলল রানা। 'জার ভরা নাড়িভুঁড়ি।'

'ওসাইরিসের পায়ের দিকে দক্ষিণের জার মানুষ-দেবতা ইমসেটির। ওই জারের ভেতর আছে ওসাইরিসের যকৃৎ।'

রানার দিকে তাকাল লাবনী। 'কাদির ওসাইরিস চাইছে এসব জার। এই অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত?'

'পিরামিড থেকে বেরিয়েই ফোন দেব ডক্টর হামদির কাছে,' বলল রানা।

'উচিত হবে না,' কক্ষের দরজা থেকে বলল কে যেন।

ঝট্ করে ঘুরে তাকাল রানা। চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠেছে বেলা। হাঁ হয়ে গেছে লাবনী।

ওসাইরিসের বড় এক মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছে কাদির ওসাইরিস। পাশেই নাদির মাকালানি। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। কাভার করছে রানাকে।

সামনে বাড়ল কাদির ওসাইরিস। কামরার ভেতরে ঢুকল বেশ কয়েকজন। তাদের ভেতর আছে কিলিয়ান ভগলার ও লুকমান বাবাফেমি। জ্বেলে নেয়া হলো শক্তিশালী বাতি। পরিষ্কার দেখা গেল চারপাশ।

'যা ভেবেছি, তার চেয়েও দারুণ এই সমাধি,' চারপাশ দেখতে দেখতে বলল কাদির ওসাইরিস, 'আর এসবই আমার। যেন নিজের ঘরেই ফিরেছি।'

'এসব কিছুই আপনার নয়,' আপত্তির সুরে বলল লাবনী।

অস্ত্রের নল ঘুরিয়ে ওদেরকে কফিন থেকে সরে যেতে ইশারা করল নাদির মাকালানি। 'তোমাদের জন্যে দারুণ জিনিস রেখেছি। প্রত্যেককে দেব একটা করে। বুলেট।'

তার দুই লোক সাবধানে সার্চ করল রানাকে। শোল্ডার হোলস্টার থেকে নিয়ে নিল ওয়ালথার পি.পি.কে।

রুপার কফিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কাদির ওসাইরিস। মামির পায়ের দিকের জার তুলল। 'এখানে আছে দেবতা-রাজার দেহের সব অঙ্গ। বুঝলেন, ডক্টর আলম, ভুল বলি না আমি।'

কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল লাবনী।

এইমাত্র কামরায় ঢুকেছে এক লোক।

ফুঁসে উঠল লাবনী, 'ম্যান মেট্য্! তা হলে এদের হয়ে কাজ করছ?'

শীতল চোখে ওকে দেখল মেট্য্। 'প্রথম থেকেই আমার পেছনে লেগেছ, লাবনী আলম। এটা বদঅভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার। কিছু আবিষ্কার করতে গেলেই দেখা যাচ্ছে, আগেই হাজির হচ্ছ। তবে এবার টিভি দর্শকদের সামনে জোকার বানাতে পারবে না আমাকে।'

'আহা, ম্যান মেট্য্, আজও তুমি শিশু, কবে হবে সত্যিকারের ম্যান?' টিটকারির সুরে বলল লাবনী। 'তোমার সর্বনাশ করে দিচ্ছে সবাই। মনে কত শখ, কিছু আবিষ্কার

করবে, কিন্তু সবাই দুষ্টুমি করে তা করতে দিচ্ছে না। তাই শেষে মিশলে গিয়ে নকল এক ধর্মের একদল বদমাশের ভিড়ে!'

রাগে মুখ বিকৃত করল নাদির মাকালানি। অস্ত্রের নল তাক করল লাবনীর বুকে।

অস্ত্রের মুখে কিছুই করতে পারবে না, তবুও ধমকের সুরে বলল রানা, 'খবরদার, মাকালানি!'

মাথা নাড়ল কাদির ওসাইরিস। 'খুন চলবে না, নাদির। অপবিত্র করা যাবে না এ সমাধি।' হাতের জার নামিয়ে রেখে কফিন চক্কর দিল সে। 'চারটে জার। লিভার, ইনটেস্টাইন, ল্যাংস্ আর স্টমাক।' অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে শেয়ালের মাথাওয়ালা জার তুলল কাদির। 'ডক্টর আলম, মিস্টার রানা, এই জারে আছে চিরকালীন জীবনের চাবি। আছে ওসাইরিসের জন্যে তৈরি পাউরুটির ইস্ট-এর স্পোর। আমার লাগবে মাত্র সামান্য স্যাম্পল, আর ব্যস, ওই গোপন জ্ঞান হবে আমার। নতুন করে তৈরি করব ওই ইস্ট। কারও অধিকার থাকবে না ওটার ওপর। শুনলে অবাক লাগে, কিন্তু সত্যিই পাউরুটি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করব আমি গোটা দুনিয়া।'

'জারের ভেতরে স্পোর থাকলে, তবে,' বলল রানা। 'কে জানে, ওসাইরিস হয়তো মরার দিন পাউরুটি খায়নি। বা বেশি ভেজে ফেলেছিল পাউরুটিওয়ালা। পুড়ে গেছে ইস্ট।'

'তা যদি না পাই, তাও কম পাচ্ছি না,' ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল কাদির ওসাইরিস। আবার চোখ স্থির হলো রানার ওপর। 'তবে মনে করি না ইস্ট পাব না। সেজন্যে সঙ্গে এনেছি ডক্টর কার্ল ব্রনসনকে।' দাড়িওয়ালা এক লোককে ইশারা করল। ওই লোককে চিনল লাবনী। সুইস ল্যাবোরেটরিতে ছিল। 'দুটো জার থেকে স্পোর পেতে পারি। দেখা যাক, আমি ঠিক, না ওরা।' শেয়ালের মাথাওয়ালা জার ওপরে তুলল কাদির। 'এই জার ওয়েবেহ্সনুফের। এর

ভেতরে কী আছে জানতে প্রাণ দিতেও আপত্তি নেই আমার। ডক্টর ব্রনসন, পরীক্ষা করে দেখুন। আগে কোন্টা দেখবেন? ইনটেস্টাইন না স্টমাক?’

‘ইনটেস্টাইনের ভেতরের জিনিস এসেছে ডাইজেস্টিভ প্রসেসের ভেতর দিয়ে,’ বলল দাড়িওয়ালা ডক্টর। ‘স্পোর যদি থাকে, তো সেটা থাকার সম্ভাবনা বেশি স্টমাকে। কাজেই আগে দেখতে চাই ইনটেস্টাইন।’

‘তা হলে তাই দেখুন।’

বাজপাখির জার হাতে নিল ডক্টর কার্ল ব্রনসন।

‘একমিনিট!’ গলা চড়ে গেল লাবনীর, ‘ওই জার খুব দামি আর্টিফ্যাক্ট। খুলতে গিয়ে নষ্ট হতে পারে।’ করুণ চোখে তাকাল ম্যান মেট্য্-এর দিকে। ‘মেট্য্, তুমি তো জানো আর্টিফ্যাক্টের মূল্য।’ ফ্যাকাসে হলো আর্কিওলজিস্ট। চোখে দ্বিধা। অবশ্য মুখ খুলল না। ‘কত টাকা দিচ্ছে যে এতবড় ক্ষতি মেনে নিচ্ছ?’

‘ডক্টর মেট্য্ ভাল করেই জানে কত পাবে, আর সেটা কম না দেখেই রাজি হয়েছে,’ বলল কাদির ওসাইরিস। ছোট এক গোল পোর্টেবল টেবিল পেতে ওটার ওপর বাজপাখির জার রাখল ডক্টর ব্রনসন। ব্রিফকেস থেকে বেরোল দরকারি ইকুইপমেন্ট। ‘লাবনী আলম, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত; বেঈমানি করেছ, নইলে আজ এ কক্ষে সম্মানের সঙ্গে আমার পাশে থাকতে। তার বদলে হয়েছ বন্দি। জানেও বাঁচবে না।’

রানা, লাবনী ও বেলার দিকে সাবমেশিন গান তাক করে রেখেছে নাদির মাকালানি। পাশেই আরও দুই গার্ড। তাদের হাতেও এমপি-সেভেন। এতটা দূরে তারা, ঝাঁপিয়ে পড়ে অস্ত্র কেড়ে নিতে পারবে না রানা।

সবাই অপেক্ষায় আছে, জার নিয়ে কাজ করবে ডক্টর ব্রনসন। হাতের পাশেই একসারিতে কিছু রঙহীন তরলের বোতল, টেস্ট টিউব, পোর্টেবল মাইক্রোস্কোপ। খোদাই করা

জারের মাথা দেখছে লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড পর ধাতব চিমটে দিয়ে সরাতে চাইল সিলের কালো রজন। কাজটা শেষ হলে মুখ তুলে দেখল কাদির ওসাইরিসকে।

মাথা দোলাল ধর্মগুরু।

সাবধানে প্যাঁচ খুলছে ডক্টর ব্রনসন। মৃদু শব্দে ঘুরছে মাটির জারের ঢাকনি। সামান্য টিশ্ আওয়াজ হলো। ভেঙে গেছে সিলের শেষাংশ। উঠে এল ঢাকনি।

নাক কুঁচকে গেল রানার। ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়ানক, বিশ্রী দুর্গন্ধ।

'উঁহুঁ, ওসাইরিস ব্যাটা পচা গরুর কাবাব খেয়েই মরেছে!' নালিশের সুরে বলল বেলা।

'ভাল করেই সিল করা ছিল,' জানাল লাবনী, 'হাজার হাজার বছরেও নষ্ট হয়নি কিছুই।'

পেনলাইট তাক করে জারের ভেতরে দেখল ডক্টর ব্রনসন। চকচক করছে কিছু। তিনটে বোতল নিয়ে বারকয়েক ঝাঁকি দিয়ে সব ঢালল অপেক্ষাকৃত বড় আরেক বোতলে। এবার এক পিপেট দিয়ে নিল জারের কালচে পিচ্ছিল কী যেন। স্যাম্পল। ভরল টেস্ট টিউবে। এবার বড় বোতলের তরল ঢেলে দিল ওটার ভেতর।

টিউবের মুখ আটকে কাদির ওসাইরিসকে বলল ডক্টর, 'কয়েক মিনিট লাগবে। স্পোর থাকলে এই টেস্টে তা ধরা পড়বে।'

'তা হলে সময় নষ্ট করার দরকার নেই,' এক গার্ডকে ইশারা করল কাদির ওসাইরিস। 'খোলো সারকোফাগাস।'

'আল্লার দোহাই লাগে!' কাতর সুরে বলল লাবনী, 'আপনারা কী করতে চাইছেন? অটোপসি করবেন মামির?'

'বুড়োভাম ওসাইরিসের কথা বাদ দিয়ে আমাদের কী হবে, সেটা ভাবুন,' করুণ সুরে বলল বেলা। 'এরা মেরে ফেলবে!'

‘অ্যাই, মেয়ে, একদম চুপ!’ ধমক দিল নাদির।

ক্যানোপিক জারের মতই পুরু রজন ও বিটুমেন দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে কফিনের ঢাকনি। কাদির ওসাইরিসের এক লোকের হাতে ছোট এক বৃত্তাকার করাত। সাবধানে ওটা দিয়ে সিল কাটতে লাগল সে। শাবল ব্যবহার করে কফিনের ঢাকনি খুলতে চাইছে আরেকজন।

কাজটা শেষ করতে কয়েক মিনিট লাগবে বুঝে নির্দেশ দিল কাদির ওসাইরিস, আগের দু'জনের পাশে গেল আরও দু'জন। কফিনের দু'দিকে জ্যাক লাগাল তারা। ঢাকনি ও কফিনের মাঝের ফাঁকে ভরে দেয়া হলো ক্রোম-স্টিলের শাবল।

তাদের একজন বলল, ‘আমরা রেডি, স্যর।’

সন্তুষ্ট চোখে লাবনী ও রানাকে দেখল কাদির ওসাইরিস। মাথা দোলাল। ‘এবার খোলো।’

চারজন মিলে কাজ করছে। কয়েক সেকেণ্ড পর কড়-কড় আওয়াজ তুলল ধাতব শাবল। কটাস্ আওয়াজে খুলে গেল সিল। একটা শাবল পিছলে যেতেই ঠুং করে আওয়াজ হলো। ট্যাপ পড়ে গেছে কফিনের ঢাকনির ওপর।

ক্ষতির পরিমাণ বুঝে প্রায় কেঁদে ফেলল লাবনী।

‘তাড়াতাড়ি!’ অধৈর্য হয়ে ধমক দিল নাদির মাকালানি।

দৈহিক জোর খাটাল লোকগুলো। তুলছে রুপার ভারী ঢাকনি। সারকোফাগাস থেকে এল কর্কশ আওয়াজ। খটাং শব্দে সরে গেল ঢাকনি। কফিনের ভেতরে দেখা গেল মামি।

কোনও মূর্তি নয়, সত্যিকারের ওসাইরিস। বা তার অবশিষ্ট। মামি করা দেহ। রঙচটা ব্যাণ্ডেজে মোড়া। হাতদুটো বুকের ওপর। মুখে মৃত্যুমুখোশ। ঢাকনির ওপরের ছবির মতই সোনা-রুপার তৈরি। তুতেনখামেন বা অন্য ফেরাউনদের রাজকীয় মুখোশের তুলনায় অনেক সাধারণ। হেডড্রেস নেই। ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রাজার মৃত্যুকালীন

মুখ। প্রায় তরুণ মনে হলো ওসাইরিসকে দেখে।

সবার চোখ রাজার মুখের ওপর। সাবধানে সরে যেতে লাগল রানা। কিন্তু থমকে গেল নাদির মাকালানির ধমক খেয়ে। রানার মাথার দিকে অস্ত্র তাক করেছে সে।

কাজ বাদ দিয়ে চেয়ে আছে ডক্টর ব্রনসন। ঠিকভাবে এঁটে গেছে কফিনে মামি। আধ ইঞ্চি জায়গাও বাড়তি নেই। কঠিন রুপার ভারী ঢাকনি খাপে খাপ বসবে কফিনের ওপর।

ওসাইরিসের দিকে চেয়ে ফিসফিস করল কাদির, 'ওসাইরিস! দেবতা-রাজা! চিরকালীন জীবনের মালিক...'

'সত্যিই ভাবছ চিরকাল বাঁচবে?' জানতে চাইল রানা।

'মাত্র একমাস আগেও ভাবতাম ওসাইরিস বলে কেউ নেই,' বলল কাদির ওসাইরিস, 'এখন জানি, পুরাণের কথা মিথ্যা নয়।'

'মিথ্যার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছ,' বলল রানা। 'ভাল করেই জানো, শেষপর্যন্ত মরতে হয় সবাইকে। মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছ একদল মানুষকে।'

'কে বলেছে ওদেরকে ভুল ধারণা দিয়েছি?' বলল কাদির ওসাইরিস। 'আমার কথা ঠিক, তা তো প্রমাণ করছে ওই মামি। অতীতে ছিল ওসাইরিস। আমাকে দিয়ে নিয়তি আবিষ্কার করিয়ে নিয়েছে তাকে। ওই আত্মা এখন আমার ভেতরে। আমিই দেবতা-রাজা ওসাইরিস। কে বলবে আমার মৃত্যু হবে?' চতুর শেয়ালের মত বিশ্রী হাসল সে। 'আসল কথা কোটি কোটি মানুষ চাইবে বাঁচতে। সেজন্যে টাকাও দেবে। বেশিদিন নেই, দুনিয়ার সবচেয়ে বড়লোক হব।'

রানা খেয়াল করল, কথাগুলো শুনে কঠোর হয়েছে নাদির মাকালানির চোখ।

কাদির ওসাইরিস আরও কিছু বলার আগেই মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলল ডক্টর ব্রনসন। 'মিস্টার ওসাইরিস!'

তার পাশে পৌঁছে গেল কাদির। 'টেস্টের রেযাল্ট কী?'

মাইক্রোস্কোপ থেকে স্লাইড নিল ডক্টর ব্রনসন। কাঁপা গলায় বলল, 'টেস্টের রেযাল্ট... পযিটিভ! ইস্টের স্ট্রেইনে স্পোর আছে!'

হাসতে শুরু করেছে কাদির ওসাইরিস। কয়েক সেকেণ্ড পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ! ঠিক! আমার কথা ভুল হয়নি!' খুশিতে মুঠো পাকিয়ে ফেলল সে। 'ঠিক ধরেছিলাম! মিথ্যা নয় ওসাইরিসের পাউরুটির কাহিনী! এবার হয়ে উঠব মস্তবড় বড়লোক, নাদির! এতই বড়লোক, ভাবতেও পারবে না কেউ!' ছোটভাইয়ের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দিল সে। 'দুনিয়া এখন আমার হাতের মুঠোয়!'

বিরক্ত চেহারায় বলল নাদির মাকালানি, 'শুধু টাকার বেশি আর কিছুই চাও না তুমি? ...আর ক্ষমতা?'

'শুধু টাকা নয়, আসবে প্রচণ্ড ক্ষমতা,' হাসল কাদির ওসাইরিস। মজা পেয়ে গলা নিচু করল, 'আরও কিছু আসবে! লাখ লাখ মেয়ে চাইবে আমার সঙ্গ!'

'সত্যিই তোমার জন্যে করুণা হচ্ছে,' শীতল কণ্ঠে বলল নাদির মাকালানি। 'তোমার কারণে ডুবেছে আমাদের বংশের নাম। বহু দিন ধরেই দেবতাদের অপমান করছ। কিন্তু এবার আর সুযোগ রাখব না।' সাবমেশিন গান তুলল বড়ভাইয়ের বুকের দিকে।

কী হচ্ছে বুঝতে পারেনি কাদির ওসাইরিস। নিজের চোখও বিশ্বাস করেনি। কয়েক সেকেণ্ড পর মগজ কাজ করল তার। বেসুরো কণ্ঠে জানতে চাইল, 'নাদির, কী ঠাট্টা শুরু করলে?' ছোটভাইয়ের কঠোর চেহারা দেখছে। নাদির মাকালানির চোখে-মুখে রাগ ও ঘৃণা। 'পাগল হলে, নাদির? কী করছ?'

'তোমার নোংরা খেলা শেষ, বড়ভাই,' মেঝেতে থুতু ফেলল নাদির। 'অনেক মজা লুঠে নিয়েছ। কিচ্ছু না করেও

বহু কিছু পেয়েছ। কিন্তু ওসব প্রাপ্য ছিল না তোমার!' বুকে ধাক্কা দিয়ে কাদিরকে কফিনের ওপর ফেলল নাদির।

ভীষণ ভয় পেয়েছে কাদির ওসাইরিস। বুঝতে পেরেছে, তার ভাই সিরিয়াস। সাহায্য পাওয়ার জন্যে দলের সশস্ত্র লোকগুলোর দিকে তাকাল। 'অ্যাই, তোমরা ওর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নাও।' তার দিকে কঠোর চেহারায় চেয়ে আছে লোকগুলো। 'আরেহ্! আমাকে বাঁচাও!'

'ওরা তোমার অনুসারী নয়,' সাপের মত হিসহিস করল নাদির। ঠোঁটে টিটকারির হাসি। 'ওরা আমার অনুসারী। এরপর থেকে তোমার অনুসারীরা পূজা করবে আমাকে। নইলে খুন হবে তারা।'

পিছিয়ে গেছে নার্ভাস ম্যান মেট্য্। 'ইয়ে... এখানে... এসব কী হচ্ছে?'

'যা হচ্ছে, ডক্টর মেট্য্, সেটা সহজ ঘটনা,' বলল নাদির। 'যা উচিত, তাই হচ্ছে। জন্মাধিকার অনুযায়ী ওসাইরিয়ান টেম্পলের প্রধানের দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছি আমি!' কাদিরের পেছনে কফিনের ভেতর পড়ে থাকা মামিটাকে কঠোর চোখে দেখল সে। 'ওসাইরিস! থুহ্! দুই ভাইয়ের ভেতর সবসময় বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী ছিল সেট। কিন্তু ওসাইরিসের চাপে মাথা নিচু করে চলতে হতো তাকে!' কথার সঙ্গে থুতু ছিটকে পড়ছে মুখ থেকে। 'সে যুগ শেষ! এবার আমার পালা!' কর্কশ স্বরে চিৎকার করল নাদির, 'আমিই সেট! নতুন করে জন্ম নিয়েছি এই পৃথিবীতে!'

ভয় ও বিস্ময় নিয়ে নাদিরের দিকে চেয়ে আছে কাদির। 'ক্-কী... বলছ এসব, নাদির? কী হয়েছে তোমার?' ঢোক গিলল সে। 'তুমি সেট নও... আমিও তো ওসাইরিস নই! আমরা দুই ভাই এক পাউরুটিওয়ালার ছেলে, নাদির! কেউ কখনও আবারও জন্মায় না... সত্যি সত্যি এসব হয় না! সব বানিয়ে বলেছি! মিথ্যা কথা! তুমি তো জানো, কেন এত

মিথ্যা বলেছি!'

হঠাৎ খুব শীতল স্বরে বলল নাদির, 'রাগিয়ে দিয়ে সত্যি জাগিয়ে তুলেছ দেবতাদেরকে! এখন প্রতিশোধ নেবে তারা! তোমার অনুসারীরা মনে করে তুমি সত্যিই ওসাইরিস, তাই তুমি ওসাইরিস। আর আমি ওসাইরিসের ভাই, তাই আমি সেট। অন্ধকার, বিশৃঙ্খলা ও মৃত্যুদেবতা! এবার সময় হয়েছে আমার রাজত্ব করার!'

'তুমি... পাগল হয়ে গেছ, নাদির,' ভয়ে কাঁপছে কাদির। 'ডা... ডাক্তার... মানসিক রোগের ডাক্তার দেখাতে হবে তোমাকে!'

আরও খেপল নাদির মাকালানি। 'ভাবছ পাগল হয়ে গেছি, না? না, আমি পাগল নই! জন্ম থেকে সবই পেয়েছ তুমি! আমি পাইনি কিছুই! তুমি ছিলে বাবা-মায়ের আদরের সন্তান— মহানায়ক! আর আমি? অযোগ্য সন্তান! তুমি যখন নায়ক হয়ে দুনিয়া জয় করছ, সেসময়ে আমাকে যেতে হয়েছে সেনাবাহিনীতে। টাকা আর মেয়েলোকের অভাব ছিল না তোমার। আর মরতে মরতে বেঁচেছি আমি!' একটানে শার্ট ছিঁড়ে ফেলল সে। পুড়ে গিয়েছিল পুরো বুক। দগদগ করছে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত। 'আসির আগুন থেকে টেনে বের না করলে, পুড়ে ছাই হতাম। হাসপাতালে একবারের জন্যেও দেখতে আসোনি! ...হ্যাঁ, তুমি আসোনি!'

'বড়ভাই আর ছোটভাইয়ের ঝগড়া,' নিচু স্বরে রানাকে বলল লাবনী।

'ফলাফল বোধহয় ভয়ঙ্কর,' বলল রানা।

'আমি... তখন... অন্য লোকেশনে ছিলাম,' ভয় মেশানো স্বরে দুঃখপ্রকাশ করল কাদির। 'চাইলেও তোমাকে দেখতে যেতে পারতাম না।'

'পুরো দু'মাসেও যেতে পারোনি, তাই না?' ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হাসল নাদির। 'হ্যাঁ! জানি কী করছিলে। ঘুরে বেড়াচ্ছিলে

দুনিয়া জুড়ে, সঙ্গে আট-দশজন দামি বেশ্যা!'

এখনও হাল ছেড়ে দেয়নি কাদির। মাথা নাড়ল সে। 'ও, এবার বুঝতে পেরেছি। আমার টাকা আর নাম হয়েছে, সেজন্যে হিংসেয় বুক পুড়ে গেছে তোমার। এত ছোট মন নিয়ে পুরুষমানুষ হবে কী করে?'

কথাটা শুনে রাগে থরথর করে কেঁপে উঠল নাদির। মুখে কিছু না বলে সাবমেশিন গানের নল দিয়ে প্রচণ্ড এক বাড়ি দিল বড়ভাইয়ের মুখে। গাল ফেটে ছিটকে গিয়ে রক্ত পড়ল কফিনের ডালার ওপর। কাদিরের গালের গভীর ক্ষত দেখে হাঁ হয়ে গেছে বেলা। ভুরু কুঁচকে গেছে রানারও।

দু'হাতে মুখ ধরে মেঝেতে বসে পড়ল কাদির ওসাইরিস। গলা নিয়ন্ত্রণে এনে ভগলারকে বলল নাদির, 'ভেতরের ওটাকে বের করো।' আঙুল তাক করে দেখিয়ে দিল কফিনের মামি।

কফিনের ওপর ঝুঁকে গেল ভগলার ও দলের আরেকজন। লাবনী আপত্তি তোলার আগেই মামি তুলে অনানুষ্ঠানিকভাবে ফেলে দেয়া হলো কফিনের পাশে। মামির মুখ থেকে পড়ে গেছে মুখোশ। শুকনো লাশের পাতাহীন চোখের গর্ত চেয়ে আছে ছাতের দিকে।

বড়ভাইয়ের দিকে অস্ত্র তাক করে ধমকের সুরে বলল নাদির। 'ঢুকে পড়ো সারকোফাগাসের ভেতর।'

ভীষণ ব্যথায় প্রায় পাগল কাদির ওসাইরিস অবাক চোখে তাকাল ভাইয়ের দিকে। 'ক্‌-কেন?'

'ঢোকো কফিনের ভেতর! এক্ষুণি!'

'হায়, আল্লা!' কী হচ্ছে বুঝে চমকে গেছে লাবনী। 'কাদির, সত্যিকারের ওসাইরিস আর সেটের কাহিনী নকল করছে নাদির! মনে নেই, একটা ঘরে ডেকে নিয়ে এক কফিনের ভেতরে ওসাইরিসকে আটকে দিয়েছিল সেট?'

লাবনীর দিকে চেয়ে নিষ্ঠুর হাসল নাদির। 'খুশি হলাম যে

সত্যিকারের কাহিনী অন্তত কেউ জানে!'

'আপনি কাদিরের পেনিস চোদ্দ টুকরো করে মাছকে খাইয়ে দেবেন?' বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইল বেলা।

'এবার আর চোদ্দ টুকরো করতে হবে না। আইসিস নেই যে ওকে বাঁচিয়ে তুলবে।' কাদিরের দিকে তাকাল নাদির। 'কফিনে নেমে পড়ো।'

নিজেকে সামলে নিয়েছে কাদির। উঠে দাঁড়িয়ে কঠোর সুরে বলল, 'তোমার কথায় চলবে না ওসাইরিয়ান টেম্পলের সবাই। ওরা ওসাইরিসের ভক্ত। সেটের নয়।'

'ভুল জানো, বড়ভাই,' বলল নাদির। গর্বের সঙ্গে দেখাল গার্ডদেরকে। 'জুয়া, মদ্যপান বা বেশ্যাদের নিয়ে যখন মৌজ করছ, সেসময়ে টেম্পলের সত্যিকারের ভক্তদেরকে খুঁজে বের করেছি আমি। টেরও পাওনি, সব ক্ষমতা চলে এসেছে আমার হাতে। সিনেমার নায়ক হতে হবে না আমাকে, মানসিক জোর ও ক্ষমতা দেখে দলে ভিড়বে সবাই। পূজা করবে আমাকে। নির্ধারিত মূল্য দেবে তারা। আর এরপরও কেউ আমাকে মানতে না চাইলে... মরতে হবে করুণভাবে।'

'কীসের মূল্য?' জানতে চাইল কাদির ওসাইরিস।

'ডক্টর কার্ল ব্রনসন এবং তাঁর বিজ্ঞানীরা তোমার নয়, কাজ করছে আমার হয়ে। ওসাইরিসের পাউরুটির ওই ইস্ট শুধু যে আয়ু বাড়িয়ে দেবে, তা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করবে। আমি স্থির করব কে বাঁচবে, আর কার বাঁচতে হবে না। আমার বিরুদ্ধে মাথা তুললে বাঁচবে না কেউ!'

চিন্তিত চোখে রানাকে দেখল লাবনী। 'সুইটযারল্যাণ্ডের ল্যাবে ইস্টের জেনেটিক্যালি মডিফিকেশনের কথা বলছিল এরা।'

'কথা ঠিক, লাবনী,' শয়তানির হাসি হাসছে নাদির, 'আমার অনুসারীরা দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে দেবে বিশেষ স্পোর। মিশিয়ে দেয়া হবে ফসলে, পানিতে, এনিমেল ফিডে। যারা

নিয়মিত খাবে না সেট-এর পাউরুটি, বা পূজা দেবে না সেট দেবতাকে— নিজ দেহের কোষের বিষেই খুন হবে তারা।'

'বদ্ধউন্মাদ তুমি,' উঠে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে বলল কাদির। 'জানতে চাও, কেন বাবা আমাকে বেশি পছন্দ করতেন?'

বাবার কথা শুনে আরও রেগে গেল নাদির মাকালানি। 'ঢোক্ ওই কফিনে, শুয়োরের বাচ্চা! এক্ষুণি!' কাদিরের বুকে অস্ত্রের নলের জোর গুঁতো দিল সে। পরক্ষণে চেঁচাল, 'অ্যাই, তোমরা ওকে ভেতরে ভরো!'

মার খাওয়া কাদিরকে ধরে ফেলল চারজন লোক, ভরতে চাইল কফিনের ভেতর। কিন্তু আসল ওসাইরিসের তুলনায় অন্তত ছয় ইঞ্চি বেশি দীর্ঘ কাদির। প্রাণপণে বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু তার বুকে প্রচণ্ড জোরে অস্ত্রের বাঁট নামাল নাদির। কফিনের ভেতর পড়ে ব্যথায় ছটফট করছে তার বড়ভাই। সুদর্শন চেহারা এখন ভয়ানক যন্ত্রণায় বিকৃত।

'আমি সেট!' চিৎকার করল নাদির, 'বুঝে নিচ্ছি নিজের রাজ্যের অধিকার!'

হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে কাদির, ভীষণ আতঙ্ক ভরা চোখে দেখল, ওপর থেকে পড়ছে ভারী ধাতব ঢাকনি। ফাঁপা জোরালো "ধুম্প্" আওয়াজে নামল ওটা। একইসময়ে কাদিরের বেরিয়ে থাকা হাতের কবজি ও পায়ের গোড়ালির হাড় ভাঙার মড়-মড়াৎ আওয়াজ হলো। ভয়ে চিৎকার করে উঠে অন্যদিকে তাকাল বেলা। রুপার কফিনের ডালার ফাঁক দিয়ে গলগল করে বেরোচ্ছে তাজা রক্ত।

অস্ত্রের বাঁট দিয়ে বারবার ঢাকনির ওপর আঘাত হানছে নাদির। চেঁচিয়ে চলেছে, 'আমি সেট! সেট! সেট! মৃত্যুদেবতা সেট!'

'না,' তিক্ত স্বরে বলল রানা, 'কাদির ঠিকই বলেছে। তুমি বদ্ধউন্মাদ!'

ঝট্ করে রানার দিকে ঘুরল নাদির। প্রচণ্ড রাগে থরথর

করে কাঁপছে। ট্রিগারে চেপে বসল আঙুল। এবার গুলি করবে সে।

পেরিয়ে গেল পাঁচ সেকেণ্ড, কিন্তু গুলি করা হলো না।

'রানা,' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল লাবনী, 'অস্ত্র হাতে কেউ নিজেকে দেবতা দাবি করলে... সবসময় মেনে নিতে হয়!'

কাঁপা-কাঁপা দম নিল নাদির। পিছিয়ে গেল। 'না,' শান্ত করতে চাইছে নিজেকে। 'না, আমার ভাই ঠিকই বলেছে। এই সমাধি অপবিত্র করা ঠিক নয়! ওসাইরিস ফিরে এসেছে নিজের কফিনে। কিন্তু তোমরা?' রাগী চোখে রানা, লাবনী ও বেলাকে দেখল সে। 'তোমাদের অধিকার নেই দেবতার এই সমাধিতে মরবে।' কফিন ঘুরে আরেকদিকে গেল নাদির। দলের লোকদের উদ্দেশে বলল, 'ওদেরকে ওপরে নিয়ে গুলি করো।' নিজ হাতে নিয়েছে শেয়ালের মাথা খোদাই করা জার। 'এটা রাখার কেস কোথায়?'

অস্ত্রের মুখে রানা, লাবনী ও বেলাকে কামরার দরজার কাছে নিয়ে গেল ভগলার ও তার লোক। তাদের একজন ঘুরে দেখাল, তার পিঠেই ঝুলছে ইমপ্যাক্ট রেযিস্ট্যাণ্ট কমপোযিট কেস। বুকের হার্নেস ক্লিপ খুলে কেস হাতে নিল সে। মেলল ডালা। ভেতরে নরম মেমোরি ফোম।

প্রোটেকটিভ লেয়ারে জার শুইয়ে দিল নাদির। সাবধানে বন্ধ করল ডালা। ক্লিক আওয়াজে ক্যাচ আটকে যেতেই বলল, 'জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করবে, হাতেম। ...ব্রনসন, হাতেমের সঙ্গে থাকুন। চোখের আড়াল করবেন না জারের কেস।' মাথা দোলাল বিজ্ঞানী। আবারও পিঠের হার্নেসে ব্যাকপ্যাকের মত করে কেস আটকে নিল হাতেম।

ঘুরে নাদির দেখল, এখনও রক্তাক্ত কফিনের দিকে চেয়ে আছে ডক্টর ম্যান মেট্য্ ও লুকমান বাবাফেমি। নরম স্বরে বলল সে, 'আশা করি খারাপ কিছু হয়নি?'

'না-না, কী যে বলেন, কিছুই না,' হড়বড় করে বলল

বাবাফেমি, 'বরাবরের মতই আমার সম্পূর্ণ সমর্থন থাকবে আপনার প্রতি। এমন ব্যবস্থা করব, কখনও এই পিরামিডের কথা জানবে না এসসিএ। এই গোপন তথ্য আমাদের বুকেই লুকিয়ে থাকবে।' পরক্ষণে ভয় পেয়ে শুধরে নিল, 'আপনার গোপন তথ্য, স্যর।'

'গুড। আর, ডক্টর মেট্য্?'

'আ... মি... ইয়ে...' বিড়বিড় করল মেট্য্, 'ঠিক আছে। আমি আপনার সঙ্গেই আছি।'

'শুনে সত্যিই খুশি হলাম,' ম্যান মেট্য্-এর দিকে চেয়ে গলা শুকিয়ে দেয়া এক ভয়ানক হাসি দিল নাদির। 'তা হলে চলুন, ফেরা যাক হোভারক্রাফটে। এ জায়গা থাকুক মৃতদের জন্যে।' দেরি না করে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল ম্যান মেট্য্ ও লুকমান বাবাফেমি। সারকোফাগাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নাদির। ঘুরে রওনা হওয়ার আগে ফিসফিস করে বলল, 'গুড-বাই, বড়ভাই!'

সবাই বেরিয়ে যাওয়ায় ওসাইরিসের সমাধিতে রইল শুধু নৈঃশব্দ্য।

ছাব্বিশ

"প্রচণ্ড শক্তিশালী মহিলা"-র ঘরে দাঁড়িয়ে আছে মিশরীয় আর্মির জেনারেল খালিদ আসির। তার উদ্দেশে বলল লাবনী, 'ওই লোক উন্মাদ, নিশ্চয়ই ভাবছেন না সত্যিই নতুন করে জন্ম নিয়েছে সেট?'

'কী বিশ্বাস করি, তাতে কিছুই যায় আসে না,' জবাবে বলল আসির, 'বড় কথা, কী বিশ্বাস করে সে। তা ছাড়া, প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছি বলে ও আমার কাছে কৃতজ্ঞ। ওর ধারণা, আমাকে দেয়া উচিত কোটি কোটি ডলার। কথা দিয়েছে, ওর পরিকল্পনা সফল হলে বড় পদে নিয়োগ দেবে। তা যদি না-ও হয়, টাকার অভাব হবে না আমার। কাজেই ভেবে দেখেছি, ও সেট হলেই বা কী ক্ষতি হচ্ছে আমার!'

'কিন্তু ওই লোক তো সাইকোপ্যাথ,' বলল লাবনী। 'তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হলে মরবে কোটি কোটি মানুষ!'

চুপ করে শুনছে রানা। পেছনে অস্ত্র হাতে ট্রেইণ্ড ক'জন। উপায় নেই যে নিজেদেরকে মুক্ত করবে ও।

লাবনীর কথায় কাঁধ ঝাঁকাল জেনারেল। 'আজকাল তো অতিরিক্ত জনসংখ্যার কথা বলছে সবাই। ওই সংখ্যা কমলে ক্ষতি কী!'

ঝড়-বৃষ্টির ঘরের নিচে নেই প্যাসেজ। পিঁপড়ে চ্যাপ্টা করে দেয়া মহিলার ঘরে লাগানো হয়েছে স্প্রিং লোডেড ক্লাইমিং ক্ল্যাম্প। প্যাসেজের মেঝে ও ছাত গায়েব হওয়ায়, নিচে ও ওপরে দীর্ঘ এক বিশাল শাফ্ট্।

'এবার কী করব?' প্রায় ফিসফিস করল বেলা। ভীষণ ভয় লাগছে ওর। 'প্রায় উঠে এসেছি। একটু পর গুলি করে মেরে ফেলবে।'

'খুন হব না,' বলল রানা, 'কোনও উপায়ে বেরিয়ে যাব।' বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য লাগল না ওর নিজের কাছেই। অস্ত্র নেই। সংখ্যায় শত্রুরা অনেক।

রানার দিকেই চেয়ে আছে লাবনী। চোখে হেরে যাওয়া দৃষ্টি।

সবাই জড় হয়েছে প্রচণ্ড শক্তিশালী মহিলার ঘরে। শুকিয়ে গেছে ফাটল ধরা রোলারদুটো। সবার আগে দড়ি বেয়ে সামনের প্যাসেজে গেল ট্রুপার হাতেম। তার কাছে রয়ে গেছে

জারের কেস। হাতেমের পর দড়ি বেয়ে একে একে ঝুলতে ঝুলতে গহ্বর পেরোল অন্যরা।

ঢালু প্যাসেজ ধরে উঠল সবাই।

দড়িতে ঝুলে ঝড়-বৃষ্টির ঘর পেরোবার পর, ঢালু প্যাসেজ ধরে হেঁটে পৌঁছে গেল সেতুর কাছে।

কূপ পেরোলে আবারও প্যাসেজ, ওই খাড়াই পথে যাওয়ার পর সামনে পড়বে হায়ারোগ্লিফিক্স ভরা প্রথম ঘর।

'জলদি!' সবাইকে তাড়া দিল নাদির। অনিশ্চিত চোখে তাকে দেখল ডক্টর ব্রনসন। পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

লাবনী ও বেলার পিঠে দু'বার অস্ত্রের নলের খোঁচা দিল ভগলার। দ্বিধা নিয়ে সরু সেতুতে পা রাখল দুই মেয়ে। অতিরিক্ত চাপ পড়তেই ঠং-ঠনাৎ শব্দ তুলল শেকল। লাবনী ও বেলার পেছনে সেতুতে চাপল নাদিরের কয়েকজন ট্রুপার।

সেতুর ওপর পা রাখতে গিয়েও চট্ করে শেকল দেখল রানা। চোখ গেল দাঁতওয়ালা চাকার নিচে। ওখানে আছে ওর গুঁজে রাখা পাথরখণ্ড।

'লাবনী, মনে আছে এখানে এসে কী জেনেছি?' বলল রানা, 'এবার কিন্তু সত্যিই খুব দুলবে সব।'

চোখ বিস্ফারিত করে চেঁচিয়ে উঠল লাবনী, 'বেলা, জলদি সেতু জাপটে ধরো!'

এক লাথিতে পাথরখণ্ড সরিয়ে দিল রানা।

ছাড়া পেতেই ভারী ওজনের জন্যে ঘুরল সিলিণ্ডারের মত পাথরের রোলার, পুলির মাধ্যমে টেনে নিচ্ছে চেইন। ঘুরছে দাঁতওয়ালা চাকা।

শুয়ে দুই হাতে সেতু জড়িয়ে ধরেছে লাবনী ও বেলা। খটাং-খট্-খটাং-খট্ শব্দে সেতুর বাড়তি অংশকে ভীষণভাবে ঝাঁকি দিতে লাগল দাঁতওয়ালা চাকা। সেইসঙ্গে সি-সওর মত দুলছে গোটা সেতু। হাতেম ছিল সবার আগে, টলমল করতে শুরু করে হাত থেকে ফেলে দিল অস্ত্র। ডাইভ দিল

ওপারের মেঝেতে পড়তে। কিন্তু ভুল হয়েছে হিসাব, পতন শুরু হতেই খামচে ধরল মেঝের কিনারা। ঝুলতে লাগল গহ্বরের পাশে।

কপাল এত ভাল নয় ডক্টর ব্রনসনের। প্রস্তুত ছিল না, সেতু থেকে পড়ে সাঁই করে নেমে গেল। চারপাশে থাকল তার প্রলম্বিত আর্তচিৎকার। বেলার পেছনে দুই ট্রুপার পড়ল গহ্বরে। সেতুর ওপর টিকে থাকতে চাইল তৃতীয়জন, কিন্তু দু'সেকেণ্ড পর রওনা হলো আঁধার নরকের দিকে।

সেতুর ওপর দাঁড়ানো শেষ ট্রুপার ডাইভ দিয়ে পড়ল পেছনের পাথুরে মেঝেতে। রানা ও ভগলারের সঙ্গে ধাক্কা লাগল তার। ওরা তিনজন পড়ল অন্যদের ওপর। ঢালু প্যাসেজে গড়িয়ে গেল ওরা। গায়ের ওপর থেকে লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল রানা। পরক্ষণে কষে একটা লাথি লাগিয়ে দিল ভগলারের পেটে। উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'লাবনী! সেতু পেরিয়ে যাও! ওপরে উঠে পালাও!'

তিলতিল করে এগোচ্ছে লাবনী। ওকে অনুসরণ করছে বেলা। চিৎকার করে জানতে চাইল লাবনী, 'তোমার কী হবে? তুমিও এসো!'

কিন্তু অনেক বেশি দুলছে সেতুর ওদিকটা। উঠতে পারবে না কেউ। তাই বলে বসে থাকল না রানা, ঘুরেই বুটের শক্ত ডগা দিয়ে জোর এক লাথি ঝেড়ে দিল নাদির মাকালানির বুকে। ওর চোখ খুঁজছে আগ্নেয়াস্ত্র। কূপের কিনারায় আছে একটা এমপি-সেভেন সাবমেশিন গান। ওটা পাওয়ার জন্যে সামনে ঝাঁপ দিল রানা।

বদ্ধ জায়গায় বিকট 'বুম!' আওয়াজ তুলল ভগলারের রিভলভার। লক্ষ্যহীন বুলেট চেঁছে নিল রানার বাহুর সামান্য মাংস। মুখ কুঁচকে গেল রানার। অন্যহাতে চেপে ধরল ক্ষত। তীব্র ব্যথায় ভুলে গেছে অস্ত্রের কথা।

'রানা, এসো!' চিৎকার করে উঠল লাবনী।

'ওই জারটা নিয়ে বেরিয়ে যাও!' পাল্টা চেঁচাল রানা।

ঘুরেই লাবনী দেখল, কিনারায় বস্তার মত ঝুলছে হাতেম। কাঁধ ওপরে তুলেছে, কিন্তু পিঠে ভারী কেস, তাই আর পারছে না উঠতে।

শক্ত মেঝেতে পা রেখে হাতেমের সামনে দাঁড়িয়ে বলল লাবনী, 'ওই কেস দাও, তা হলে টেনে তুলব!' ঝুঁকে নিতে গেল জারের কেস। কিন্তু ওটা আছে ইকুইপমেণ্ট ওয়েবিঙের ক্লিপে আটকানো।

লাবনী ভাবল, যে অবস্থায় ঝুলছে লোকটা, এখন বাধা দেবে না। কেস ধরে টান দিল ও... কিন্তু, খপ্ করে ওর ডান গোড়ালি খামচে ধরল হাতেম।

'ছাড়!' ভীষণ ভয় পেল লাবনী।

মুখ তুলে বাঁকা হাসল হাতেম। কিনারায় কনুই বাধিয়ে ঝুলছে, অন্যহাতে হ্যাঁচকা টান দিল লাবনীর গোড়ালি ধরে।

পা পিছলে চিত হয়ে মেঝেতে পড়ল লাবনী। ওর কাফ মাসল শক্তভাবে ধরেছে হাতেম। এদিকে সেতু পেরিয়ে গেছে বেলা, মেঝেতে পা রেখেই লাথি মারল হাতেমের কনুইয়ে। 'ছেড়ে দে, শয়তান!'

'না, ওই কেসটা নাও!' বলল লাবনী। হেঁচড়ে পিছিয়ে যেতে চাইছে। ওর চোখ পড়ল হাতেমের চোখে। চাপা গলায় বলল ও, 'বাধ্য কোরো না!'

জবাবে আরও কঠোর হলো হাতেমের চোখ। উঠে আসছে। আরও জোরে চেপে ধরেছে কাফ মাসল। ব্যথায় অস্থির লাগল লাবনীর।

'পারলে কিছু কর্!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল হাতেম।

অন্য পায়ে তার মুখে সবুট লাথি মারল লাবনী। ঝটকা খেয়ে পিছিয়ে গেল হাতেমের মাথা। হাত পিছলে গেল কাফ মাসল থেকে। তবে আবারও চেপে ধরতে পারল গোড়ালি। তার ওজন বইতে গিয়ে কিনারার দিকে পিছলে যাচ্ছে

লাবনী।

ওদিকে ওয়েবিং থেকে কেস ছুটিয়ে নিতে পারছে না বেলা। প্রাণপণে টান দিল স্ট্র্যাপ ধরে।

আবারও লাথি ছুঁড়ল লাবনী। সেতুর বুবি ট্র্যাপের জোরালো শব্দের ওপর দিয়েও এল ফটাস্ আওয়াজ। ফেটে গেছে হাতেমের নাক। চিৎকার করল লাবনী, 'ছেড়ে দে! ছাড়ু! ছেড়ে দে!'

প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করেও ঝুলছে হাতেম। মুচড়ে দিতে চাইল লাবনীর গোড়ালি। কূপে পড়তে শুরু করে সঙ্গে নিচ্ছে শিকার।

আরেক লাথি খেয়ে হাত ছুটে গেল তার। ঝুলছে কিনারা থেকে। অন্যহাতে বুকের ওয়েবিঙের খাপ থেকে নিল ধারালো ছোরা। এবার ওটা গেঁথে দেবে লাবনীর পায়ে...

আবারও লাথি মারল লাবনী। তবে এবার মুখ লক্ষ্য করে নয়। সরাসরি লাগল হাতেমের কিনারা ধরা হাতে।

থুতনিতে লাথি ভীষণ ব্যথা দিয়েছে, কিন্তু সে-তুলনায় আঙুল ভাঙার যন্ত্রণা বহু গুণ বেশি! হাত থেকে মেঝেতে পড়ল ছোরা। করুণ আর্তনাদ ছাড়ল সে। ছুটে গেল কিনারা থেকে হাত। মাধ্যাকর্ষণের টানে গভীর কূপে পড়ল হাতেম। ওই একই সময়ে ওয়েবিঙের ক্লিপ খুলেছে বেলা। হার্নেস থেকে ছুটে সাঁই করে রওনা হয়ে গেল লোকটা নিশ্চিত মৃত্যুর পথে।

বুঝে গেছে লাবনী, রানাকে জিম্মি করতে চাইবে নাদির মাকালানি। ওর কাছ থেকে আদায় করবে ক্যানোপিক জার। শেষে মরতে দেবে না ওদের কাউকেই। ওই একই পরিণতি হবে কূপে কেসটা ফেললে।

একমাত্র উপায় ক্যানোপিক জার নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। সেক্ষেত্রে রানাকে বাঁচিয়ে রাখবে নাদির। প্রয়োজনে মিথ্যা আশ্বাস দেবে, জার পেলে ছেড়ে দেবে ওদেরকে। ঘটনা যাই

হোক, আপাতত রানাকে ছেড়ে সরে যেতে হবে ওর।

ছোরা ও কেসসহ হার্নেস নিয়ে উঠে দাঁড়াল লাবনী। 'চলো, বেলা!'

অবাক চোখে ওকে দেখল বেলা। 'কিন্তু, মাসুদ ভাই...'

'দৌড় দাও!' ওপরের ঘরে যেতে ছুট দিল লাবনী, হাতে কেস। শত্রুপক্ষের হাতে বেরিয়ে এসেছে আগ্নেয়াস্ত্র। একবার করুণ চোখে রানাকে দেখে নিয়ে লাবনীর পেছনে দৌড় দিল বেলা। ওর পাশের দেয়ালে পিছলে গেল বুলেট।

রাগে লালচে হয়েছে নাদির মাকালানি। 'খুন করো! খুন করো!' চিৎকার করে উঠে এক লোকের হাত থেকে কেড়ে নিল সাবমেশিন গান। গুলি করে খালি করল ম্যাগাযিন। কিন্তু প্যাসেজ পেরিয়ে দূরে চলে গেছে লাবনী ও বেলা। প্রচণ্ড ক্রোধে আহত হিংস্র জানোয়ারের মত গর্জন ছাড়ল নাদির। এত জোরে অস্ত্রটা মেঝেতে আছড়ে ফেলল, ঠাস্ করে ফেটে গেল প্ল্যাস্টিকের হ্যাণ্ডগ্রিপ। হাত মুঠো করে বাঘের চোখে দেখল রানাকে।

রানার ধারণা হলো, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না বদমেজাজি লোকটা। গভীর কূপে ফেলবে ওকে। 'গুলি করো একে!' চিৎকার করে উঠল নাদির। 'গুলি করো!'

বোয়াল মাছের মত চওড়া ঠোঁটের বিস্তৃত হাসি দিল কিলিয়ান ভগলার।

'নাদির, একটু অপেক্ষা করো!' বাদ সাধল জেনারেল আসির। কর্তৃত্বের সঙ্গে বলেছে। দ্বিধায় পড়ে গেল ভগলার। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে আকস্মিক বাধা পড়তেই ঝট্ করে ঘুরে তাকাল নাদির। 'একে ব্যবহার করে ফিরে পাবে ওই জার। ওটা নষ্ট করবে না ওই মেয়ে। ওটার বদলে চাইবে মাসুদ রানাকে ফিরে পেতে।'

বড় করে কয়েকবার দম নিল নাদির, এখনও থরথর করে কাঁপছে রাগে। একটু পর বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। বাধা

দিলে বলে ধন্যবাদ, দোস্ত!'

'আমি সবসময় তোমার ভাল চেয়েছি, সেইসঙ্গে নিজের,' মৃদু হাসল জেনারেল খালিদ আসির।

'আমরা তা হলে একে খুন করব না?' খুব হতাশ হয়েছে ভগলার। ভুলতে পারেনি, তার মত ভয়ঙ্কর লোকের পাছায় লাথি দিয়েছিল ওই বাঙালি যুবক।

'না, আপাতত নয়,' বলল নাদির। 'তবে জার পাওয়ার পর...' কঠোর চোখে রানাকে দেখল সে।

'ওই জার আর পাবে না,' আহত বাহু অন্যহাতে ধরেছে রানা। 'লাবনী বা বেলাকে ধরতে পারবে না। ফিরবে ওরা অ্যাবাইদোসে। মিশরের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবে কী করছ তোমরা। তোমাদের খেলা খতম।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল নাদির। বিস্মিত চোখে দেখল, বড় একটা ঝাঁকি দিয়ে থামল চেইন। সেতু স্থির হতেই কূপ পেরিয়ে গেল অবশিষ্ট ক'জন ট্রুপার। 'রানা, তুমি বোধহয় জানো না কীভাবে এখানে এলাম আমরা?'

মাথার ওপরের ম্যান হোল থেকে নেমে এসেছে দড়ির মই। একটু আগে প্রথম ঘরে ঢুকেছে লাবনী ও বেলা। মই বেয়ে উঠে এসেছে মরুভূমির পাথুরে কুটিরে। কয়েক সেকেণ্ড চোখ রেখেছে হোভারক্রাফটের ওপর। ওটা প্রকাণ্ড মিলিটারি ক্রাফ্‌ট্। নিচু করে রাখা হয়েছে ল্যাণ্ডিং র‍্যাম্প। মস্ত হাঁ করে আছে যন্ত্রটা। তবে দেখা যায়নি কাউকে।

'জিনিসটা কী?' লাবনীর কাছে জানতে চেয়েছে বেলা।

'ওটা আছে বলেই আমরা আছি বিপদে,' বলেছে লাবনী। 'কিন্তু একবার জিপ নিয়ে ক্যানিয়নে ঢুকতে পারলে আর পিছু নিতে পারবে না।'

'তা হলে চলুন, দেরি করা ঠিক হচ্ছে না।'

পরিত্যক্ত দালান থেকে বেরিয়ে সোজা সিকি মাইল দূরের

ওই নালার দিকে দৌড় দিল লাবনী ও বেলা।

পেছন থেকে ধাওয়া করে এল না কেউ।

বালিতে দৌড়ে চলা কঠিন, তবে মাত্র পাঁচ মিনিটে তুবড়ে যাওয়া ল্যাণ্ড রোভারের পাশে পৌঁছে গেল ওরা।

স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসল লাবনী। মাঝের সিটে থাকল ক্যানোপিক জারের কেস। ছোরা রেখে দিল হার্নেসের খাপে।

ওপাশের দরজা খুলে সিটে উঠল বেলা। লাবনী ইঞ্জিন চালু করতেই আপত্তির সুরে বলল, 'মাসুদ ভাইয়ের কী হবে? তাঁকে তো মেরে ফেলবে ওরা! হয়তো মেরেই ফেলেছে!'

পুবে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হলো লাবনী। 'ওকে খুন করবে না। আমাদের কাছে ক্যানোপিক জার। এটা ফেরত চাইবে নাদির মাকালানি।'

'তারপর হতাশ হলেই মেরে ফেলবে মাসুদ ভাইকে। খুব খারাপ লাগছে। বড়ভাইয়ের মত আগলে রেখেছিলেন। সত্যিকারের বড়ভাই হলে, এমন করেই...'

'আরে, ভাবছ কেন যে মরবে ও,' সান্ত্বনা দিল লাবনী। 'ওকে উদ্ধার করার একটা না একটা পথ বেরোবে।'

চুপ হয়ে গেল বেলা। চোখ বোলাল কেসের ওপর। ক্ষতি হয়নি ওটার। সিটবেল্ট দিয়ে আটকে নিল। কাজটা শেষ করেই চমকে গেল। ওয়েবিঙে ঝুলছে ওই জিনিস। 'লাবনী আপু...' প্রায় কেঁদে ফেলল ও। 'দুইটা গ্রেনেড! গায়ের কাছে!'

'থাকুক, ভুলেও ধরতে যেয়ো না,' সতর্ক করল লাবনী।

'কিন্তু গাড়ি চলছে বলে ঠুক-ঠাক টোকা লাগছে দুটোয়! সত্যিই এবার খুন হয়ে গেলাম!'

'পিন টেনে না খুললে মরবে না,' শুকনো হাসল লাবনী। চোখ রেখেছে হলদে মরুভূমিতে।

ঝড়ের বেগে চলেছে ল্যাণ্ড রোভার ডিফেণ্ডার।

পিরামিড ছেড়ে মরুভূমির মেঝেতে উঠে এসেছে নাদির মাকালানি। সঙ্গেই আছে জেনারেল আসির। তার উদ্দেশে এগিয়ে এল যুবরের পাইলট। আরবি ভাষায় জানাল, কী দেখেছে। আঙুল তুলল পুবদিকে।

টলমল করা প্রচণ্ড তাপের মাঝে দূরে ধুলো উড়তে দেখল রানা। 'জানতাম, ওদেরকে ধরতে পারবে না।'

'যে-কোনও জমিতে চল্লিশ নট বেগে চলে হোভার-ক্রাফট,' প্রকাণ্ড যুবর দেখিয়ে গর্বের সঙ্গে বলল জেনারেল আসির, 'ওদের জিপ দৌড়ে হারবে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'হয়তো, তবে কীভাবে যাবে সরু ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে?'

'যুবরকে কিছু করতে হবে না, সঙ্গে আরও অন্য জিনিস আছে,' জানাল ভগলার।

নাদির নির্দেশ দিতেই যুবরের দিকে ছুট দিল ট্রুপাররা। অন্যদের উদ্দেশে বলল সে, 'আগে ওদেরকে ধরে, তারপর খতম করব।' একবার রানাকে দেখে নিয়ে যুবরের দিকে চলল সে। পেছনে অন্যরা। 'রানা, ভাল করেই দেখবে, কীভাবে কী করছি।'

রিভলভারের নল দিয়ে রানার পিঠে খোঁচা দিচ্ছে ভগলার। তার দরকার ছিল না। নিজে থেকেই হাঁটছে রানা। যুবরের কাছে যাওয়ার আগেই ওটার পেট থেকে এল ইঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ। হোল্ড থেকে ছিটকে বেরোল দুটো ছোট ভেহিকেল। প্রায় উড়তে উড়তে নেমে এল র‍্যাম্প বেয়ে। মরুভূমিতে পড়ে ধুপ্ করে ছিটিয়ে দিল বালি। ঘুরেই রওনা হয়ে গেল পুবে। ধাওয়া করছে ল্যাণ্ড রোভারটাকে। গলা শুকিয়ে গেছে রানার। ওই দুই যন্ত্র লাইট স্ট্রাইক ভেহিকেল। মিলিটারাইয্ড্ ডিউন বাগি। হালকা ওজন, ফ্রেম, চারটে চাকা ও ইঞ্জিন। ড্রাইভারের মাথার ওপরে টারেটে

মেশিন গান। দেখলে পছন্দ করবে না কেউ, আরামও নেই চেপে, কিন্তু মরুভূমিতে চলতে পারে সাইমুমের বেগে।

ডিফেণ্ডার জিপগাড়ির চেয়ে অনেক দ্রুত চলছে লাইট স্ট্রাইক ভেহিকেল।

'শুরু হলো ধাওয়া,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল নাদির। টিটকারির চোখে দেখল রানাকে। 'অবশ্য, দুঃখের কথা, বেশিক্ষণের জন্যে নয় ওই ধাওয়া।'

এরা ট্রেইণ্ড, অস্ত্রের মুখে বন্দি রানা। পিঠে রিভলভারের খোঁচা খেয়ে র‍্যাম্প বেয়ে যুবরের হোল্ডে উঠল ও। বিশাল এক বাক্সের মত জায়গা এই হোল্ড। রাখা যাবে তিন-তিনটে ব্যাটল ট্যাঙ্ক অথবা তিন শ' সশস্ত্র সৈনিক। আপাতত হোল্ডে আছে হলদে রঙের নোংরা কয়েকটা এক্সকেভেটর ও আর্থমুভার। পাশেই তৃতীয় ডিউন বাগি। উঁচু প্ল্যাটফর্মে মরুভূমিতে অপারেশনের জন্যে ইকুইপমেন্ট। রানা বুঝল, ওসাইরিয়ান টেম্পলের কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল খুঁড়ে নিতে হবে পিরামিড।

কণ্ট্রোল প্যানেলের কাছে গিয়ে ফোন হেডসেট নিল জেনারেল খালিদ আসির। নির্দেশ দিল ব্রিজের অপারেটরকে। ক'সেকেণ্ড পর চালু হলো যুবরের মেইন ইঞ্জিন। বাড়ছে টারবাইনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ। সেইসঙ্গে জোরালো ফিসফিস শব্দ। হোল্ডের পেছনে দীর্ঘ বাল্‌ক্‌হেডে কাজ করছে প্রকাণ্ড চারটে লিফ্‌ট্‌ ফ্যান। স্কার্ট-এ হুড়মুড় করে বাতাস ঢুকতেই মেঘের মত ভাসল একরাশ বালি। পুরু রাবারের বেল্টে ভর করে উঠে পড়ল বিশালাকার ভেহিকেল।

আসির বাটন টিপে দেয়ায় উঠে এল র‍্যাম্প। হাইড্রোলিক কাজ করতেই জোর আওয়াজে ধুম করে বন্ধ হলো স্টিলের কবাট। থেমে গেল বালিঝড়, কিন্তু কান প্রায় ফাটিয়ে দিল ফুল পাওয়ারের ইঞ্জিনের গর্জন।

হোল্ডের মাঝের মই বেয়ে উঠে গেল ভগলার। চেয়ে

আছে ওপর থেকে। এবার উঠতে হবে রানাকে। সশস্ত্র গার্ডদের অস্ত্রের ইশারায় মই বেয়ে উঠল ও। বুকে ধাক্কা দিয়ে একটা দেয়ালে ওকে ফেলল ভগলার। উঠল আরও কয়েকজন গার্ড। একজন হ্যাঁচকা টানে পেছনে নিয়ে ওপরে তুলল রানার হাতদুটো। বুলেটের ক্ষতে লাগতেই তীব্র ব্যথায় মৃদু আওয়াজ বেরোল রানার মুখ থেকে।

'পিরামিডেই শেষ করতে পারলে ভাল হতো!' আফসোস করল ভগলার। প্ল্যাস্টিকের যিপ-টাই দিয়ে আটকে দিল রানার দুই কবজি। ঠেলে নিয়ে চলল সামনের ঘরের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে হাত নাড়ল রানা। এত আঁটো হয়ে বসেছে যিপ-টাই, কেটে যাচ্ছে ত্বক-মাংস। বুঝে গেল, জরুরি ভিত্তিতে খুঁজতে হবে মুক্তির কোনও উপায়।

'সর্বনাশ!' ল্যাণ্ড রোভারের রিয়ার উইণ্ডো দিয়ে চেয়ে আছে বেলা। 'হামলা করতে আসছে ডিউন বাগি!'

আয়নায় পেছনের মরুভূমিতে কালো দুটো জিনিস দেখল লাবনী। প্রচণ্ড গতি ওগুলোর। দ্রুত চলে আসছে কাছে। আবার সামনের মরুভূমিতে চোখ রাখল ও। কাজে আসবে এমন কিছুই দেখল না। সমতল বালিজমি আর ঢেউ খেলানো ঢিবি। এখনও অনেক দূরে ওই ক্যানিয়ন।

কেসের ইকুইপমেন্ট ওয়েবিং দেখল লাবনী। অস্ত্র বলতে ওদের কাছে বড়জোর একটা ছোরা আর দুটো গ্রেনেড। ছোরা দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। কাছে পাবে না কাউকে। আগে নিজেই খুন হবে। অবশ্য, গ্রেনেড ছুঁড়তে পারে ডিউন বাগির দিকে। কিন্তু ওয়েবিং হার্নেস দেখলে, গ্রেনেড ছোঁড়ার আগেই সরে যাবে ওগুলোর চালক।

একটা বুদ্ধি এল লাবনীর মনে। ওটা এতই সহজ, কেউ ভাববে না তাতে কাজ হবে। তবুও ওটাই বাঁচার একমাত্র উপায়।

আবারও মরুভূমির বুকে চোখ বোলাল লাবনী। এবার আরও সতর্ক। বড় একটা ঢিবি চাই ওর।

হঠাৎ আঁৎকে উঠল বেলা। নিচু করে নিয়েছে মাথা।

বিশ্রী খ্যাট-খ্যাট আওয়াজ। গাড়ির একপাশে বালি খুঁড়ে উষ্ণপ্রস্রবণ তৈরি করছে মেশিন গানের বুলেট। সিটে নিচু হয়ে বসল লাবনী। আরেক দিকে ঘুরিয়ে নিল গাড়ি, কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত কাজটা করতে পারেনি। চুর-চুর হয়ে ভেঙে পড়ল পেছনের জানালা, খট্-খট্ শব্দে বুলেট লাগল ডিফেণ্ডারের অ্যালিউমিনিয়ামের পাতলা দেহে।

মেশিন গানের গুলি পাঠাতে শুরু করেছে দ্বিতীয় গানারও। জিপগাড়ির পাশ দিয়ে গেল কমলা-একসারি তপ্ত ট্রেসার বুলেট। তাড়া খেয়ে আরেক দিকে ছুটল লাবনী। বুঝে গেছে, অধরা থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ।

আরেক পশলা গুলি ছিঁড়েখুঁড়ে দিল জিপগাড়ির দেহ। ফাটল ধরল সামনের উইণ্ডশিল্ডে। লাবনীর পাশের জানালা ভেঙে ঢুকল একটা ট্রেসার বুলেট। দুই ইঞ্চি নিচে দিয়ে গেলে বিস্ফোরিত হতো ওর মাথা।

বনবন করে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে আরেক দিকে চলল লাবনী। বালির ভেতর এতই দ্রুত বাঁক নিয়েছে, আরেকটু হলে কাত হয়ে পড়ত গাড়ি। বুলেট লেগে বিস্ফোরিত হলো মাঝের সিটের পেছনে ফোলা ফোম। একটুর জন্যে রক্ষা পেল ক্যানোপিক জারের কেস।

ভীষণ ভয়ে ফোঁপাতে শুরু করেছে বেলা।

গাড়ি সোজা করে নিল লাবনী। অনায়াসেই পিছু নিল এলএসভি। সামনে চেয়ে লাবনী দেখল, দীর্ঘ এক বালির ঢিবি। এঁকেবেঁকে গেছে ওটা। পাশেই বায়ুস্রোতে ক্ষয় হওয়া হাজার হাজার বছরের উঁচু শৈলশিরা। এমন জায়গাই খুঁজছিল ও। এবার...

আয়না দেখল লাবনী। সরাসরি ওর দু' শ' ফুট পেছনে

এক ডিউন বাগি। অনুসরণ করছে অন্ধের মত। ‘স্টিয়ারিং হুইল ধরো!’ মৃদু কাঁপা গলায় বলল লাবনী।

ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাল বেলা। ‘কী করতে হবে?’

‘ড্রাইভ করবে!’ সরে আসতে ইশারা করল লাবনী।

‘আপনি কী করবেন?’ পাশে চলে এল বেলা।

অ্যাক্সেলারেটরে পা রেখে ছেঁচড়ে বেলার ওপর দিয়ে এদিকে চলে এল লাবনী। আয়নায় দেখল গতি বাড়িয়ে তেড়ে আসছে কাছের এলএসভি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছুবে জিপগাড়ির ঠিক পেছনে। সঙ্গীদের গায়ে লাগবে ভেবে গুলি বন্ধ করেছে অন্য ডিউন বাগির গানার।

‘বেলা, অ্যাক্সেলারেটর চেপে রেখে সোজা যাও!’ লাবনীর দেহের বেশিরভাগ ওজন সহ্য করেও কথামত কাজ করছে বেলা। ‘একটা বুদ্ধি এসেছে!’

যুবরের ওয়েপন্স রুমে ওয়েপন্স অফিসারের কাঁধের ওপর দিয়ে মনিটরে জিপগাড়ির পলায়ন দৃশ্য দেখছে মাসুদ রানা।

প্রায় শেষ হয়ে এল ধাওয়া। যুবরের ফায়ার-কণ্ট্রোল কমপিউটার দেখিয়ে দিচ্ছে শত্রুর রেঞ্জ, বেয়ারিং ও স্পিড। তিন গাড়ির পাশেই তিন কার্সার। যে-কোনওটা উড়িয়ে দিতে পারবে যুবরের কামানের গোলা। তবে সামনের এলএসভি প্রায় পৌঁছে গেছে ল্যাণ্ড রোভারের লেজের কাছে।

রানার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে নাদির মাকালানি। সামনের ডিউন বাগি থেকে গুলি চলতেই খুশি হয়ে কন্সোলের ওপর ধমাস্ করে একটা ঘুষি নামাল সে। ওয়েপন্স অফিসারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, ‘গানারকে জানাও, জিপের ড্রাইভারের মাথার দিকে গুলি করতে! ভুলেও যেন জারের কেসের দিকে গুলি না করে!’

সিটে নড়েচড়ে বসে আদেশ পাচার করল অফিসার।

নার্ভাস লুকমান বাবাফেমি জানতে চাইল, ‘ওই বাক্স

বুলেটপ্রুফ না?'

'হ্যাণ্ডগানের গুলিতে কিছু হবে বলে মনে হয় না,' বলল জেনারেল আসির, 'তবে... মেশিন গানের... জানি না!'

'কেস আর জার ফেরত পেলে সব ঠিক আছে কি না, সেটা দেখে নেবেন, বাবাফেমি,' বলল নাদির। কড়া চোখে দেখল ম্যান মেট্যিকে। 'ডক্টর মেট্যিের হাত বেশি কাঁপবে।'

ম্যান মেট্যি-এর দিকে তাকাল রানা। কোনায় দাঁড়িয়ে আছে সে। ফ্যাকাসে। অসুস্থ চেহারা। ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা, 'চেনা কাউকে গুলি করছে, ভাবতে ভাল লাগে না। ভাবছ, এসবে জড়িয়ে যাওয়া উচিত হয়নি, তাই না? তো এসব ভাবার দরকারই বা কী? তুমি তো মোটা অঙ্কের টাকা পাবে!'

'মুখটা বন্ধ রাখো, মাসুদ রানা!' কন্সোলের ওপর ঠেলে ওকে ফেলল কিলিয়ান ভগলার।

স্ক্রিনে দেখল রানা, বালির ঢিবিতে উঠছে ল্যাণ্ড রোভার ডিফেণ্ডার। একটু পেছনেই এলএসভি। মেশিন গানের নল তাক করছে গানার।

হাঁচড়েপাঁচড়ে ল্যাণ্ড রোভারের পেছনে চলে এসেছে লাবনী। এখন হাতে একটা গ্রেনেড। 'সোজা যাবে!' বেলাকে জানাল। নিজে গেল পেছনের দরজার কাছে। 'বালির ঢিবির ওপরে উঠলেই চিৎকার করে জানাবে!'

'কী করবেন?' পেছনে চেয়ে জানতে চাইল বেলা। খাড়া পথে জিপ উঠছে বলে কাছে চলে এসেছে ডিউন বাগি। দুই পা দিয়ে অ্যাক্সেলারেটর প্যাডেল চেপে ধরল ও।

'ঢিবিতে উঠলেই বলবে!' পেছনের ভাঙা জানালা দিয়ে চেয়ে আছে লাবনী। গর্জন ছাড়তে ছাড়তে আসছে সামনের এলএসভি। বড়জোর দু' শ' ফুট দূরে। দেড় শ' ফুট...

যাতে টলে না পড়ে, তাই পাশের দরজার হ্যাণ্ডেল ধরেছে

লাবনী। অন্যহাতের বুড়ো আঙুল ঢুকেছে গ্রেনেডের রিঙের ভেতর। টান দিলেই খুলে আসবে পিন। 'আসছে তারা!' অনেক কাছে ডিউন বাগি। ড্রাইভার ও গানারের চেহারা পরিষ্কার দেখল লাবনী। তাদের ঠোঁটে ফুটে উঠেছে বিজয়ের হাসি। 'বেলা, কত দূরে চূড়া!'

চিৎকার করে বলল বেলা, 'উঠে পড়ছি!'

বুড়ো আঙুলের টানে গ্রেনেডের স্প্রিং লোডেড পিন খুলল লাবনী। আর্মড্ হয়ে গেছে জিনিসটা।

শুকনো কাঠের মত খরখর করছে লাবনীর গলা। ভাবল, আশা করি এই গ্রেনেডে আছে পাঁচ সেকেণ্ডের ফিউয। নইলে গেছি!

বালিটিবির ওপরে উঠে প্রায় হুমড়ি খেল ল্যাণ্ড রোভার, তারপর চেপে বসল পাশের শৈলশিরায়। চূড়ার নিচে রয়ে গেছে এলএসভি।

ভাঙা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ল্যাণ্ড রোভারের ফেলে আসা পথে গ্রেনেড ফেলল লাবনী। গড়ান দিয়ে সরে গেল কার্গো বেড পেরিয়ে সিটের ওদিকে। ততক্ষণে আবারও বালির টিবি বেয়ে নামতে শুরু করেছে ল্যাণ্ড রোভার। বাড়ছে গতি। লাবনীর জানা নেই পেছনের দরজা ওকে নিরাপদ রাখবে কি না। ঝুঁকি না নিয়ে উপায়ও ছিল না।

ছিটকে চূড়ায় উঠে এল এলএসভি। গর্জন ছাড়ছে ইঞ্জিন। সোজা চাকা তুলে দিল গ্রেনেডের ওপর। একইসময়ে ফাটল শক্তিশালী বোমা।

আকাশে ছিটকে উঠে বারকয়েক পাক খেয়ে পিছনে গিয়ে পড়ল এলএসভি। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে প্রচণ্ড গতি শ্র্যাপনেলের আঘাতে। ধুপ্ করে উল্টো হয়ে পড়ল ওটা। তাঁবুর খুঁটির মত বালির ভেতর গেঁথে গেল গান টারেট। পাশেই ক্ষত-বিক্ষত দুই লাশ।

চোখ থেকে হাত সরিয়ে পেছনে দেখল লাবনী।

দাউ-দাউ আগুনে পুড়ছে এলএসভির ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু বালির ঢিবিতে উঠেছে দ্বিতীয় ডিউন বাগি। নতুন করে তেড়ে এল ওটা।

মন খারাপ হয়ে গেল লাবনীর।

দ্বিতীয়বার একই কৌশলে কাজ হবে না!

সাতাশ

মনিটরে ধোঁয়ার কালো স্তম্ভ দেখে হতভম্ভ হয়েছে নাদির মাকালানি। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'কী হয়েছে? কী হলো ওটা?'

'লাবনী নষ্ট করে দিয়েছে তোমার একটা খেলনা,' বলল রানা।

রাগে বিকৃত হলো মাকালানির চেহারা। ঘুরেই রানার পেটে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসাল সে। চিৎকার করে উঠে ব্রিজে পাইলটকে বলল, 'পিছু নাও!' ঘুরল ওয়েপন্স অফিসারের দিকে। 'ওদের বলো, যেন নল তাক করে ড্রাইভারের মাথার দিকে। জার যদি নষ্ট হয়, নিজ হাতে ওদেরকে খুন করব আমি!'

অফিসার বড় করে দম নিয়ে ভাবল, কপাল ভাল জেনারেল আসিরের চাকরি করি, নাদির মাকালানির নয়। ডিউন বাগির ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে লাগল সে।

হোঁচট খেল সবাই।

ল্যাণ্ড রোভারের পিছু নিয়েছে হোভারক্রাফ্ট্।

কর্কশ চিৎকার ছাড়ল নাদির, 'ফুল স্পিড! ফুল স্পিড! ধরো ওদেরকে!'

আবারও সামনের সিটে ফিরেছে লাবনী। আপাতত সমান্তরাল ভাবে আসছে দ্বিতীয় এলএসভি। সরাসরি গুলি করতে পারবে গানার, কিন্তু কেন যেন তা করছে না। 'ওরা গুলি করছে না।'

'আপনি যেন তাতে খুশি নন?' জানতে চাইল বেলা।

'গুলি ঠিকই করবে,' বলল লাবনী। বুঝে গেছে কারণটা। 'ওরা যখন বাগে পাবে, নির্ঘাত খুন হব। তার আগে ওই কেস চাই ওদের।'

'বাহ্, দারুণ খুশির কথা!'

লাবনী দেখল, পেছনে আসছে প্রকাণ্ড হোভারক্রাফ্ট্। তবে ওটাকে আপাতত পাত্তা না দিলেও চলে। সামান্য দূরত্ব রেখে পাশাপাশি ছুটছে এলএসভি। বড় বিপদ ওটা। ওদের দিকেই ঘোরাচ্ছে মেশিন গানের নল।

টার্গেটিং মনিটরে পরিষ্কার দেখল রানা, প্রায় পাশে ছুটছে ল্যাণ্ড রোভার ও এলএসভি। জয়স্টিক সামান্য নাড়ল ওয়েপন্স অপারেটর। লাবনী-বেলার গাড়ির ওপর গেল কার্সার। লাল হয়ে উঠেছে ওটা। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ল্যাণ্ড রোভারকে ট্র্যাক করছে আধুনিক রেইডার।

মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে উপস্থিত সবার দিকে তাকাল রানা। মনিটরের দৃশ্যে আঠার মত লেগে আছে নাদির মাকালানির প্রত্যাশাভরা চোখ। ভাব দেখে মনে হলো আমেরিকান ফুটবল দেখছে কিলিয়ান ভগলার। এইমাত্র প্রতিপক্ষকে পার করে টাচ লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার প্রিয় কোয়ার্টারব্যাক। খুব চিন্তিত চেহারা লুকমান বাবাফেমির। মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে ম্যান মেট্য্। দেখবে না শেষদৃশ্য। পেশাদার অলস চোখে মনিটর দেখছে খালিদ আসির ও

ওয়েপন্স অফিসার।

তার মানে, কেউ চেয়ে নেই রানার দিকে! হাতদুটো ওর পিঠের কাছে বাঁধা। কেউ ভাবছে না হুমকি হয়ে উঠবে ও। ওয়েপন্স রুমের অপরিসর জায়গায় বাধ্য হয়ে রিভলভারের নল নিচু করতে হয়েছে ভগলারকে। সবার চোখ মনিটরের দৃশ্যে।

আরেকবার ভগলারকে দেখল রানা, তৈরি হয়ে নিল।

বেলা যতই অন্তর থেকে কামনা করুক, অনেক জোরে ছুটবে ল্যাণ্ড রোভার, কিন্তু তা হওয়ার নয়। লাইট স্ট্রাইক ভেহিকেল অনেক বেশি দ্রুতগামী। আপাতত মাত্র এক শ' ফুট দূরে। চলে আসছে আরও কাছে। সামনের গাড়ির ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে এম-সিক্সটি মেশিন গান তাক করছে গানার...

মরুভূমির হলদে পটভূমিতে এলএসভির গানারকে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে। অস্ত্র তাক করছে সে। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ জানিয়ে দিল, এবার যে-কোনও সময়ে গুলি করবে।

হঠাৎ করেই দু'হাত মুঠি পাকিয়ে পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। ওর শক্ত মুঠো লাগল অপ্রস্তুত ভগলারের পেটে। কোঁৎ করে উঠল লোকটা। কাত হয়ে পড়ল এক ট্রুপারের ওপর। এদিকে কেউ কিছু করার আগেই রানার হাঁটু লাগল ওয়েপন্স অফিসারের মাথার পাশে। সিট থেকে ছিটকে গেল সে। ঘুরেই দু'হাতে জয়স্টিক ধরে একসারি বাটনের ওপর কপাল ঠুকল রানা।

এসব বাটন যুবরের একে-সিক্স হাণ্ড্রেড থার্টি গ্যাটলিং গানের। ল্যাণ্ড রোভারের ওপর থেকে টার্গেটিং কার্সার সরিয়ে নিয়ে এলএসভির ওপর স্থির করল রানা, পরক্ষণে টিপে দিল জয়স্টিকের বাটন। চওড়া মেইন ডেকে ঘুরে নতুন শিকারের ওপর স্থির হলো টারেট।

পরক্ষণে শুরু হলো তিরিশ এমএম মেশিন গানের বিশ্রী ভ্যার-ভ্যার-ভ্যার আওয়াজ। কানে তালা লেগে গেল সবার। মনে হলো খুব কাছে চালু হয়েছে চেইন সও। ছয় ব্যারেল থেকে প্রতি সেকেণ্ডে বেরোল আশিটি বিস্ফোরক শেল। ধাতব বজ্র-বৃষ্টির তোড়ে প্রায় উড়ে গেল এলএসভি। কিমা হয়েছে ড্রাইভার ও গানার। টার্গেট ধ্বংস হয়েছে না জানালে গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলবে একে-সিক্স হাণ্ড্রেড থার্টি মেশিন গান।

এদিকে ঝট্ করে ঘুরেই এক ট্রুপারের পাছায় কষে এক লাথি মেরেছে রানা। পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশেরজনের ওপর। হুলুস্থুল লেগে গেছে ছোট্ট, ধাতব ঘরে। তবে সবার আগে সামলে নিল কিলিয়ান ভগলার, লাফিয়ে এসেই প্রচণ্ড এক ঘুষি বসাল রানার বুকে। পিছিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে ছিটকে এক কন্সোলের ওপর পড়ল রানা। ঠাস্ করে ঠুকে গেল মাথা। চোখে দেখছে হাজার হাজার লাল-হলদে-নীল নক্ষত্র। ব্যথায় আটকে গেল দম।

থেমে গেল গ্যাটলিং গানের জোরালো গুঞ্জন। আবার সব নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে ওয়েপন্স অফিসার।

রানা সামলে নেয়ার আগেই ওর শার্টের কলার চেপে ধরল ভগলার। থুতনির নিচে ঠেসে ধরেছে রিভলভার। রানা কিছু বোঝার আগেই চোয়ালে লাগল নাদিরের জোরালো তিনটা ঘুষি। চতুর্থটা আরও প্রচণ্ড, মুঠো গেঁথে গেল ওর পেটে। ঝুঁকে গিয়ে ওর অবস্থা হলো আজন্ম কুঁজোর মত। হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ঘাড় ধরে দরজা পার করিয়ে দিল নাদির। বেতাল হয়ে বাইরের ডেকে ধুপ্ করে পড়ল রানা।

ঘর ছেড়ে পিছু নিয়ে তেড়ে এসেছে ক্রোধান্ধ নাদির। তার জোরালো ক'টা লাথি বুকে লাগতেই আবারও দম আটকে গেল ওর। সাধ্য থাকল না যে সরবে বা উঠবে। জানালার দিকে হাত তুলে চেঁচাল নাদির: 'ল্যাণ্ড রোভারের

পিছু নাও!'

বিস্মিত চোখে বিধ্বস্ত এলএসভি দেখছে বেলা। 'বলুন তো, এটা কী হলো?'

ঘাড় ফিরিয়ে ছুটন্ত হোভারক্রাফ্‌ট্‌ দেখল লাবনী। মনে জেগে উঠেছে সাহস। 'রানা! বেঁচে আছে এখনও!'

এদিকে তাক করা হয়নি যুবরের মেশিন গান। ওরা বুঝে গেল, নাদির মাকালানি চায় না ধ্বংস হোক ক্যানোপিক জার। এখনও সুযোগ আছে রানা বা ওদের বাঁচার।

কিন্তু আগে চাই রানাকে ছুটিয়ে নেয়া, ভাবছে লাবনী। বেলাকে বলল, 'ঘুরে হোভারক্রাফটের দিকে চলো।'

অবাক হয়ে ওকে দেখল বেলা। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। 'বলেন কী! দেখেননি কী করেছে ওই ন্যাংটো গাড়ির? খুন হব তো!'

'আমাদের দিকে গুলি করবে না,' বলল লাবনী। মনে মনে ভাবছে, আমার কথা ঠিক হলেই হয়! 'ফিরে চলো!'

বাঁক নিল ল্যাণ্ড রোভার। খুব অখুশি বেলা। 'আপনার মনে আছে, আপনাকে খুব বুদ্ধিমতী ভাবতাম? আশা করি আমার ধারণা ভুল নয়!'

কীসের পর কী করবে ভাবছে লাবনী। একবার দেখল গ্রেনেড, তারপর খাপে রাখা ছোরা। এবার হার্নেস থেকে কেস ছুটিয়ে নিল ও।

'এবার কী করবেন?' জানতে চাইল বেলা।

কেস খুলে মেমোরি ফোমে শুয়ে থাকা জার দেখল লাবনী। ঢাকনি খোলা বলে একটু উঠে এসেছে জার। আবারও আগের মত হয়ে গেছে নিচের ফোম। ছোরা দিয়ে ফোমের কোনা থেকে কেটে নিল চার ইঞ্চি চতুর্ভুজ এক অংশ, তারপর বলল লাবনী, 'এবার দেখা যাক।'

যুবরের বিস্মিত পাইলট জানাল, 'আবারও আমাদের দিকে ফিরছে।'

'বলো কী!' ব্রিজের জানালা দিয়ে তাকাল নাদির। সত্যিই হোভারক্রাফটের দিকে সরাসরি ছুটছে ল্যাণ্ড রোভার। 'হামলা করতে চায়? পাগল নাকি!'

'ওই জিপগাড়ি নিয়ে?' হাসল জেনারেল আসির।

'হাতেমের কাছ থেকে গ্রেনেড পেয়েছে!'

মাকালানির কথায় টিটকারির হাসি হাসল পাইলট। 'একটা গ্রেনেডে কিছুই হবে না। এই গাড়ি আর্মার্ড। বড়জোর ক্ষতি করবে রাবারের স্কার্টের। কিন্তু ওটা অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা। একটা সেকশন চুপসে গেলেও ক্ষতি হবে না।'

'তা হলে ফিরছে কেন?'

দরজায় কবাটে হেলান দিয়ে বলল লুকমান বাবাফেমি, 'হয়তো হুঁশ ফিরেছে। ভাবছে, আত্মসমর্পণ করলে বাঁচবে।'

বেধড়ক মার খেয়ে কুঁকড়ে আছে রানা। হাতদুটো মুক্ত থাকলে তবুও লড়ত। দু'পাশে দুই গার্ড। নাদির বলে দিয়েছে: তেড়িবেড়ি করলে লাথি মেরে হাগিয়ে দিতে হবে। কঠোর চোখে রানাকে দেখছে নাদির। 'একে যা বুঝেছি, মনে হয় না এর প্রেমিকা হার মানবে। বদমাশটাকে টেনে তোলো।'

শার্টের কলার চেপে ধরে রানাকে দাঁড় করাল ভগলার। প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে ফেলল পেছনের বাল্‌ক্‌হেডের ওপর।

অগ্রসরমান জিপ দেখল খালিদ আসির। 'ইঞ্জিনে গুলি করে থামিয়ে দিতে পারি।'

মাথা নাড়ল নাদির। 'তাতে হয়তো নষ্ট হবে জার। খুশি মনে যখন আসছে, দেখাই যাক না কী করে।' অশুভ চোখে রানাকে দেখল। 'তারপর কাজ ফুরালে খুন করব ওদের।'

ল্যাণ্ড রোভার থেকে কালো-ধূসর পাথরের চাপড়ার মত

দেখাল হোভারক্রাফট। সমতল ডেক থেকে সাবমেরিনের কনিং টাওয়ারের মত উঠেছে সুপারস্ট্রাকচার। ক্রমেই আরও বড় হয়ে উঠছে বিশাল যান।

'হায়, ঈশ্বর! কী করতে চান?' অস্ত্রের নল দেখে গলা শুকিয়ে গেছে বেলার।

লাবনীর পিঠে ব্যাকপ্যাকের মত করে ওয়েবিঙে ঝুলছে কেস। কুঁজো হয়ে বসেছে প্যাসেঞ্জার সিটে। 'সরে যেতে বললেই তা-ই করবে। রেডি হও...'

'ওই হোভারক্রাফ্‌ট্‌ কিন্তু বিশাল!' আপত্তির সুরে বলল বেলা। 'চ্যাপ্টা করে দেবে।'

'সেটা যেন না হয়, তা দেখার দায়িত্ব তোমার।'

'ও।' উঁচু দালানের মত আসছে যুবর। যে-কোনও সময়ে চেপে বসবে ল্যাণ্ড রোভারের ওপর। প্রপেলারের গর্জনে থরথর করে কাঁপছে বাতাস।

ছোরা বের করেছে লাবনী। সরাসরি ওদের দিকে ছুটে আসছে হোভারক্রাফ্‌ট্‌। চারপাশে তুমুল বালিঝড়। 'রেডি... ওয়ান... টু... থ্রি... এবার!'

স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে হোভারক্রাফটের পাশে চলে গেল বেলা। বামেই ওই ছুটন্ত দানব।

যে-কোনও সময়ে গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, সেজন্যে অপেক্ষা করছে লাবনী।

হোভারক্রাফটের একেবারে সামনে এসেও ঝড়ের বেগে সরে গেল ল্যাণ্ড রোভার। নাদিরের মনে হলো, জেনেবুঝে আত্মহত্যা করতে গিয়েও পরে ভয় পেয়েছে মেয়েদুটো। বালিঝড়ে হারিয়ে গেছে তারা। 'ঘোরো! ধাওয়া করো!' চিৎকার করল নাদির।

স্টারবোর্ড উইঙে ব্রিজের হ্যাচ খুলল খালিদ আসির। ইশারা করল এক সৈনিককে। একই ইশারা পেল পোর্ট

সাইডের সৈনিক। যাতে ঘুরে এসে হামলা না করে দুই মেয়ে, তা দেখবে তারা। 'দেখছি না, নাদির! গেছে বালির তুফানের ভেতর!' জানাল আসির।

'খুঁজে বের করো!' পাল্টা চেঁচাল নাদির।

স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাল পাইলট।

রাডার স্টার্নের তিন বিশাল প্রপেলার সরাতেই সাঁই করে ডানে গেল হোভারক্রাফ্‌ট্।

ভাঙা জানালা দিয়ে তুমুল বেগে ঢুকছে বালিকণা, পিনের মত বিঁধছে লাবনীর গোলাপী মোলায়েম ত্বকে। তৈরি হয়ে বালিমেঘের ভেতর দূরে চেয়ে আছে ও।

ডানে কালো বড় কিছু। ওটা হোভারক্রাফ্‌ট্। ঘুরেই তেড়ে এল ল্যাণ্ড রোভারের দিকে। 'তুমিও চক্কর কাটো!' নির্দেশ দিল লাবনী। 'চলে যাবে ওটার একেবারে পাশে!'

বালিঝড়ে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে বেলা। স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গাড়ি আবারও নিল যুবরের দিকে। দানবীয় হোভারক্রাফটের চেয়ে অনেক কম জায়গায় ঘুরতে পারছে। তীরের মত ছুটে গিয়ে পৌঁছে গেল ঘুরন্ত যানের পাশে।

প্রচণ্ড আওয়াজ তুলছে হোভারক্রাফটের মস্তবড় ফ্যান। তাড়া খেয়ে নানাদিকে ছুটছে বালিকণা। শোঁ-শোঁ আওয়াজ তালা লাগিয়ে দিচ্ছে লাবনী ও বেলার কানে। বাড়ছে খুন হওয়ার ঝুঁকি। কিন্তু যেতে হবে হোভারক্রাফটের আরও কাছে। একটু দূরেই ওটার স্কার্ট— রিইনফোর্স্‌ড্ রাবারের কালো দেয়াল। গাড়ির দরজা খুলতেই তুমুল বাতাসের মুখে পড়ল লাবনী। প্রায় বেরিয়ে গেল ল্যাণ্ড রোভার ছেড়ে। হাতে উদ্যত ছোরা।

বাল্‌ক্‌হেডে চেপে ধরা হয়েছে রানার মুখ। পেছনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ে রিভলভারের নল ঠেসে ধরেছে ভগলার। যিপ-টাই

খোলা সম্ভব হলেও কিছুই করতে পারবে না রানা। এত ব্যথা সহ্য করেও মৃদু হাসল নাদিরের হতাশাভরা কথা শুনে: 'গেল কই দুই শালী!' দৌড়ে গিয়ে একবার ব্রিজের এ জানালা, আবার ও জানালায় উঁকি দিচ্ছে নতুন ধর্মগুরু।

বালিঝড়ের মধ্যে হোভারক্রাফটের পাশে ছুটছে ল্যাণ্ড রোভার। প্রকাণ্ড উভচর যানের তলা থেকে ছিটকে আসছে প্রচণ্ড বেগের হাওয়া, সেইসঙ্গে বালি। পাঁচ ফুট দূরে কালো রাবারের স্কার্ট দেখল লাবনী।

ওটা চলে এল তিন ফুট দূরে।

তারপর দুই ফুট।

একবার সামনের দিক দেখে নিয়ে ডিফেণ্ডার থেকে লাফ দিল লাবনী, সরাসরি বাড়ি খেল স্কার্টের গায়ে। পুরু রাবারের গভীরে গেঁথে দিয়েছে ছোরা।

ওই গর্ত থেকে এল হাওয়া বেরোবার তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল্‌। দুই হাতে ছোরার বাঁট ধরে ঝুলছে লাবনী। এরই ভেতর বাহুতে শুরু হয়েছে টনটনে ব্যথা। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পেছনে। ওর পরিকল্পনা শুনে আপত্তি তুললেও বাধা দেয়নি বেলা। আবার ঢুকে পড়েছে বালিঝড়ের মাঝে। প্রথম সুযোগে হোভারক্রাফ্‌ট্‌ থেকে সরে যাবে দূরে।

লাবনীর পায়ের একটু নিচে সাঁই-সাঁই করে পিছিয়ে যাচ্ছে হলদে মরুভূমি। ঘুরতে গিয়েও ঘণ্টায় অন্তত তিরিশ মাইল বেগে চলছে হোভারক্রাফ্‌ট্‌। এখন ছোরা খুলে এলে ছিটকে নিচে পড়বে লাবনী। রাবারের দেয়ালে পা বাধিয়ে উঠে যেতে চাইল। ওর ওজন রাখতে গিয়ে পায়ের নিচে কুঁকড়ে যাচ্ছে রাবার। মাথার মাত্র দু'ফুট ওপরেই খোল। হোভারক্রাফটের ইস্পাতের খোলের মাঝামাঝি জায়গায় রাবার থেকে ঝুলছে ও। তিন ডেক ওপরে ব্রিজ। ওর কাছ থেকে ছয় ফুট দূরে ধাতব রাং ল্যাডার উঠেছে সংকীর্ণ এক

ডেকে।

আরও শক্তভাবে বামহাতে ছোরার বাঁট ধরল লাবনী। ডানহাত তুলল ওপরে। ধরতে হবে খোলের নিচের অংশ। কিন্তু ছয় ইঞ্চি নিচে রয়ে গেল আঙুলের ডগা। দু'হাতে ছোরার বাঁট শক্তভাবে ধরল লাবনী। রাবারের দেয়ালে পায়ের চাপ বাড়িয়ে পরক্ষণে উঠতে চাইল বাহুর জোরে। তাতে নড়ে গেল ছোরার ফলা। কাটা পড়ছে পুরু রাবারের স্কার্ট।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল লাবনী। ভয়ে ধড়ফড় করছে বুক। গর্ত থেকে বেরোচ্ছে আগের চেয়ে বেশি বাতাস। ওই গর্ত আরও বড় হলে খসে পড়বে ছোরা।

ফলাফল: ওর নিশ্চিত পতন!

সাহস করে আবারও খোলের দিকে হাত বাড়াল লাবনী, কিন্তু দু'ইঞ্চি দূরে রয়ে গেল মধ্যমার ডগা।

'ওই যে!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পাইলট। আঙুল তাক করেছে বালিঝড়ের দিকে। 'ল্যাণ্ড রোভার!' ক্রমেই দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে জিপগাড়ি!

এবার দেখতে পেয়েছে নাদির মাকালানি। বাঘের মত গর্জে উঠল, 'পিছু নাও!'

গতিপথ পাল্টে ল্যাণ্ড রোভারের দিকে ছুটল যুবর। নড়েচড়ে বসেছে পাইলট। এবার বাগে পাবে শিকার।

হোভারক্রাফ্ট্ বাঁক নিচ্ছে বলে তিরতির করে কাঁপছে ওটার স্কার্ট। আবারও ঝাঁকি খেল ছোরা। গর্তের নিচে তৈরি করছে চেরা একটা ফাটল। লাবনী টের পেল, খুলে আসছে ছোরার ফলা।

বাঁটে দু'হাতের চাপ তৈরি করে নিজেকে টেনে তুলতে চাইল লাবনী। পরক্ষণে ডানহাত ঝটকা দিয়ে বাড়িয়ে দিল ওপরে। ডেকের ধাতব স্পর্শ পেল ওর আঙুল। প্রাণপণে

খামচে ধরল ইস্পাতের কিনারা। দেরি না করে ছেড়ে দিল ছোরার বাঁট। বামহাত বাড়িয়ে দিল ওপরে। জোর বাতাসের তোড়ে গর্ত থেকে মরুভূমিতে পড়ে গেল ছোরা। দু'হাতে ডেকের কিনারা ধরে একটু দূরের মইয়ের দিকে দুলতে দুলতে চলল লাবনী। ভাবছে, 'কে বলেছে রানার সঙ্গে মিশে কিছুই শিখিনি!'

কয়েক সেকেণ্ড পর ওর হাত পড়ল মইয়ের সবচেয়ে নিচের রাং-এর ওপর।

দপ্-দপ্ করা লাল এক ওয়ার্নিং লাইট জ্বলছে। ওটা দেখে সতর্ক হলো কো-পাইলট। 'স্যর! লিক হয়েছে স্কার্টে!'

'কোথায়?' জানতে চাইল পাইলট।

'স্টারবোর্ড সাইড, স্যর। সেণ্টার সেকশন।'

উইং ব্রিজের জানালা দিয়ে নিচে তাকাল খালিদ আসির। ওই যে একপাশের ডেকের মই বেয়ে উঠছে সুন্দরী লাবনী আলম! 'ওই মেয়ে উঠে এসেছে!' পিস্তল বের করল সে।

একদৌড়ে তার পাশে পৌঁছুল নাদির। 'গুলি কোরো না!' অবাক চোখে তাকে দেখল আসির। 'ওর সঙ্গে ক্যানোপিক জারের কেস! ওই মেয়ে পড়লে ভাঙবে জার! তোমার ক্রুদের পাঠাও ওকে ধরে আনতে!'

মইয়ের শেষ ধাপ পেরিয়ে নিচের ডেকের কোণে হারিয়ে গেল লাবনী। কাকে যেন অভিশাপ দিল খালিদ আসির, তারপর সরে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে বলল, 'ইনট্রুডার! ইনট্রুডার! ক্যাচ দ্য গার্ল, অ্যাণ্ড ব্রিং হার টু মি!'

বিস্ময় নিয়ে রানার দিকে ঘুরে তাকাল নাদির মাকালানি। 'ওই মেয়ে সত্যিই ভাবছে, তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে?'

'পারলেও পারতে পারে, তোমার চেয়ে মাথায় বুদ্ধি ওর বেশি,' জবাবে বলল রানা।

'না, অত বুদ্ধি নেই,' ঘোঁৎ করে উঠল ভগলার। 'ওর

বুদ্ধি থাকলে জীবনেও আসত না! জানেও না, প্রাণ নিয়ে নামতে পারবে না এখান থেকে!'

'অন্তত তোমার চেয়ে বুদ্ধি বেশি, তা যে কেউ বুঝবে,' জানাল রানা। তাতে অর্জন করল কিডনির ওপর ভগলারের মাঝারি এক ঘুষি।

ব্যথা পাত্তা দিল না রানা। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে।

লাবনীর সঙ্গে অস্ত্র বলতে কিছুই নেই।

শত্রুরা সংখ্যায় অনেক।

এতবড় ঝুঁকি নিয়ে হয়তো মস্তবড় ভুলই করেছে লাবনী।

সাইড ডেকে থেমে কোথায় আছে বুঝতে চাইছে লাবনী। এই ক্রাফটের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গেছে সরু ওয়াকওয়ে। মাঝে ভেতরে যাওয়ার মত কয়েকটা হ্যাচ। ডানদিকে কাছেরটা। আরেকটা মই উঠেছে যুবরের প্রকাণ্ড মেইন ডেকে। কিন্তু ওটা ফাঁকা ধাতব মাঠের মত। আকারে ফুটবল মাঠের অর্ধেক। রানার সঙ্গে মিশে অন্তত শিখেছে, ওখানে কোনও কাভার পাবে না। এখন উচিত কারও চোখে না পড়ে লুকিয়ে থাকা। কাজেই...

স্টার্নে খুলে গেল একটা দরজা, ইঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে লাবনীকে ধরতে তেড়ে এল দুই লোক।

হয়েছে আমার লুকিয়ে পড়া, বিড়বিড় করে বলেই কাছের হ্যাচ খুলে ঢুকে পড়ল লাবনী। দড়াম করে বন্ধ করল হ্যাচ। আছে খুব সরু এক ভীষণ আওয়াজ ভরা হলওয়েতে। হ্যাচের ভেতরে লকিং মেকানিযম আছে, রঙ মাখা ধাতব দেহে স্টেনসিল করা সাইক্রিলিক ইন্সট্রাকশন। একবার আরবিতে, আরেকবার ইংরেজিতে: এনবিসি সিল বিলো।

লাবনী জানে, এ লেখার অর্থ: নিউক্লিয়ার, বায়োলজিকাল, কেমিকেল দূষণ থেকে বাঁচা যাবে এসব সিল করা ধাতব কক্ষে। এক কথায় ম্যাস ডেসট্রাকশন ওয়েপন্স

ব্যবহার হলেও কিছুই হবে না ভেতরে রয়ে যাওয়া মানুষের।

লিভার টেনে দিল লাবনী। ঘটাং আওয়াজে আটকে গেল ভারী বোল্ট। নিচেই লাল রঙের অপেক্ষাকৃত ছোট এক হ্যাণ্ডেল, টান দিতেই লক হলো ওটা।

বজ্রপাতের মত আওয়াজ ওকে জানিয়ে দিল, পেছনের বাল্‌ক্‌হেডেই রয়েছে হোভারক্রাফটের লিফ্‌ট্‌ ফ্যান। প্যাসেজের শেষমাথায় পৌঁছে গেল ও। সামনের বাল্‌ক্‌হেডে এক দরজার ওদিকে সারি সারি বাঙ্ক বেড। ক্রু কোয়ার্টার। আর যাই হোক, ঘুমাবার জন্যে ভাল জায়গা নয়, ভাবল লাবনী। তাতে ওর কিছু যায় আসে না। ভাল দিক হচ্ছে, ওদিকে আছে সাইড ডেকে যাওয়ার একটা হ্যাচ।

পেছনে দমা-দম ঘুষি পড়ছে হ্যাচের ওপর। ওই পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ক্রুরা। দরজা খুলতে চাইলেও কাজটা অসম্ভব। অবশ্য, চট্‌ করেই বুঝবে, হ্যাচ লক করা। তখনই ঢুকবে পরের হ্যাচ ধরে।

বাঙ্ক ভরা ঘর পেরিয়ে ওদিকের হ্যাচ বন্ধ করল লাবনী। এক সেকেণ্ড পর বাইরে থেকে ধুম-ধাম শুরু করল কে যেন!

পাশের হ্যাচের ওদিকেই ইঞ্জিন রুম। লক করা নয়। এবার যা করার দ্রুত করতে হবে। পিঠ থেকে ওয়েবিং খুলে একটা বেডের ওপর কেস রাখল লাবনী। খুলে ফেলল ডালা।

ইন্টারকমের মাধ্যমে রিপোর্ট শুনছে খালিদ আসির। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'নাদির, ওই মেয়ে স্টারবোর্ড কেবিনের ভেতরে। লক করে দিয়েছে হ্যাচ। ঢুকতে পারবে না কেউ। তবে ওই মেয়ে নিজেও কোনও দিকে যেতে পারবে না।'

লুকমান বাবাফেমির দিকে তাকাল নাদির মাকালানি। 'বাবাফেমি, ওই কেস আমরা পেলেই ওটার ভেতরের জার পরীক্ষা করবেন।'

'তাতে একটু বাড়তি জায়গা লাগবে,' ঘরে ঢুকল ভ্রষ্ট

আর্কিওলজিস্ট।

দুই পাইলটের পেছনে রয়েছে ছোট ধাতব প্লটিং টেবিল, হাতের ঝাপটায় ওটার ওপর থেকে ম্যাপ ফেলল নাদির মাকালানি। ঘুরে তাকাল কিলিয়ান ভগলারের দিকে। 'যাও, ধরে আনো হারামজাদী বেটিকে! এমন কিছু করতে যেয়ো না, যে কারণে ক্ষতি হবে জারের। গুলি করা চলবে না।'

এ কথা শুনে অখুশি হলো ভগলার, তবে মাথা দোলাল। বন্দি রানাকে পাহারা দেয়ার জন্যে হাতের ইশারা করল এক সৈনিককে। নিজে বেরিয়ে গেল ব্রিজ ছেড়ে।

পিএ সিস্টেমের হ্যাণ্ডসেট নিল নাদির, বাটন টিপে চিৎকার করে বলল, 'ডক্টর আলম!'

পিঠে ক্যানোপিক জারের কেস ঝুলিয়ে নিয়েছে লাবনী, সাবধানে হ্যাচ খুলে উঁকি দিল হোল্ডে। সামনেই কাদামাটি মাখা দুটো ক্যাটারপিলার এক্সকেভেটরের মাঝে তৃতীয় ডিউন বাগি। ওটা সিভিলিয়ানদের জন্যে তৈরি, সঙ্গে অস্ত্র নেই।

ঘর ছেড়ে বেরোবে লাবনী, এমনসময় গমগমে কণ্ঠে লাউড স্পিকারে এল নাদিরের কণ্ঠ: 'ডক্টর আলম! ভাল করেই জানি, কথা শুনতে পাচ্ছেন। আত্মসমর্পণ করে আমাদের হাতে তুলে দিন ওই জার। তা যদি না করেন, খুন হবে মাসুদ রানা!'

খচ-মচ আওয়াজ হলো। কয়েক সেকেণ্ড পর এল রানার কণ্ঠ: 'ভুলেও নাদিরের কথা শুনো না, লাবনী!'

মৃদু হেসে ফেলল লাবনী।

বেঁচে আছে রানা!

ওর এত বড় ঝুঁকি নেয়া বিফল হয়নি।

পাহারা দিয়ে রানাকে আটকে রেখে ওর মাধ্যমে এখন জার ফেরত চাইছে নাদির। ভালই!

অবশ্য নাদির মাকালানি কতটা রেগে যাবে, তার ওপর

নির্ভর করছে রানা আর ওর জীবন রক্ষা পাবে কি না। জার পাওয়ার আগেই রানাকে মেরে ফেললে...

গলা ভীষণ শুকিয়ে গেল লাবনীর। ভালবেসেছে জীবনে মাত্র একবার। ওই লোক স্বপ্নের নায়ক— মাসুদ রানা। তাকে হারালে বাঁচার আর কোনও উদ্দেশ্য থাকবে না ওর।

'আমার কথা বাদ দাও, লাবনী, চুরমার করো নরকের জার। তারপর দেরি না করে নেমে পড়বে...' মাঝপথে থেমে গেল রানার বক্তব্য। শোনা গেল 'ঘুপ!' করে একটা আওয়াজ।

রাগে-দুঃখে কেঁপে উঠল লাবনীর বুক।

রানা অসহায়!

ওকে বন্দি করে পেটাচ্ছে অমানুষের দল!

'ওই জার আনুন, ডক্টর আলম, নইলে খুন হবে রানা!' ক্লিক আওয়াজে থেমে গেল পিএ সিস্টেম।

রানার ক্ষতি হবে ভাবতে গিয়ে হাত-পা কাঁপছে লাবনীর। পা রাখল হোল্ডে। ক'ফুট এগিয়ে থামল। বুঝতে পারছে না এখন কী করবে। একইসময়ে একটা হ্যাচ খুলে ঢুকে পড়ল হোভারক্রাফটের ক'জন ক্রু। হাতে অস্ত্র। তাদের নেতা খপ্ করে ধরে পিঠের ওপরে নিল লাবনীর হাত।

গুহার মত হোল্ডের মই বেয়ে নামছে কেউ। ওই কাউবয় বুটের আওয়াজ চেনে লাবনী।

কিলিয়ান ভগলার!

মই বেয়ে নেমে এল সে, ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি। লাবনীকে বলল, 'আগেই ধরা পড়েছ। নইলে বুঝিয়ে দিতাম কত গমে কত রুটি!' রিভলভার তাক করল সে লাবনীর বুকে। 'এবার চলো, উঠবে ওপরে।'

সৈনিকরা প্রায় ঘিরে ফেলেছে লাবনীকে।

ওকে নিয়ে যাওয়া হলো মইয়ের সামনে।

তবে আগে উঠে গেল ভগলার, তারপর ওপর থেকে ইশারা করল উঠতে।

লাবনী পরের ডেকে উঠতেই একসারি রাং মই দেখাল ভগলার। দোতলা পেরিয়ে মেইন ডেকে উঠল ওরা।

জানালাহীন এক প্যাসেজ পার করে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো ব্রিজে।

অপেক্ষায় ছিল নাদির মাকালানি। ঘরে আছে রানাও। ওকে পেছনের দেয়ালে পোর্ট উইং ব্রিজের হ্যাচের কাছে আটকে রেখেছে এক সৈনিক। 'হাল ছেড়ো না,' বলল রানা। তবে তখনই দেখল লাবনীর সঙ্গে ক্যানোপিক জারের কেস। গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'হয়তো ভাল হতো ওই জার আগেই ভেঙে ফেললে।'

'চেয়েছি, তুমি যেন সুস্থ থা...' চুপ হয়ে গেল লাবনী।

লোলুপ দৃষ্টিতে কেসটা দেখছে নাদির মাকালানি। 'ওটা সাবধানে নামিয়ে রাখুন, ডক্টর আলম।' প্লটিং টেবিল দেখাল সে। 'খুব সাবধানে। ডক্টর বাবাফেমি!'

বুক ফুলিয়ে সামনে বাড়ল লুকমান বাবাফেমি। বোকা লোক, নিজ গুরুত্ব নিজেই বাড়িয়ে নিয়েছে। দুই পাইলটের মাঝ দিয়ে সংকীর্ণ পথে এগোল সে।

এদিকে কাঁধের স্ট্র্যাপ থেকে কেস খুলেছে লাবনী।

ওটা হাতে পেয়ে টেবিলে রাখল বাবাফেমি। মাথা দোলাল। 'দেখে তো মনে হচ্ছে না ক্ষতি হয়েছে।'

'পিছিয়ে আনো ওই মেয়েকে,' নির্দেশ দিল নাদির। স্টারবোর্ড বাল্‌ক্‌হেডের সামনে লাবনীকে নিল ভগলার।

লাবনী দেখল, ওয়েপন্স রুমে দাঁড়িয়ে আছে ম্যান মেট্‌য্‌। তাকে কড়া চোখে দেখল ও। লজ্জায় ফ্যাকাসে মুখ অন্যদিকে সরিয়ে নিল মিশরীয় আর্কিওলজিস্ট।

'এবার খুলুন ওই কেস!' নির্দেশ দিল নাদির।

'রানা, তৈরি থেকো!' বলল লাবনী।

সতর্কতার সঙ্গে কেসের ল্যাচ খুলল লুকমান বাবাফেমি। তার দিকে ঝুঁকে এল অন্যরা। ব্রিজের আরেক প্রান্ত থেকে

রানার দিকে তাকাল লাবনী। আশা করছে চোখে চোখ পড়বে দু'জনের। সেক্ষেত্রে নীরবে ও বুঝিয়ে দেবে কী হয়েছে। কিন্তু তা হওয়ার নয়, মাঝে আছে এক সৈনিক।

কেসের ঢাকনি নাটকীয় ভঙ্গিতে খুলল বাবাফেমি। টুং আওয়াজে কেস থেকে ছিটকে এল বাঁকা, ধাতব এক টুকরো। টেবিলে পড়ে বার কয়েক ঘুরল ওটা।

ওটা কী, বুঝতে পেরে হতবাক হয়ে গেল সবাই।

হ্যাণ্ড গ্রেনেডের স্পুন!

এতক্ষণ ফোম ও কেসের ডালার মাঝের চাপে ঠিক জায়গায় বসে ছিল ওটা। বন্ধ করার আগে গ্রেনেড থেকে পিন সরিয়ে তারপর কেস আটকে নিয়েছে লাবনী।

কিন্তু এখন...

মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পর ফাটবে গ্রেনেড!

চার সেকেণ্ড!

ব্রিজের ভেতর হঠাৎ করেই যেন শুরু হলো হুলুস্থুল। কেসের সবচেয়ে কাছে ছিল ধর্মগুরু নাদির মাকালানি। সে-ই আগে চরকির মত ঘুরে একদৌড়ে সামনের দরজা পেরিয়ে পালিয়ে গেল। ধাতব, ভারী টেবিলের নিচে লুকিয়ে পড়ল এতবড় জেনারেল খালিদ আসির। দু'হাতে চেপে ধরেছে দু'কান। সিঁড়ির দিকে ছুট দিল এক সৈনিক। রানাকে পাহারা দেয়া ফেলে দূরের মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল দ্বিতীয় সৈনিক।

পেরোল তিন সেকেণ্ড...

ঘরের দু'প্রান্তে চোখে চোখে কথা হলো লাবনী ও রানার।

পরক্ষণে যে যার মত ঝেড়ে দৌড় দিল ওরা।

সামনেই উইং ব্রিজের দুই হ্যাচওয়ে।

গ্রেনেড বিস্ফোরিত হতে বাকি মাত্র দুই সেকেণ্ড!

এতক্ষণ ক্যানোপিক জার দেখবে বলে হাঁ করে চেয়ে ছিল লুকমান বাবাফেমি। এবার দেখল, ওই জিনিসের বদলে কেসের ভেতরে ভোঁতা সবুজ রঙের কী যেন! আত্মা খাঁচা

ছাড়া হয়ে গেল তার। 'ও রে, মা!' বলেই ঘুরে পালাতে গেল সে। কিন্তু লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে পথ আটকে ভাগছে দুই পাইলট!

বাকি রইল মাত্র এক সেকেণ্ড!

উইং ব্রিজের রেলিং টপকে যেতে গিয়ে রানা দেখল, নিচেই লিফ্‌ট্‌ ফ্যানের বৃত্তাকার ভেন্ট। বনবন করে ঘুরছে ফ্যান। ওখানে পড়লে কিমা হবে! ওদিকে ঝাঁপ না দিয়ে এক লাফে পেছন ব্যারিয়ার সেকশনে ডাইভ দিল রানা। হাতদুটো প্ল্যাস্টিকের টাই দিয়ে বাঁধা। পতন এল হাড় গুঁড়ো হওয়ার মত ব্যথা নিয়ে।

ব্রিজের ওপাশের রেলিং টপকে ঝাঁপ দিয়েছে লাবনী।

তখনই বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড!

আটাশ

রিইনফোর্স্‌ড্‌ কেসে রাখা গ্রেনেড বিস্ফোরিত হতেই ছাত ও কোমর উচ্চতায় ছিটকাল ক্ষুরের মত ধারালো শ্র্যাপনেল। মুহূর্তে খুন হলো দুই পাইলট। শূন্যে তিন ডিগবাজি দিয়ে পেছন জানালা ভেঙে নিচের মেইন ডেকে পড়ল লুকমান বাবাফেমির দু'ভাঁজ হওয়া লাশ।

সিঁড়ির দিকে ছুটন্ত সৈনিক পৌঁছে গিয়েছিল দরজার কাছে, ওখানেই ঝাঁঝরা হয়েছে পিঠ ও ফুসফুস। লাশ পড়ে আছে রক্তের পুকুরের ভেতর। গ্রেনেড বিস্ফোরণের সরাসরি হামলা থেকে রক্ষা পেয়েছে ঘরের অন্যরা। তবে আপাতত

ওই বিকট আওয়াজের কারণে প্রায় কালা হয়েছে সবাই।

কবজা থেকে ছিটকে গেছে পোর্ট উইং হ্যাচ। কয়েক পল্টি খেয়ে গিয়ে পড়েছে নিচে মস্তবড় লিফ্ট্ ফ্যানের ভেতর। তাতে হ্যাচ চিবিয়ে নিজেই চুরমার হয়েছে জেট ইঞ্জিনের পাখার মত ব্লেড। গড়াতে শুরু করেও থেমে মেঝেতে মুখ চেপে রেখেছে রানা। ওর ওপর দিয়ে সুপারস্ট্রাকচারে লাগল ভাঙাচোরা ধাতব সব টুকরো। ভীষণ এক ঘুরপাকে পড়ে খাড়া শাফটে ছিটকে ঢুকল হ্যাচ। দুই সেকেণ্ড পর থরথর করে ডেক কাঁপিয়ে দিয়ে বিকট এক আওয়াজ হলো। আটকে গেছে ফ্যানের ড্রাইভশাফ্ট্। প্রতি মিনিটে জটিল মেশিনের চলার কথা চল্লিশ হাজার বার, কিন্তু থামতে হয়েছে মুহূর্তে। ফলে ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে ওটা।

শুধু ফ্যানেরই ক্ষতি হয়নি, নষ্ট হয়েছে ড্রাইভশাফটের সঙ্গে সংযুক্ত পোর্ট সাইড ইঞ্জিন রুমের এক গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্লান্ট। এ কারণে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি খেয়েছে গোটা হোভারক্রাফ্ট্। উপড়ে গিয়ে নানাদিকে ছিটকে পড়েছে ইঞ্জিন রুমের যন্ত্রপাতি। টারবাইন বিস্ফোরিত হতেই হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কমলা আগুনের গোলা।

ভেসে থাকার চার ভাগের এক ভাগ শক্তি হারিয়ে বসেছে যুবর। পোর্টসাইডে ঝুঁকে পড়েছে নাক। তাই বদলে গেছে গতিপথ। বেঁচে নেই পাইলট। গ্রেনেড বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কণ্ট্রোল। বিশাল যন্ত্রটা চালাবার কেউ নেই।

ওপর থেকে আছড়ে পড়ে সারাশরীরে ব্যথা রানার। দু'হাতে ভর করে উঠে বসল। এখন কারও বন্দি নয় ও। অবশ্য, এখনও পিঠের কাছে হাতে বাঁধা যিপ-টাই। বুঝতে পারছে, প্রথম কাজ হওয়া উচিত হাতদুটো খুলে নেয়া।

একটু দূরেই দেখল চোখা এক ধাতুর টুকরো। এক প্রান্তে আগুনে জ্বলছে ইনসুলেশন রাবার। সামনে বেড়ে বামহাতে ওটা তুলে নিল রানা। টের পেল, পুড়তে শুরু করেছে ত্বক।

স্টিলের টুকরো এখনও আগুনের মত গরম। ভুরু কুঁচকে প্ল্যাস্টিকের টাই-এর ওপর জ্বলন্ত রাবার ঠেসে ধরল রানা।

ওয়েপন্স রুমে বস এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাদির মাকালানির ওপর থেকে সরে গেল কিলিয়ান ভগলার। ঘরের কোণে দু'হাতে কান চেপে বসে আছে ম্যান মেট্য্। কন্সোলের ওপর মুখ থুবড়ে আছে ওয়েপন্স অফিসারের লাশ। উড়ন্ত সব জঞ্জাল ছিটে যাওয়ার সময় গভীর ক্ষত তৈরি করেছে তার ঘাড়ে।

মেঝেতে খুঁজে নিজের রিভলভার পেয়ে একহাতে ওটা রেখে অন্য হাতে নাদির মাকালানিকে তুলল ভগলার। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'বোধহয় ঠিকই আছি,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল নাদির। পরক্ষণে রাগে কুঁকড়ে গেল পোড়া মুখ। 'আমাকে খুন করতে চেয়েছিল ওই ডাইনী! যাও! শেষ করো ওই হারামজাদীকে!'

'জারের কী হবে? ওর কাছে রয়ে গেছে ওই...'

চিৎকার করে উঠল নাদির, 'আগে খুন করো শালীকে!'

ভুরু কুঁচকে ব্রিজে গিয়ে ঢুকল ভগলার।

ঘরে এখনও ঘন ধোঁয়া। আগুনে জ্বলছে ক'টা কন্সোল। কাশতে শুরু করে টেবিলের তলা থেকে বেরোল জেনারেল খালিদ আসির। বাঁকা হয়ে গেলেও পুরু স্টিলের তৈরি টেবিল ঠেকিয়ে দিয়েছে বিস্ফোরণ। পোর্ট হ্যাচের কাছে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে এক সৈনিক। এগিয়ে তার ক্ষত পরীক্ষা করল আসির। কিন্তু তাকে আঙুল তুলে ডেক দেখাল ভগলার। 'মাসুদ রানার পেছনে যান। আমি ধরে আনছি ওই মেয়েলোকটাকে।'

'কিন্তু এই আহত সৈনিকের...'

দরজার কাছ থেকে বলল নাদির, 'খালিদ, দ্বিগুণ টাকা পাবে। ওই দুই ইবলিশকে খুন করো!'

দ্বিধা নিয়ে উঠে দাঁড়াল আসির। একবার বন্ধুকে দেখে

নিয়ে পা বাড়াল হ্যাচের দিকে। স্টারবোর্ড উইং ব্রিজের দিকে ছুটে গেল ভগলার। রেলিঙে পৌঁছে দেখল নিচে।

ওপর থেকে লিফ্‌ট্ ফ্যানের পাশে পড়েছে লাবনী। রিভলভার তুলে তাক করার আগেই ভগলারকে দেখল, তাই চাইল দৌড়ে পালিয়ে যেতে। পেছনে বৃত্তাকার দু'ফুট উঁচু এয়ার ইনটেকে লাগল ম্যাগনাম গুলি।

নিচের ধাতব ডেকে কাভার বলতে কিছুই নেই। অবশ্য, বো-র কাছে গ্যাটলিং গানের টারেট। কিন্তু ওই পর্যন্ত যাওয়ার আগেই পিঠে গুলি খেয়ে মরবে লাবনী।

এখন বাঁচার একমাত্র উপায়...

ডেকের রেলিঙের দিকে ঝাঁপ দিল লাবনী। একইসময়ে গুলি করল ভগলার। কিন্তু রেলিঙের নিচে সেঁধিয়ে গেছে লাবনী। ধাতব মেঝেতে লেগে রঙ চল্টে আরেক দিকে গেল বুলেট। শুকনো রঙ লেগেছে লাবনীর মুখে। আরেক গড়ান দিয়ে পড়ল একটু নিচের সরু ওয়াকওয়েতে। কানের কাছ দিয়ে গেল একটা বুলেট। শরীর সরিয়ে ওয়াকওয়ের আড়াল নিল লাবনী।

এখন আর ওকে দেখতে পাচ্ছে না ভগলার। 'যাশ্‌শালা!' বলে নিচে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল সে।

ওদিকে পোর্ট উইঙে তাকাল খালিদ আসির। দানবের ফোকলা মুখের মত হাঁ হয়েছে লিফ্‌ট্ ফ্যানের ভেন্ট। কাছেই মাসুদ রানা। অস্ত্র বের করতে হোলস্টারে ছোবল দিল আসির।

ত্বক পুড়ে যাচ্ছে রানার। ধাতুর জ্বলন্ত টুকরো ঠেসে ধরেছে যিপ-টাইয়ের ওপর। টের পাচ্ছে, আগুনের তাপে গলছে প্ল্যাস্টিক। টান পড়তেই লম্বা হয়ে পরক্ষণে ছিঁড়ে গেল ওটা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। একইসময়ে চোখের কোণে দেখল, ওপরের ব্যালকনিতে কে যেন! ওর দিকে তাক করছে আগ্নেয়াস্ত্র!

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও ট্রেনিং একইসঙ্গে কাজ করল রানার মগজে। তপ্ত স্টিলের টুকরো ছুঁড়ে দিল ওপরে। পরক্ষণে চিতার বেগে দৌড় দিল স্টার্নের দিকে। বিস্মিত এক আর্তচিৎকার শুনে বুঝল, ভ্রষ্ট হয়নি লক্ষ্যভেদ!

খালিদ আসির সামলে নেয়ার আগেই সুপারস্ট্রাকচারের কোনা ঘুরে সরে যেতে পারলেই বাঁচবে ও!

কিন্তু বুম করে উঠল পিস্তল!

সামনের ডেকে লেগে পিছলে গেল বুলেট। ওদিকে যাওয়ার উপায় নেই, বুঝে গেল রানা। বাধ্য হয়ে পেছনের লিফ্‌ট্‌ ফ্যানের পাশে ঝাঁপ দিল ও। উঠে বসেই হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল ইনটেকের ওদিকে। কিন্তু ওটা ওর জন্যে ভাল কাভার নয়। বড় বেশি নিচু।

অর্ধেক বেরিয়ে আছে রানার দেহ।

অস্ত্র তাক করে ট্রিগার টিপে দিল আসির।

রানার দিকে ছুটল বুলেট, পরক্ষণে হ্যাঁচকা টান খেয়ে নেমে গেল নিচে। খপ্‌ করে ওটাকে গিলে ফেলল বিশাল ফ্যান। মাথা উঁচু করে রানা বুঝল, প্রচণ্ড বেগে বাতাস নিচ্ছে শাফ্‌ট্‌। খালিদ আসির আর ওর মাঝে ওই ঘূর্ণিপাক রয়ে গেলে কোনওভাবেই ওকে গুলি করতে পারবে না লোকটা।

একই সময়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে জেনারেল আসির, লাফিয়ে নেমে এল নিচের ডেকে। ঘূর্ণিপাকের সুযোগ নিয়ে সুপারস্ট্রাকচারের আড়ালে যাবে ভেবেছিল রানা, কিন্তু পিস্তল উঁচু করে মাঝের জায়গাটা কাভার করল লোকটা।

রানা বুঝল, মরণ ফাঁদে পড়েছে এবার।

ওয়াকওয়েতে পড়ে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠেছে লাবনী। তবুও ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। একটু দূরেই এক হ্যাচ। প্রথমে ওটা দিয়েই হোভারক্রাফটে ঢুকেছিল। আবারও হ্যাচ খুলে দিয়েছে কেউ। অলসভাবে ঝুলছে ভারী দরজা।

চারপাশ দেখে নিয়ে লাবনী বুঝল, এ প্যাসেজে কেউ নেই। হ্যাচ গলে ঢুকে পড়ল ও। ক্রু কোয়ার্টার এখনও ফাঁকা। যে বেডের নিচে ক্যানোপিক জার লুকিয়ে রেখেছিল, ওখানে চলে গেল লাবনী। রানা মুক্ত, কাজেই ওর হাতে এখন আছে জেতার জন্যে প্রয়োজনীয় বেশকিছু তাস। এবার যুবর থেকে নেমেই নষ্ট করবে ওই জার। নাদির মাকালানির উপায় থাকবে না জেনেটিক্যালি ইস্ট তৈরি করে দুনিয়ার মানুষের সর্বনাশ করার।

এখন প্রথম কাজ হচ্ছে রানাকে খুঁজে বের করা।

ক্যানিয়নের দিকে যেতে যেতে ঘুরে তাকাল বেলা। অবাক হয়ে দেখল, এখন আর ওর দিকে আসছে না কালান্তক হোভারক্রাফ্‌ট্‌! ওটা চলেছে তেরচাভাবে। মারাত্মক কোনও ক্ষতির কারণে ভকভক করে উঠছে ঘন কালো ধোঁয়া। স্টার্নে লকলক করছে লালচে আগুন।

নিশ্চয়ই ওটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন মাসুদ ভাই আর লাবনী আপু মিলে, ভাবল বেলা।

কিন্তু ছুটন্ত ওই দানব থেকে তাঁরা নেমে গেছেন, এমন কোনও লক্ষণ নেই মরুভূমিতে। বেলা বুঝল, যে পথে ছুটছে হোভারক্রাফ্‌ট্‌, ক্যানিয়নের দিকে যাবে না ওটা। সোজা ছুটবে সমতল মরুভূমির বুক চিরে।

আর মরুভূমির ওই সমতল জমি ফুরিয়ে গেলে পড়বে উঁচু শৈলশিরা থেকে অনেক নিচে!

'সেরেছে!' বিড়বিড় করল বেলা।

ব্রিজে ঢুকে হতবাক হয়েছে ম্যান মেট্‌য্‌। আতঙ্ক নিয়ে দেখছে দুই পাইলটের রক্তাক্ত লাশ। কয়েক সেকেণ্ড পর ভাষা ফিরল তার: 'জিযাস! হঠাৎ কী হয়ে গেল?'

'বাদ দিন,' বলল নাদির, 'এখন খুঁজে বের করতে হবে

লাবনী আলমকে। সঙ্গে ওই জার।' এরই ভেতর বুঝেছে, ল্যাণ্ড রোভার থেকে নামার আগে বা পরে গ্রেনেডের স্পুন খোলেনি লাবনী, নইলে লাফিয়ে হোভারক্রাফটে ওঠার সময় বোমা ফাটার সম্ভাবনা ছিল। হোভারক্রাফটে ওঠার পর জার সরিয়ে গ্রেনেড রেখেছে। তার মানে... 'এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে ওই জার। আসুন আমার সঙ্গে।'

'ইয়ে... আমি...' রক্তাক্ত লাশ থেকে চোখ সরাতে পারছে না মেট্‌য্‌। 'আমার কেমন যেন বমি আসছে।'

ঠেলে বাল্‌ক্‌হেডে তাকে ফেলল নাদির। পরক্ষণে কাঁধ খামচে ধরে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো। ধমকের সুরে বলল, 'বাঁচতে চাইলে যা বলি, তাই করুন। নইলে খুন হবেন।'

লিফ্‌ট্‌ ফ্যানের আড়ালে রয়ে গেছে রানা। ডেকের এদিক ওদিক দেখল। না, উপায় নেই সরে যাওয়ার। সামনে একটা হ্যাচ। কিন্তু ওটা থেকে আসছে জ্বলন্ত ইঞ্জিন রুমের আগুনের হলকা। ওদিকের ওয়াকওয়ে ধরেও ভেসেলের অন্য কোনও দিকে যেতে পারবে না।

জগিঙের ভঙ্গিতে আসতে আসতে অটোমেটিক পিস্তল উঁচু করল জেনারেল খালিদ আসির। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর গুলি করে মারবে রানাকে।

কোনও উপায় নেই রানার সামনে। কিন্তু অপেক্ষা করে খুন হওয়ার চেয়ে অন্য কোনও পথ খোঁজা অনেক গুণে ভাল।

ঘুরেই স্টার্নের দিকে দৌড় দিল রানা। মাথার ওপরে জোরালো গুঞ্জন তুলে বনবন করে ঘুরছে তিনটে বিশাল প্রপেলার। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে বৃত্তাকার পাখা। ইঞ্জিনের পাইলনের পেছনে লুকালে হয়তো সুযোগ বুঝে ঢুকতে পারবে হোভারক্রাফটের সুপারস্ট্রাকচারের ভেতর। সেক্ষেত্রে হয়তো খুঁজেও পাবে লাবনীকে...

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে রানার!

লিফ্‌ট্‌ ফ্যান ঘুরে হাজির হয়েছে খালিদ আসির। পিস্তল তাক করল রানার দিকে।

কিন্তু তখনই প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ এক সাইরেনের আওয়াজ এল সুপারস্ট্রাকচার থেকে। কারও মনে হয়েছে, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ইঞ্জিন রুমের আগুন। ওই সাইরেন জানিয়ে দিচ্ছে, দেরি না করে নেমে পড়তে হবে হোভারক্রাফ্‌ট্‌ থেকে। প্রচণ্ড আওয়াজে চোখ কুঁচকে ফেললেও গুলি করল আসির। রানার কানের এতই কাছ দিয়ে গেল বুলেট, ওটার তপ্ত হাওয়া লাগল ওর মাথার পাশে।

কটাস্‌ আওয়াজে লক হলো অস্ত্রের স্লাইড। গুলি নেই অটোমেটিক পিস্তলে। আরেকটা ম্যাগাযিন বের করতে গেল আসির, কিন্তু তার দিকে তেড়ে গেল রানা। এখন রিলোডের সময় নেই মিশরীয় লোকটার। অবশ্য, ঝটকা দিয়ে বের করল আরেকটা অস্ত্র।

আসিরের খুব কাছে পৌঁছেও কড়া ব্রেক কষল রানা। ওর বুকে ছোরা গাঁথতে চাইল লোকটা। কিন্তু পিছিয়ে গেছে রানা। সামনে বেড়ে একপাশ থেকে ওর পেট লক্ষ্য করে ফলা চালাল আসির।

খপ্‌ করে তার কবজি ধরতে চাইল রানা। কিন্তু বাঁকা পথে ছোরা নামাল সে। চিরচির করে কাটল রানার শার্টের কবজি, ত্বক ও মাংস। ঝুঁকে এসেছে লোকটা। রানা তীব্র ব্যথায় হাত টেনে নিতে গিয়েও দু'হাতে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল শত্রুর অ্যাডাম্‌'স্‌ অ্যাপলে।

দম আটকে যেতেই পেছনে সরল আসির। কিন্তু কোমর উচ্চতায় কী যেন। লোকটা তাল সামলে নেয়ার আগেই সামনে বেড়ে তার বুকে প্রচণ্ড দুটো ঘুষি বসাল রানা।

প্রায় বসে পড়েছে আসির, কিন্তু প্রচণ্ডবেগী হাওয়ার ভয়ঙ্কর টানে সড়াৎ করে ঘুরন্ত প্রপেলারে ঢুকল তার মাথা ও গলা। বিস্মিত রানা দেখল, মুহূর্তে কুচি-কুচি হলো লোকটার

আস্ত মাথা। ভুস করে শাফটের মাঝে হারিয়ে গেল লাল কুয়াশা। ধপ্ করে রানার পাশেই ডেকে পড়ল কবন্ধ লাশ।

দু'সেকেণ্ড পর রানা বুঝল, আসিরের লাশের কোমরে হোলস্টার। ভেতরে পিস্তলও আছে। ছোরা বের করার আগে ঠিক জায়গায় গুঁজে রেখেছিল। পিস্তল বের করে নিয়ে বাড়তি একটা ম্যাগাযিন রিলোড করল ও, সতর্ক।

ডেকে বেরিয়ে এসেছে ক'জন ক্রু। কিন্তু জেনারেলের লাশ বা ওর দিকে মনোযোগ নেই তাদের। একমাত্র ইচ্ছে হোভারক্রাফ্ট্ থেকে নামবে। স্কার্ট থেকে মরুভূমিতে পিছলে নেমে যেতে চাইল তাদের একজন। কিন্তু ফোলা রাবারের কারণে দুই ডিগবাজি দিয়ে পড়ল বালিঝড়ের ভেতর। মটকে গেছে ঘাড়। তার সঙ্গীরা বুঝল, এই ছুটন্ত, নষ্ট হোভারক্রাফ্ট্ থেকে নামতে হলে খুঁজতে হবে অন্য উপায়। আবারও সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকল তারা।

পিস্তল হাতে সামনে বাড়ল রানা। এবার নিজেও ঢুকবে ভেতরে। খুঁজে বের করতে হবে লাবনীকে।

হোভারক্রাফটের সঙ্গে তাল রেখে ছুটছে বেলা। প্রচণ্ড তাপ প্রবাহে দূরে দেখল এবড়োখেবড়ো, আঁকাবাঁকা শৈলশিরা।

মাত্র ক'মিনিট পর ওই শৈলশিরা টপকে বহু নিচে গিয়ে পড়বে যুবর হোভারক্রাফ্ট্।

ওটার ডেকে লোকজন দেখেছে বেলা। তবে তারা কেউ মাসুদ রানা বা লাবনী আলম নয়।

হোভারক্রাফটের আরও কাছে সরে এল বেলা। বিড়বিড় করল, 'আসুন! দেরি করবেন না! নইলে বাঁচবেন না!'

ক্যানোপিক জার হাতে হোল্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে লাবনী। চারপাশ দেখে গলা শুকিয়ে গেল ওর। আগুন জ্বলছে হোল্ডে। পোর্ট সাইডের পেছনের এক দরজা থেকে ক্রমেই কমলা

শিখা ছড়িয়ে পড়ছে নানাদিকে। প্রশস্ত ডেকে তাপ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে ক'জন ক্রু। একজন অপারেট করল কণ্ট্রোল প্যানেল। নামিয়ে দেয়া হলো ফ্রন্ট ও রিয়ার র‍্যাম্প। বালিভরা হু-হু হাওয়া ঢুকল হোল্ডে। তাতে বেরিয়ে গেল ধোঁয়া। কিন্তু বাড়ল আগুনের হলকা।

হোল্ডের পেছনে ছুটে গিয়ে হোভারক্রাফ্‌ট্‌ থেকে লাফ দিতে চাইল এক লোক। সহজ হতো স্টার্ন থেকে লাফিয়ে নেমে গেলে, কিন্তু ওদিকে জ্বলছে দাউ-দাউ আগুন। হোল্ডের চেয়ে অনেক সংকীর্ণ দুই র‍্যাম্প, তার ওপর কাত হয়ে আছে পোর্টসাইড। ওই ইস্পাতের দেহ চাটছে বাড়ন্ত আগুন। লোকটা মুখ ঢেকে রেখে দৌড়ে পৌঁছে গেল সোনালি রোদের চৌকো অংশে।

কিন্তু হিসাবে ভুল হয়ে গেছে তার। হ্যাচওয়ে থেকে এল গনগনে আগুনের হলকা। মুহূর্তে জ্বলে উঠল গায়ের পোশাক। জ্বলন্ত মশালের মত বালিঝড়ে হারিয়ে গেল সে।

সহজে নেমে পড়া অসম্ভব, বুঝল অন্যরা। সাহসী বা বোকা এক সৈনিক নেমে পড়ল র‍্যাম্পে। ভাবল, পৌঁছে যাবে স্কার্টে, তারপর সাবধানে নামবে মরুভূমিতে। দু'সেকেণ্ড পর অন্যদের চেহারা দেখে লাবনী বুঝল, খুব বিমর্ষ হয়েছে তারা। প্রকাণ্ড হোভারক্রাফটের নিচে পিষে গেছে তাদের সঙ্গী। কিন্তু তা-ও ভাল আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে। একে একে র‍্যাম্প থেকে লাফ দিল তারা।

শেষ লোকটা বিদায় নেয়ায় হোল্ডে ঢুকল লাবনী। গেল ডিউন বাগির পাশে। পরীক্ষা করে দেখল, ওটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে স্ট্র্যাপ দিয়ে। ওগুলো খুললে হয়তো আগুনে পুড়ে মরার আগেই রিয়ার র‍্যাম্প বেয়ে নেমে যেতে পারবে ও।

মইয়ের ধাপে পায়ের আওয়াজ শুনে আবারও হ্যাচের কাছে ফিরল লাবনী। ঢুকে পড়ল ডিউন বাগির পাশে এক আর্থমুভারের নিচে। তলা থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, মই বেয়ে

হোল্ডে নেমেছে ম্যান মেট্য্ ও নাদির মাকালানি।

আঙুল তুলে স্টার্ন দেখিয়ে মেট্য্কে নির্দেশ দিল ধর্মগুরু, 'খুঁজে বের করুন ওই জার।'

কথা শুনে চমকে গেছে ম্যান মেট্য্। ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু ওদিকে তো দাউ-দাউ আগুন!'

'তা হলে ওটার ভেতরে ঢুকতে যাবেন না!' এবার নির্দেশ দিল মাকালানি, 'খুঁজে দেখুন বুলডোযারের ভেতর। হয়তো এখানেই কোথাও লুকিয়েছে জার। নিচেও রাখতে পারে।'

'আপনি কী করবেন?' জানতে চাইল মেট্য্। ডিউন বাগির দিকে চলেছে নাদির।

'ওটাতে চেপেই যেতে হবে। দেরি না করে খুঁজে বের করুন জার!'

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল লাবনী। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, হোল্ডের অন্যদিকের আর্থমুভার দেখবে মেট্য্। মাথার ওপরে যন্ত্রদানব, ওটার তলা থেকে বেরিয়ে এল লাবনী। একটু দূরেই আরেকটা খোলা হ্যাচ। একবার কারও চোখ এড়িয়ে ওই পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলেই...

হোল্ডের আগুন লেগে জ্বলে উঠছে ডেকে পড়া গ্রিয় ও তেল। ভুসভুস করে তৈরি হচ্ছে ধোঁয়া। প্রথম বুলডোযার পরীক্ষা করা শেষ করে পেছনেরটা দেখতে লাগল মেট্য্।

দরজা থেকে পনেরো ফুট দূরে লাবনী। ঘুরে দেখল, ডিউন বাগির পাশে মাকালানির পা। খুলে ফেলেছে শেষ স্ট্র্যাপ। অন্যদিকে চোখ। ম্যান মেট্য্ এখন লাবনীকে দেখতে না পেলে, হয়তো পা টিপে টিপে দরজা পেরোতে পারবে ও।

ক্যাব পরীক্ষা করতে পাশের ধাপে পা রেখে ভেতরে উঁকি দিল মেট্য্। তার পিঠ এখন লাবনীর দিকে।

এই হচ্ছে সঠিক সময়!

যন্ত্রদানবের তলা থেকে পিছলে বেরিয়ে এসেই উঠে বসল

লাবনী। এবার দৌড় দেবে দরজার দিকে। কিন্তু ঠিক তখনই ঘুরে তাকাল ম্যান মেট্য্।

দেখে ফেলেছে সে!

পরস্পরের চোখে চোখ রাখল লাবনী ও মেট্য্। পাথরের মূর্তি হয়েছে দু'জন। এখন একবার মেট্য্ বলে দিলেই সব জেনে যাবে ধর্মগুরু!

কিন্তু একটা কথাও বলল না ম্যান মেট্য্। চোখ পিটপিট করল, তারপর উদাস চোখে দ্বিতীয়বার তাকাল বুলডোযারের ক্যাবের ভেতর।

নীরবে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দৌড়ের জন্যে তৈরি হলো লাবনী।

'কী দেখলেন?' চিৎকার করে জানতে চাইল নাদির। গাল কুঁচকে গেল লাবনী ও মেট্য্-এর।

খূনে লোকটার চোখে পড়েছে বিজ্ঞানীর দ্বিধা।

'ইয়ে... ঠিক বুঝতে পারছি না,' বিড়বিড় করল মেট্য্। এরই ভেতর গটগট করে লাবনীর দিকে আসছে মাকালানি।

ধরা যখন পড়বেই, তো ভয় কীসের, এই ভেবে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লাবনী। এক হাতে উঁচু করে ধরল জার। 'নড়বে না! খবরদার! নইলে চুরমার করে দেব জার!'

থমকে গেল মাকালানি। উঁচু করল দু'হাত। 'পাগলামি করবেন না, ডক্টর আলম। ওটা দিয়ে দিন।'

'জীবনেও না!' পিছিয়ে যেতে লাগল লাবনী। একবার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখল ছড়িয়ে পড়া আগুন। 'কেমন হয় আপনার জন্যে পাউরুটি তৈরি করে দিলে?'

'না!' একপা সামনে বাড়ল নাদির। একবার ভাবছে, ছুটে এসে কেড়ে নেবে জার। আবার ভাবছে, ওটা নষ্ট হলে জীবনেও তৈরি হবে না জেনেটিক বিষ। 'ওটা আমাকে দিয়ে দিন... বদলে বাঁচতে দেব আপনাকে।'

পিছিয়ে চলেছে লাবনী। 'এটা তোমার চাই, কারণ কোটি

কোটি মানুষকে খুন করবে, তাই না? সেই সুযোগ তোমাকে দেব না, শয়তান! ধ্বংস করে দেব জার!'

লাবনীকে একবার দেখল নাদির, তারপর তাকাল হোল্ডের অন্যদিকে। চোখ আবার ফিরল লাবনীর ওপর। 'হ্যাঁ, খেলা শেষ হয়ে এল। ঠিকই বলেছেন!'

'লাবনী!' সতর্ক করতে চাইল ম্যান মেট্য্। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

খোলা হ্যাচ থেকে ডাইভ দিয়েছে কিলিয়ান ভগলার। তার দেহের ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ল লাবনী। হাত থেকে ছুটে গেছে জার। তবে মেঝেতে পড়ে ঠুং করে ভাঙল না জার। একহাতে ওটার পতন ঠেকিয়ে দিয়েছে ভগলার। কিন্তু ধরেও রাখতে পারল না একহাতে। গড়িয়ে আগুনের দিকে চলল জার। অবশ্য, কয়েক সেকেণ্ড পর বাড়ি খেল একটা কার্গো রিঙের গায়ে।

বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাদির। বুঝে গেছে, ওই জার এখন নিরাপদ। ওদিকে পা বাড়িয়ে ধমকের সুরে বলল, 'খুন করো ওই শুয়োরনীটাকে!'

'খুশির সঙ্গে,' বলল ভগলার। পনিটেইল ধরে হ্যাঁচকা টানে লাবনীর মাথা তুলল। সাপের চামড়ার জ্যাকেট থেকে বের করল প্রিয় রিভলভার...

কিন্তু থমকে যেতে হলো ওকে। এইমাত্র দড়াম করে খুলে গেছে আরেকটা দরজা। ওদিকে তাকাল সবাই।

বেরিয়ে এসেছে মাসুদ রানা। হাতে আসিরের পিস্তল। হোল্ডের সবচেয়ে বড় হুমকির দিকেই তাক করল অস্ত্র।

কিন্তু টান দিয়ে নিজের সামনে লাবনীকে আনল ভগলার। শক্ত হাতে ধরেছে ঘাড়। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লাবনী। কাছের আর্থমুভারের আড়ালে সরল নাদির মাকালানি। ঘুপচি এক জায়গায় হোল্ডের আরেকদিকে একই কাজ করল ম্যান মেট্য্।

'রানা!' প্রায় কেঁদে ফেলল লাবনী। রক্তে মেখে আছে রানার মুখ-হাত। একই অবস্থা শার্টের। 'হায়, আল্লা...'

'কিছুই হয়নি,' বলল রানা। চোখ স্থির ভগলারের চোখে। 'পাফ অ্যাডার, তিন গোনার আগেই সরো লাবনীর কাছ থেকে! নইলে জানে বাঁচবে না!'

লাবনীর মাথায় রিভলভারের নল ঠেকাল ভগলার। 'আমি গুনব দুই, এর ভেতর অস্ত্র না ফেললে খুন হবে তোমার ডার্লিং!'

'রানা, গুলি করো ওই জারে!' বলল লাবনী। চোখের কোণে ক্যানোপিক জার দেখল রানা। 'জারই যদি না থাকে, হাতে ওদের কোনও তাসই থাকবে না!'

'জারে গুলি করলে সঙ্গে সঙ্গে খুন হবে ওই মেয়ে!' আড়াল থেকে গলা ফাটাল নাদির। ইশারায় বডিগার্ডকে বলছে গুলি না করতে।

লাবনীর ঘাড় চেপে ধরল ভগলার। ইশারা করল হাঁটুতে ভর দিতে। লাবনী নির্দেশ পালন করতেই নিজে লুকিয়ে পড়ল পেছনে। অসহায় মেয়েটাকে সামনে রেখে হাঁটু ঘষে সরছে রানার কাছ থেকে।

ভগলারের দিকে পিস্তল তাক করে নিজেও সরছে রানা। চালমাত অবস্থা। ভগলার ভাল করেই জানে, লাবনীকে খুন করার পরের সেকেণ্ডে লাশ হবে নিজে। কিন্তু লাবনীর গায়ে লাগবে না, এত নিশ্চিত হয়ে গুলি করতে পারবে না রানা।

অনুসরণ করছে ও। খোলা দরজার কাছে চলে গেল লাবনী ও ভগলার।

'বস্!' হাঁক ছাড়ল আমেরিকান খুনি, 'আর্থমুভারের ইগনিশনে চাবি আছে?'

কী বলা হয়েছে বুঝে গেছে নাদির মাকালানি। দেরি না করে আর্থমুভারের ক্যাবে উঠল সে। নিচু করে রেখেছে মাথা, গুলি করতে পারবে না রানা। খুক-খুক করে স্টার্টার মোটর

কেশে উঠতেই জোরালো খ্যার-খ্যার শব্দে চালু হলো ইঞ্জিন।

ধমক দিতে গিয়েও চুপ থাকল রানা। ওর নিয়ন্ত্রণে নেই কিছুই। লাবনীর মাথার পেছনে রিভলভারের নল ঠেসে ধরেছে ভগলার। আরেক হাতে পকেট থেকে বের করল যিপ-টাই। পাশের কার্গো রিঙে ঘুরিয়ে এনে লাবনীর কবজিতে পেঁচিয়ে মুচড়ে দিল। ব্যথা পেয়ে মুখ বিকৃত করেছে লাবনী। রিঙের সঙ্গে আটকা পড়েছে কবজি। ওর কানের কাছে মধুর স্বরে বলল ভগলার, 'এবার কোথাও যেতে পারবে না, সুন্দরী।'

আর্থমুভারের কণ্ট্রোল নেড়েচেড়ে বুঝে নিল নাদির। একটা লিভার দিয়ে উঁচু করল কোদালের মত সামনের স্কুপ। টুলবক্স থেকে বড় এক স্প্যানার নিয়ে আটকে দিল গ্যাস প্যাডেলে। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। একযস্ট পাইপ দিয়ে বেরোল তেলতেলে বাদামি ধোঁয়া। কিন্তু সামনে বাড়ল না আর্থমুভার। গিয়ার ফেলা হয়নি।

সামনের র‍্যাম্পের ওদিকে চোখ যেতেই চমকে গেছে নাদির। দূরে শৈলশিরার শেষ কিনারা। ওটা মাত্র এক মাইল দূরে!

আর বড়জোর দু'মিনিট, তারপর ওখান থেকে বহু নিচে গিয়ে পড়বে হোভারক্রাফ্ট্।

ভগলার ও নাদিরকে দেখছে রানা। বুঝে গেছে, ভয়ঙ্কর কোনও পরিকল্পনা এঁটেছে এরা। এখন চাইলে ড্রাইভিং সিটে বসা নাদিরকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারবে ও। কিন্তু তাতে পিস্তলের নল ঘোরাতে হবে, সে-সুযোগে লাবনী বা ওকে খুন করবে ভগলার।

ওদিকে রিঙে লেগে ঠুক-ঠুক আওয়াজে নড়ছে জার। লাবনী থেকে একটু দূরেই ওটা।

রানাকে দেখছে নাদির। 'কী, রানা? আমাকে ঠেকাবে, না বাঁচাবে লাবনী আলমকে? যে-কোনও একটা করতে হবে!'

ইঞ্জিন রিভার্স গিয়ারে নিল নাদির। আর্থমুভার হোঁচট খেয়ে পেছাতে শুরু করতেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সে।

মাত্র একফুট যেতেই ডেকে নিরাপদে রাখার চেইনে বাধা পেল আর্থমুভার। টানটান হয়ে উঠল চেইন। ওটা রয়েছে গাড়ির জায়গা স্থির করতে, কয়েক শ' ঘোড়াশক্তির চলন্ত গাড়ি ঠেকাতে নয়। মেঝেতে বিশ্রী ক্রিঁচ-ক্রিঁচ আওয়াজ তুলল স্টিলের ট্র্যাক। চেইন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে আর্থমুভার। কর্কশ কড়-কড় আওয়াজ তুলছে কার্গো রিং।

লাবনীর পেছনে রয়ে গেছে ভগলার। এক চোখ রেখেছে বারো ফুট দূরে সগর্জন আর্থমুভারের ওপর। রানার উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'যাও! ঠেকাও ওটা!'

জারের দিকে তাকাল রানা। ভাবছে, লাথি মেরে আগুনে জার ফেলতে পারবে? আবার পরক্ষণে গিয়ে ঠেকাতে পারবে আর্থমুভার?

না, পারবে না।

যে-কোনও একটা করতে হবে। রানা জানে, এই অবস্থায় কী করবে ও।

ঝটাং করে ছিঁড়ে গেল চেইন।

সোজা লাবনীর দিকে পিছিয়ে আসতে লাগল আর্থমুভার!

অসহায় লাবনীকে রেখে এক লাফে আর্থমুভারের ওদিকে গিয়ে পড়ল ভগলার। পরপর দু'বার গুলি করল রানা, কিন্তু লোহার মেশিনে লেগে ছিটকে গেল চ্যাপ্টা বুলেট।

ঝটকা দিয়ে সামনে বাড়ল রানা। আগে এত জোরে দৌড়ায়নি কখনও। রিং বা কবজি থেকে ছোটাতে হবে যিপ-টাই, নইলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে লাবনী!

ইঞ্জিনের ধক-ধক শব্দ তুলে পিছিয়ে আসছে আর্থমুভার। লাবনীর থেকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে। চার...

লাবনীর পাশে পৌঁছে গেলেও রানা বুঝল, খুলতে পারবে না যিপ-টাই। পিস্তল তাক করেই ট্রিগার টিপে দিল ও। টাশ্

করে ছিঁড়ে গেল যিপ-টাই। রিঙে বুলেট লেগে ছিটকে এসে লাগল রানার হাতের পিস্তলের নলে। মাযলের আগুনে আরেকটু হলে পুড়ত লাবনীর বাহু। ওকে জাপ্টে ধরে ডাইভ দিয়ে আর্থমুভারের ওপারে গিয়ে পড়ল রানা। এক সেকেণ্ড পর ওই রিঙের ওপর দিয়ে গেল আর্থমুভার। তাতে শেষ হয়নি বিপদ। ক্যানোপিক জারের দিকে ছুটছে ভগলার। দু'ফুট পেছনেই উদ্যত পিস্তল হাতে নাদির। নিজের পিস্তলের খোঁজে পেছনে তাকাল রানা।

আর্থমুভারের নিচে পড়ে চ্যাপ্টা হয়েছে ওটা!

ধক-ধক আওয়াজে পিছিয়ে চলেছে যন্ত্রদানব। লাবনীকে নিয়ে ওটার কাছ থেকে সরে গেল রানা। গুলি করল ভগলার, কিন্তু সেটা লাগল হলদে আর্থমুভারের গায়ে। রানা ও লাবনীকে শেষ করতে পিছু নিতে গিয়েও অন্য বুদ্ধি করল ভগলার। লাফিয়ে উঠল ক্যাবে। এবার ওদিকে নেমেই...

ক্যাবের ওদিক থেকে উঠে এল রানা। সিটের ওদিক থেকে ডাইভ দিল ভগলারের ওপর। ক্যাব থেকে হুড়মুড় করে ডেকে পড়ল ওরা দু'জন। খটাং-খট্ আওয়াজে ডেকে পিছলে দূরে সরে গেল রিভলভার।

ততক্ষণে ক্যানোপিক জারের সামনে পৌঁছে গেছে নাদির, খপ্ করে ওটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। চেহারায় ফুটল তৃপ্তি। ক্ষতি হয়নি জারের সিলের। আরেক দৌড়ে ডিউন বাগির পাশে পৌঁছে গেল সে। এখনও লুকিয়ে আছে ম্যান মেট্য্, উঁকি দিল। তার দিকে ভুরু কুঁচকে দেখল নাদির। ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গেল আর্কিওলজিস্ট।

ওদিকে ভগলারের চোয়ালে ঘুষি মেরেছে রানা। গাল কুঁচকে ফেলল নিজেই। ভীষণ ব্যথা লেগেছে গুলিতে আহত হাতে। ঘুষি খেয়ে আমেরিকান খুনি বুঝেছে, রানা এখন ওর চেয়ে দুর্বল। তার ওপর বাহুতে রক্ত। গুলিতে আহত বাহু খামচে ধরল ভগলার। ব্যথায় কুঁকড়ে গেল রানার মুখ।

পিছিয়ে যেতে চাইলেই প্রচণ্ড এক লাথি পড়ল ওর পেটে। মাথার পাশ দিয়ে ধক-ধক আওয়াজে চলেছে আর্থমুভার।

যন্ত্রদানবের ক্যাবে উঠেছে লাবনী। লাথি মেরে অ্যাক্সেলারেটর প্যাডেল থেকে সরিয়ে দিল স্প্যানার। নিউট্রাল করল গিয়ার স্টিক। হোল্ডের পেছনের দিকে ছড়িয়ে যাওয়া আগুন থেকে এক ফুট আগে থামল আর্থমুভার। যন্ত্রের সামনের দিকে ভগলারকে দেখল লাবনী। এইমাত্র রানাকে ল্যাং মেরে ফেলে ওর বুকে কনুই নামিয়ে এনেছে সে। একটু দূরে ডিউন বাগিতে উঠছে নাদির মাকালানি। খোলা র‍্যাম্প দিয়ে দেখা গেল আতঙ্ককর দৃশ্য!

এগোচ্ছে যুবর, দ্রুত চলে আসছে শৈলশিরার কিনারা!

রানা ছেঁচড়ে সরে গিয়েই ঘুষি মারল ভগলারের চোয়ালে। কিন্তু কাত হয়ে শরীর গড়িয়ে দিয়েই হাতের কাছে রিভলভার পেয়ে গেল লোকটা। তুলে নিল অস্ত্রটা, ঘুরেই তাক করল রানার দিকে। কিন্তু তখনই ক্রিঁচ-ক্রিঁচ আওয়াজ তুলে রওনা হলো ডিউন বাগি। একহাতে ক্যানোপিক জার বুকের কাছে রেখেছে নাদির মাকালানি।

'মাকালানি!' ঝোড়া হাওয়ার ওপর দিয়ে চিৎকার করল ভগলার। 'একমিনিট!'

উঠে বসেছে রানা। ওর দিকে ঘুরেই রিভলভার তাক করল ভগলার।

একইসময়ে আর্থমুভারের গিয়ার ফেলে সামনে বেড়েছে লাবনী। যন্ত্রদানবের স্কুপ লাগল ভগলারের হাতে। ছিটকে কোদালের গর্তে পড়ল রিভলভার। ওদিকে উঠে পড়েছে রানা, থুতনিতে ওর জোরালো এক আপারকাট খেয়ে বেসামাল হলো ভগলার। মুখ থেকে ছিটকে বেরোল রক্ত। স্কুপের কিনারার ধাতব দাঁত কামড়ে ধরল সাপের চামড়ার জ্যাকেট।

ঘাবড়ে যায়নি ভগলার। কোদালের গর্তে রিভলভার দেখেই ঝুঁকল তুলে নিতে। কিন্তু স্কুপ উঁচু করে নিয়েছে

লাবনী। ধাতব দাঁতে ঝুলছে জ্যাকেট। ওটার কারণে আটকা পড়ল ভগলার। জ্যাকেট থেকে বের করে নিতে চাইল কাঁধ, কিন্তু হাতদুটো ছুটিয়ে নেয়া অসম্ভব। পেটে খেল রানার পর পর দুটো প্রচণ্ড ঘুষি। তখনই হোঁচট খেয়ে থামল আর্থমুভার। হোভারক্রাফটের বো-র দিকে চোখ গেল তার।

ডিউন বাগি নিয়ে র‍্যাম্প থেকে নামছে নাদির। শক্ত মরুভূমিতে পড়েই লাফিয়ে উঠল গাড়িটা। আগেই সিটবেল্ট বেঁধে নিয়েছে ধর্মগুরু, একহাতে চালাচ্ছে হালকা ভেহিকেল। ক'সেকেণ্ডের জন্যে ওটার ওপর চেপে বসতে চাইল হোভারক্রাফ্‌ট্‌। আরেকটু হলে র‍্যাম্প কাজ করত বিশাল এক কোদালের মত, আবার তুলে নিত ডিউন বাগিটাকে; কিন্তু সামনে বেড়ে বাঁক নিয়ে সরে গেল নাদির মাকালানি। সাঁই করে তাকে পাশ কাটিয়ে সোজা শৈলশিরার দিকে ছুটল হোভারক্রাফ্‌ট্‌।

এইমাত্র ডিউন বাগিটাকে বাঁক নিয়ে সরে যেতে দেখল বেলা। এটাও বুঝে গেল, কে চালাচ্ছে ওই গাড়ি।

ছাড়া পেয়ে গেছে নাদির মাকালানি। আর আটকা পড়েছে মাসুদ ভাই আর লাবনী আপু!

তারা মারা গেছে, মেনে নিতে পারছে না বেলা।

বিপদের সময় ওর পাশে ছিল মানুষদুটো।

এখন তাদের ফেলে চলে যাবে?

চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ করে অ্যাক্সেলারেটর টিপে ধরল বেলা।

এমনিতেই টেম্পারেচার গেজ আছে লাল সীমায়, তবুও ওভারহিটেড পুরনো ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে ছুটল হোভার-ক্রাফটের দিকে।

আর্থমুভার থেকে নেমেই দৌড়ে গিয়ে রানাকে জড়িয়ে ধরল লাবনী। 'তুমি ঠিক আছ তো, রানা?'

'হ্যাঁ, তুমি?' বলল রানা। বাহু বেয়ে পড়ছে রক্ত। ঘুরে স্টারবোর্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পার্টমেন্টের দিকে তাকাল।

ওর দেখাদেখি ওদিকে তাকাল লাবনী। 'থামাতে হবে হোভারক্রাফ্ট্। একবার ইঞ্জিন বন্ধ করতে পারলে...'

'সময় নেই!' বলল রানা। দেখিয়ে দিল সামনের র‍্যাম্প। 'একটু পর শৈলশিরা থেকে পড়ব!' পেছনে চোখ বোলাল ও। ওদিকে জ্বলছে দাউ-দাউ আগুন। এদিকে সামনের র‍্যাম্প থেকে ঝাঁপ দিলে ওদেরকে পিষে দেবে হোভারক্রাফ্ট্।

কোথাও যাওয়ার উপায় নেই!

ধাতব ঘটাং আওয়াজে ঘুরে তাকাল ওরা।

হোঁচট খেয়ে র‍্যাম্পে উঠে এসেছে তুবড়ে যাওয়া এক ল্যাণ্ড রোভার!

সরাসরি ওদের দিকেই আসছে বেলা!

যুবর পিষে মেরে ফেলবে, সেই ভয় কাটিয়ে এসেছে প্রিয় মানুষগুলোকে বাঁচাতে!

কড়া ব্রেক কষে থামল বেলা। চোখে-মুখে ভীষণ ভয়। অবশ্য, গাড়ির পাশেই রানা ও লাবনীকে দেখে মিষ্টি হাসল। 'আসুন! মাসুদ ভাই! লাবনী আপু!'

গুলির গর্তভরা জিপগাড়ির প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে ফেলল রানা। লাবনী গলা ছাড়ল, 'মেট্য্! জলদি!'

তাড়া খাওয়া তেলাপোকার মত পিছলে বেরিয়ে ছুটে এল আর্কিওলজিস্ট। গাড়িতে উঠে পড়ল রানার ইশারায়। লাবনী উঠতে নিজেও উঠল রানা। ধক্ করে উঠল ওর বুক। খুব কাছে শৈলশিরার কিনারা। অনেক নিচে কঠিন জমিন!

'রিয়ার র‍্যাম্প দিয়ে নামো, বেলা!' দড়াম করে দরজা বন্ধ করল রানা।

'কিন্তু ওদিকে তো আগুন!' আপত্তি তুলল মেট্য্।

'আগুনই সই! বেলা, জলদি!' তাড়া দিল রানা।

ক্লাচ ছেড়ে গিয়ার ফেলেই অ্যাক্সেলারেটর দাবাল বেলা।

দু'সারি ভারী আর্থমুভারের মাঝ দিয়ে ছুট দিল ল্যাণ্ড রোভার। সরাসরি চলেছে লেলিহান আগুন লক্ষ্য করে। চেঁচিয়ে উঠল ম্যান মেট্য্: 'হায়, যিশু!'

'থেমো না, বেলা!' সতর্ক করল রানা। আর্থমুভারের দাঁত থেকে ঝুলছে কিলিয়ান ভগলার। কাত হয়ে তুলে নিল রিভলভার। নাকের ডগার কাছেই ল্যাণ্ড রোভার। তাক করল চালকের দিকে, কিন্তু ভীষণ ভয়ে ভুলে গেল ট্রিগার টিপতে। আগে ভাল করে দেখেনি কতটা কাছে শৈলশিরার কিনারা!

এক সেকেণ্ড পর ভয় কাটিয়ে গুলি করল ভগলার। কিন্তু দেরি হয়েছে ওই এক সেকেণ্ডেরই। বুলেট বিঁধল বেলার মাথার ওপরে ল্যাণ্ড রোভারের ছাতে। সাঁই করে ভগলারকে পাশ কাটিয়ে গেল প্রাচীন গাড়ি।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল লাবনী। 'আমরা বাঁচব না!'

দ্রুতগতি নয়, তবে টেকসই বলে নাম আছে ল্যাণ্ড রোভারের।

'দেখো, নেমে পড়ব,' বলল রানা। শেষ আর্থমুভার পাশ কাটিয়ে গেল ওরা। আগুন থেকে বাঁচতে কোনাকুনিভাবে র‍্যাম্পের দিকে চলল বেলা। 'সবাই মাথা নিচু করে নাও!'

পরক্ষণে অগ্নিশিখায় ঢুকল ল্যাণ্ড রোভার। লকলক করে ওটাকে গিলে ফেলল লেলিহান হলকা। ভাঙা জানালা দিয়ে ঢুকল আগুনের কমলা সব ক্ষুধার্ত জিভ।

র‍্যাম্প থেকে নামল ল্যাণ্ড রোভার, ওই একইসময়ে শৈলশিরার কিনারায় পৌঁছে গেল হোভারক্রাফ্ট্।

নিচে পাথুরে জমিন হারাতেই স্কার্টের তলা থেকে নানা দিকে ছিটকে গেল টনকে টন বালি ও পাথর। নিরেট পাথরে ঘষা লাগতেই ভীষণ কেঁপে উঠল হোভারক্রাফ্ট্। বিশাল প্রপেলার কাজ করছে বলেই সি-সওর মত দুলল প্রকাণ্ড যান, তারপর ঝুপ্ করে নামাল নাক। ভেতরের আর সবকিছুর মতই ঝুলন্ত ভগলারকে নিয়ে সামনে পিছলে গেল ভারী

আর্থমুভার। করুণ চিৎকার জুড়ল ভগলার। সামনের র‍্যাম্প পেরিয়ে সোজা নিচে চলল আর্থমুভার। দাঁত থেকে ঝুলছে বেসুরো কণ্ঠের ভগলার। ওই প্রাণপণ আর্তচিৎকার শোনার কেউ নেই!

সাঁই করে নেমে শৈলশিরার গোড়ায় আছড়ে পড়ল তিরিশ টনি আর্থমুভার। পরক্ষণে ওটার ওপর নামল পাঁচ শ' টন ওজনের হোভারক্রাফ্ট্। প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে চুরমার হলো ওটা। থরথর করে কাঁপতে লাগল জমিন। ছিটকে আকাশে উঠল ধুলোভরা আগুনের মস্ত এক মেঘ।

আরেকটু হলে আগুনের দীর্ঘ জিভ চেটে দিত ল্যাণ্ড রোভারটাকে। হোভারক্রাফটের অগ্রসরমান গতিকে টপকে যেতে পারেনি ছুটন্ত জিপগাড়ি। স্টার্ন থেকে নেমেই গেছে পিছলে। নতুন করে এগোবার আগেই শৈলশিরার কিনারা থেকে ধুম্ করে নিচে পড়েছে পেছনের দুই চাকা। বনবন করে ঘুরছে সামনের দুই চাকা, কিন্তু পেছনের দিক ভারী বলে সাধ্য নেই যে এগোবে। এবার গাড়ি নামবে মাধ্যাকর্ষণের টানে বহু নিচে।

ধুপ্ করে শৈলশিরায় পড়ে ভীষণ ঝাঁকি খেয়েছে রানা, বুঝেও গেছে কী বিপদে পড়ছে। সামনের ড্যাশবোর্ডের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও। কড়া গলায় বলল, 'সামনের দিকে ঝুঁকে এসো সবাই!'

অন্যরা কিছু করার আগেই রানার একার ওজনেই নিচে জমিন খুঁজে পেল সামনের চাকা। ঝটকা দিয়ে এগোল পুরনো জিপগাড়ি। ধুমাস্ আওয়াজে চারপাশ কাঁপিয়ে উঠে এসেছে পেছনের চাকা। কিন্তু তিরিশ ফুট যেতে না যেতেই বুম্ করে ফাটল জ্বলন্ত দুই পেছনের চাকা। হোঁচট খেয়ে থামল ল্যাণ্ড রোভার।

চারপাশে শুধু ধুলোবালির মেঘ। কাশতে কাশতে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরা। থরথর করে কাঁপছে ম্যান মেট্‌য্।

হাত ধরে ফেলল লাবনীর। 'অনেক... ধন্যবাদ! তোমরা অপেক্ষা না করলে...'

হাত ছুটিয়ে নিয়ে সন্দেহের সঙ্গে বলল লাবনী, 'তুমিও শেষদিকে সাহায্য করতে চেয়েছিলে বলে মনে হয়েছে।'

মাথা দোলাল মেট্‌য়্। 'তা হলে যা হয়েছে, সেসব মাফ করে দিয়েছ তো?'

'নিশ্চয়ই, তবে এটা তুমি আমার কাছ থেকে পাও!' ম্যান মেট্‌যের গালে কষে একটা চড় লাগিয়ে দিল লাবনী। 'তুমি ঘোড়ার ডিমের আর্কিওলজিস্ট!'

গাল চেপে ধরে বসে পড়ল লোকটা। এখন গর্ব বলতে কিছুই নেই মনে।

'নাদির মাকালানির কী হবে?' জানতে চাইল বেলা। দূর মরুভূমির দিকে চেয়ে আছে। ডিউন বাগি নিয়ে অনেক আগেই হাওয়া হয়েছে ওই লোক।

রানার দিকে তাকাল লাবনী। 'সর্বনাশ হয়েছে! বদমাশটা নিয়ে গেছে জার! আমরা তাকে ধরব কীভাবে?'

'এখন ধরার উপায় নেই,' বলল রানা, 'দূরে কোথাও গিয়ে উঠবে হেলিকপ্টারে। ওর কাছে স্যাটেলাইট মোবাইল ফোন দেখেছি।'

'তা হলে আমরা হেরে গেলাম?' বিমর্ষ চেহারা করল বেলা। 'এবার কোনও ভাইরাস ছড়িয়ে দেবে। সর্বনাশ হবে সবার। তাই না?'

'উঁহুঁ, অন্য উপায় বেরোবে, হাল ছাড়ছি না,' বলল রানা। 'ফোন দেব কর্তৃপক্ষের কাছে। তারপর যাব অ্যাবাইদোসে।' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সবার মুখ। ভাবছে, এই মরুভূমিতে মাইলের পর মাইল হাঁটবে কী করে? মৃদু হাসল রানা। 'কিচ্ছু ভেবো না, গল্প করতে করতে অ্যাবাইদোসে চলে যাব।'

'চাকা পাল্টে নিলে হয় না?' জানতে চাইল লাবনী।

মাথা নাড়ল রানা। 'পাল্টাতে হলে দুটো চাকা লাগবে।

পাব কোথায়?'

'ও,' ভীষণ মুষড়ে পড়ল ম্যান মেট্য্।

'হাঁটতে শুরু করো, গাধা!' তাড়া দিল লাবনী, 'পথ বহু দূর!'

রানার পাশে চলল লাবনী ও বেলা। অনেকটা দূরে ক্যানিয়ন। কয়েক সেকেণ্ড পর পিছু নিল ম্যান মেট্য্।

প্রথমে শোনা গেল ইঞ্জিনের গর্জন, তারপর লাল পশ্চিম দিগন্ত থেকে এল মিশরীয় মিলিটারি এমআই-এইট হেলিকপ্টার। দু'মিনিট পর প্রচুর বালি উড়িয়ে নেমে পড়ল ওটা অ্যাবাইদোসে ওসেইরেনের সামনে।

অনেক টাকা খরচ করে আরেকটা জিপগাড়ি জোগাড় করেছে রানা। ওটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ওরা। তবে গরমের ভেতরেও জানালা সব বন্ধ করে পেছনের সিটে থম মেরে বসে আছে ম্যান মেট্য্।

হেলিকপ্টারের হ্যাচ খুলে যেতেই নেমে এল ছয়জন লোক। পাঁচজনই সৈনিক, তবে পরনের ইউনিফর্ম সাধারণ সৈনিকদের মত নয়। কালো ক্যামোফ্লেজ্ড্ ওই প্যাটার্ন শুধু ব্যবহার করে স্পেশাল ফোর্স টিম।

ষষ্ঠ লোকটি অ্যান্টিকুইটির সুপ্রিম কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল, ডক্টর শরিফ হামদি। রানাদের সামনে এসে থামলেন তিনি। হাত বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'আশা করি ভাল আছেন, মিস্টার রানা।'

'কী করে ভাবলেন এই অবস্থায় ভাল থাকবে কেউ?' মুখ ফস্কে বলে ফেলল বেলা।

ভদ্রলোকের সঙ্গে করমর্দন করল রানা। 'ডক্টর হামদি, গুড ইভিনিং।' মরুভূমি দেখাল। 'আশা করি আপনাকে দেয়া জিপিএস কোঅর্ডিনেট্স্ অনুযায়ী আগেই ওদিকটা দেখেছেন?'

'জী। ভাবতেও পারিনি ওখানে ওরকম কিছু দেখব।' মাথা নাড়লেন ডক্টর হামদি। 'শুধু এণ্ট্র্যান্স চেম্বার দেখেছি। নিচে আরও কিছু আছে?'

'একেবারে নেমে গেলে পাবেন ওসাইরিসের সমাধি,' গর্ব নিয়ে বলল বেলা।

'ভাবা যায় না,' বললেন হামদি। 'ওখানে রেখে এসেছি অ্যান্টিকুইটির স্পেশাল প্রোটেকশন স্কোয়াড। আগামী দু'চার দিন পরেই ফুল এক্সপিডিশন শুরু করবে এসসিএ।'

'তবে ধারে-কাছে থাকবে না নাদির মাকালানি,' বলল লাবনী, 'যা চেয়েছে, পেয়ে গেছে সে।'

'মিস্টার রানা বলেছেন,' বললেন হামদি। 'কিন্তু সত্যিই কি বায়োলজিকাল অস্ত্র তৈরি করবে ওই লোক?'

'সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন,' বলল রানা, 'সুইটযারল্যাণ্ডের ওসাইরিয়ান টেম্পলে সে ধরনের রিসোর্স আছে তার।'

'নামও পাল্টে যাবে ওই টেম্পলের,' বলল লাবনী। 'এখন থেকে হবে সেটিয়ান টেম্পল। দলে নাদির মাকালানি পাবে অনেক শয়তানকে। যা খুশি করতে পারবে।'

ভুরু কুঁচকে গেল ডক্টর হামদির। 'হয়তো। কিন্তু ম্যাস ডেস্ট্রাকশন ওয়েপন্স আমার বিষয় নয়। তা ছাড়া, হাতে প্রমাণ না পেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করতে পারব না।'

'আপনার পছন্দের বিষয়ে নজর দিতে পারেন,' বলল রানা, 'স্ফিংস থেকে নেয়া যোডিয়াক এখন তার দুর্গে। ওটা সুইটযারল্যাণ্ডে মেমোরাবিলিয়া হিসেবে রেখে দিতে চেয়েছিল কাদির ওসাইরিস।'

'নাদির সত্যিই ওখানে যোডিয়াক রেখে থাকলে, অবশ্যই আমরা ব্যবস্থা নেব,' বললেন হামদি, 'সে একজন মিশরীয় নাগরিক। আর মিশরীয় সরকার পুরাকীর্তি চোরদের প্রতি

অত্যন্ত কঠোর।'

'সেক্ষেত্রে অন্য দেশে নিজেদের সৈনিক নেবেন আপনারা?' জানতে চাইল রানা।

'এটা বলতে পারব না যে আগে কখনও এএসপিএস অন্য দেশে মিশনে যায়নি,' মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক।

'এবং ওই মিশনে যদি প্রমাণ হয় বায়োলজিকাল অস্ত্র তৈরি করছে নাদির মাকালানি, সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবেন আপনারা, তাই তো?' জানতে চাইল রানা।

'সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেব। তবে আগে প্রমাণ লাগবে যে ওই দুর্গে যোডিয়াক আছে।'

রানার দিকে চেয়ে আছে লাবনী। 'তা হলে যাবে ওসাইরিয়ান টেম্পলের হেডকোয়ার্টারে?'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' বলল রানা, 'নাদির মাকালানির সঙ্গে ব্যক্তিগত বোঝাপড়াও আছে আমার।'

'কিন্তু ওটা তো সত্যিকারের দুর্গ, কী করবেন একা?' চিন্তিত হয়ে পড়েছে বেলা। 'ওরা তো ঢুকতেই দেবে না আপনাকে!'

'দিতেও তো পারে।' মৃদু হাসল রানা। 'অবশ্য, সেজন্যে সঙ্গে লাগবে নামকরা কাউকে!'

ঊনত্রিংশ

শুভ্র-তুষার ছাওয়া অ্যালপাইন পর্বতমালার ওদিকে সূর্য ডুবে

যেতেই দুর্গের উঁচু দেয়াল থেকে মুছে যাচ্ছে নরম আলো। উঠানে কালো কাঁচের বিশাল পিরামিডের নিচে জ্বলে উঠেছে নীল এলইডি বাতি। পিরামিড-শীর্ষে অত্যুজ্জ্বল আলো গেছে সপ্তাকাশে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে। ওই নক্ষত্র মিশরীয় প্রাচীন এক দেবতা।

লেকের পারের সংক্ষিপ্ত শাখা পথে দুর্গের দিকে চলেছে একটি গাড়ি। একটু পর কালো রঙের মার্সিডিয এস-ক্লাস গাড়িটি থামল গেটহাউসে। টিন্টেড কাঁচও কালো। ড্রাইভারের জানালার কাঁচ বন্ধ হলেও নেমে গেল পেছন জানালার কাঁচ। গাড়ির মালিক একাই আছেন। ভরাট কণ্ঠে ইন্টারকমের উদ্দেশে বললেন: 'হাই! আমি গিবন মুর।' ক্যামেরার দিকে দুর্দান্ত এক হাসি দিল নায়ক। 'ওসাইরিয়ান টেম্পল ঘুরিয়ে দেখাতে আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন কাদির ওসাইরিস। তো চলেই এলাম!'

'হঠাৎ আপনার আগমনের কারণ, মিস্টার মুর?' ভদ্রতার সুরে জানতে চাইল নাদির মাকালানি। রাগ লাগছে তার। ভীষণ সন্দেহ হচ্ছে সুদর্শন লোকটাকে।

কাদির ওসাইরিসের লাউঞ্জে চামড়ার কাউচে আরাম করে বসেছে মুর। 'পরের মুভির প্রচারণায় এসেছি সুইটযারল্যাণ্ডে। ভাবলাম দেখা করে যাই!' মিষ্টি হাসল। 'তাই চলেই এলাম। মিস্টার ওসাইরিস বলেছিলেন ঘুরিয়ে দেখাবেন আপনাদের টেম্পল। সেইসঙ্গে গল্প হবে পুরনো আমলের সিনেমা নিয়ে।'

'আমার ভাই... এখন দেশের বাইরে,' বলল নাদির।

'ছিহ্! কপালটাই মন্দ। তা কবে ফিরবেন তিনি?'

দুষ্ট হাসল নাদির মাকালানি। 'আপাতত আর ফিরছেন না এখানে। তবে তাতে আপনার সময় নষ্ট হয়েছে, তা ভাববেন না। আজ টেম্পলে বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। আপনি আমন্ত্রিত। সত্যি যদি প্রমাণ হয় আপনি এ ধর্মে বিশ্বাসী, পুরস্কারও দেয়া

হবে আপনাকে।'

'বাহ্! গুড!' নড়েচড়ে বসল মুর। 'ও, তা হলে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন না আপনার ভাই?'

'না, সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে আমার ওপর,' আরও চওড়া হলো নাদির মাকালানির ঠোঁটে হাসি।

দরজায় টোকা দিল কে যেন।

ধূসর চুলের এক বিশালদেহী লোক ঢুকল ঘরে। মুখে হল অভ রেকর্ডসের মারপিটের চিহ্ন। 'প্রায় পৌঁছে গেছে প্রথম বাস।'

মাথা দোলাল নাদির। ঘুরে দেখল মুরকে। 'অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরি হতে হবে আমাকে। একটু অপেক্ষা করুন। সঠিক সময়ে আপনাকে অনুষ্ঠানে পৌঁছে দেবে কেউ।'

'খুশি মনে অপেক্ষা করব,' বলল গিবন মুর। লোকদু'জন চলে যেতেই পকেট থেকে নিল সেল ফোন। চালুই আছে ওটা। নিচু স্বরে বলল, 'অবস্থা বুঝলেন তো?'

'না বুঝে উপায় আছে?' ওয়্যায়ারলেস হেডসেট-এ বলল লাবনী।

উপত্যকার আধমাইল দূরে দুটো মিতসুবিশি শোগান জিপগাড়ি রেখে দুর্গের দিকে চেয়ে আছে ক'জন মানুষ। গাড়ি দুটোর ভেতর যথেষ্ট জায়গা, রাখা যাবে ছয় ফুট ডায়ামিটারের যোডিয়াক। আপাতত গাড়িদুটো কাজ করছে দু'দল লোকের হেডকোয়ার্টার হিসেবে। প্রথম দল ইজিপশিয়ান সরকারের অ্যান্টিকুইটি স্পেশাল প্রোটেকশন স্কোয়াডের লোক। সংখ্যায় ছয়জন। দ্বিতীয় দলে মাত্র চারজন। তারা তরুণ। বাদামি ত্বক। হাতের কাছে অস্ত্র। রানা এজেন্সি থেকে এসেছে এই মিশনে।

'কী ধরনের অনুষ্ঠান?' জানতে চাইলেন ডক্টর হামদি। তিনি আছেন মিশরীয় দলের নেতৃত্বে।

কাঁধ ঝাঁকাল লাবনী। জানে না।

বেলাও মাথা নাড়ল।

ভুরু কুঁচকে নিজের দলের একজনের দিকে ফিরলেন ডক্টর হামদি। 'একটা বাসের কথা বলেছে। ওটা যাচ্ছে দুর্গের দিকে।' মাথা দোলাল সৈনিক। তার সঙ্গে নেমে গেল রানা এজেন্সির জেনেভা শাখার চিফ শাহেদ কামাল। লাবনীর দিকে ফিরলেন হামদি। 'এএসপিএস শুধু সারপ্রাইস রেইড করে। শত্রু অনেক বেশি হলে...'

লাবনী কিছু বলার আগেই জানতে চাইল গিবন মুর, 'আমাকে কী করতে বলেন? ওই যোডিয়াক থাকলে থাকবে ইজিপশিয়ান পুরনো আমলের মালপত্রে ভরা ঘরে। এখানে আসার সময় পেরিয়ে এসেছি ওই জায়গা।'

মাথা নাড়লেন হামদি। 'চাক্ষুষ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করব না। তেমনই কথা হয়েছে সুইস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এ দেশে যে-কোনও কাল্টকে গজিয়ে উঠতে দেয়া হয়। সত্যিই নাদির মাকালানির কাছে যোডিয়াক থাকলে কেবল তখনই হামলা করব আমরা।'

'তা হলে গিবন মুরের কাছে ক্যামেরা দেয়া উচিত ছিল,' বলল বেলা।

'প্রথমেই সন্দেহ পড়ত তাঁর ওপর,' বলল লাবনী। ওয়্যায়ারলেস হেডসেট-এ জানাল, 'মুর, আপাতত অপেক্ষা করুন।'

'ফোন চালু রাখুন, কোনও গোলমাল হলে আমাদের জানাবেন,' ফিরে এসেছে কামাল। 'সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে বের করে আনব।'

'দুর্গ থেকে বের করে আনবেন?' হাসল নায়ক, 'সিনেমায় ওই কাজ করেছি আগে। নায়িকাকে নিয়ে ভেগে গেছি।'

'হয়তো মাত্র একবার সুযোগ পাব, কাজেই তৈরি থাকুন,' বলল শাহেদ কামাল।

‘ঠিক আছে,’ খস-খস শব্দে পকেটে মোবাইল ফোন রাখল মুর।

এইমাত্র জিপে উঠেছে মিশরীয় সৈনিক। ডক্টর হামদির উদ্দেশে বলল, ‘এইমাত্র পৌঁছুল বাস। নামাতে শুরু করেছে দুর্গের ড্র-ব্রিজ। লেকের পাশের রাস্তা ঘুরে এসেছি। আরও বাস আসছে।’

‘বড় অনুষ্ঠান,’ বলল লাবনী। ‘আমাদের কী করা উচিত?’

ভুরু কুঁচকে কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন ডক্টর হামদি, ‘যদি প্রমাণ হয় নাদির মাকালানির কাছেই আছে যোডিয়াক, সেক্ষেত্রে অ্যাটাকে যাব আমরা।’

মাথা দোলাল লাবনী।

নিজের হেডসেটে বলল শাহেদ কামাল, ‘মাসুদ ভাই?’

পিরামিড থেকে একটু দূরে উঠানের দেয়ালের পাশে পার্ক করা হয়েছে কালো কাঁচের লোভনীয় বিলাসবহুল মার্সিডিয। একটু আগে নাদির মাকালানির লোক নিয়ে গেছে নায়ক গিবন মুরকে। তখন গাড়ি থেকে না নেমে সামনের সিটে চুপ করে বসে ছিল গাড়ির গম্ভীর ড্রাইভার। এ মুহূর্তে তার কানে ক্লিপ-অন ইউনিট। ওটাকে হেডসেট না বলে ব্লুটুথ ইয়ারপিস বলাই ভাল। একপাশে খুদে ভিডিয়ো ক্যামেরা।

‘শুনছি,’ বলল মাসুদ রানা। ‘কী অবস্থা, কামাল?’

নায়ক গিবন মুরের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য রানাকে জানাল জেনেভা শাখা প্রধান শাহেদ কামাল। দুর্গের গেট দেখল রানা। নিচে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে ড্র-ব্রিজের দুই প্রান্ত। ভোঁতা ভুম্ আওয়াজ হলো। ঝনঝন করে উঠল পুরু শেকল। ধীর গতিতে তীর থেকে ড্র-ব্রিজে উঠল একটা বাস। ভেতরে অনেক মানুষ। পার্কিং লটের আরেকপ্রান্তে গিয়ে থামল বাসটা। ওদিকে চেয়ে আছে রানা।

ভিডিয়ো লিঙ্কের মাধ্যমে যাত্রীদেরকে বাস থেকে নামতে দেখে বলল লাবনী, 'বোধহয় অনেকে আসছে।'

'আরও বাস আসছে,' বলল শাহেদ কামাল।

'রানা, এত লোক, ভেতরে ঢুকতে পারবে?' বলল লাবনী, 'বিপদ হবে না?'

'মনে হচ্ছে কাজটা কঠিন হবে না,' বলল রানা। চওড়া দেয়ালের ব্যাটলমেন্টে দেখছে সশস্ত্র গার্ড। তবে তাদের সব মনোযোগ বাসের যাত্রীদের দিকে। পিছলে পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে সরল রানা। দরজা খুলে আস্তে করে বেরিয়ে এল। ইচ্ছে করেই বড় একটা এসইউভির পাশে পার্ক করেছে মার্সিডিয। নিজে আছে ছায়ার ভেতর। পাথরের মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর বুঝল, কেউ দেখেনি গাড়ি থেকে নামতে। সন্তুষ্ট হয়ে কয়েক পা সামনে বাড়ল রানা। এখন পরিষ্কার দেখছে পুরো উঠান।

সামনেই আকাশছোঁয়া, কাঁচের বিশাল পিরামিড। বামে বাস। এখন আশপাশে কেউ নেই। ডানদিকে দারুণ সুন্দর ছোট এক বাগান। ওটার ঝোপঝাড় ও গাছের আড়াল নিয়ে যেতে পারবে পিরামিডের কাছে। 'ঠিক আছে, মনে হয় কারও চোখে না পড়ে ঢুকতে পারব পিরামিডে। যোডিয়াক কত তলায়?'

'কাদির ওসাইরিসের কাছে শুনেছি, রাখবে দোতলায়,' বলল লাবনী, 'তবে মাকালানি কী করবে...'

'ঠিক আছে।' দুই গাড়ির মাঝের সরু পথে সরে এল রানা। একবার দেখল ব্যাটলমেন্ট। তারপর উঠান। বরফের মূর্তি হয়ে গেল ও।

এইমাত্র দুর্গের দরজা পেরিয়ে পিরামিডের দিকে চলেছে নাদির মাকালানি। তাকে পাহারা দিচ্ছে তিনজন লোক। তাদের দু'জনকে চিনল রানা। আবু আর ভার্নে। কিলিয়ান ভগলারের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বোধহয় হয়ে উঠেছে

প্রধান দুই বডিগার্ড। তৃতীয় লোকটাকে চিনল না রানা। তার হাতে সিলিণ্ডারের মত ধাতব কন্টেইনার।

'রানা, কন্টেইনার হাতে ওই লোকটাকে দেখেছি ল্যাবে,' বলল লাবনী। 'বিজ্ঞানী।'

লোকটার হাতের সিলিণ্ডারে মন দিল রানা। স্টেইনলেস স্টিলে সিম্বল। চোখ সরু করে পড়তে চাইল। পিরামিডের কোনা ঘুরে চলে গেল তারা। তবে যা জানার জানা হয়ে গেছে রানার। তিনটে বাঁকা শিং এক বৃত্তের ভেতর। বায়োহ্যাযার্ড। ওই সিলিণ্ডার কনটেইনমেন্ট ফ্লাস্ক।

তার মানেই, ভেতরের জিনিস বায়োলজিকাল এজেন্ট।

শিরশির করে উঠল রানার ঘাড়ের ছোটসব রোম।

সিলিণ্ডারের জিনিস এখনই বিপজ্জনক হবে, সে-সম্ভাবনা কম। নইলে হ্যাযমেট সুট পরে ঘুরত নাদির ও তার অনুগতরা। রানার মনে পড়ল, ওসাইরিসের পিরামিডে কী বলেছে লোকটা। তার কথামত না চললে লাশ হবে কোটি কোটি মানুষ! এখন ওই কন্টেইনারের জিনিস থেকে নিরাপদ ওই চার লোক। হয়তো নিয়েছে প্রতিষেধক।

রানা এসইউভির ছায়ায় ফিরতেই জিজ্ঞেস করল লাবনী, 'কী করছ, রানা?'

'উড়িয়ে দেব এদের ল্যাব। ওটা তো কাঁচের পিরামিডের ওপরের দিকে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমরা অন্য কাজে এসেছি, মিস্টার রানা,' প্রায় হায়-হায় করে উঠলেন ডক্টর হামদি। 'আমাদের প্রথম কাজ যোডিয়াক উদ্ধার করা।'

'সেটা আপনাদের কাজ,' বলল রানা, 'আমার আলাদা। কোনও নরপিশাচ খুনে ভাইরাস ছড়াবে জানার পরেও চুপ করে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।' পিরামিডের দিকে তাকাল। একটু আগে কাঁচের দালানের সদর দরজা দিয়ে

ঢুকেছে নাদির মাকালানি। এখন প্রবেশ করছে তার অনুসারীরা। কিন্তু এরা কেন ড্র-ব্রিজের কাছের সাইড ডোর ব্যবহার করছে না, বুঝল না রানা। ঠিক করে ফেলেছে, ওদের সঙ্গে মিশে ঢুকে পড়বে পিরামিডে। এ কথা বলতেই আপত্তি তুলল ডক্টর হামদি ও লাবনী। চুপ থাকল রানা এজেন্সির ছেলেরা।

তর্কে গেল না রানা, মন দিয়ে দেখছে উপস্থিত সবাইকে। নিউ ইয়র্ক ও প্যারিসের অনুষ্ঠানে ছিল নানা বয়সের অনুসারী, কিন্তু হেডকোয়ার্টারের এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতরা বয়সে তরুণ। নানান দেশের নাগরিক। হয়তো পছন্দের অনুসারীদেরকে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতে বলেছে মাকালানি।

ছায়ার আড়াল নিয়ে সাবধানে এগোল রানা। পৌঁছে গেল পিরামিডের কাছে এক গাড়ির পাশে। হেডসেটে নিচু স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, অফ করছি মাইক। কপালের পাশে ক্যামেরা নিয়ে সবার সামনে হাজির হতে পারব না।'

'কিন্তু, রানা...' বলতে শুরু করেছিল লাবনী, কিন্তু ইয়ারপিস খুলে ফেলেছে রানা। ওটা আটকে নিল জ্যাকেটের তলের অংশে।

অনুষ্ঠানে আপাতত এসেছে জনাপঞ্চাশেক তরুণ-তরুণী। আলাপ চলছে সবার ভেতর। প্রায় সবাই উত্তেজিত। দারুণ কিছু পাবে, এমন ভাব। উল্লসিত। যেন জয় করেছে গোটা দুনিয়া। তাদের পেছনে হাঁটছে সবুজ ব্লেযার পরা গার্ডরা।

একবার ব্যাটলমেন্টের দিকে তাকাল রানা। এমন ভঙ্গি নিয়েছে, এইমাত্র নেমেছে কোনও গাড়ি থেকে।

এদিকে চেয়ে নেই গার্ডরা। হনহন করে হেঁটে ভিড়ে মিশে গেল রানা। নিজেও উত্তেজিত। লড়তে বা দৌড়াতে হতে পারে, তাই তৈরি। বুঝতে পারছে, দুর্গের আঙিনায় আছে বলে কেউ জানতে চাইবে না কেন ও এখানে। তবুও সবুজ ব্লেযারের কারও সন্দেহ হলে, সেক্ষেত্রে চেষ্টা করবে দুর্গ

থেকে বেরিয়ে যেতে।

চিৎকার করে থামতে বলল না কেউ। একবার কৌতূহলী চোখে রানাকে দেখল এক তরুণ, তারপর আবার মনোযোগ দিল পাশের তরুণের কথায়। বড় করে শ্বাস ফেলল রানা। আর সবার সঙ্গে ঢুকে পড়ল পিরামিডের ভেতর।

নাদির ও তার দলের কাউকে লবিতে দেখল না।

গার্ড এদিকে বেশি।

'আপনারা দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন,' সবার কথার ওপর দিয়ে চেঁচিয়ে বলল এক গার্ড। 'একটু পরেই খুলে দেয়া হবে মন্দির।' ওই একই কথা বলা হলো ফ্রেঞ্চ ও আরবি ভাষায়। ভিড়ের বাইরের কিনারায় রয়ে গেল রানা। চট্ করে বেরোতে হলে কোন্ দিকে যাবে, দেখে নিয়েছে। একটু সামনেই কাঁচের এলিভেটর। সামান্য দূরে ফ্রস্টেড কাঁচের বিশাল দুই কবাটের গেট। বোধহয় ওদিক দিয়ে ঢুকতে হয় মন্দিরে। দূরপ্রান্তে দু'পাশে ছোট দুটো দরজা। এলিভেটর ছাড়াও কোনও সিঁড়ি থাকবে, ভাবল রানা। ওটা খুঁজতে হবে।

কয়েক মিনিট পর এল আরও একদল তরুণ-তরুণী। তার পর পরই এল আরও অনেকে। লবিতে গিজগিজ করছে অন্তত দু' শ'জন তরুণ-তরুণী। মানুষের চাপ কমাতে প্রথমে আসা দলের সবাইকে নেয়া হলো একপাশের এক দরজা দিয়ে। তাদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে নেই রানার। একটু দূরেই এক গার্ড। সে একবার সামান্য সময়ের জন্যে চোখ সরিয়ে নিলেই...

পেরিয়ে গেল দু'মিনিট, তারপর খোলা হলো মন্দিরের প্রশস্ত দরজা। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির কারণে ওদিকে ঘুরে তাকাল সবাই। ওই সুযোগে ভিড় থেকে সরে পাশের ছোট দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা। যা ভেবেছে, করিডরের শেষমাথায় স্টেয়ারওয়েল। প্রতিতলা অ্যাশার পেইন্টিঙের মত বিদঘুটে অ্যাংগেলে। নতুন করে হেডসেট পরে নিয়ে সিঁড়ি

বেয়ে উঠতে লাগল রানা।

'রানা! কী হচ্ছে ওদিকে?' স্ক্রিনে সিঁড়ি দেখে জানতে চাইল লাবনী। এতক্ষণ রানার জিন্সের প্যান্ট ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি ওরা।

'অনুসারীদের নিয়ে সম্মেলন করছে নাদির।'

'জানি। তিনটে বাসে করে গেছে। কিন্তু তুমি কী করছ? বা কী করবে এখন?'

'আগেই বলেছি, উড়িয়ে দেব ওদের ল্যাব।'

'কী দিয়ে? তোমার সঙ্গে তো বিস্ফোরক নেই। এমন কী পিস্তলও নেই!'

'দরকার হলে ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

ওই বাঙালি যুবক কিছুই তোয়াক্কা করে না, এটা বুঝতে পেরে গাল কুঁচকে ফেললেন ডক্টর হামদি। তাঁর পাশে এসে থামল এএসপিএস সৈনিকদের একজন। খুব চিন্তিত চেহারা তার। 'কিছু বলবে?' জানতে চাইলেন হামদি।

ভ্যানের ইকুইপমেন্ট কেসের স্তূপের দিকে আঙুল তাক করল লোকটা। 'স্যর, গায়েব হয়েছে আমাদের দুই প্যাক সি-ফোর!'

'সি-ফোর?' জানতে চাইল বেলা।

সৈনিকের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন হামদি।

'সি-ফোর এক ধরনের এক্সপ্লোসিভ,' জানাল লাবনী। ওই কেস থেকে সরে বসল বেলা।

'সেট-আপ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ওগুলো নিয়েছি,' হামদিকে জানাল রানা। এতই স্বাভাবিকভাবে বলেছে, যেন চেয়ে নিয়েছে একটা পেন্সিল ব্যাটারি।

'মিস্টার রানা! পাগল হয়েছেন?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন হামদি। 'ওখানে বিস্ফোরণ হলে, মিশরের সরকারের ঘাড়ে চাপবে সব দোষ!'

'তা হলে সঙ্গে সি-ফোর এনেছেন কেন?' নিরীহ সুরে জানতে চাইল রানা।

চোর-চোর চেহারা করলেন ডক্টর হামদি। 'বিকল্প হিসেবে এনে থাকতে পারে সৈনিকরা।'

'আমিও ব্যবহার করব একই বিকল্প,' মৃদু হেসে বলল রানা, 'আপনাদের কূটনীতির বারোটা বাজবে বায়োওয়েপন নাদির ছড়িয়ে দিলে। সে কারণেই সি-ফোর ধার নিয়েছি। দুটো চার্জেই কাজ হওয়ার কথা। ওপরে গিয়ে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেব। মুরকে নিয়ে বেরিয়ে আসব। উড়ে যাবে পিরামিডের ওপরের অংশ। আমরা সরে গেলে কেউ দোষ দেবে না আপনাদেরকে...'

সবাই স্ক্রিনে দেখল, একটা ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে গেছে রানা। সামনেই অফিস লেভেল। এইমাত্র খুলে গেছে দরজা।

রানাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছে এক গার্ড!

লোকটাকে দেখে মোটেও বিস্মিত নয় রানা।

সামলে নেয়ার আগেই গার্ডের কণ্ঠার ওপর ঘুষি বসাল বিসিআই এজেন্ট। এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা, তখনই নাকে নামল মারাত্মক আরেক ঘুষি। ঠাস্ করে দরজার কবাটে বাড়ি খেল গার্ডের মাথার পেছনদিক। এতই জোরে লেগেছে, ধুপ্ করে মেঝেতে পড়ল সে। এক সেকেণ্ড পর রানার বাম পায়ের লাথি পড়ল তার মুখের ওপর। খটাং করে মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল বেশ ক'টা দাঁত। বোধহয় সেই ব্যথাতেই অজ্ঞান হলো গার্ড।

দু'পা ধরে তাকে অফিসে টেনে নিল রানা।

অফিসে কেউ নেই। জ্বলছে অল্প ওয়াটের বাতি। কাঁচের দেয়ালের ওদিকে স্ক্রিন সেভারের আলো। আগেই আজকের মত কাজ শেষ করে বিদায় নিয়েছে ওসাইরিয়ান

সাবসিডিয়ারি কোম্পানির লোক। অথবা, আছে টেম্পলের অনুষ্ঠানে। আপাতত কারও এদিকে আসার কথা নয়।

'রানা! তুমি ঠিক আছ...' বলতে শুরু করেছিল লাবনী...

কিন্তু সুযোগ না দিয়ে বলল রানা, 'আমি ভাল থাকব না তো কে থাকবে?' দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে গার্ডকে দেখছে ও। ওই লোক উচ্চতায় ওর চেয়ে ইঞ্চি খানেক বেশি।

'ছিহ্, মাসুদ ভাই?' আপত্তির সুরে বলল বেলা। 'জানতাম না আপনি এমন বাজে চোর! মানুষকে উলঙ্গ করে সব নিয়ে যান!' অন্যদিকে চোখ সরিয়ে ফেলল ও।

কয়েক টানে অচেতন গার্ডের পোশাক খুলে ফেলেছে রানা। তারপর মনে পড়েছে লাবনী ও বেলার কথা। তখন আপত্তিকর দৃশ্য থেকে মেয়েদেরকে রক্ষা করতে সরিয়ে দিয়েছে ক্যামেরার চোখ। ওটা এখন দেখছে ছাত।

'এবার কী করবে?' জানতে চাইল লাবনী।

'সেটাই ভাবছি।' খস্-খস্ আওয়াজে পোশাক ছাড়ছে রানা। পুরো দেড় মিনিট পর আবার দৃশ্য দেখাল ক্যামেরা। এখন রানার পরনে গার্ডের পোশাক, হাতে পিস্তল।

'ধরতে পারলে কিন্তু খুন করে ফেলবে,' কেঁপে গেল লাবনীর কণ্ঠ।

'আগে ধরুক তো!'

'ঝুঁকি নিয়ো না, রানা!'

'তুমি তো জানো, কক্ষণো ঝুঁকি নিই না।' ক্যামেরায় দেখা দিল রানার হাসিমুখ। 'ডক্টর হামদি, আপনার ছেলেদের বলুন রেডি হতে। ধরে নিন, ঝামেলা হবেই। শুধু টিয়ার গ্যাস বা মরিচের ঝাঁঝ দিয়ে কাজ হবে না।'

'বুঝেছি,' বললেন অসন্তুষ্ট ডক্টর হামদি। এক সৈনিকের দিকে মাথার ইশারা করলেন। কেস থেকে বের করতে লাগল সৈনিকরা এফএন পি-নাইন্টি সাবমেশিন গান। লাবনী ও

বেলার উদ্দেশে বললেন হামদি, 'এটাও বিকল্প। আশা করি ব্যবহার করতে হবে না।'

'নির্ভর করে নাদিরের ওপর,' বলল রানা। নতুন পাওয়া সবুজ ব্লেযারের পকেটে রেখে দিল পিস্তল। পাশের পকেটে গেল সি-ফোর ও রেডিয়ো ডেটোনেটর। এবার রানা এজেন্সির ছেলেদের উদ্দেশে বাংলায় বলল, 'আমি রেডি। তোমরাও রেডি হও।'

আগেই দলের সবাইকে নিয়ে পাশের গাড়িতে ঘাঁটি গেড়েছে শাহেদ কামাল। হাতের কাছেই এমপি-সেভেন সাবমেশিন গান। মনিটরে দেখছে রানাকে। জানিয়ে দিল, 'আপনি সিগনাল দিলেই মাঠে নামব আমরা, মাসুদ ভাই।'

আবার স্টেয়ারওয়েলে ফিরেছে রানা। ওপর বা নিচ থেকে আসছে না কোনও আওয়াজ। জানার উপায় নেই ঠিক কতক্ষণ পর গার্ডকে খুঁজবে কেউ। জলদি কাজ সেরে বেরিয়ে যেতে হবে, তাই দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল পিরামিডের ওপরতলায়।

সামনের করিডরে এলিভেটরের জন্যে অপেক্ষা করছে এক লোক। স্টেয়ারওয়েল ডোর পেরিয়ে রানা আসতেই অলস চোখে ওকে দেখল সে। দ্বিতীয়বার তাকাল। রানার মনে হলো না সে খুব সতর্ক। তবে, ওকে দেখে যে কারণেই হোক, চিন্তায় পড়ে গেছে। মৃদু মাথা দোলাল রানা। ইয়ারপিস আড়াল করতে একদিকে সরিয়ে রেখেছে মুখ। এলিভেটর পৌঁছে যেতেই উঠে পড়ল লোকটা, ফিরেও পেছনে তাকাল না।

পরের ঘরে ঢুকে ইস্টের কড়া গন্ধ পেল রানা। একটু দূরেই কাঁচের দেয়াল। পিরামিডের চূড়া থেকে সামান্য নিচেই এই ল্যাব। চোখা ছাতের শীর্ষে আকাশের ধ্রুবতারার দিকে তাক করা হয়েছে শক্তিশালী এক স্পটলাইট।

ল্যাবে মানুষ বলতে মাত্র একজন। রানার দিকে পিঠ দিয়ে দেখছে ওয়ার্কবেঞ্চে রাখা স্টেইনলেস স্টিলের কনটেইনমেণ্ট ফ্লাস্ক। ঘরে একইরকম অনেক সিলিণ্ডার। প্রতিটার গায়ে সিল করা বায়োহ্যাযার্ড সিম্বল।

'অন্তত পঞ্চাশটা ওই জিনিস,' চাপা স্বরে বলল রানা।

'হায়, আল্লা!' বিড়বিড় করল লাবনী, 'অনুষ্ঠান নয়, মস্তবড় পরিকল্পনা করেছে নাদির মাকালানি। দুনিয়ার নানান দেশ থেকে নিজের অনুসারীদের ডেকে এনেছে। তারা আবার সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বিষাক্ত বীজগুটি!'

'এত তাড়াতাড়ি এসব করা সম্ভব?' বিস্ময় নিয়ে বললেন ডক্টর হামদি। 'মাত্র চারদিন হলো ওসাইরিসের পিরামিড থেকে ফিরেছে নাদির মাকালানি!'

ল্যাবে চোখ বোলাল রানা। ইস্ট উৎপাদনের জন্যে ওদিকে বড় বড় ভ্যাট। আরেক পাশে ইস্ট শুকিয়ে বীজগুটি পাওয়ার জন্যে আভেন। একদিকে কাঁচের কেবিনেটে রাখা ক্যানোপিক জার। মুখ এখন খোলা। 'ক্ষমতা আর টাকার জন্যে উন্মাদ হয়ে গেছে নাদির।' আভেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কমপ্রেস গ্যাসের ট্যাঙ্ক। বিস্ফোরণের জন্যে ওই জায়গাটা ভাল।

কিন্তু সেক্ষেত্রে আগে ঢুকতে হবে ওদিকের ঘরে।

ল্যাবের দরজায় কি-কার্ড লক। দুর্ঘটনা হলে আটকে রাখবে বায়োহ্যাযার্ড ম্যাটার। পিস্তলের গুলিতে দাগও পড়বে না ওই কাঁচে।

'মাসুদ ভাই, ঢুকবেন কী করে?' বেলার কণ্ঠ শুনল রানা। ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে ও। একহাতে হ্যাণ্ডেল ধরে আরেক হাতে নক করল।

পুরু কাঁচের ওদিকে গেল না আওয়াজ।

আগের চেয়ে জোরে টোকা দিল রানা।

এবার ওর দিকে মনোযোগ দিল বিজ্ঞানী।

'দরজা খুলুন,' নীরবে মুখ নাড়ল রানা। লোকটা যেন এগিয়ে আসে, সেজন্যে হাতের ইশারা করছে।

ভুরু কুঁচকে ফেলল বিজ্ঞানী। কী যেন বলল। কণ্ঠ প্রায় শোনাই গেল না মোটা কাঁচের কারণে। লিপ রিডিং জানে রানা, কিন্তু বুঝল না কোন্ ভাষায় কথা বলছে লোকটা। তাতে হাল ছেড়ে না দিয়ে হাসল রানা। বারকয়েক মাথা দোলাল।

আরও কুঁচকে গেল বিজ্ঞানীর ভুরু। ভীষণ বিস্মিত সে। লকের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল কি-কার্ড। পিছলে আরেক পাশে সরল দরজা। 'হ্যাঁ, কেমন আছ, দোস্ত!' খাস বাংলায় বলল রানা।

এবার ইংরেজিতে বলল বিজ্ঞানী, 'কী বললে?' কথায় জার্মান সুর।

'বলেছি, তুমি শালা ভুল করে ফেলেছ,' বলল রানা। লোকটাকে বিস্মিত হওয়ারও সুযোগ দিল না ও। দু'হাতে মাথাটা ধরে নামিয়ে এনে ঠাস্ করে ঠুকে দিল দরজার হুড়কোর ওপর। নিশ্চিন্তে অচেতন হয়েছে বিষ-বিজ্ঞানী।

'ওই লোককে ফেলে সরে যাবে?' জানতে চাইল লাবনী। ল্যাব বেঞ্চের পেছনে অজ্ঞান বিজ্ঞানীকে গুঁজে দিল রানা। 'তুমি না উড়িয়ে দেবে ল্যাব?'

কঠোর শোনাল রানার কণ্ঠ, 'বায়োওয়েপন তৈরি করছিল, কাজেই ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তার মানসিকতা নেই আমার। তবুও যাওয়ার আগে একতলা নিচে ফেলে যাব। খুশি হয়েছ?'

'খুশি হব তুমি আস্ত শরীরে বেরোলে,' বলল লাবনী।

গ্যাস ট্যাঙ্কের দিকে মনোযোগ দিল রানা। ওগুলোর মাঝে সরু সব জায়গা। ডেটোনেশন সার্কিট চালু করে সিগারেটের প্যাকেট আকৃতির একটা সি-ফোর রেখে দিল সরু একটা জায়গায়। কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা নাড়ল।

‘কী হলো?’ জানতে চাইল লাবনী।

‘প্রথমেই যে-কারও চোখ পড়বে,’ বলল রানা। দেখছে ট্যাঙ্কের পাশে খোলা বিশাল স্টিলের আভেন। একটার পেছনে হাত দিয়ে পেল ফুটোওয়ালা গ্যাস পাইপ। ওদিকটা কাদাটে ও তেলতেলে। সি-ফোর রাখার জন্যে যথেষ্ট জায়গা আছে ওখানে। সার্কিট চালু করে দ্বিতীয় বোমাটা রাখল রানা। ‘কাজ শেষ।’

‘এবার তবে বেরিয়ে এসো?’ অনুরোধের সুরে বলল লাবনী।

‘আপত্তি নেই,’ বলল রানা। বেঞ্চের পাশে গিয়ে তুলল বিজ্ঞানীর দু’হাত, তারপর টেনে নিয়ে চলল। ‘এবার পিরামিড থেকে বেরিয়ে উড়িয়ে দেব ব্যাটাদের ল্যাব।’

‘কিন্তু টেম্পলে যারা রয়ে যাবে?’ জানতে চাইল বেলা। ‘খুন হয়ে যাবে না তারা?’

‘কষ্ট পেতাম না এরা খুন হলে,’ বলল রানা, ‘ভয় পেয়ো না, কয়েক তলা নিচে আছে বলে ক্ষতি হবে না তাদের।’ ছেঁচড়ে দরজার কাছে বিজ্ঞানীকে নিল। ‘অবশ্য, এখান থেকে বেরিয়ে দেখবে, সাধের পিরামিডের বুক-মাথা নেই।’

‘দেরি না করে বেরিয়ে এসো,’ বলল লাবনী। ‘আসার সময় তোমার বন্ধু গিবন মুরকে আনতে ভুল কোরো না।’

‘ওকে ভুলিনি।’ বিজ্ঞানীর কি-কার্ড ব্যবহার করে দরজা খুলল রানা। টেনে বের করল অচেতন লোকটাকে। ‘তবে বড় বেশি ভারী। ফেলে গেলেই বাঁচত আমার কাঁধদুটো!’ সামনের দরজার কাছে পৌঁছে একহাতে কবাট খুলে লবিতে বেরোল। কিন্তু তখনই শুনল মিষ্টি একটা আওয়াজ।

এলিভেটর!

বিজ্ঞানীকে ফেলেই পিস্তল বের করতে গেল রানা, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ওর।

সিঁড়িঘর থেকে এসেছে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দুই গার্ড। মাযল্

তাক করেছে রানার বুকে। এলিভেটরের দরজা খুলে যেতেই বেরোল আরও দু'জন সশস্ত্র লোক।

আবু তালাত আর লা ভার্নে!

চারজনের বিরুদ্ধে গোলাগুলি করতে গেলে খুন হবে, বড় করে একবার দম নিয়ে পিস্তল হাত থেকে ফেলে দিল রানা।

এবার এলিভেটর থেকে বেরোল নাদির মাকালানি। রাগে তিরতির করে কাঁপছে মুখের ক্ষতচিহ্ন। ভয়ঙ্কর হাসি ফুটল তার মুখে। 'মাসুদ রানা... একেবারে ঠিক সময়ে চলে এসেছ আমাদের অনুষ্ঠানে... গুড!'

একটু আগে আবারও এই জিপগাড়িতে এসে বসেছে শাহেদ কামাল। কালো হয়ে গেছে মুখ। আতঙ্ক নিয়ে মনিটরের দিকে চেয়ে আছে লাবনী। ক্যামেরার ফিল্ড অভ ভিউ হাত দিয়ে বন্ধ করল নাদির মাকালানি। কেটে গেল লিঙ্ক।

'শাহেদ ভাই, ওরা ধরে ফেলেছে রানাকে!' প্রায় কেঁদে ফেলল লাবনী।

'আপনারা আমাদের সঙ্গে আসবেন?' ডক্টর হামদির দিকে তাকাল শাহেদ।

'সম্ভব নয়,' হতাশ সুরে বললেন ডক্টর, 'যোডিয়াক আছে না জানা পর্যন্ত ওখানে হামলার অনুমতি নেই এএসপিএস-এর।'

'গিবন মুর বলেছেন ওটা ওখানেই আছে,' জোর দিয়ে বলল বেলা। 'ওটাই তো যথেষ্ট প্রমাণ।'

'যথেষ্ট নয়,' বললেন হামদি। 'মিস্টার রানা বলেছিলেন দেখবেন ওটা সত্যিই ওখানে আছে কি না। সেক্ষেত্রে হামলা করব আমরা।'

জিপগাড়ি থেকে নেমে চিন্তিত চোখে লেকের দিকে চেয়ে আছে শাহেদ কামাল। আগেও বহুবার মস্তবড় সব বিপদ থেকে একা বেরিয়ে এসেছে মাসুদ রানা। সুযোগ্য বিসিআই

এজেন্ট। শাহেদকে বলে গেছে, একেবারে বাধ্য না হলে সিগনাল দেবে না। সঙ্গে আছে গোপন মাইক্রোফোন। চাইলে ওদেরকে ডাকতে পারে।

শাহেদ কামালের পাশে থামল লাবনী। 'এখন কী করবেন ভাবছেন?'

'মাসুদ ভাই সিগনাল দেবেন, কথা সেরকমই হয়েছে,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল কামাল, 'তবে তিনি কিছুক্ষণের ভেতর বেরিয়ে না এলে আমরা ঢুকব ওখানে।'

লাবনী চট্ করে হেডসেটের চ্যানেল পাল্টে নিল। 'মিস্টার মুর! শুনতে পাচ্ছেন? মিস্টার মুর!'

কাপড়ের খস-খস আওয়াজ হলো। 'হ্যাঁ, বলুন।'

'ওরা ধরে ফেলেছে রানাকে! বেরিয়ে আসুন ওখান থেকে!' অন্য চিন্তা আসতেই বলল লাবনী, 'আপনার কাছে তো ফোন আছে! পারবেন যোডিয়াকের ছবি তুলতে? সেক্ষেত্রে হামলা করবে ইজিপশিয়ান ফোর্সও।'

আতঙ্কে কাঁপল নায়কের কণ্ঠ, 'একমিনিট! মাই গড! মিস্টার রানাকে ধরে ফেলেছে? তা হলে তো আমিও গেছি!'

'আমার কথা শুনুন, মিস্টার মুর!' গলা শান্ত রাখতে চাইল লাবনী। 'আপনি যান মিশরীয় আর্টিফ্যাক্টের ঘরে। যোডিয়াকের ছবি তুলে পাঠান। তা হলে আপনাকে আর রানাকে বের করে আনবে রানা এজেন্সির এজেন্ট ও মিশরীয় সৈনিকরা।' ঘুরে মিশরীয় জিপগাড়ির দিকে তাকাল লাবনী। গলা উচুঁ করে জানতে চাইল, 'ফোনের ছবি হলে চলবে?'

শোগান থেকে নেমে এসেছেন ডক্টর হামদি। হেডসেটে শুনছিলেন কথা। মাথা দোলালেন।

'হ্যাঁ। ছবি পেলেই হবে।'

জুতোর আওয়াজ শুনল লাবনী। পরক্ষণে হুম্ফ্ শব্দ হলো। কাপড় লেগেছে মুরের মাউথ পিসে। চমকে গিয়ে প্যান্টের পকেটে ফোন রেখে দিয়েছে সে। 'কে যেন আসছে!'

খট্ করে খুলে গেল দরজা। বলে উঠল কেউ: ‘মিস্টার মুর?’

‘ই-ইয়েস?’

‘এখুনি অনুষ্ঠান শুরু হবে, আমাদের সঙ্গে আসুন।’

‘আপনাদের তিনজনের সঙ্গে যেতে হবে? ঠিক আছে। ব্যক্তিগত এসকোর্ট? সম্মানিত বোধ করছি!’

লাবনী ও শাহেদ বুঝল, কৌশলে নায়ক জানিয়ে দিল, তাকে নিয়ে যাচ্ছে তিন গার্ড। উপায় নেই যে যোডিয়াকের ছবি তুলবে সে।

‘আপনাদের মাসুদ ভাই সিগনাল দেবেন, সেজন্যে অপেক্ষা করবেন? উচিত হবে সেটা?’ বলল লাবনী।

দ্বিধায় পড়ে দুর্গের দিকে তাকাল শাহেদ কামাল। আসতে পারল না কোনও সিদ্ধান্তে। ওর দিকে চেয়ে আছে জামিল হোসেন, টগর চৌধুরি ও নাফিস আহমেদ।

ল্যাব থেকে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এল এক গার্ড, হাতে সি-ফোর প্যাক। ‘আমরা এটা পেয়েছি।’

রানার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া রেডিয়ো ডেটোনেটর দেখল নাদির মাকালানি। ‘এক্সপ্লোসিভ? বাজে জিনিস। তোমার মত লোকের কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করিনি, মাসুদ রানা।’

‘বলতে পারো হাল ছাড়ার লোক নই,’ দূরের দেয়াল দেখছে রানা। ভুলে যেতে চাইছে ওই ঘরে আভেন আছে। দ্বিতীয় বোমা খুঁজে বের করা কঠিন। তবে ডেটোনেটর মাত্র একটা, নাদির হয়তো ভাববে, বোমাও মাত্র একটা।

কিন্তু এরা বোমা খুঁজে না পেলেও বাড়তি সুবিধা পাবে না রানা। সি-ফোর ভাল বোমা। ভেতরের ব্লাস্টিং ক্যাপে প্রচণ্ড তাপ ও ঝাঁকি না লাগলে চট্ করে ফাটবে না। ল্যাব ধ্বংস করতে হলে চাই ওই ডেটোনেটর। কিন্তু আপাতত নাদিরের

কাছ থেকে ওটা আদায় করতে পারবে না।

'জানলে কী করে যে আমি এখানে?' মিশরীয় ধর্মগুরুর মন ডেটোনেটরের দিক থেকে সরাতে চাইল রানা। নষ্ট না হলে প্রথম সুযোগেই জিনিসটা ব্যবহার করবে ও।

রানার সবুজ ব্লেযার দেখাল নাদির। 'গায়ে ঠিকভাবে লাগেনি। কাদির সবসময় পোশাক ঠিকঠাক রাখত। বলত, যাতে টেম্পলের সিকিউরিটি ফোর্সের ইউনিফর্ম সবসময় ফিটফাট থাকে। আরও সব সুবিধা আছে ভাল পোশাকের। তোমার গায়ে ব্লেযার দেখেই যে-কেউ বুঝবে, ওটা তোমার নয়।'

মাথা দোলাল রানা। 'ঠিক কথাই বলেছ, দু'মুখো।'

চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ হলো নাদিরের। অবশ্য, সামলে নিল নিজেকে। আবুর দিকে তাকাল। তাতে রানার কাঁধের ওপর সজোরে পিস্তলের নল নামাল লোকটা। তীব্র ব্যথা পেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা।

'ওকে বলতাম তোমাকে খুন করতে, কিন্তু আরও ভাল বুদ্ধি এসেছে।'

কথাটা শুনে ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল রানার।

তিনজন মিলে সার্চ করল ওকে।

জুতো খুলে নিয়ে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে দেখল। টোকা দেয়া হলো সোলে। গোড়ালির দিকে ফাঁপা আওয়াজ পেয়ে রানার দিকে চেয়ে হাসল ভার্নে। ওখানে গুঁজে রাখা হয়েছে প্লাগের মত কিছু একটা। ওটা খুলতেই পেল মাইক্রোফোন। নাদিরকে ওটা দেখাল গণ্ডার, তারপর নীরব নির্দেশ পেয়ে বুটের নিচে পিষে দিল মাইক্রোফোন। হাসছে। 'সিআইএতে ছিলাম। তোমার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানি, বুঝলে?'

শাহেদ কামালের সঙ্গে যোগাযোগের আর উপায় নেই।

দু'হাত ধরে রানাকে টেনে তোলা হলো। ল্যাব থেকে বেরোল আরেক গার্ড। 'আর কিছু পেলাম না, বস্।'

সি-ফোরের ঢেলা দেখল নাদির। 'এই একটাই যথেষ্ট ছিল।' আবারও ডেটোনেটরের দিকে তাকাল। ডিভাইস থেকে ব্যাটারি নিয়ে বুটের নিচে ফেলে চুরমার করে দিল ওটাকে।

মাস্টারের হোমওয়ার্ক না করা ছাত্রের মত মুখ কালো করেছে রানা। এখন বোমা ফাটাতে হলে তা করতে হবে নিজ হাতে। সেক্ষেত্রে বিস্ফোরণে মরবে ও। কারণ, ওই প্যাকে কোনও টাইমার নেই।

রানার বিমর্ষ চেহারা দেখে বলল ধর্মগুরু, 'ব্যাকআপ প্ল্যান নেই, না?' শীতল হাসল। 'আমার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বহু দূর থেকে এসেছ, রানা। তাই আপত্তি নেই তুমি অনুষ্ঠানে অংশ নিলে।'

ত্রিশ

হাতদুটো পেছনে যিপ-টাই দিয়ে আটকে, ঘাড়ে অস্ত্রের খোঁচা মারতে মারতে রানাকে নিয়ে যাওয়া হলো টেম্পলে।

প্যারিসের অডিটোরিয়ামের চেয়ে বহু গুণ সুন্দর এই টেম্পলের ভেতরটা। দরজা পেরিয়ে কাঁচ ও স্টিলের স্টেয়ারকেসের মাধ্যমে কূপের মত গভীর এক জায়গায় জড় হয়েছে নাদির মাকালানির অনুসারীরা।

রানার মনে হলো ওটা ষাঁড়ের লড়াইয়ের এরিনা। গুঞ্জন তুলছে অন্তত তিন শ' তরুণ-তরুণী। তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করেছে একটা পথ। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ব্লেযার পরা একদল গার্ড। দূরে সরু সিঁড়ি উঠেছে চওড়া ক্যাটওয়াকে।

সামনে বেড়ে আছে উঁচু এক কালো মার্বেলের স্টেজ। চার কোণে চকচক করছে ক্রোম পালিশ করা চারটে ইজিপশিয়ান দেবতার মূর্তি। ফ্রস্টেড গ্লাসের প্যানেলে তৈরি চারপাশের দেয়াল। তাতে লেসার দিয়ে খোদাই করা হায়ারোগ্লিফিক্স।

জায়গাটা রক স্টেডিয়ামের মত, তবে কেন যেন অশুভ মনে হলো রানার। কয়েকজন গার্ড রানাকে ঠেলে নামিয়ে দিল গভীর কূপের মেঝেতে। অস্ত্রের নলের গুঁতো খেয়ে এগোল রানা। সামনের রেলিংহীন সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠল স্টেজে। সামনে বন্দি দেখে হৈ-হৈ করে উঠেছে তরুণ-তরুণীরা। জোর দাবি জানানো হলো, যেন প্রাণ নেয়া হয় অবিশ্বাসী যুবকের। স্টেজে ক্রোম ও কাঁচের তৈরি বলির বেদি। রানা টের পেল, হঠাৎ করেই শুকিয়ে গেছে ওর বুকের ভেতরটা।

ওকে একপাশে সরিয়ে নিল গার্ডরা। সুযোগ এলে কোন্ পথে পালাবে, সেজন্যে চারপাশ দেখছে অসহায় রানা। বেরোবার উপায় হতে পারে ওই কূপে নেমে যাওয়া, অথবা স্টেজের পেছনের জোড়া কবাটের দরজা ব্যবহার করা। দুই কবাটের পাশে দুটো করে বড় মূর্তি। দেখলে প্রথমে মনে হয় ওসাইরিসের, কিন্তু মূর্তির ঘাড়ে মানুষের বদলে ঘোড়া ও শেয়ালের মিশ্রণে অদ্ভুত কোন জন্তুর মাথা। ভয়ঙ্কর চেহারা।

ওই মূর্তি দেবতা সেট-এর।

মাত্র চারদিনে টেম্পলের সবই বদলে নিয়েছে নাদির মাকালানি। কেন দূরের দরজা দিয়ে ভক্তদের এখানে আনা হয়েছে, তা বুঝে গেল রানা। উত্তরদিকের জোড়া কবাটের দরজা শুধু রাজপুরুষের জন্যে। এটাই ছিল প্রাচীন মিশরের নিয়ম। নিজ মন্দিরে একই আইন জারি করেছিল কাদির ওসাইরিস। যেহেতু নিজেকে রাজপুরুষ বলে মনে করে, তাই এই নিয়ম বদল করেনি নাদির।

পেরোতে লাগল সময়। অধৈর্য হয়ে উঠছে ভক্ত

অনুসারীরা। তারপর কমল সব বাতির প্রভা।

খুলে গেল দরজার দু'কবাট। পিরামিডের আলাদা তিনটে পথে হাজির হলো নাদির মাকালানি, আবু ও ভার্নে। তাদেরকে দেখে সবাইকে চুপ করতে ইশারা করল গার্ডরা।

কিন্তু 'সেট! সেট! সেট!' বলে চিৎকার করতে করতে হাতদুটো মাথার ওপরে তুলল ভক্তরা। বাতাসে ঘুষি ছুঁড়ছে অনেকে। 'সেট! সেট! সেট!'

স্পটলাইট পড়ল নাদিরের ওপর। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সে। তিন সেকেণ্ড পর উঠল স্টেজে। কিছুক্ষণ আগে রানার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে তার, তখন পরনে ছিল দামি কিন্তু সাধারণ সুট— কিন্তু এখন পরনে ইজিপশিয়ান রাজকীয় পোশাক— সবুজ-কালো আলখেল্লা। মাথায় বিশাল এক মুকুট। এ জিনিসই ব্যবহার করত ফেরাউনরা। নাদিরের পেছনে আধোছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে আবু আর ভার্নে।

নাদিরকে দেখে পাগল হয়ে উঠেছে তরুণ-তরুণীরা। আকাশে ছুঁড়ছে হাত, পা ঠুকছে মেঝেতে। মৃদু কাঁপছে স্টেজ। 'সেট! সেট! সেট!'

বড়ভাইয়ের মতই পীর-দরবেশের ভঙ্গিতে হাত ওপরে তুলল নাদির। কয়েক সেকেণ্ডে কমল সব আওয়াজ। 'সেটের ভক্তরা!' লাউড স্পিকারে গমগম করে উঠল নাদিরের কণ্ঠ। এমন কী তার মুকুটেও আছে মাইক্রোফোন। 'স্বাগতম! শেষ হয়েছে ওসাইরিসকে তোষণ। সত্যিই এসেছে নতুন শুভ দিন। এখন পৃথিবীতে নেই ওসাইরিস। ফিরেছি আমি, সত্যিকারের নেতা! আবারও ফিরে এসেছি! আমি পরাক্রমশালী সেট! এবার দেখিয়ে দেব দুনিয়াকে, আসলে কত ক্ষমতাশালী হয় সত্যিকারের দেবতা!'

এ কথা শুনে খুশিতে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠল তরুণ-তরুণীরা। এমন কী খেপে উঠল গার্ডরা। কী কারণে ওকে স্টেজে আনা হয়েছে, সেটা ভুলে যেতে চাইছে রানা। এই

সুযোগে হাতের বাঁধন পরীক্ষা করল। বুঝল, দশ মিনিটেও খুলতে পারবে না ওই জিনিস। এইমাত্র ওর পিঠে জোর এক খোঁচা দিয়েছে এক গার্ড। হুঁশ টনটনে তার।

আবারও সবাইকে নীরব হতে ইশারা দিল নাদির মাকালানি। উঠানে তার সঙ্গে যে বিজ্ঞানী ছিল, সে উঠে এল মঞ্চে। হাতে কনটেইনমেন্ট ফ্লাস্ক। কুর্নিশ করল নাদিরকে, তারপর জিনিসটা তুলে দিল মনিবের হাতে। পিছিয়ে চলে গেল আঁধারে।

'এই জিনিস,' নিচু গলায় বলল নাদির, 'আমাদেরকে দেবে প্রচণ্ড ক্ষমতা। এটাই ছড়িয়ে দেবে সেট-এর মন্দিরের বাণী। এই কন্টেইনারের ভেতর...' মাথার ওপর ফ্লাস্ক তুলল সে। 'আছে সাক্ষাৎ মৃত্যু! যারা আমার বিরুদ্ধে যাবে, এ মৃত্যু তাদের! অবিশ্বাসীরা বাঁচবে না প্রাণে! যারা প্রতাপশালী সেটের সামনে মাথা নিচু করবে না, মৃত্যু তাদের!'

আবারও পাগল হয়ে উঠল তরুণ-তরুণীরা।

রানা টের পেল, আগের চেয়ে কমেছে উৎসাহ। অন্তত চারভাগের একভাগ ভক্ত চাইছে না দুনিয়া জুড়ে গণহত্যা চালানো হোক।

ফ্লাস্ক নিচে নামিয়ে নিল নাদির। 'এই কন্টেইনার প্রথম লটের। তোমরা যখন এখান থেকে বিদায় নেবে, সঙ্গে থাকবে একটা করে এই জিনিস। দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে দেবে এটা। আর আমাদের শত্রুরা যখন টের পাবে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে তাদের। পরে বুঝবে, তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। বাঁচার একমাত্র উপায় সেটের কাছে জীবন ভিক্ষা চাওয়া! একমাত্র সেট পারে সবাইকে বাঁচাতে! তবে তোমরা, সেটের অনুরক্তরা, কিছুই হবে না তোমাদের! সেটের পাউরুটি রক্ষা করবে বিশ্বাসীদের!' গলা চড়ে গেল নাদিরের। এখন চিৎকার করছে, 'যাদেরকে উপযুক্ত বলে মনে করব, শুধু তারাই পাবে ওই পাউরুটি— অন্যরা মরবে ক্ষুধার্ত

কুকুরের মত! সত্যিই দুনিয়া জুড়ে শুরু হচ্ছে সেটের রাজত্ব!'

কূপ থেকে এল প্রশংসাসূচক চিৎকার। কিন্তু আরও কমে গেছে তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ। জায়গায় জায়গায় নীরব হয়েছে অনেকে। বিজ্ঞানী এগিয়ে আসতেই তার হাতে ফ্লাস্ক দিল নাদির। আবারও ফিরল অনুসারীদের দিকে। লোকটার মুখে উত্তেজনা ও রাগের ছাপ দেখল রানা।

'জানি, তোমাদের কেউ কেউ ভাবছ, উচিত হবে না ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া,' ভেলভেটের মত মসৃণ কণ্ঠে বলল নাদির। বড়ভাইয়ের মত মানুষের মন জয়ের শিক্ষা তার নেই। কিন্তু দ্রুত শিখছে সে। 'কারও আপত্তি থাকলে এখনই তা জানিয়ে দেয়া উচিত।' স্টেজে ওঠার সরু সিঁড়ি দেখাল নাদির। 'এসো, এগিয়ে এসো এক পা। দূর করে দেব তোমাদের সব ভয়।'

মিষ্টি হাসছে সে, কিন্তু চোখ কুমিরের চোখের মত শীতল, অভিব্যক্তিহীন।

কয়েকজন নড়ে উঠেছে দেখে চিৎকার করে উঠল রানা, 'ওকে বিশ্বাস কোরো না! নির্ঘাত খুন হবে!' ওর ঘাড়ের ওপর নামল পিস্তলের নল। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও। নিচের ভিড়ে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। নাদির মাকালানিকে সন্দেহের চোখে দেখছে কেউ কেউ। কারও কারও চোখে রাগ ও অভিযোগ।

রানার কথা শোনার পরেও জটলা থেকে বেরিয়ে এসেছে তেরোজন তরুণ-তরুণী। তাদেরকে মাঝের পথে সরিয়ে আনল গার্ডরা।

'আর কেউ নেই?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল নাদির। ঠোঁটে হাসি। চেপে রেখেছে আবেগ ও অনুভূতি। অনুসারীদের ওপর ঘুরছে তার চোখ। কারও আপত্তি দেখলেই আলাদা করে নেবে তাকে। কিন্তু সবার মুখ নির্লিপ্ত। কয়েক সেকেণ্ড পর গর্জে উঠল নাদির, 'ওই তেরোজনকে নিয়ে এসো

আমার কাছে!'

এই নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছিল সবুজ ব্লেযার পরা গার্ডরা। ঘিরে ফেলল তেরোজন অবিশ্বাসীকে। পরক্ষণে শুরু হলো বেধড়ক লাথি, ঘুষি ও কিল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে মেঝেতে শুইয়ে ফেলা হলো রক্তাক্ত তরুণ-তরুণীদেরকে।

থেমে গেল সব আওয়াজ।

থমথম করছে চারপাশ।

একেকবারে তিনজন করে আহত তরুণ-তরুণীকে টেনে তোলা হলো মঞ্চে।

মার খাওয়া মানুষগুলোর উদ্দেশে 'বু! বু!' আওয়াজে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছে একদল নিষ্ঠুর তরুণ। আহত তরুণ-তরুণীর মুখ থেকে গোঙানি শুনে হাসছে কেউ কেউ।

তাদেরকে জানোয়ার বলে মনে হলো রানার।

বেদিতে প্রথমে তোলা তিন তরুণকে। প্রচণ্ড রাগ নিয়ে তাদেরকে দেখল নাদির মাকালানি। ঘুরে তাকাল ভক্তদের দিকে। 'আমাকে নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছ— স্বীকার করেছ আমি তোমাদের দেবতা! এখন কারও উচিত নয় সন্দেহ করা! ভয় পাওয়ার অধিকারও নেই! আমিই দেব চিরকালীন জীবন! বদলে চাই চিরকালীন আনুগত্য! আমি তোমাদের দেবতা! আমি সেট!'

'সেট! সেট! সেট!' প্রতিধ্বনি তুলল ভক্তরা।

বেদির পেছনে গেল নাদির। বেছে নিল বাঁকা ফলার বিশাল এক ছোরা। কাছের গার্ডদের উদ্দেশে মাথা দোলাল। তিন বন্দিকে বেদির ওপর আনল তারা। পুরু কাঁচের ব্লকে রাখা হলো তিন তরুণের বুক। ভীষণ ভয়ে কাঁদতে শুরু করেছে কমবয়সী ছেলেগুলো। কিন্তু কূপ থেকে এল অন্তত এক শ' তরুণের দাবি— খুন করা হোক, খুন!

স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ঝিকঝিক করছে ছোরা। ওটা ওপরে তুলল নাদির। শুরু হলো গুনগুন করে অশুভ

প্রার্থনা। কিন্তু মাইক্রোফোন ছড়িয়ে দিল তা মস্তবড় কক্ষে।

'হে প্রভু, রা, স্বর্গের মালিক, সম্মান নিন! আমি আপনার বীরযোদ্ধা, হে, প্রভু! আপনিই তো পৃথিবীর বুকে আমাকে করেছেন দেবতা! যাতে শাসন করি নগণ্য মানুষকে! আপনার আলো পড়েছে বিজয়ী মা নাটের ওপর, নইলে উনি তুলে রাখতে পারতেন না মস্তবড় আকাশ! জন্ম দিতে পারতেন না আমাদেরকে মহান পিতা জেব! তাঁর দেহ আজও রয়ে গেছে পৃথিবীর মাটির নিচে। আর আমি আপনার পুত্র, আপনার ভৃত্য... আপনার যোদ্ধা!'

ছোরা আরও ওপরে তুলল নাদির। 'রক্তের মাধ্যমেই জানিয়ে দিচ্ছি: আপনার পথ থেকে বিচ্যুত হইনি! রক্তের অধিকারে হয়েছি পৃথিবীর মালিক! এ জীবন এবং পরজগৎ হবে আমার অধীন! যারা বিশ্বাস করবে না আপনাকে, তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি! আমি সেট, মরুভূমি ও অন্ধকারের মালিক, আবার আমিই মৃত্যুদেবতা! আমি সেট!'

গুঞ্জন তুলে প্রার্থনা করছে ভক্তরা। কেউ কেউ আকাশে মুঠি পাকিয়ে চিৎকার করছে। তাদের মাঝে গিবন মুরকে দেখল রানা। ভীষণ ভয় নিয়ে ওর দিকেই চেয়ে আছে নায়ক। বুঝে গেছে, এবার গণহত্যা হবে এখানে। না পারবে লড়তে, না পালাতে। আসলে কিছুই করার নেই তার।

'আমি সেট!' আবারও চিৎকার করে উঠল নাদির। 'নিজ হাতে খতম করেছি কাপুরুষ ওসাইরিসকে! বুঝে নিয়েছি নিজের অধিকার! কারণ আমি সেট! সেট! সেট!'

সাঁই করে ছোরা নামাল সে।

এক তরুণের বুক থেকে ছিটকে উঠল রক্ত। ছোরা বের করেই আবারও বুকে গাঁথল নাদির। আবারও।

শক্ত হাতে তরুণের হাত-পা আটকে রেখেছে দুই গার্ড।

মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে তরুণ। মিনিট খানেক পর একদম স্থির হয়ে গেল সে।

তিক্ত চোখে নাদিরকে দেখছে রানা।

কিন্তু কাজ শেষ হয়নি নাদির মাকালানির। পোশাকে লাগা রক্ত টপটপ করে পড়ছে মেঝেতে। প্রায় ছুটে গিয়ে পরের বন্দির সামনে পৌঁছুল সে। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। 'আমিই এনে দিই ভয়ঙ্কর মৃত্যু!' চিৎকার করে উঠল নাদির। ঝুঁকে পড়ে জবাই করল তরুণকে। রক্তের ফোয়ারা ছিটকে লাগল তার বুকে। ছুটে যেতে চাইছে অন্য তরুণ-তরুণীরা। প্রাণের ভয়ে জুড়েছে আর্তচিৎকার। কিন্তু কঠিন হাতে ধরা হয়েছে তাদেরকে।

একের পর এক তরুণ-তরুণীর গলা জবাই করছে নাদির! কখনও কখনও বুকে গাঁথছে তীক্ষ্ণধার ফলা। 'বিশ্বাসঘাতকের এ-ই হয়! কারণ আমি সেট! কারও সাধ্য নেই আমার কাজে প্রশ্ন তোলে! যারা অনুসরণ করবে আমাকে, কখনও মৃত্যু হবে না তাদের! চিরকাল বাঁচবে তারা! কারণ, আমিই সেট! অন্যরা মরবে! কারণ, আমি সেট!'

গিবন মুরের ফোনের মাধ্যমে সব শুনছে লাবনীরা। দু'হাতে মুখ চেপে ধরেছে বেলা। বড় বড় হয়ে উঠেছে দুই চোখ।

'হায়, আল্লা!' করুণ সব আর্তনাদ শুনে প্রায় কেঁদে ফেলেছে লাবনী। 'ওই লোক মানুষ খুন করছে!' ঝট্ করে হামদির দিকে ফিরল ও। 'এক্ষুণি সৈনিক পাঠান!'

শীতের ভেতরেও দরদর করে ঘামছেন হামদি। নিজেও কাঁপছেন ভয়ে। 'আমার... আমার যে সেই অথোরিটি নেই! ফোন করতে হবে মন্ত্রী সাহেবের কাছে!'

'সেই সময় নেই! যা করার এখনই...' নাদির আবারও কথা বলে উঠতেই থেমে গেল লাবনী।

'গিবন মুর,' ডাকল নাদির মাকালানি। মন্দিরে জোরালো প্রতিধ্বনি তুলল তার কণ্ঠ। 'এগিয়ে আসুন, গিবন মুর!

মিস্টার মুর?'

জিভ শুকিয়ে গেছে বলে ব্যাঙের ডাকের মত শোনাল মুরের কণ্ঠ: 'আ... আমি... এখানে!'

'ভেরি গুড,' টিটকারির সুরে বলল নাদির। 'আমার ভুল না হলে তোমরা সবাই চেনো মিস্টার মুরকে। কিন্তু...' ভয়ঙ্কর চেহারায় হাসল সে। 'সে ছিল আমার বড়ভাই ওসাইরিসের ভক্ত। কাজেই দেখে নিতে হবে, সে এখন তার নতুন দেবতা খুঁজে পেয়েছে কি না।'

'আঁ... আমি... হ্যাঁ, তা তো ঠিকই! আমি আপনার ভক্ত, ও, সেট!' বেসুরো কণ্ঠে বলল গিবন মুর, 'এতই বিশ্বাস করি, মরে যেতেও আপত্তি নেই!'

'আরও প্রমাণ চাই,' বলল নাদির। 'উঠে আসুন মঞ্চে।'

দ্বিধায় পড়ে গেছে মুর, কিন্তু পেছন থেকে তাকে ঠেলে দিল দুই পাষণ্ড তরুণ। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল নায়ক। মঞ্চে উঠে তাকাল চারপাশে। একটু দূরে মাসুদ রানা। প্রকাণ্ড মূর্তি। ছাত। সবই দেখতে রাজি মুর, কিন্তু সাহস নেই নাদিরের শীতল চোখে তাকাবে। চোখ সরিয়ে রেখেছে রক্তাক্ত লাশ ও বলির জায়গাটা থেকে।

'এবার মস্তবড় সম্মান দেব আপনাকে। এগিয়ে আসুন, মিস্টার মুর,' নায়কের দিকে কয়েক পা এগোল নাদির। হাতের ছোরা থেকে টপটপ করে পড়ছে রক্ত। ওটা দেখে শিউরে উঠল মুর। 'আপনি দেখেছেন, যারা বেঈমান, কী হয়েছে তাদের। আমার নির্দেশের এদিক ওদিক হলে কী হয়, আপনি এখন জানেন। এবার...' রানার দিকে ফিরল সে। ঠোঁটে ফুটে উঠল নিষ্ঠুর হাসি। 'আপনি দেখবেন, সেটের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করলে তার পরিণতি কী হয়।'

'মরতে হবে সবাইকেই,' নির্বিকার সুরে বলল রানা।

কথাটা পাত্তা দিল না নাদির। বাঁকা হাসল। আঙুল তুলে দেখাল রানাকে। 'এই লোক দাঁড়িয়েছে আমার বিরুদ্ধে!

অবিশ্বাস করেছে যে চিরকালীন জীবন দিতে পারি না আমি!'

এ কথা শুনে হৈ-হৈ করে উঠল একদল তরুণ।

'আর তোমরা জানো, এই অপরাধের শাস্তি মাত্র একটি— ভয়ঙ্কর মৃত্যু!' ঝট্ করে গিবন মুরের দিকে ঘুরল নাদির। বেচারার নাকের কাছে তুলল ছোরা। 'এবার, মিস্টার মুর, আপনি প্রমাণ করবেন যে আপনি বিশ্বাসী! সেটের মন্দিরের পূজারী হলে এক্ষুণি খুন করবেন ওই লোককে!'

হাঁ করেও কিছু বলতে পারল না মুর। কয়েক সেকেণ্ড পর ভয় পেয়ে বলল, 'ইয়ে... হ্যাঁ... কিন্তু... সত্যিই অনেক সম্মান দিয়েছেন, প্রভু।'

'এই সম্মান আপনাকে নিতেই হবে,' শীতল কণ্ঠে বলল নাদির মাকালানি। 'আপনি তো জানেন, যারা সেটের বিরুদ্ধে যায়, তাদের জীবনে কীভাবে আসে মৃত্যু।'

অভিনেতার হাতে ছোরার বাঁট গুঁজে দিল নাদির। পিছিয়ে গেল দু'ফুট। যেসব গার্ড ধরে রেখেছে রানাকে, ইশারা করল তাদেরকে। 'বেদিতে চিত করে শুইয়ে দাও মাসুদ রানাকে!'

একত্রিশ

'আপনারা কিছুই করবেন না?' কড়া সুরে জানতে চাইল লাবনী।

কর্তৃপক্ষের আগের নির্দেশ এবং তা না মানার মাঝে ঝুলছেন হামদি। নিজেদের জিপগাড়ির পাশ থেকে ডাক দিল রানা এজেন্সির শাখা প্রধান শাহেদ কামাল, 'লাবনী আপা, আসুন! আমরা বোধহয় অনেক বেশি দেরি করে ফেলেছি!'

তাদের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে ছয় মিশরীয় সৈনিক। কী করবেন এখনও স্থির করতে পারছেন না হামদি।

রাগ-ভয় নিয়ে সামনের জিপগাড়ির কাছে পৌঁছুল লাবনী। প্রথমবারের মত খেয়াল করল, রানা এজেন্সির অন্য তিনজন এখন গাড়ির ভেতরে। শাহেদ কামাল ড্রাইভিং সিটে উঠতেই পাশের সিটে উঠল লাবনী।

দৌড়ে এল বেলা। ও-ও যাবে।

সরে সিটে বেলাকে জায়গা করে দিল লাবনী।

সামনের জিপগাড়ির ইঞ্জিন গর্জে উঠতেই জানতে চাইল মিশরীয় সৈনিকদের দলনেতা, 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

'যেখানে কাপুরুষ নেই,' জবাব দিল লাবনী, 'সেখানে!'

চাকা পিছলে রওনা হলো জিপগাড়ি।

পেছন থেকে লাবনীর হাতে দেয়া হলো একটা শটগান। 'রাখুন। কাজে লাগতে পারে।'

ওটা রায়ট গান আরওয়েন ৩৭। পেটমোটা ম্যাগাযিনের সঙ্গে আছে পাঁচটা টিয়ার গ্যাস কার্ট্রিজ।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে লেকের পাশের রাস্তায় ছুটল শোগান। হেডসেটে মন্দিরের কথাবার্তা শুনছে ওরা। চালু আছে নায়কের মোবাইল ফোন।

এখনও মেরে ফেলা হয়নি মাসুদ রানাকে।

এইমাত্র নরকের কীট বলা হলো নাদির মাকালানিকে।

কণ্ঠ গম্ভীর রানার।

চিৎকার করে উঠল নাদির, 'ও, রা, শ্রদ্ধা নিন! নতুন বলি হিসেবে দিতে চাই নরাধম এই মাসুদ রানাকে!'

মেঝেতে অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরেছে শাহেদ কামাল।

তুমুল বেগে ছুটছে জিপগাড়ি।

একবার নাদির আবার রানাকে দেখছে গিবন মুর। হত্যা

প্রার্থনায় ব্যস্ত নাদির। জোর গুঞ্জন তুলে অন্ধকারের দেবতার মন্ত্র পড়ছে তার ভক্তরা। ক্রমেই বাড়ছে গলার আওয়াজ।

তেরো বিদ্রোহী তরুণ-তরুণী হত্যার পর কূপে ফিরে গেছে বেশিরভাগ গার্ড। তবে মঞ্চে রয়ে গেছে চারজন। তারা চিত করে শুইয়ে রেখেছে রানাকে বলিপীঠে।

'নাদির, কোনওকালেও দেবতা ছিলে না, মানুষও নও, স্রেফ গুখোর কুকুর তুমি,' গম্ভীর কণ্ঠে জানাল রানা।

এ কথা শুনে থরথর করে কাঁপল নাদিরের গালের ক্ষতটা। ঘুরেও তাকাল না সে। তবে এক গার্ড এসে বুট নামাল বন্দির পেটের ওপর। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা।

'হে, রা, লাল রক্তের রঙে প্রমাণ দেব আমার মূল্য, আর...'

শাখা রাস্তার মুখে পৌঁছে গেছে মিতসুবিশি জিপগাড়ি। ঝড়ের বেগে কাত হয়ে বাঁক নিল ওটা। নানানদিকে ছিটকে গেল একরাশ নুড়িপাথর। বেঞ্চ সিটে পিছলে গেল বেলা। কাঁপা গলায় বলল, 'অ্যাক্সিডেন্ট হবে তো!'

'সরি!' বলল শাহেদ কামাল। 'শক্ত হয়ে বসুন।'

দেখা গেল লেক তীরে গেটহাউস। সামনে ওপরে উঠতে শুরু করেছে ড্র-ব্রিজের দুই প্রান্ত। রানা এজেন্সির ছেলেদের জিপগাড়ি দেখে সতর্ক হয়ে উঠেছে নাদির মাকালানির লোক।

ভয় ভরা কণ্ঠে বলল বেলা, 'চাইলেও সেতু পেরোতে পারব না!'

'পারতেই হবে!' জোর দিয়ে বলল লাবনী।

খুব মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে শাহেদ কামাল। মেঝের সঙ্গে চেপে রেখেছে অ্যাক্সেলারেটর প্যাডেল। ঝড়ের বেগে ছুটছে গাড়ি। খুলে গেল ড্র-ব্রিজের দুই জোড়া।

একফুট... দু'ফুট করে উঠছে সেতুর দুই খোলা দিক।

ইঞ্জিনের গর্জনের ওপর দিয়ে ওরা শুনল নাদিরের

প্রার্থনা। ভয়ে ভুরু কুঁচকে গেছে বেলার। 'মেরে ফেলবে!'

'...আমি সেট! মরুভূমি ও আঁধারের দেবতা! মৃত্যুদেবতা আমি! হে, রা...'

রানার বুকের দিকে ছোরার ডগা তাক করেছে গিবন মুর। থরথর করে কাঁপছে হাত। হঠাৎ করেই পিছিয়ে যেতে চাইল সে। কিন্তু তার পিঠে অস্ত্রের নল ঠেকিয়ে দিল এক গার্ড। থমকে দাঁড়িয়ে গেল মুর।

বিদ্বেষের চোখে তাকে দেখল নাদির। 'আমি হত্যা করেছি কাপুরুষ ওসাইরিসকে, এবং যা আমার, তাই অর্জন করে নিয়েছি! কারণ আমি সেট! মৃত্যুদেবতা! এবার...'

'গাড়ি চুরমার হলে খুন হব!' হায়-হায় করে উঠল বেলা।

'বুকে সাহস রাখো!' বলল লাবনী।

স্টিয়ারিং হুইল শক্ত করে ধরেছে কামাল। চোখ ড্র-ব্রিজের ওপর। এরই ভেতর পঁচিশ ডিগ্রি উঠে গেছে সেতুর সামনের অংশ। আরও দ্রুত উঠছে ওটা।

গতি কমাল না শাহেদ কামাল।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে সেতুর এদিকের অংশে উঠল তীরগতি জিপগাড়ি। সাঁই-সাঁই করে উঠে যাচ্ছে ওপরে। সেতুর দুই অংশের মাঝে তৈরি হয়েছে অনেকটা ব্যবধান। নিচে লেকের কালো পানি। উড়ে গিয়ে সেতুর সামনের অংশে নামল জিপগাড়ি। ঝনঝন করে ভাঙল দুটো সাইড উইণ্ডো। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল বেলা।

ফটাস্ করে সামনের কম্পার্টমেন্ট থেকে বিস্ফোরিত হলো এয়ার ব্যাগ। বেলা ও শাহেদকে চেপে ধরল ও-দুটো। সেতু পেরিয়ে শক্ত জমিতে নেমেই ব্রেক কষল শাহেদ। তখনই চুরমার হলো উইণ্ডশিল্ড। দূরের পিরামিডের দু'কোণ থেকে এসেছে একরাশ গুলি।

জিপগাড়ি থামতেই নেমে গেল শাহেদ। পেছনের সিট থেকে হুড়মুড় করে নামল অন্য তিন রানা এজেন্সির এজেন্ট।

দু'দিক থেকে দৌড়ে আসছে ক'জন গার্ড। সরাসরি সামনে পিরামিডের দিক থেকেও আসছে অন্তত চারজন সশস্ত্র গার্ড।

'আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন, লাবনী আপা, বেলা,' নির্দেশ দিল শাহেদ। প্রায় একইসময়ে গার্ডদের উদ্দেশে গুলি পাঠাল চার এজেন্ট।

ডানদিকের দুই গার্ড গুলি খেয়ে ধুপ্ করে পড়ল মাটিতে। এমপি-সেভেনের গুলিতে ফুটো হয়েছে বুক। একটা বাসের পেছনে আড়াল নিল বামদিকের দুই গার্ড। দুটো গাড়ির পেছনে সরল শাহেদ ও ওর সঙ্গীরা। ছড়িয়ে পড়ছে। পিরামিডের দিক থেকে এল একপশলা গুলি।

কিন্তু হঠাৎ করে জিপগাড়ি আবারও রওনা হতেই হতবাক হলো শাহেদের দলের সবাই।

এখন ড্রাইভিং সিটে লাবনী!

গাড়ির নাক তাক করেছে কাঁচের পিরামিডের মূল দরজার দিকে!

ওর কানে গমগম করছে নাদিরের কণ্ঠ: 'আমি সেট! সেট! সেট! সেট! আমি মৃত্যুদেবতা!'

'তুই একটা হারামজাদা,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল বেলা।

পেছনে রানা এজেন্সির ছেলেদের সঙ্গে গুলি বিনিময় করছে নাদিরের কয়েকজন গার্ড।

মাত্র বিশ সেকেণ্ডে অন্তত পঞ্চাশ মাইল গতি তুলল জিপগাড়ি। পিরামিডের দুই কোণ থেকে এল গুলি।

প্রাণের ভয়ে মাথা নিচু করে নিল বেলা। কিন্তু ঠিক দিকেই স্টিয়ারিং হুইল ধরে রেখেছে লাবনী। মাথার ওপর দিয়ে গেল ক'টা গুলি। পরের মুহূর্তে জোরালো 'বুম্!' শব্দ তুলে পিরামিডের কাঁচের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল

ওরা!

একটু আগে হঠাৎ করেই শুরু হয়েছে বাইরে গোলাগুলির আওয়াজ। বোধহয় দুর্গে হামলা করেছে রানা এজেন্সির ছেলেরা ও এএসপিএস সৈনিকরা। তবে তাতে বিপদ কমেনি রানার। গিবন মুরের চোখে চেয়ে আছে। বুঝে গেছে, নিজে খুন হলেও ওর বুকে ছোরা বসাবে না ওই যুবক। তার অর্থ: নাদিরের হাতে একে একে খুন হবে ওরা দু'জন!

কাঁচের ব্লকের ওপর চিত করে ফেলে রেখেছে রানাকে। হাতদুটো পিঠের কাছে আটকানো। কোনও কিছু ঠেকাবার অবস্থায় নেই ও।

বুম্!

বিকট আওয়াজে ওদিকে তাকাল মঞ্চের সবাই।

বিস্ফোরিত হয়েছে পিরামিডের জোড়া কবাটের দরজা, ঝোড়ো গতিতে ভেতরে ঢুকেছে একটা জিপগাড়ি। সোজা আসছে বেদির দিকে!

ঝাঁপিয়ে পড়ে নাদিরকে জিপের গতিপথ থেকে সরিয়ে নিল ভার্নে। অন্যদিকে শরীর গড়িয়ে দিয়েছে আবু। রানাকে ছেড়ে জানের ভয়ে নানানদিকে ছুট দিল গার্ডরা।

বেদির পাশে ক্রিঁচক্রিঁচ আওয়াজে ব্রেক কষে থামতে গেল জিপগাড়ি, কিন্তু গুঁতো দিল বড় এক মূর্তির হাঁটুতে। ক্রোমের প্লেট ভাঙতেই লেংচে উঠে কূপে পড়তে গেল মূর্তি। পরক্ষণে উল্টোদিকে ঘুরেই পড়ল প্রচণ্ড ওজন নিয়ে মার্বেলের মেঝেতে। ওখানেই ছিল বিজ্ঞানী। চ্যাপ্টা হয়ে গেল। লাশের হাত থেকে ছুটে গেল ক্যানিস্টার। গড়িয়ে চলেছে আরেক দিকে।

দ্বিতীয় গড়ান দিয়ে বেদি চুরমার করল ওই মূর্তি। এক সেকেণ্ড আগে ওখান থেকে সরে গেছে রানা। ওর দেহের ধাক্কা লেগে একপাশে পড়েছে গিবন মুর। আরও দু'বার

গড়িয়ে মঞ্চ থেকে পড়তে গেল মূর্তি। ততক্ষণে পিষে দিয়েছে এক গার্ডকে। ওটার ভীষণ ওজনে ধসে গেল সরু সিঁড়ি। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল ক'জন নাদির-ভক্ত। করুণ আর্তনাদ ছেড়ে পালাতে চাইল তারা, কিন্তু তাদের ওপর চেপে বসল দেবতার ভারী মূর্তি। শোনা গেল রক্ত-মাংস ছেঁচে যাওয়ার ফচাৎ-ফচাৎ কয়েকটা বিশ্রী আওয়াজ।

উঠে বসল রানা। ভেবেছিল তুবড়ে যাওয়া জিপগাড়িতে দেখবে রানা এজেন্সির ছেলে ও এএসপিএস সৈনিকদের—কিন্তু ওখানে ড্রাইভিং সিটে লাবনী! ওর পাশেই বেলা। যুদ্ধের কোনও কৌশলই জানা নেই ওদের। স্রেফ বেপরোয়া সাহস নিয়ে ঢুকে পড়েছে শত্রুঘাঁটির ভেতর!

'আসুন, মাসুদ ভাই!' চিৎকার করল বেলা।

'দেরি করছ কেন?' তাড়া দিল লাবনী। পরক্ষণে চমকে গেল। 'রানা, সাবধান!'

রানার মাথার দিকে পিস্তলের নল তাক করেছে আবু।

কোথাও যেতে পারবে না রানা। কিন্তু তখনই শোগান থেকে এল ভোঁতা 'থ্যাম্প!' আওয়াজ। মঞ্চের ওপর দিয়ে এল কী যেন। তুমুল গতি ওটার। সোজা লাগল আবুর পাঁজরে। কড়াৎ করে দেবে গেল বুকের হাড় হৃৎপিণ্ডের ভেতর। ছিটকে পেছনের গভীর কূপে গিয়ে পড়ল লোকটা।

আবুর বুকে লেগে মেঝেতে পড়ে গড়াতে শুরু করেছে জিনিসটা। মুখ থেকে ভক-ভক করে বেরোচ্ছে সাদা ধোঁয়া।

কিন্তু সাধারণ ধোঁয়া নয় ওটা। চোখ-নাক জ্বলে উঠতেই রানা বুঝল, ওটা শাহেদের আনা টিয়ার গ্যাসের ক্যানিস্টার। জিপগাড়ির দিকে তাকাল। ভাঙা জানালা দিয়ে আরওয়েন ৩৭ বের করেছে বেলা।

'শ্বাস আটকে রাখো!' সতর্ক করল রানা। 'মুর, আমার হাতের বাঁধন খুলুন!'

এবার গিবনের মনে পড়ল, হাতে ছোরা। সামনে বেড়ে

রানার হাতের যিপ-টাই কাটতে লাগল সে। করাতের মত ছোরা চালাতেই কটাস্ করে কেটে গেল প্ল্যাস্টিকের দড়ি। প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। মঞ্চ ভরে যাচ্ছে টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায়। আবছা দেখা যাচ্ছে চারপাশ। তবে রানা দেখল, মঞ্চে একটা মূর্তির পাশেই আছে নাদির আর ভার্নে।

কূপের দিকে তাকাল রানা। সিঁড়ি ধসে গেছে বলে স্টেজে উঠতে পারবে না ভক্ত বা গার্ডরা। কিন্তু অন্য কোনও পথে আসতে পারে শত্রুপক্ষ।

রানার ধারণাই ঠিক, মন্দিরের ওদিকের সিঁড়ির দিকে চলেছে কেউ কেউ। তারা উঠে এলে কোণঠাসা হবে ওরা। খেপা নাদির-ভক্তরা খালি হাতে ছিঁড়ে ফেলবে ওদেরকে!

জিপগাড়ির পাশে চলে গেল রানা। 'দাও তো ওটা!' বেলার হাত থেকে আরওয়েন ৩৭ নিল ও, অন্য চারটে ক্যানিস্টার ফেলল কূপের ওদিকের সিঁড়ির ওপর।

টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝ নাকে-মুখে ঢুকতেই পিছিয়ে গেল অতি উৎসাহী তরুণ ও গার্ডরা। খক-খক করে কাশছে। দু'হাতে চেপে ধরেছে নাক-মুখ। মেঝেতে বসে পড়ল অনেকে।

'গাড়িতে ওঠো!' রানাকে তাড়া দিল লাবনী।

'না, তোমরা বেরিয়ে যাও!' পাল্টা বলল রানা, 'এই গ্যাস বেশিক্ষণ কাজ করবে না! অন্য কোনওভাবে আটকে রাখতে হবে এদেরকে!'

'কিন্তু তা কীভাবে করবে?'

'জিপ কাজে আসতে পারে,' বলল রানা।

'কিন্তু বেরোতে হলে এটা লাগবে!' আপত্তি তুলল লাবনী।

'ড্র-ব্রিজ ওপরে তুলে ফেলেছে?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। আঙিনায় লড়ছে তোমার দলের সবাই। দলে নাদিরের গার্ডরা বেশি।'

'তার মানে, এএসপিএসের সৈনিকরা আসেনি?' তিক্ত অনুভূতি হলো রানার।

'না। তাদের অনুমতি নেই।'

'তা হলে আর ড্র-ব্রিজ নামানোর সময় পাব না,' বলল রানা। 'সেক্ষেত্রে নেমে পড়ো জিপ থেকে। তুমিও, বেলা!'

দুই দরজা খুলে নামল লাবনী ও বেলা। প্যাসেঞ্জার সিটে উঠল রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'হয়তো কাজে আসবে।' জিপের গিয়ার ফেলল ও, তারপর খালি রায়ট গান আটকে দিল অ্যাক্সেলারেটর প্যাডেলের ওপরে।

গর্জন ছেড়ে ভাঙা সিঁড়ির দিকে ছুটল জিপগাড়ি। ডাইভ দিয়ে ওটা থেকে মেঝেতে পড়ল রানা। গড়িয়ে চলেছে, ভীষণ ব্যথা পেল বেদির ভাঙা অংশে লেগে। মসৃণ মার্বেলে পিছলে গিয়ে পড়ছিল কূপে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়ে ওর ডান বাহু ধরে ফেলল নায়ক মুর। রানার পা দুটো ঝুলছে কূপে।

মিতসুবিশি জিপগাড়ি হুড়মুড় করে কূপে নামতেই ভীষণ ভয়ে নানানদিকে পালাতে চাইল নাদিরের ভক্ত ও গার্ডরা। কিন্তু মাঝের পথে রয়ে গেছে বেশ ক'জন গার্ড। তাদের ওপরে চেপে বসল জিপগাড়ি। মট-মট আওয়াজ হলো মানুষের হাড়গোড় ভাঙার। সোজা চলেছে জিপ। হারিয়ে গেল ঘন সাদা ধোঁয়ায়।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে এল বিকট এক আওয়াজ। জিপগাড়ির গুঁতো খেয়ে ভেঙে পড়েছে কাঁচ ও স্টিলের স্টেয়ারকেস। সাতটা ধাপ ভেঙে নাক ওপরে তুলে থামল যন্ত্রদানব। যেন সৈকতে উঠে পড়েছে বাচ্চা তিমি। কিন্তু ওটার প্রচণ্ড ওজনে ধসে পড়ল গোটা সিঁড়ি।

আছড়ে পাছড়ে আবারও মঞ্চে উঠে এল রানা। কূপের দুই সিঁড়ি ভেঙে পড়েছে বলে গভীর কূপে আটকা পড়েছে সবুজ ব্লেযার পরা গার্ড ও নাদিরের অনুসারীরা। 'সত্যিকারের অ্যাকশন কেমন লাগছে?'

ঢোক গিলল মুর। 'আমার... ইয়ে... মনে হয় হলিউডের ভার্শনটাই ভাল।'

'আশা করি সেটাই পাবেন পরে, আসুন।' রানা রওনা হতেই ওর পাশে চলল নায়ক। প্রথম ক্যানিস্টার থেকে এখনও বেরোচ্ছে সাদা গ্যাস। বাধ্য হয়ে রানাদের দিকে পিছিয়ে এসেছে লাবনী। চারপাশে চোখ বোলাল রানা। 'বেলা কোথায়?'

চোখ থেকে দরদর করে পানি ঝরছে লাবনীর। ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'এদিকেই তো ছিল কোথায়!'

'বেলা! আমার কথা শুনছ?' গলা চড়াল রানা। সাদা মেঘ থেকে এল মেয়েলি কাশির আওয়াজ। 'এই মেঘের ভেতর দিয়েই যেতে হবে। শ্বাস আটকে রাখো। ঢেকে রাখবে চোখ-নাক। আমার হাত ধরো।' হাত সামনে বাড়িয়ে দিল রানা।

গ্যাসের প্রভাবে ভুগছে নায়ক মুরও। নাক-মুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কিছু হচ্ছে না, মিস্টার রানা?' এক পাশ থেকে এসে রানার হাত ধরল মুর, অন্যপাশে চলে এল লাবনী।

'এর চেয়েও খারাপ জিনিস দেয়া হয় ট্রেনিঙের সময়,' বলল রানা। 'সব অভ্যেস হয়ে যায়। ঠিক আছে, এবার চলুন, যাওয়া যাক!' মাথা দোলাল লাবনী ও মুর।

সাদা মেঘে ঢুকে পড়ল ওরা।

একহাতে লাবনী, অন্যহাতে মুরের হাত ধরে রেখেছে রানা। টের পেল, অনেক দিন হলো নতুন করে ট্রেনিং নেয় না। জ্বলতে শুরু করেছে নাক-মুখ। থামল না ও, আধমিনিট পর বেরিয়ে এল হালকা মেঘ থেকে। ধারে-কাছে দেখতে পায়নি ওরা বেলাকে।

ভাঙা দরজা দিয়ে এল ঝিরঝিরে হাওয়া। এবড়োখেবড়ো হলো সাদা মেঘের কিনারা। মেয়েলি কাশির আওয়াজ পেল রানা। একটু দূরে আবছাভাবে দেখল বেলাকে। 'বেলা!

এদিকে এসো!' লাবনী ও মুরের হাত ছেড়ে তরুণীর দিকে পা বাড়াল রানা। একরাশ টিয়ার গ্যাস লাগতেই জ্বলতে লাগল ওর চোখ। তখনই কুয়াশার ভেতর দেখল আরও দু'জনকে।

'বেলা!' সতর্ক করতে চাইল রানা।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে!

ওই দুই ছায়ামূর্তির একজন নাদির মাকালানি। পেছন থেকে বামহাতে বেলাকে জাপ্টে ধরল সে। ডানহাতের পিস্তল ঠেকাল মেয়েটার মাথার পাশে। বেলাকে জিম্মি করেছে সে। টের পেয়ে গেছে, প্রতিপক্ষের কাছে অস্ত্র নেই!

পিরামিডের বাইরে দু'দলে চলছে তুমুল গোলাগুলি! বাঙালি ছেলেরা অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসছে বলেই বাধ্য হয়ে পিছাতে হচ্ছে নাদিরের গার্ডদের।

টান দিয়ে গিবন মুরকে একটা মূর্তির আড়ালে সরিয়ে নিল লাবনী। ওই একই সময়ে আবারও গ্যাসের মেঘে ঝাঁপ দিল রানা। ওটা ছাড়া কোনও কাভার নেই ওর। ঘুরপাক খাওয়া গ্যাসে সুড়ঙ্গ তৈরি করল একটা বুলেট। রানার মাথার ওপর দিয়ে হারিয়ে গেল ঘন কুয়াশায়।

রানাকে হারিয়ে ফেলে পর পর আরও দু'বার গুলি করল নাদির। এবার লাগাতে চেয়েছে লাবনী ও মুরের গায়ে। ঠকাস্ ঠকাস্ আওয়াজে দেবতার মূর্তির গায়ে লাগল দুই বুলেট। আবারও বেলার মাথায় নল ঠেকিয়ে নিল সে।

ব্যথা পেয়ে উফ্! বলে উঠল বেলা। গরম নলের স্পর্শে পুড়ছে মাথার পাশের চামড়া। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওকে পিছিয়ে নেয়া হলো।

'ভার্নে!' চিৎকার করল নাদির, 'ওই ক্যানিস্টার নাও!'

ঝুঁকি নিয়ে মূর্তির আড়াল থেকে উঁকি দিল লাবনী। মঞ্চের আরেক পাশে দেখল স্টিলের কণ্টেইনার। সামনে বেড়ে ওটা তুলে নিল ভার্নে। নাদিরের নির্দেশের জন্যে ঘুরে তাকাল।

একহাতে বেলাকে জাপ্টে ধরে পিছিয়ে যেতে শুরু করে নির্দেশ দিল নাদির, 'সোজা হেলিকপ্টারে!'

সাদা মেঘ থেকে বেরিয়ে নাদিরের কাছের এক মূর্তির আড়াল নিল রানা। আবারও ওর দিকে গুলি পাঠাল নাদির। 'ঠুং!' আওয়াজে পিছলে গেল বুলেট। ধমকে উঠল ধর্মগুরু, 'খবরদার! পিছু নিলে খুন হবে এই মেয়ে!' পৌঁছে গেল একপাশের এক দরজার কাছে। কবাট খুলে দিল ভার্নে। পিছিয়ে দরজার ওদিকে চলে গেল তারা।

চোখ থেকে দরদর করে পানি ঝরছে রানার। বার কয়েক কেশে উঠল।

একটু দূরের মূর্তির কাছ থেকে জানতে চাইল লাবনী, 'কী হয়েছে, রানা?'

'শেষ গ্যাস ড্রিলের পর পাল্টে নিয়েছে বিজ্ঞানীরা তাদের ফর্মুলা!'

রানার পাশে পৌঁছে গেল লাবনী ও মুর।

'এবার কী করব?' বলল লাবনী, 'বেলাকে তো ধরে নিয়ে গেল!'

'মুরকে নিয়ে নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে পড়ো,' বলল রানা, 'পরে সুযোগ পেলে নামিয়ে দেবে ড্র-ব্রিজ। সেক্ষেত্রে হয়তো দুর্গের আঙিনায় ঢুকবে ডক্টর হামদির সৈনিক।'

'তুমি কী করবে?' জানতে চাইল লাবনী।

'ছুটিয়ে আনব বেলাকে,' বলল রানা। মৃদু হাওয়ায় ভর করে সরে গেছে একদিকের সাদা মেঘ। ওখানে চোখ পড়তেই আবর্জনার ভেতর একটা জিনিস চোখে পড়েছে ওর। আগ্নেয়াস্ত্র। হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল কোনও গার্ড। এগিয়ে গিয়ে অস্ত্রটা তুলল রানা। লাবনীকে অবাক করে দিয়ে ওর হাতে ধরিয়ে দিল ওটা। 'সবুজ কিছু দেখলেই গুলি করবে।'

'তুমি সঙ্গে পিস্তল নেবে না?' জিজ্ঞেস করল লাবনী। 'হয়তো এখনও বাইরের দরজায় গার্ড আছে।'

‘আমিও আপাতত কিছু দূর তোমাদের সঙ্গেই যাব,’ বলল রানা।

‘গিবন মুরকে পাহারা দিতে হবে না,’ বলল লাবনী। ‘দেখো বেলাকে ছুটিয়ে আনতে পারো কি না। আমি আছি মুরের পাশে।’

ওকে অপদার্থ ধরে নেয়া হয়েছে বুঝে আহত বোধ করছে নায়ক। ‘লাবনী, আমাকে আগলে রাখতে হবে না।’

‘কখনও সত্যিকারের পিস্তল ব্যবহার করেছেন?’ জানতে চাইল রানা।

‘হ্যাঁ।’

‘মানুষের দিকে গুলি করেছেন?’

‘না।’ ভুরু কুঁচকে গেল নায়কের। ‘তা হলে কি মিস আলম কারও দিকে গুলি করেছেন?’

‘বাধ্য হয়ে,’ বলল লাবনী। ‘কখনও কখনও।’

‘আপাতত লুকিয়ে পড়ুন, মুর।’ নাদির যে দরজা দিয়ে গেছে, সেদিকে ছুট লাগাল রানা। ‘পরে নামাতে চেষ্টা করবেন ড্র-ব্রিজ!’ দরজা পেরোবার সময় ঘুরে তাকাল। ‘ও, আরেকটা কথা, ওই গর্তে পড়া থেকে বাঁচিয়েছেন বলে ধন্যবাদ! এবার হাওয়া হয়ে যান!’

‘তা বলতে!’ বলল লাবনী। ঘুরে দেখল নায়ককে। ‘ঠিক আছে, আসুন আমার সঙ্গে।’ সামনের দরজার দিকে ছুট দিল ওরা।

‘সত্যিই কাউকে গুলি করেছেন?’ জানতে চাইল মুর।

‘হ্যাঁ। একবার তলোয়ার উঁচু করা এক লোকের দিকে গুলি করেছিলাম।’

‘ও।’ ছোট এক লবিতে বেরিয়ে এল ওরা। মেঝেতে পিরামিডের চওড়া দরজার অজস্র ভাঙা কাঁচ। এদিক দিয়েই পিরামিডে ঢুকেছিল মিতসুবিশি জিপ। বাইরে ওরা দেখল, একপাশের বাগানে ছুটে ঢুকল সবুজ ব্লেযার পরা দুই লোক।

গোলাগুলিতে আহত।

দূরে ড্র-ব্রিজ। ওপরে তুলে রাখা হয়েছে দুই প্রান্ত।

'কাউকে কখনও বলেছেন আপনার জীবনের কাহিনী?' জানতে চাইল মুর। 'দারুণ সিনেমা হবে কিন্তু!'

'কিন্তু রানা বা আমার ভূমিকায় অভিনয় করবে কারা?' বাইরে চোখ বোলাল লাবনী। 'চলুন, বেরিয়ে যাই। আপনাকে কোথাও রেখে রানার পিছু নেব।'

বত্রিশ

প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে রানা। এ পথেই ঢুকেছিল পিরামিডে। একপাশের দরজা দিয়ে বেরোলেই সামনে করিডর। জায়গাটা পিরামিডের পুবে।

নাদির, ভার্নে বা বেলার দেখা নেই। এদিকটা একেবারেই ফাঁকা। ধর্মগুরুর চেলারা সবাই নেমেছিল কূপে। এখনও আটকা পড়ে আছে ওখানেই।

লবি পেরিয়ে বাইরের দরজার কাছে থামল রানা। কয়েক সেকেণ্ড বাইরের দৃশ্য দেখে নিয়ে খুলল দরজার স্লাইডিং কবাট। বাইরে কমে গেছে গুলির আওয়াজ। সব ছাপিয়ে গর্জন ছাড়ছে হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন। যে-কোনও সময়ে আকাশে উঠবে যান্ত্রিক ঘাসফড়িং। এবং দুর্গ ত্যাগের পর নাদিরের মনে হবে, বেলা আসলে ভারী একটা আবর্জনা!

দরজার একপাশ থেকে দূরের উঠানে হেলিপ্যাড দেখল রানা। ওখানে বসে আছে ছয় প্যাসেঞ্জারবাহী চকচকে এক ইউরোকপ্টার ইসি হাণ্ড্রেড-থার্টি। পাইলটের পাশে প্যাসেঞ্জার

সিটে ভার্নে। পেছনের সিটে নাদির ও বেলা। কী যেন চকচক করছে ভার্নের হাতে। ওটা আগ্নেয়াস্ত্র। নিজের দিকের দরজা খুলে রেখেছে সে। কেউ ধারেকাছে গেলেই গুলি করবে।

ঝুঁকি কমাতে হলে যেতে হবে পাইলটের দিকেই। যদি প্রাণপণ ছুটে যেতে পারে, হয়তো হেলিকপ্টার আকাশে ওঠার আগেই ওটায় উঠতে পারবে রানা। অবশ্য, গণ্ডারের মত ভার্নের হাতের টিপ নিখুঁত হলে খুন হবে আগেই!

বড় করে দম নিল রানা, তারপর ক্ষিপ্র চিতার বেগে ছুটল হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে!

বামদিকের বাগান থেকে এখন আর গুলি আসছে না।

একটু আগে পিরামিডে দৌড়ে গিয়ে ঢুকল রানা এজেন্সির চার সশস্ত্র এজেন্ট। অনায়াসেই কূপে বন্দি গার্ড ও নাদিরের ভক্তদের আটক করবে তারা।

একটু আগেও ওখানে ছিল মানুষের হৈ-চৈ। এখন থেমে গেছে সব। নিশ্চয়ই পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে রানার দলের ছেলেরা।

অবশ্য তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় নেই লাবনীর। সাইড ডোর দিয়ে বেরিয়েই মুরকে নিয়ে ছুট লাগাল গেটহাউসের উদ্দেশে। মাত্র দু'মিনিটে পৌঁছুল ওখানে।

এদিকটা দুর্গের বাড়তি অংশ। বুথের মত। জানালা কাঁচের। ছোট সিকিউরিটি স্টেশন।

ওটার ভেতরেই থাকার কথা ড্র-ব্রিজের যন্ত্রপাতি।

গিবন মুরের আগেই ঝটকা দিয়ে গেটহাউসের দরজা খুলল লাবনী। তখনই শুনল পিরামিডের কাছে গুলির আওয়াজ। ঘুরে তাকাল ও। নিশ্চয়ই রানা...

গেটহাউসের ভেতর থেকে এল ধড়মড় আওয়াজ। আবারও ওদিকে ফিরল লাবনী। চেয়ার ছেড়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করছে এক গার্ড। ভয় পেয়ে ঝট্ করে

পিছিয়ে যেতে চাইল লাবনী। কিন্তু ওর পিছু নিয়ে গেটহাউসে ঢুকতে যাচ্ছিল নায়ক। সরাসরি ধাক্কা লাগল দু'জনের। কাত হয়ে নিজেকে সামলে নিল মুর। কিন্তু তাল হারিয়ে চিত হয়ে মেঝেতে পড়ল লাবনী। হাত থেকে মেঝেতে পড়ে ঠনাৎ শব্দে আওতার বাইরে চলে গেল পিস্তল।

এদিকে ওর দিকে তেড়ে এল গার্ড।

বিপদ বুঝে উঠে দাঁড়াতে চাইল লাবনী, কিন্তু ততক্ষণে চড়াও হয়েছে লোকটা। সরাসরি মাযল তাক করল ওর মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু ভীষণ ঝটকা খেল তার হাত। ছিটকে গেল পিস্তল। দুর্দান্ত এক হাই কিক ঝেড়েছে মুর।

হুড়মুড় করে লাবনীর ওপর পড়ল গার্ড। সামলে নেয়ার আগেই তার তলা থেকে হাঁচড়েপাঁচড়ে বেরিয়ে এল লাবনী। পরক্ষণে ওর কনুই নামল গার্ডের বুকের ওপর। উল্টো হাতের চড় খেয়ে গাল লাল হয়ে গেল লোকটার। দিশেহারা।

'এবার দেখুন কীভাবে ভাল কিক দিতে হয়!' লাবনীকে বলল মুর। পা টেনে লাথি মারতে গেল গার্ডের মাথার পাশে। 'এটা নামকরা এক সিনেমায় দেখিয়েছি!'

কিন্তু ঝট্ করে মাথা সরিয়ে নিয়েছে গার্ড।

'কী হলো, লাগাতে তো পারলেন না!' উঠে দাঁড়াতে শুরু করে বলল লাবনী। 'এটা কিন্তু সিনেমা নয়!'

'লাথিটা লাগল না বলে দোষ হয়ে গেল? এবার দেখুন!' ডান পা আবারও পিছিয়ে রেডি হতে গেল মুর, কিন্তু ঝটকা দিয়ে উঠে পড়ল গার্ড। রাগে লাল চেহারা। পাকিয়ে ফেলেছে হাতের দুই মুঠো। 'কিন্তু সেট-এ কাউকে লাথি মারলে সবসময়ই তো পড়ে যায়!'

'আরে, গাধা, ওরা তো স্টান্টমেন! পয়সা পায়!' লাফিয়ে সরে গেল লাবনী। এদিকে সামনে বেড়ে ল্যাং মেরে নায়ককে ধরাশায়ী করল গার্ড। এক সেকেণ্ড পর ঝুপ্ করে পাশে বসেই দুই হাতে টিপে ধরল মুরের গলা!

নির্বিরোধ গরুর মত অসহায় চোখে গার্ডের দিকে চেয়ে রইল নায়ক। ভয়ে গলা চিরে বেরোল গ্যাঁ-গ্যাঁ আওয়াজ।

উঠানে কড়াৎ আওয়াজে গর্জে উঠল অস্ত্র। চুরমার হলো রানার পেছনে পিরামিডের কাঁচের প্যানেল। হেলিকপ্টারের দিকে ঝড়ের বেগে ছুটছে রানা। ককপিট থেকে ওর দিকে পিস্তল তাক করছে ভার্নে। কিন্তু গুলি করতে হলে নামতে হবে হেলিকপ্টার থেকে। অথবা, গুলিতে চুরমার করতে হবে সামনের উইণ্ডশিল্ড। কোনওটাতেই মন সায় দিচ্ছে না তার। এদিকে ওপরে উঠতে যাচ্ছে হেলিকপ্টার।

বড়জোর আর দশ সেকেণ্ড...

এরই ভেতর গুলি করতে হবে বেপরোয়া লোকটাকে।

বাইরে ঝুঁকে এসে গুলি পাঠাল ভার্নে। কিন্তু এক সেকেণ্ড আগে ডাইভ দিয়েছে রানা। ওর পায়ের কাছের ফ্ল্যাগস্টোন খুবলে নিল বুলেট। দুই গড়ান দিয়ে উঠেই আবার দৌড়াতে লাগল ও। কোনাকুনি চলেছে পাইলটের দিকে।

প্যাড ছেড়ে ভেসে উঠল হেলিকপ্টার।

দৌড়ের গতি আরও বাড়াল রানা। তুমুল বাতাসে যেন ছিটকে পড়বে একপাশে। বুজে এসেছে চোখ।

পূর্ণ গতি তুলেছে হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেড। মাত্র দুই সেকেণ্ডে জমিন থেকে সাঁই করে ভেসে উঠল ছয় ফুট ওপরে।

ওটা নাগালের বাইরে যাওয়ার আগেই লাফ দিল ছুটন্ত রানা। একহাত রয়ে গেল স্কিড থেকে এক ইঞ্চি নিচে। কিন্তু অন্যহাতে ধরে ফেলল স্কিড। একইসময়ে ঘুরল হেলিকপ্টার। সামান্য কাত হলো রানার ওজনে। ভেতরের সবাই জেনে গেল, হেলিকপ্টারে চড়েছে অন্য কেউ।

'ঝাঁকুনি মেরে ওকে ঝেড়ে ফেলো!' নির্দেশ দিল নাদির।

এদিকে দু'হাতে স্কিড ধরেছে রানা। কিন্তু হঠাৎ করেই কাত হলো হেলিকপ্টার। ফেলে দিতে চাইছে বাড়তি ওজন!

গিবন মুরের মাথা ধরে ঠাস্ করে মেঝেতে ঠুকে দিল গার্ড। আরেক হাতে খামচে ধরেছে বেচারার গলা। পিং-পং বলের মত প্রায় বেরিয়ে এল নায়কের দুই চোখ।

ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল গার্ড, 'আরে, শালার পো, তোর সব ক'টা সিনেমা গুয়ের মত পচা!'

আপত্তি তুলতে গিয়েও থেমে গেল মুর। গলা দিয়ে বেরোল গোঙানি। তারই ফাঁকে ঘুষি মারতে চাইল গার্ডের মাথার পাশে। হালকা ঘুষিতে দমল না লোকটা। বুড়ো আঙুল দিয়ে আরও জোরে টিপে ধরল মুরের ক্যারোটিড আর্টারি।

'এই যে, ভাই?' গার্ডকে বাংলায় ডাকল কে যেন!

মুখ তুলে তাকাল গার্ড। সরাসরি তার মুখে লাগল লাবনীর সবুট লাথি। নাক-ঠোঁট ফেটে যেতেই ভীষণ ব্যথায় নায়কের ওপর থেকে গড়িয়ে সরে গেল লোকটা। থুহ্ করে মুখ থেকে ফেলল ভাঙা দুটো দাঁত। তাতে লড়াই করার সাধ বা সাধ্য কমেনি তার। চোখ পড়েছে মেঝেতে লাবনীর পিস্তলটার ওপর। ধড়মড় করে উঠে হামাগুড়ি মেরে চলল ওটার দিকে।

তার নিজের পিস্তল পড়েছে আরও দূরে। পেছন থেকে ডাইভ দিল লাবনী, ধুপ করে পড়ল গার্ডের পিস্তলের সামনে। ব্যথায় মনে হলো মরে গেছে। তবুও তুলে নিল পিস্তল, নল ঘুরিয়েই দেখল, ওরই পিস্তল তাক করছে লোকটা!

ট্রিগার টিপে দিল লাবনী। সবুজ ব্লেযারের পেটে তৈরি হলো গোল গর্ত। ওখান থেকে ফিনকি দিয়ে বেরোল রক্ত। করুণ আর্তনাদ ছাড়ল লোকটা। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুলে গেছে পাল্টা গুলি করতে। হাত থেকে পড়ে গেল পিস্তল।

'যিযাস!' আঁৎকে উঠল মুর। 'আপনি মানুষকে গুলি করেছেন!'

'তো কী করব? এবার ওর পিস্তলটা নিন!' ধমক দিল

লাবনী। সামনে বেড়ে গার্ডের হাতের পাশ থেকে পিস্তল তুলে নিল মুর। উঠে বুথের আরও ভেতরে গেল লাবনী। সিসিটিভি স্ক্রিনে দেখাচ্ছে মেইন গেট, ড্র-ব্রিজ ও লেকের তীরের রাস্তা। গেটহাউসের কাছে থেমেছে এএসপিএস জিপগাড়ি। সুযোগ পেলে দুর্গে ঢুকবে।

ড্র-ব্রিজের কণ্ট্রোল খুঁজছে লাবনী। একদিকের দেয়ালে প্যানেল দেখে সামনে বেড়ে নামিয়ে দিল বড় এক লিভার। টিপে দিল সবুজ এক বাটন। চাপা শব্দের পর তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল মোটর। ওই দুই আওয়াজ চাপা পড়ল ঠং-ঠাং শব্দের শেকলের নিচে। নামছে ড্র-ব্রিজের দুই প্রান্ত।

বুথ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল লাবনী। চোখে পড়ল, কাঁচের বিশাল পিরামিডের পেছনের আকাশে বেকায়দাভাবে ভাসছে এক হেলিকপ্টার!

স্কিড থেকে ঝুলছে কেউ!

মাসুদ রানা!

সাইক্লিক কণ্ট্রোল স্টিক একদিক থেকে আরেকদিকে নাড়ছে পাইলট। হোঁচট খাচ্ছে হেলিকপ্টার। চলে গেল দুর্গের উঁচু এক টাওয়ারের পাশে। যখন তখন বাড়ি খেয়ে বিধ্বস্ত হবে যান্ত্রিক ফড়িং। স্টিক নেড়ে সরে গেল পাইলট। বারবার ঝাঁকি খেয়ে চমকে উঠছে যাত্রীরা। পাইলটের জানালার নিচে ফিউযেলাজে ঘুষি মারছে কে যেন। হেলিকপ্টার পড়ে যাবে ভেবে ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল বেলা।

'হারামজাদা খসে পড়েছে?' জানতে চাইল নাদির।

ভালভাবে স্কিড দেখতে সামনে ঝুঁকল পাইলট। তখনই খুলে গেল তার পাশের দরজা।

কেবিনে ঢুকল প্রচণ্ড হাওয়া ও বিকট আওয়াজ। সঙ্গে এল রানা। হেলিকপ্টার কাত হতেই উঠেছে স্কিডে। স্টিলের দণ্ডে পা বাধিয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে মুচড়ে খুলে ফেলেছে দরজা।

বিস্মিত পাইলট কিছু করার আগেই মুখে লাগল প্রচণ্ড এক ঘুষি। সামলে ওঠার আগেই বামহাতে তার গলা পেঁচিয়ে ধরল রানা। চোকহোল্ডে তাকে রেখে গর্জে উঠল, 'নিচে নামাও হেলিকপ্টার!'

'গুলি করো ওকে!' ঘেউ করে উঠল নাদির।

অস্ত্র তাক করল ভার্নে, কিন্তু আবারও পাইলটের ঘাড়ে ঘুষি মারল রানা। আরেক হাতে তাকে সরিয়ে আনল নিজের সামনে। লাইন অভ ফায়ারে এখন পাইলট। গালি বকল ডাচ লোকটা। গুলি করতে চাইল লোকটাকে এড়িয়ে।

সাইক্লিক স্টিক ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা।

নিচে নাক তাক করল ইউরোকপ্টার। হোঁচট খেয়ে পেছনে পড়ল সবাই। কর্কশ শব্দে বাজতে লাগল অ্যালার্ম। দ্রুত পিছিয়ে নামছে হেলিকপ্টার। প্রায় খাড়া হলো রোটর ব্লেড। যথেষ্ট বাতাস কাটছে না বলে ওজন রাখা অসম্ভব।

চোখের কোণে পিরামিড দেখল রানা। ছেড়ে দিল স্টিক। ওটাকে সামনে ঠেলল পাইলট। পায়ে চেপে ধরেছে রাডার প্যাডেল। পিরামিডে আছড়ে পড়ার আগেই বাঁচতে হবে। মনপ্রাণ ঢেলে ওপরে ওঠায় মন দিল পাইলট। সামনে হোঁচট খেল ইসি হাণ্ড্রেড-থার্টি। ঘুরছে চরকির মত। সেণ্ট্রিফিউগাল ফোর্স রানাকে ঠেলে দিল বাইরে। আরেকটু হলে পড়ত বহু নিচে। ভাল কিছু না পেয়ে ধরেছে পাইলটের হার্নেস। কিন্তু রিলিয বাটনে চেপে বসল ওর বুড়ো আঙুল।

কটাস্ শব্দে বেল্ট খুলতেই ভীষণ ভয়ে বোবার মত আর্তনাদ ছাড়ল পাইলট। শুধু কণ্ট্রোল স্টিক ধরে আছে বলে পড়ছে না সিট থেকে। ঘুরে আরেকদিকে গেল পিরামিড, আরেকটু হলে হেলিকপ্টারের লেজ লাগত কালো কাঁচের ঢালু দেয়ালে।

'হেলিকপ্টার নামাও!' ধমক দিল রানা।

'ওপরে তোলো!' বিকট ধমক মারল নাদির। খুলে ফেলল

নিজের সিটবেল্ট। পাইলটের ওপর থেকে রানাকে সরাতে ঝুঁকে এল সামনে।

নাদিরের মুখে বাম কনুই নামাল বেলা। তীব্র ব্যথা পেয়ে ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল লোকটা। মাথা থেকে পড়ে গেল মুকুট।

বেলার দিকে অস্ত্রের নল ঘোরাল ভার্নে। তবে গুলির আগেই আবারও কপ্টারের কন্ট্রোল ধরে ঝাঁকি দিল রানা।

আতঙ্ক নিয়ে হেলিকপ্টার দেখছে লাবনী।

মাতালের মত নানাদিকে দুলছে যান্ত্রিক ফড়িং। চলে গেল পিরামিডের পেছনে। এবার বোধহয় গতি ও উচ্চতা হারিয়ে আছড়ে পড়বে!

লাবনী ভাবল: 'হায়, আল্লা, এখন? খুন হয়ে যাচ্ছে রানা!'

উঠে দাঁড়িয়ে গলা ডলছে গিবন মুর। 'যাক, বাবা, কপাল ভাল যে আমি ওটার ভেতর নেই! রানা কোথায় গেছেন?'

রেগে গিয়ে নায়ককে দেখল লাবনী। 'তা-ও বলে দিতে হবে, হাঁদা!'

ওদেরকে পাশ কাটিয়ে থামল শোগান জিপগাড়ি। লাফিয়ে ওটা থেকে নামল সাতজন লোক। তাদের ভেতর আছেন ডক্টর হামদি। চারপাশে ছড়িয়ে গেল তাঁর সৈনিকরা। এলোমেলো চুলে লাবনীকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন মিশরীয় ডক্টর: 'ডক্টর আলম! কী হয়েছে? ...যোডিয়াকই বা কোথায়?'

দুর্গের দিকে আঙুল তাক করল লাবনী। 'পিরামিড বা দুর্গে। কিন্তু পিরামিডে আটকা পড়েছে নাদিরের ভক্তরা। ওখানেই আছে রানার দলের সবাই। ওদেরকে সাহায্য করুন। পরে দেখবেন যোডিয়াক! কর্তৃপক্ষ আসার আগেই নাদিরের লোক পালিয়ে গেলে সর্বনাশ হবে। এরা সঙ্গে নেবে বীজগুটি। সেক্ষেত্রে দুনিয়ার বুকে নামবে কেয়ামত!'

চিন্তায় পড়ে মাথা দোলালেন ডক্টর হামদি। 'দুই দলে ভাগ করে দিচ্ছি সৈনিকদেরকে। একদল যাবে যোডিয়াক পাহারা দিতে, অন্যদল যাবে...' বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে দৃশ্যপটে হেলিকপ্টার আসতেই চমকে গেলেন তিনি। 'আল্লা মাবুদ! কী শুরু হলো!'

'নাদির ওই হেলিকপ্টারে!' বলল লাবনী, 'সঙ্গে রানা আর বেলা!' আবারও পিরামিডের ওদিকে গেল কপ্টার। অনেকটা নেমেছে বলে দেখা গেল না। কয়েক সেকেণ্ড পিরামিড দেখল লাবনী, তারপর সামনে বেড়ে চেপে বসল শোগানের ড্রাইভিং সিটে।

চমকে গেছেন ডক্টর হামদি। 'আরে, আরে, ডক্টর আলম! থামুন! কোথায় চললেন?'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই নুড়িপাথরে পিছলে কপ্টারের দিকে ছুটল জিপগাড়ি।

দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে মেয়েটা।

'কোথায় চললেন...'

উঠানের মাত্র বিশ ফুট ওপরে নেমে এসেছে হেলিকপ্টার। ঘুরছে চরকির মত। সামনের সিট ও কালেকটিভ কণ্ট্রোল লিভারের মাঝে আটকা পড়েছে আঙুল, তাই ইঞ্জিনের ক্ষমতা বাড়াবে সে-উপায় নেই পাইলটের।

একহাতে তার ঘাড় জাপ্টে ধরেছে রানা। আরেক হাতে এদিক-ওদিক নেড়ে দিচ্ছে কণ্ট্রোল। বনবন করে হেলিকপ্টার ঘুরছে বলে বমি আসছে ভার্নের। বেলাকে গুলি করা কঠিন তার জন্যে।

একই অবস্থা নাদিরের। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, সে বাস্তবে দেবতা হলে পোয়াতি মহিলার মত এত বমি আসত না। সুযোগ বুঝে তার গালে ঘুষি মারতে গেল বেলা। কিন্তু খপ্ করে হাতটা ধরে ফেলল নাদির। এত জোরে মুচড়ে দিল,

কটাস্ করে খুলে গেল বেলার কাঁধের হাড়ের জয়েন্ট। তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। ওকে ধাক্কা দিয়ে দরজার ওপর ফেলল নাদির।

ব্যথায় ফোঁপাতে শুরু করেছে মেয়েটা।

ক্লিক আওয়াজে খুলে গেল আরেকটা সিটবেল্টের বাটন। সামনে ঝুঁকল ভার্নে। পাইলটকে এড়িয়ে রানার দিকে তাক্ করতে গেল পিস্তল।

মুক্ত হাতে অস্ত্রটার নল আরেক দিকে সরিয়ে দিল রানা।

শুরু হলো দু'জনের শক্তির প্রতিযোগিতা।

ভার্নে চাইছে রানার দিকে নল তাক করতে। কিন্তু ওটাকে সরাতে চাইছে রানা। শক্তি কারও কম নয়। আরও শক্তি প্রয়োগ করতে স্কিড থেকে পা তুলে কেবিনে ঢুকতে গেল রানা।

থরথর করে কাঁপছে পিস্তল। নল তাক হলো পাইলটের দিকে। এখন গুলি করলে নিজ মৃত্যুর পরোয়ানা সই করবে ভার্নে। শরীরের সমস্ত জোরে সামনে বাড়তে চাইছে রানা।

রাগ-ঘৃণা নিয়ে জ্বলজ্বল করছে নাদিরের চোখ। প্রায় লাফিয়ে সামনে বাড়ল সে। প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল রানার চোয়ালে।

হাত থেকে অস্ত্র ছুটে যেতেই চিত হয়ে পড়ল রানা। ওর সঙ্গে পড়ছে পাইলট। ঠাস্ করে স্কিডে পড়ল রানার পিঠ। ভীষণ ব্যথায় আটকে গেল শ্বাস। সিটবেল্টের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এক পা। দড়ির মত স্ট্র্যাপে আটকা পড়ে ঝুলছে পা-বাঁধা মোরগের মত। মাথা নিচু, পা ওপরে। মাত্র দশ ফুট নিচে মাটি, ঘুরতে ঘুরতে নামছে কপ্টার। বিধ্বস্ত হবে যে-কোনও সময়ে। স্রেফ পিষে যাবে রানা ওটার ওজনে।

শোগান জিপগাড়ি নিয়ে পিরামিডের কোনা ঘুরেই সামনে কপ্টার দেখল লাবনী। ঘুরতে ঘুরতে নেমে এসে সোজা এল

ওটা ওর গাড়ির দিকেই!

'ওরে, বাবারে!' আঁৎকে উঠল লাবনী। ব্রেকে চাপ তৈরি করে পরক্ষণে লাফিয়ে পড়ল খোলা দরজা দিয়ে।

শিমুল বীজগুটির মত ভাসতে ভাসতে জিপের দিকে এল ইসি হাণ্ড্রেড-থার্টি।

নিজেকে সামলে সিটে উঠে বসল পাইলট— এত নিচে নেমে এসেছে দেখে হাঁ হয়ে গেল মুখ। সামনেই জিপগাড়ি। এক পায়ে অন্য রাডার প্যাডেল চেপে ধরল সে। থামাবে ঘুরন্ত হেলিকপ্টার। ইঞ্জিনের শক্তি বাড়াতে মুচড়ে ধরল থ্রটল।

হাতের আঙুলে জমির স্পর্শ পেল রানা।

আবারও স্থির হলো হেলিকপ্টার।

রানা দেখল, শোগান জিপগাড়ির পাশেই পড়ে আছে লাবনী। পরক্ষণে জিপগাড়ির ওপর দিয়ে গেল ও নিজে।

উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল লাবনী, 'রানা!'

উঠানের একটু ওপরে ভাসছে হেলিকপ্টার।

'জিপগাড়ির উইঞ্চ!' প্রাণপণে চেঁচাল রানা, 'ওটা দাও!'

'কী বললে?' কপ্টারের ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজে ভালভাবে শুনতে পায়নি লাবনী।

দু'হাতে জিপগাড়ির সামনের দিক দেখাল রানা। 'উইঞ্চ! কেবল! উইঞ্চ! ওটা দাও!'

জিপের সামনে বাম্পারে আছে উইঞ্চ সিস্টেম। এক শ' পঞ্চাশ ফুট স্টিলের কেবল, শেষমাথায় হুক। উইঞ্চের দিকে দৌড়ে গেল লাবনী। ওর দিকেই পিছিয়ে আসছে কপ্টার। রিলিয লিভার টেনে দেয়ায় খুলে গেল স্পুল, বেশ কয়েক ফুট কেবল ছুটিয়ে নিয়েই হুক হাতে রানার দিকে ছুটল লাবনী।

'অ্যাই, শালার পাইলট, উঠতে শুরু কর্!' ধমক দিল নাদির।

ইঞ্জিনকে শক্তি দিল পাইলট। উঠছে হেলিকপ্টার। ওটার

নিচে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে রানা। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হলো লাবনীর। কেউ জানে না, যথেষ্ট কেবল ছুটিয়ে নিয়েছে কি না। এখন নতুন কিছু করার উপায়ও নেই। রানাকে বাঁচাতে হলে এই একটাই সুযোগ পাবে লাবনী।

হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রানা।

সারাশরীরের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে হুক ছুঁড়ল লাবনী।

হুকের পেছনে ছুটল কেবল। ওপরের জোরালো বাতাসের চাপে আবার নামছে। হাত বাড়িয়ে রেখেছে রানা। এক সেকেণ্ড পর দুই আঙুলে ধরতে পারল হুক। দু'হাতে ওটা টেনে নিল। পেছনে পড়ে গেছে জিপগাড়ি। ফুরিয়ে এসেছে লাবনীর ছুটিয়ে নেয়া কেবল। টানটান হওয়ার পর তুমুল বেগে বনবন করে ঘুরতে লাগল স্পুল। খুলে আসছে কেবল।

মুখ তুলে তাকাল লাবনী।

দ্রুত আকাশে উঠছে হেলিকপ্টার।

সিটবেল্টে পা জড়িয়ে ঝুলছে রানা। চাইল কোমর তুলে আনতে। কিন্তু ওর মনে হলো, উঠে আসতে পারবে না স্কিড পর্যন্ত। ব্যথায় টনটন করছে শরীর। তার ওপর টান পড়ল হাতের কেবলে।

এদিকে সাইক্লিক ছেড়ে পাশের দরজা বন্ধ করতে চাইল পাইলট। কিন্তু বাধা দিল কী যেন। আবার স্টিকে হাত রেখে তাকাল সিটের পাশের টানটান হার্নেসের দিকে। 'ওই লোক এখনও আছে!'

'ভার্নে!' গর্জে উঠল নাদির, 'বাইরে গিয়ে গুলি করো ওকে!'

'বাইরে বেরোতে হবে?' সন্দেহ নিয়ে বলল ভার্নে।

'স্কিড থেকে ঝুলছে ব্যাটা! গুলি করো!' গনগনে রাগ নিয়ে মেঝের দিকে আঙুল তাক করল নাদির।

খুব দ্বিধায় পড়ল ডাচ। কিন্তু দু'সেকেণ্ড পর ভাবল,

নির্দেশ পালন করাই ভাল। একহাতে সিটবেল্টের স্ট্র্যাপ আঁকড়ে ধরে অন্যহাতে খুলল দরজার ল্যাচ।

একবার উইঞ্চ আবার কপ্টার দেখছে লাবনী। প্রায় ফুরিয়ে এসেছে স্পুলের কেবল।

ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে ফিউযেলাযের নিচে দেখল ভার্নে। এয়ারক্রাফটের আরেকদিকে ঝুলছে মাসুদ রানা।

আরও ঝুঁকে পিস্তলের নল রানার দিকে তাক করল ভার্নে।

রানাও বুঝেছে, কী হচ্ছে। প্রাণপণে উঠে আসতে চাইল স্কিডের দিকে।

পিস্তলের নল সরাসরি ওর বুকে তাক করেছে ভার্নে।

ওই একইসময়ে রানার হাতের হুক আটকে গেল স্কিডে। পরের সেকেণ্ডে ফুরিয়ে গেল স্পুলে ঘুরন্ত কেবল।

মিতসুবিশি ভীষণ ঝাঁকি খেতেই ভয় পেয়ে সরে গেছে লাবনী। বহু ওপরের আকাশে ঝটকা খেয়েছে কপ্টার। সামনের সিটে হুমড়ি খেল নাদির। ক্যানোপির ওপর ঠাস্ করে নামল পাইলটের মাথা। সিটবেল্ট আছে বলে ছিটকে পড়া থেকে বেঁচে গেছে আহত বেলা। কিন্তু কেবিনের বাইরে রানা ও ভার্নের পরিণতি হলো অন্যরকম।

ক'সেকেণ্ড আগে স্কিডে উঠতে চাইছিল রানা, এখন হঠাৎ এক ঠেলা খেয়ে উঠে গেল পাইপের মত স্কিডের পাশে। দুই কনুই ভাঁজ করে ধরে ফেলল ওটা।

কিন্তু রানার মত এত সৌভাগ্যবান নয় ভার্নে। পিস্তল ধরা হাত লাগল খোলা দরজার ফ্রেমে। বাড়ি খেয়ে কেবিনে পড়ল অস্ত্রটা। ওপরে উঠে গেছে ভার্নে...

সোজা ওপরের রোটর ব্লেডে ঢুকল তার মাথা।

উইণ্ডশিল্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল লাল-ধূসর ঘন কুয়াশা।

দু'চোখের ওপরে কপাল বা মাথা বলতে কিছুই থাকল না লোকটার। সাঁই করে নেমে গেল দেড় শ' ফুট নিচের মাটির দিকে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর আছড়ে পড়ে থেঁতলে গেল লাশ।

ভীষণ ব্যথা পেয়ে ঝিমঝিম করছে পাইলটের মাথা। বুক পড়ে আছে ইন্সট্রুমেন্ট কন্সোলের ওপর। ঠেলা খেয়ে এগিয়ে গেছে সাইক্লিক স্টিক। কোনাকুনিভাবে ওড়া ঘুড়ির মত কাত হয়ে হেলিকপ্টার চলেছে পিরামিডের দিকে। নিচ থেকে ওটাকে আটকে রেখেছে কেবল।

হঠাৎ ভয় পেয়ে পালাতে চাইল লাবনী। পেছন পেছন তেড়ে আসছে ভারী জিপগাড়ি!

কপ্টারের শক্তি নেই যে তুলবে আড়াই টনের গাড়ি, কিন্তু টেনে নিয়ে চলেছে পেছনে।

মুক্ত পায়ে স্কিড মুড়িয়ে নিল রানা। তাকাল নিচে। পিরামিডের চূড়ার একটু ওপরে আছে হেলিকপ্টার।

সিটবেল্ট থেকে পা ছুটিয়ে নিল রানা, উঠে এল স্কিডে। জানালা দিয়ে দেখল, অসুস্থ চেহারা করে এইমাত্র সোজা হয়ে বসল পাইলট। পেছনের সিটে বেলা। ব্যথায় কুঁচকে আছে মুখ। একহাতে ধরে রেখেছে কাঁধের ভাঙা জয়েণ্ট।

মেয়েটার পাশেই উবু হয়ে কী যেন খুঁজছে নাদির। বোধহয় ফুটওয়েল থেকে বের করছে কিছু। রানার মনে হলো, জিনিসটা ভাইরাসের ক্যানিস্টার। তবে দু'সেকেণ্ড পর দেখল, স্টিলের ফ্লাস্ক আছে তার সিটের পাশে।

পরক্ষণে সিধে হয়ে বসল নাদির। এখন হাতে ভার্নের ওই পিস্তল! সোজা তাক করল রানার দিকে!

একইসময়ে নাদিরের বাহুতে ধাক্কা দিল বেলা। পরক্ষণে চাপ পড়ল ট্রিগারে। সাইড উইণ্ডো ভরে গেল থোক-থোক মগজ ও রক্তে। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক-রেঞ্জে বুলেট উড়িয়ে দিয়েছে পাইলটের অর্ধেক খুলি। ভীষণ ঝটকা খেল লোকটা। লাশের

এক পা চেপে বসল রাডার প্যাডেলে। ঘুরে ঘুরে টার্কি-ডান্স শুরু করেছে হেলিকপ্টার।

খুলে গেল পাইলটের দরজা। প্রায় হুমড়ি খেয়ে লাশের ওপর দিয়ে উঠে এল রানা। কেবিনের উল্টোদিকে পড়েছে নাদির। হাতে এখনও পিস্তল। অন্যহাতে কিছু ধরে সামলাতে চাইছে নিজেকে।

উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল ককপিট। হেলিকপ্টার আছে পিরামিডের শীর্ষের আলোর ওপরে। চোখ কুঁচকে চারপাশ দেখল রানা। বুঝে গেল কী করা উচিত।

আবার ওরা সরে গেল তীব্র আলো থেকে।

রানার মুখের দিকে পিস্তল তাক করল নাদির।

নিচে পিরামিডের কাঁচের দেয়ালে নাক গুঁজল মিতসুবিশি জিপ। ভারী স্টিলের ফ্রেমে বেধে গেল কেবল। ওই সংঘর্ষে সামনের সিটে হুমড়ি খেল রানা। দরজায় আছড়ে পড়েছে নাদির। কটাৎ আওয়াজে খুলে গেল ল্যাচ। কাত হয়ে সরছে হেলিকপ্টার। ভীষণ ভয়ে ডোর ফ্রেম আঁকড়ে ধরল নাদির। ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়তেই 'বুম!' করে উঠল পিস্তল। বুলেট লাগল পেছনের বাল্‌ক্‌হেডে। শক্তভাবে ফ্রেম ধরতে গিয়ে হাত থেকে পিস্তল ছেড়ে দিল সে। ওটা নেমে গেল পিরামিডের ঢালু দেয়াল বেয়ে নিচে।

কর্কশ আওয়াজে কন্সোলে বাজতে শুরু হয়েছে বাযার। দপ-দপ করে জ্বলছে লাল সতর্কতাসূচক বাতি।

ওদিকে চেয়ে রানা দেখল, খুব দ্রুত কমছে একটা গেজ। অয়েল প্রেশার। বুলেট ক্ষতি করেছে ইঞ্জিনের।

আবারও ঝাঁকি খেল ইসি হাণ্ড্রেড-থার্টি। জোর টান দিচ্ছে কেবলে। পেছনের সিটে গড়িয়ে এদিক-ওদিক যাচ্ছে স্টিলের ক্যানিস্টার। একইসময়ে ওটার দিকে তাকাল রানা ও নাদির। আবার দেখল পরস্পরকে।

রানা চায় বীজগুটি ধ্বংস হোক।

নাদির চাইছে ওটা রক্ষা করতে।

সামনের সিট টপ্‌কে পেছনে হাজির হলো রানা। একই মুহূর্তে আবারও কপ্টারের কেবিনে ফিরল নাদির। দু'জনের মধ্যে নাদিরই আগে পেল ক্যানিস্টার। হ্যাণ্ডেল ধরেই ওটা দিয়ে প্রচণ্ড এক বাড়ি দিল রানার মাথার চাঁদিতে।

আবারও অস্বাভাবিক সাদা আলোয় ভরে গেল কেবিন। পিরামিডের শীর্ষের আলোর ওপরে ফিরে এসেছে কপ্টার। পনেরো তলা নিচের জিপগাড়ি-নোঙরে আটকা পড়েছে যান্ত্রিক ফড়িং।

সিলিণ্ডারের মত ফ্লাস্ক বুকের কাছে ধরেছে নাদির। বুকে লাথি মেরে সরাতে চাইল রানাকে।

ঝটকা দিয়ে আগেই সরে গেছে রানা।

ষাঁড়ের মত চিৎকার ছাড়ল নাদির, 'তুই কিছুই না! পারবি না আমার সঙ্গে! আমি সেট! আমি মৃত্যুদেবতা!'

আগেই রানা দেখেছে, ডোর ফ্রেম ধরে রেখেছে লোকটা। সাদা হয়েছে মুঠোর হাড়। আপোষের সুরে বলল ও, 'যদি দেবতাই হবে, দেখি তো তুমি উড়তে পারো কি না!' ওর মুঠো নামল নাদিরের মুঠোর ওপর। নিজেই নিদারুণ ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলল রানা। ফেটে গেছে ত্বক। কিন্তু ওর যন্ত্রণা কিছুই নয়। শক্ত স্টিলের ওপর রাখা হাতে পড়েছে ভয়ঙ্কর কিল। মড়াৎ করে ভেঙে গেছে মধ্যমার হাড়। প্রচণ্ড ব্যথায় করুণ আর্তনাদ ছাড়ল নাদির। তখনই তার ক্ষতচিহ্ন ভরা মুখে নামল রানার রক্তাক্ত মুঠোর ঘুষি।

কাত হয়ে আবারও নিচের আলোয় ফিরল হেলিকপ্টার।

ভারসাম্য রাখতে না পেরে টুপ করে খসে পড়ল নাদির। এখনও বুকে ধরে রেখেছে সাধের ক্যানিস্টার। তীব্র আলোর মাঝে সাঁই করে নেমে গেল পনেরো ফুট। কড়াৎ এক আওয়াজ তুলে পিঠে গেঁথে গেল পিরামিডের চোখা শীর্ষ।

নিচে তাকাল রানা। কয়েক ভাগে আলো আসছে এখন।

নাদিরের ফুটো পেট আকাশের দিকে। মৃত্যু হয়নি তার। গলগল করে বেরোচ্ছে রক্ত। একহাতে ওপরে তুলল ক্যানিস্টার। খুলবে ওটার মুখ। বাতাসে ছড়িয়ে দেবে ভয়ানক ভাইরাস।

তার দিকে চেয়ে নেই রানা। কন্সোলে জ্বলছে অন্তত চারটে ওয়ার্নিং বাতি। সতর্ক কবছে অ্যালার্ম। ওদিকে মন দিল ও। খুব দ্রুত কমছে অয়েল প্রেশার গেজ। যে-কোনও সময়ে বন্ধ হবে ইঞ্জিন।

কন্সোলে কয়েকটা বাটন টিপে দিয়ে বেলার পাশে পৌঁছুল রানা। কাঁধের ব্যথায় নাক কুঁচকে রেখেছে মেয়েটা। 'বেলা, ঠিক আছ তো?'

'হারামজাদা আমার কাঁধের হাড় ভেঙে দিয়েছে,' দাঁতে দাঁত চেপে নালিশ করল বেলা। 'আপনি নামাতে পারবেন এই হেলিকপ্টার?'

'না, অন্য কিছু করব,' বলল রানা।

'তা হলে খুন হব? আপনি এত কিছু পারেন, আর একটা হেলিকপ্টার চালাতে পারেন না!'

'এটা পড়বে পিরামিডের ওপর,' বলল রানা। 'তা হলে থাকবে না ওই ল্যাব।'

'কিন্তু আমাদের কী হবে?'

'আমরা লাফ দেব।'

'পনেরো তলা থেকে?'

'ক্ষতি কী!'

হতবাক হয়ে গেল বেলা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'কিন্তু আমরা তো প্রায় চাঁদের কাছে!'

স্থির হয়ে ভাসছে হেলিকপ্টার, কিন্তু কর্কশ শব্দে কী যেন ভাঙছে ইঞ্জিনের ভেতর।

'বলামাত্র লাফ দেবে!' বলে উঠল রানা, 'তা হলে এবার লাফ দাও! জলদি!'

গতি কমে গেছে রোটরের। শক্তি দেবে না ইঞ্জিন। ভারী পাথরের মত শুরু হবে হেলিকপ্টারের পতন!

বেলাকে একহাতে জড়িয়ে ধরেই কেবিন থেকে নেমে পড়েছে রানা। ওর ভাব দেখে বেলার মনে হলো, পিছলে নেমে পড়ছে কোনও সুইমিং পুলে!

দশ ফুট সাঁই করে নামল ওরা, তারপর পা নিচে রেখে সড়াৎ করে পিছলে গেল পিরামিডের ঢালু গায়ে। কড়-মড় আওয়াজে ফাটল ধরল শক্ত কাঁচে, তবে ভাঙল না। সর-সর করে নেমে চলেছে ওরা।

তখনও দুর্বল হাতে ক্যানিস্টারের ক্যাপ খুলতে চাইছে নাদির। তীব্র ব্যথাভরা ঘোলা চোখে দেখল, আকাশ থেকে নেমে আসছে ভারী হেলিকপ্টার!

প্রাণের ভয়ে করুণ এক আর্তনাদ ছাড়ল নকল দেবতা।

ওপর থেকে হেলিকপ্টার পড়েই চুরমার করল পিরামিডের শীর্ষ। নানাদিকে ছিটকে গেল কাঁচ ও ধাতব টুকরো। ল্যাবের মেঝেতে পড়েই বিস্ফোরিত হলো হেলিকপ্টার। নানাদিকে গেল শক ওয়েভ। পৌঁছুল ওই ধাক্কা লুকিয়ে রাখা সি-ফোর পর্যন্ত।

বিস্ফোরিত হলো শক্তিশালী বোমা। চুরমার হলো গ্যাস ট্যাঙ্ক। লেলিহান আগুন গিলে নিল গোটা ল্যাব। পুরো পিরামিডের তিনভাগের একভাগ মুহূর্তে হয়ে উঠল কাঁচের আগ্নেয়গিরির মত। ঝরঝর করে নামতে লাগল সব।

এরই ভেতর পিরামিড বেয়ে অনেক নেমে এসেছে রানা ও বেলা। বিস্ফোরণের আগুন দেখে সরে যাচ্ছে লাবনী, নিচে দেখল রানা। পিরামিডে নাক গুঁজেছে জিপগাড়ি।

'কাঁচে পা বাধিয়ে গতিপথ বদলে নাও!' চিৎকার করে বেলাকে বলল রানা। জুতোর সোল ব্যবহার করে বাধা তৈরি করছে ওরা। 'চেষ্টা করো বাঁক নিতে! নিচে জিপগাড়ি!'

পা ঠেকিয়ে বামদিকে গেল রানা। বেলা চলল ডানদিকে।

ওদের দিকে সাঁই করে উঠে এল শোগান জিপগাড়ি। পরক্ষণে পিরামিড থেকে পিছলে মাটিতে হড়কে চলল ওরা। পাগল হয়ে গেল পায়ের ব্যথায়। শুরু হলো গড়িয়ে যাওয়া।

বেলার আর্তচিৎকার শুনল রানা। আকাশ থেকে ধুপ-ধাপ শব্দে পড়ছে ভাঙা কাঁচ ও জঞ্জাল।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর স্থির হলো রানা। টের পেল, প্রায় কোনও আওয়াজই নেই। শুধু শোঁ-শোঁ শব্দে ভাঙা পিরামিডের ওপরে জ্বলছে লকলকে কমলা আগুন। তার মানে, পুড়ে ছাই হয়েছে নারকীয় ওই বীজগুটি।

রক্তাক্ত শরীরে মাথা তুলে এদিক-ওদিক দেখল রানা। ওর মনে হলো খুন হয়ে গেছে যন্ত্রণায়। নিজ নাম শুনে ঘাড় ফেরাল।

'রানা!' ছুটে আসছে লাবনী। কাছে এসে ওকে আস্ত দেখে কেঁদে ফেলল। 'তুমি একটা পাগল! একদম!'

'বেলার ক্ষতি হয়নি তো?' জানতে চাইল রানা।

একটু দূর থেকে এল বেলার কণ্ঠ: 'আমি ঠিকই আছি। কিন্তু জীবনেও আর আপনার ধারেকাছে আসছি না! আমি তো আর বদ্ধ পাগল নই!'

ব্যথা সহ্য করে মৃদু হাসল রানা। উঠে বসেই দেখল, যোডিয়াক নিয়ে পিরামিড থেকে বেরিয়ে আসছেন হামদি ও তাঁর এএসপিএস সৈনিকরা। পেছনেই গিবন মুর।

'এবার?' রানার দিকে তাকাল লাবনী। 'বাড়ি ফিরবে?'

'কয়েক দিন পর, আগে কিছু কাজ আছে,' বলল রানা।

পাঁচ দিন পর।

নিউ ইয়র্ক।

সোনালি রোদেলা সকাল। আটটা।

কলিং বেল বাজতেই গিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের সদর দরজা খুলল লাবনী। চমকে গেল রানাকে দেখে। শুনেছিল দেশে

ফিরবে বিসিআই এজেন্ট।

লাবনী কবাট থেকে সরে যেতেই ভেতরে ঢুকল রানা। নরম সুরে বলল, 'হবে নাকি এক মগ কফি, ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ, হবে,' দরজা বন্ধ করে কিচেন লক্ষ্য করে চলল লাবনী। পাঁচ মিনিট পর ড্রইংরুমে এসে দেখল চুপ করে বসে আছে রানা। নিচু টেবিলের ওপর একটা সাদা খাম। লাবনী কফির মগ দেয়ায় অন্য হাতে খাম বাড়িয়ে দিল মাসুদ রানা।

'এটা কীসের?' খাম নিয়ে জানতে চাইল লাবনী। কিছু বলতে হলো না রানাকে, নিজেই ও দেখল ইউএন সিল।

খামের একদিক ছিঁড়ে ভেতর থেকে কাগজ বের করে চোখ বোলাল লেখার ওপর। হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। তাকাল রানার দিকে। 'আবারও?'

'হ্যাঁ, আবারও,' বলল রানা। 'তবে যারা তোমার পেছনে লেগেছিল, কান ধরে বের করে দেয়া হয়েছে তাদের আইএইচএ থেকে। দেখতেই পাচ্ছ, কর্তৃপক্ষ অনুতপ্ত। তা ছাড়া...' একটু থামল রানা। হাসল। 'বেতনও মেলা।'

'সত্যি কি যাওয়া উচিত? তোমার কী মনে হয়, রানা?'

'সম্মান দিয়ে ডাকছে, ভেবে দেখতে পারো।' এক চুমুকে মগের অর্ধেক খালি করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'এবার দেশে ফিরব। একটু পর ফ্লাইট। চলি?'

মাথা কাত করল লাবনী। অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা। ভাল করেই বুঝেছে, রানা হস্তক্ষেপ না করলে আইএইচএর চিফের চাকরিটা ফেরত পাওয়া সহজ হত না।

কিছু বলার আগেই ওর অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে গেল রানা। পেছন থেকে চেয়ে রইল লাবনী। নতুন করে আবারও উপলব্ধি করল: রানার মত এমন বন্ধু আগে কখনও ছিল না ওর, এখনও নেই।

***

প্রকাশিত হয়েছে
মাসুদ রানা
মায়া মন্দির
কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী: কাজী মায়মুর হোসেন

মিতা কিডন্যাপ হয়েছে শুনেই বিসিআই চিফ
বললেন, 'হাতে জরুরি কাজ নেই, তুমি যেতে পারো।
বিদেশে মহা বিপদে পড়েছে মেয়েটা...'
মিতা দত্তকে উদ্ধার করে আনতে
ছুটল রানা হংকং-এ। ভাবতেও পারেনি
ওই অদ্ভুত স্ফটিক আর পিচ্চি পাবলোর কারণে
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে তুলছে
তিন পরাশক্তি মিলে! এদিকে পেছনে লেগে গেছে
চিনা ও রাশান ভয়ঙ্কর দুই শত্রুর দল। ওদের
পেছনে নিয়ে পৌঁছুল ও গুয়াতেমালার দুর্গম এক
মায়া মন্দিরে! কিন্তু খালিহাতে কীভাবে ঠেকাবে রানা
আধা-রোবট, হিংস্র ওই চিনে দস্যুকে?
অসহায় বাঙালি গুপ্তচরকে বিশতলা উঁচু পাহাড় থেকে
ল্যাং মেরে নিচে ফেলল চাইনিজ বিলিয়নেয়ার হুয়াং লি ল্যাং
এবার বুঝি শেষ হলো মাসুদ রানার লীলাখেলা!

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

আসমান চৌধুরী
সাপাহার, নওগাঁ।

শ্রদ্ধেয় কাজীদা,

আপনার ৮১তম জন্মবার্ষিকীতে ফুলেল শুভেচ্ছা। আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত।

❋ সুন্দর ফুলের তোড়াটা পেয়েছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আমার দ্বিগুণ আয়ু লাভ করুন, এই দোয়া করি।

সেলিনা
মিরপুর, ঢাকা।

❋ পাঠকদের উদ্দেশে আপনার লেখা চিঠিটা লজ্জায় ছাপতে পারলাম না। কিন্তু চিঠিতে আমার প্রতি আপনার যে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্য আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোহ্তাসিম হাদী রাফী
পশ্চিম নয়াপাড়া, জামালপুর।

মাসুদ রানার সাথে আমার পরিচয় প্রাইমারি থেকে হাইস্কুলে ওঠার এক মাহেন্দ্রক্ষণে। তারপর একসাথে কখনও আমেরিকা থেকে রাশা, আবার কখনও বা ইজরায়েল থেকে বাংলাদেশ। একসাথে ছুটে চলা আর কখনও শেষ হয়নি। কখনও যেন না হয় সে প্রার্থনাই চিরকাল অন্তরে গেঁথে রাখি। এ প্রণয় যে বড় শক্ত হয়ে বুকে গেঁথে আছে। প্রাইমারি থেকে হাইস্কুলে ওঠা বাচ্চার একটা বইয়ের কাছে কী-ই বা দাবি থাকতে পারে? কোনও দাবি ছিল না। তবুও যেন অনেক দাবি,

অনেক আবদার মিটে গেছে। মাসুদ রানার সাথে থেকে থেকে সেই বাচ্চাটা কীভাবে যেন শিখে গেছে বেঁচে থাকার উদ্দীপনা কী। এখন সেই বাচ্চাটা হাইস্কুলের পাট চুকিয়ে ফেলেছে, ক'দিন পরই কলেজে উঠবে। এখনও কোনও দাবি নেই, কোনও আবদার নেই। জানে, না চাইতেই সব মিটে যাবে। ভাল থাকুক মাসুদ রানা। ভাল থাকুন তার স্রষ্টা। ধন্যবাদ, কাজীদা।

❋ এত সুন্দর একটা মনভোলানো চিঠির জন্য আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ। বোঝা যায়, আপনি মন থেকে বলছেন।

আজম খান

মিরপুর, ঢাকা।

প্রিয় কাজী আনোয়ার ভাই,

শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, মাসুদ রানার 'ইসাটাবুর অভিশাপ' বইয়ের অর্ধেকের কিছু বেশি পড়েই চিঠিখানা লিখতে বসে গেলাম। কারণ, কাহিনীটি ভাল লাগছে। আশা করি, ফিনিশিংও ভাল লাগবে। কিন্তু ধন্যবাদ জানাব কীভাবে? লিখেছেন দু'জন মিলে। কাকে কতটুকু ধন্যবাদ জানাব? দয়া করে ধন্যবাদ জানানোর উপায় জানিয়ে দেবেন।

❋ যদি ইচ্ছে হয়, চোখ বুজে আধাআধি ভাগ করে দিয়ে দিন। আমরা দু'জনেই সমান খেটেছি।

সাব্বির হোসাইন

যশোর।

'মাসুদ রানা' আমার কাছে শুধু একজন কল্পপুরুষ নয়। এতটা বিভোর হয়েছি মাসুদ রানাতে যে মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই মাসুদ রানার উপস্থিতি আছে। ওঁর প্রতিটা মিশনে মনে হয় আমি ওঁর সাথে আছি। উদারতা কাকে বলে, কঠোরতা আর কোমলতার অদ্ভুত মিশ্রণ, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, সবই আমাকে খুব মুগ্ধ করে। চেষ্টা করি মাসুদ রানার মত ব্যক্তিত্ব নিজের ভিতর ফুটিয়ে তুলতে। জানি তা সম্ভব নয়, তারপরও মাসুদ রানা আমার আদর্শ, আমি এই কল্পপুরুষকে কল্পনাতেই বাস্তব রূপ দিয়েছি। যখন মন খুব খারাপ থাকে তখন আমার মন ভাল করতে, আবার খুব আনন্দে থাকলেও আনন্দ বাড়াতে সেবার বইয়ের বিকল্প নেই আমার কাছে। কাজীদা, আপনাকে হাজার হাজার ধন্যবাদ এমন সব বই উপহার দেয়ার জন্য। আপনার জন্য দোয়া করি যেন আপনি অ.........নে.........ক দিন বেঁচে থাকেন। আর বাঁচিয়ে রাখেন আমাদের সবার প্রিয় মাসুদ রানাকে।

❋ তা হলে আপনাকেও বাঁচতে হবে যে... প্রিয় পাঠক লাগবে না?